চরিত্র-রত্নাবলী।

(সমাজ ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক নূতন ধরণের ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শ্রীকেদারনাথ বিদ্যা বিনোদ-প্রণীত।

কলিকাতা;

ভবানীপুর ১৬৩ নং কালীঘাট রোড, পার্থিব যন্ত্রে
শ্রীরাম বালক মিশ্র দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

যে দেশে রাজা আছে, প্রজাপালন নাই, আইন আছে, ব্যবহার নাই, প্রতিভা আছে, পূজা নাই ;

যে দেশে স্কুল আছে শিক্ষা নাই, পিতা আছেন, সম্মান নাই, ভাই আছে, ভালবাসা নাই, হৃদয় আছে, বিকাশ নাই ;

যে দেশে ধন আছে, বিনিয়োগ নাই, মানব আছে ধর্ম্ম নাই, জাতি আছে, একতা নাই, বন্ধু আছে, ত্যাগ নাই ;

যে দেশে ভাষা আছে পুস্তক নাই, পুস্তক আছে পাঠ নাই, মানুষ আছে, চরিত্র নাই, চরিত্র আছে, আদর নাই ;

বর্ত্তমান গ্রন্থ সেই দেশের যৎকিঞ্চিৎ উপকার না করিয়া পারে না। অলমিতি বিস্তরেণ।

ভবানীপুর,
২৩শে ভাদ্র ১৩১৩। } শ্রীকেদার নাথ দেবশর্ম্মা

সূচী-পত্র

পিতৃভক্তি।

মেরিয়স্।

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ,—যে যুদ্ধে ইংলণ্ডপ্রভৃতি সপ্তরথী ফ্রান্সের অভিমন্যু নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে পরাস্ত করিয়াছিলেন,—সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার গত কল্য শেষ হইয়াছে। আজি পূর্ণিমার রাত্রি, গগনে পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইয়াছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে লক্ষাধিক নর শব পতিত, রুধির তরঙ্গে ধরা রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে; তাহাতে ক্ষতি কি? চন্দ্র শুভ্রই রহিয়াছেন। ভূতলের প্রতি নভস্তলের বৈরাগ্য এই রূপই বটে। সংসারে নিম্নস্তরের হতভাগ্যদিগের প্রতি ঊর্দ্ধস্তরের চন্দ্রকুলের দৃষ্টিও এই রূপ সঙ্কীর্ণ। প্রজার দুঃখ দারিদ্র্যে রাজার দৃষ্টিও তদ্বৈধ চ।

নিশাগমে যুদ্ধ ক্ষেত্রের চারিদিকে দলে দলে দস্যু আসিতেছে। আজি বলিয়া নয়, ইউরোপে যুদ্ধ মাত্রেরই অবসানে অত্যধিক সংখ্যায় এই পিশাচ দলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইংরাজের

কার্য্য মৃত সৈনিকদিগের মোষণ; ব্যবসাটী সামান্য লাভজনক নহে, দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই বিলক্ষণ দশ টাকার কার্য্য হয়। সৈনিক-দিগের যাহা কিছু তাহা তাহাদের সঙ্গেই থাকে, মাহিয়ানার টাকা, অস্ত্র শস্ত্র, মুল্যবান্ পরিচ্ছদ, চেন ঘড়ি, কচিৎ হীরকাঙ্গুরীয়। ওয়াটার্লুর তিন মাইল ব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে আজি কোটী মুদ্রা বিকীর্ণ রহিয়াছে, বারণ করিবার কেহই নাই, যাহাদের ধন তাহারা চির-নিদ্রায় অভিভূত, যে যত পার লইয়া যাও। আমাদের ভারতে এইরূপ একটী যুদ্ধ সংঘটিত হয় না!

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দস্যুদিগের কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রহরী সশস্ত্র দণ্ডায়মান। বিজয়ী ইংরাজ-সেনপাতি ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন আদেশ করিয়াছেন যদি কেহ মৃত সৈনিক-দিগের অঙ্গে হস্তার্পণ করে তাহাকে তৎক্ষণাৎ শমন ভবনে প্রেরণ করা হইবে। সুসভ্য ইংরাজ জাতির মহৎ গুণ এই যে ইহারা লোকের জীবাতাবস্থা অপেক্ষা মৃতাবস্থায় অধিকতর দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দস্যুরা কিন্তু হটিতেছে না। তাহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, বড় আশা করিয়াও আসিয়াছে, গুলির ভয় করিয়া কি করিবে? অনাহারে মরা অপেক্ষা বন্দুকের গুলিতে মরা অনেক সোজা বলিয়া মনে করিতেছে। লুণ্ঠনও চলিতেছে, গুলিও চলিতেছে, সমরক্ষেত্রে শবসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ডিউক মহাশয়ের উদারতা নররক্তপাতে পর্য্যবসিত হইতেছে।

নিশীথ সময়ে একজন দস্যু শবরাশির পার্শ্বে লুকায়িত থাকিয়া মৃত-সৈনিকদিগের পকেট হাতড়াইতেছিল, উপরে কিছুই না পাইয়া ভিতর হইতে সহসা একটী মৃত দেহ টানিয়া বাহির করিল। এ

পর্য্যন্ত তাহার পকেট অস্পৃষ্ট ছিল। উহাতে হস্তক্ষেপ করিবা মাত্রেই কতিপয় স্বর্ণ মুদ্রা লাভ হইল। দেখিতে দেখিতে সোণার চেন ঘড়ি, পরিশেষে একটী হীরকাঙ্গুরীয়ও দস্যুর হস্তগত হইল। অঙ্গুরীয় খুলিবার সময় বেদনা অনুভূত হওয়াতেই বোধ হয় মৃত ব্যক্তি সহসা নয়ন উন্মীলন করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "আমি কোথায়? আমাদের সম্রাট্ কোথায়? কাহার জয় হইয়াছে?" দস্যু এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিতে প্রস্তুত ছিলনা, সে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নাম কি?' সৈনিক বলিল "আমার নাম কর্ণেল পণ্টমার্সি।" দস্যু অন্তর্হিত হইল।

কর্ণেল পণ্টমার্সি মরেন নাই, দারুণ আহত ও হতচৈতন্য হইয়া সমরক্ষেত্রে পড়িয়া ছিলেন। তাঁহার উপরে ও পার্শ্বে অনেকগুলি মৃত দেহ পতিত ছিল। তিনি যে চাপের তলে পতিত হইয়াছিলেন, দস্যু তাঁহাকে টানিয়া বাহির না করিলে আর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটিত। দস্যু তাঁহার সর্ব্বস্ব মোষণ করিয়া গেল বটে, কিন্তু জগতে আর কেহই তাঁহার যে উপকার করিতে না পারিত তাহাও করিয়া গেল, সেই ঘোর শ্মশানে তাঁহার জীবন দান করিয়া গেল। দয়াময় ঈশ্বর কখন কাহার দ্বারা কোন কার্য্য সাধন করেন, তাহা তিনিই জানেন। পণ্টমার্সি ধীরে ধীরে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী পল্লীতে কাহারও আবাসে আশ্রয় লইলেন, এবং ক্রমে সুস্থ হইয়া তিন মাস পরে পারী নগরে উত্তীর্ণ হইলেন।

পারীর আর সে দিন নাই। যেন সে রাম নাই, সে অযোধ্যা নাই। নেপোলিয়ন সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। প্রবলপ্রতাপ অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিরূঢ়, বোনা-

পার্টিষ্ট দলের (১) উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে; কাহারও আর নেপোলিয়নের নাম মুখে আনিবার যো নাই। নেপোলিয়ন-প্রমুখ যে সকল বীরপুরুষ ফ্রান্সের জন্য শত শত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা এখন রাজদ্রোহী নামে অভিহিত। ফ্রান্সের অনুকূলে শত-যুদ্ধজয়ী মার্শ্যাল নে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। নিহত, নির্ব্বাসিত ও কারানিক্ষিপ্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

পণ্টমার্সি প্যারী প্রবেশ করিলেন। মৃত তালিকাভুক্ত সৈনিককে পুনরায় দেখিয়া প্যারীনগরী হর্ষবিস্ময়ে পরিপ্লুত হইল। কর্ণেল মহাশয় বন্ধু বান্ধবদিগের নিকট গল্পচ্ছলে বলিলেন, ওয়াটার্লুর যুদ্ধের দিবস হইতে আমি ব্যারন হইয়াছি। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "সেই দিবস অপরাহ্ণে যখন আমি অমিত বিক্রমে ইংরাজ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিতেছিলাম, বক্ষঃস্থলে শত্রু-সঙ্গীন-বিদ্ধ হইয়াও অশ্বক কষাঘাত করত স্বদলবলে অগ্রসর হইতেছিলাম, যখন তরবারি আহত ললাট হইতে অবিরল ধারায় রুধির-বর্ষণ হইয়া আমার দৃষ্টি রোধ করিতেছিল, তখন আমার পশ্চাদ্ভাগে প্রকাণ্ড শ্বেতাশ্ব-পৃষ্ঠে একব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, "তুমি আর কর্ণেল পণ্টমার্সি নহ, তুমি আজ হইতে ব্যারন পণ্টমার্সি হইবে"। আমি শেষে জানিতে পারিয়াছিলাম সেই ব্যক্তিই স্বয়ং নেপোলিয়ন; সেই তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা। তিনি চির বিদায় কালে আমাকে যে সম্মান-

(১) যাহারা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শাসন প্রণালীর পক্ষপাতী ছিল, তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত

পদবী অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিব, নচেৎ তাঁহার প্রতি সমুচিত অনুরাগ প্রদর্শন হইবে না"। বন্ধুরা পণ্টমার্সির অভিপ্রায় ভাল বুঝিলেন না।

কয়েক দিনের মধ্যেই কর্ণেল মহাশয় ধৃত হইলেন। তিনি রাজদ্বারে আনীত হইয়া জিজ্ঞাসিত হইলেন,

'নাগরিক! তোমার নাম কি?'

"আমার নাম কর্ণেল ব্যারন পণ্টমার্সি।"

"এই উপাধি তুমি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?"

"ওয়াটার্লুর যুদ্ধ দিবসে, আমার বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ আমাকে ঐ উপাধি দিয়াছেন।"

"সম্রাট্ কে?"

"নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।"

রাজা বলিলেন, "সে কি সম্রাট্? সে একজন সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষ মাত্র। বিশ বৎসর যাবৎ অন্যায় পূর্ব্বক ফ্রান্সের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল। সে দস্যু। দেশে বিদেশে সমরানল প্রজ্বালিত করাই তাহার ব্যবসা ছিল। সে ইউরোপের শত্রু, শান্তির শত্রু, মনুষ্যত্বের শত্রু। তুমি সেই পাষণ্ডের দত্ত উপাধিতে স্ফীত হইয়াছ? আমার ভয় হইতেছে, তুমি আমার শান্তিপ্রিয় রাজভক্ত নাগরিকদিগকে অসৎপথে পরিচালিত করিবে। তুমি পুনরায় ব্যারন বলিয়া পরিচয় দিলে আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব। সংপ্রতি কোন দূরবর্ত্তী পল্লীতে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লও। তুমি রাজধানীতে বাস করিতে পাইবে না।"

পণ্টমার্সি দুঃখের সহিত দাবী পরিত্যাগ করিলেন। জগতে তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আজি

আট বৎসর যাবৎ পুত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ নাই। ইউ-রোপের নানাস্থানে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি গত আট বৎসরের মধ্যে এমন অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই যাহাতে একবার পুত্রটীকে দেখিয়া যান। এই সময়ের মধ্যে বালকটী মাতৃহীনও হইয়াছিল। মাতৃবিয়োগের পর হইতে সে মাতামহের বাটীতে ছিল। মাতামহের অন্যতমা কন্যা স্বকীয় অনপত্যতা বশতঃ বালকটীকে সবিশেষ যত্ন করিতেন। মাতামহও সামান্য লোক ছিলেন না। তিনি অতি উচ্চ বংশ সম্ভূত, ঐশ্বর্য্যশালী ও বিদ্বান্ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটী মহৎ দোষ ছিল, তিনি নেপোলিয়নের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠিতেন। নিজে রয়ালিষ্ট (রাজভক্ত) বলিয়া ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের সীমা ছিল না। তিনি নেপোলিয়নকে দস্যু এবং তাঁহার অনুচর দিগকে গুণ্ডা তস্কর লুটেরা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর মৃতগণের তালিকায় পণ্টমার্সির নাম দেখিয়া তিনি হর্ষ গদ্ গদ্ স্বরে দৌহিত্র মেরিয়স্‌কে বলিয়া-ছিলেন 'ভাই এতদিনে তোর আপৎ চুকল, তোকে এখন মানুষ করিতে পারিব।'

পণ্টমার্সি পারী পরিত্যাগ কালে মেরিয়স্‌কে লইয়া জীবনের শেষভাগ মনের সুখে কাটাইবেন এই অভিপ্রায়ে শ্বশুর মহাশয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। পারীর রয়ালিষ্টের ভবন, স্বর্গ অপেক্ষাও দুর্গম, দুরারোহ। দ্বারবান্ প্রবেশ করিতে দিল না। জামাতা দ্বারে থাকিয়াই প্রার্থনা জানাইলেন। প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিল। মেরিয়স্ মাতামহের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিল। জামাতাকে জানিতে দেওয়া হইল যে তিনি তাঁহার পুত্রকে লইয়া

গেলে, সে তাহার মাতামহের বিপুল ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইবে। পুত্রের হিতার্থে পণ্টমার্সি পুত্রকে লইয়া যাইবার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে একবার মাত্র দেখিয়া যাইতে চাহিলেন. বলিয়া পাঠাইলেন, আমি যখন শেষবার সমরযাত্রা করি, তখন মেরিয়সের বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র হইয়াছিল, তৎপরে আর আট বৎসর কাল আমি উহাকে দেখি নাই। আমার ষোল বৎসর বয়স্ক বালক এখন কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমার দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। আপনি সমীপবর্ত্তী প্রকোষ্ঠে তাহাকে একবার আসিতে অনুমতি করুন। আমি এক নজর দেখিয়া চলিয়া যাই।" স্নেহময় পিতার এই প্রকার কাতর বাক্যেও সেই নিদারুণ রয়ালিষ্টের অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হইল না। পণ্টমার্সি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিলেন।

অবমানিত, লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত কর্ণেল দূরবর্ত্তী ভার্ণন নামক পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আবাস ভবনের সম্মুখে একটী সামান্য পুষ্পোদ্যান ছিল। তিনি তাহারই শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান্ হইলেন। ফুল পাতা লতা লইয়া পুত্রের অদর্শন-জনিত মনঃকষ্টের কথঞ্চিৎ লঘুতা সম্পাদিত হইতে লাগিল। তিনি মধ্যে মধ্যে পারী আসিয়া প্রচ্ছন্ন বেশে রাজপথে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কখনও দৈবাৎ দ্রুতগামী শকটারূঢ় পুত্রের দর্শন লাভ হইত। তিনি এইরূপে অনেক কষ্টে মধ্যে মধ্যে পুত্রের ক্ষণিক দর্শন লাভ করিতেন বটে, কিন্তু পুত্র তাঁহাকে কখনও দেখিতে পাইত না। পিতাকে দেখিবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না। পিতা বলিয়া তাহার অন্তঃকরণে কোন শ্রদ্ধার উদ্রেক আদৌ হয় নাই। সে বাল্যকাল অবধি শুনিয়াছে তাহার পিতা গুণ্ডা।

বাল্যকালাবধি তাহার এই কুশিক্ষা হইয়াছে, এবং তাহার শিক্ষক হইতেছেন পরম পূজনীয় মাতামহ। যে সমাজে তাহার বাস, সে সমাজে সকলেই একবাক্যে নেপোলিয়নকে রক্তপিপাসু রাক্ষস এবং তাহার অনুচর দিগ:ক দস্যু তস্কর বলিয়া বর্ণনা করিত। সুতরাং মেরিয়সের মনে তাহার পিতা দস্যু ব্যতীত অন্য কোন ভাবে গৃহীত হইতেন না। সে লোকের নিকট পণ্টমার্সির পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিত। এবং যেস্থানে তাহার পিতার নাম উল্লেখ হইবার সম্ভাবনা আছে এমত স্থানে প্রাণান্তেও যাইত না। ঠাকুরদাদা মহাশয় মেরিয়স্‌কে উচ্চ শিক্ষা দিতে এবং নানাবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত করিতে যত্নবান্ ছিলেন বটে, কিন্তু সমস্তের মূলে এই মহৎ দোষ নিহিত ছিল যে তাহার হৃদয়ে পিতৃভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেওয়া হইত না। বরং যাহাতে পিতৃ-বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে অশেষ চেষ্টা করা হইত।

পণ্টমার্সির পারী পরিত্যাগের পর, মেরিয়সের মনের ভাব অবগত হইবার জন্য ঠাকুরদাদা মহাশয় এক দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই তুই নাকি ব্যারন হইয়াছিস্?" মেরিয়স্ বলিল "দাদা মহাশয়! আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" ঠাকুরদাদা বলিলেন "তোর বাবা না কি ওয়াটালুর যুদ্ধের দিনে ব্যারন উপাধি পাইয়াছে। তোদের বংশ এখন ব্যারন বংশ হইতে চলিল, তাই বলিতেছি তুই কি এই মাননীয় উপাধি গ্রহণ করিবি না?" মেরিয়স্ বলিল "সে আপনার ইচ্ছা। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে বোর্ব্বন রাজগণ ব্যতীত আর কাহারও তাদৃশ উপাধি দিবার ক্ষমতা নাই। নেপোলিয়ন কি প্রকারে ঐ উপাধি দিলেন, আর কি জন্যই বা আমার পিতা লোকসমাজে

উহা গৌরবের পরিচয় বলিয়া প্রকাশ করেন তাঁহা আমি বলিতে পারি না। আমি কখনও অযথা সম্ভূত পদবী গ্রহণ করিব না।"

দৌহিত্রের এই কথা শুনিয়া মাতামহের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "মেরিয়স প্রকৃতই আমার বংশধর হইবে। ইহাকে যেরূপ শিক্ষাদান করিয়াছি তাহা ইহার হৃদয়ে সম্পূর্ণ ফলবতী বলিয়া বোধ হইতেছে।" প্রকাশ্যে কহিলেন, "মেরিয়স্! প্রাগুক্ত উপাধির আদান-প্রদানেই ঐ পাষণ্ডেরা কি প্রকারের লোক তাহা বুঝিতে পারা যায়। অনধিকার চর্চ্চা উহাদের চরিত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। ঈশ্বর যাহাকে যাহা দিয়াছেন, তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে উহাদের অণুমাত্রও শৈথিল্য লক্ষিত হইত না। যাহারা শত সহস্র বৎসর ধরিয়া ফ্রান্সে রাজত্ব করিতেছে, তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া নেপোলিয়ন প্রভৃতি দস্যুগণ ফ্রান্সের রাজদণ্ড ধারণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। কিন্তু দস্যুর জয় ক'দিন! ঈশ্বর পুনরায় বোর্ব্বন দিগকে রাজপদ প্রদান করিয়াছেন। আবার দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপের আতঙ্ক দূর হইয়াছে, এখন লোকে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছে।"

মেরিয়স্ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা মহাশয় উহারা কি এতই মন্দ লোক ছিল?" ঠাকুর দাদা বলিলেন, "উহারা যে কতদূর মন্দলোক ছিল তাহা ভাষায় বলিয়া শেষ করাযায় না। ইউরোপে এমন কোন রাজা ছিলেন না যাহাকে উহারা পদচ্যুত করে নাই। এমন কোন সিংহাসন ছিল না যাহা উহারা কলুষিত করে নাই। এবং এমন কোন নগরী ছিল না যাহা উহারা তোপে উড়াইয়া দেয় নাই। উহাদের দৌরাত্ম্যে মাতা পুত্রশোকে, স্ত্রী পতিশোকে অবিরত

হাহাকার করিয়াছে। উহারা যদি আর কিছুদিন অপ্রতিহত থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপ সাহারায় পরিণত হইত।”

মেরিয়স্ বলিল, ‘এই সমস্তের জন্য আমার পিতা অপেক্ষা বোধ হয় নেপোলিয়নই ঈশ্বরের নিকট অধিক দায়ী হইবেন, কেননা তিনি সামান্য সৈনিক মাত্র ছিলেন।’ ঠাকুর দাদা বলিলেন, তাহা মনে করিও না; এই সকল সৈনিকেরা সাহায্য না করিলে নেপোলিয়ন একাকী কোনই অনিষ্ট করিতে পারিত না। যাহারা রাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া উহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে তোর বাপ একটা কম নয়। নেপোলিয়নের যত দোষ, তাহার উপরে ইহারা আরও কৃতঘ্নতা দোষে দোষী। জিগীষা ও উচ্চাভিলাষের দোহাই দিয়া নেপোলিয়ন একদিন সিজার বা সেকেন্দরের মত অব্যাহতি পাইতে পারিবে, কিন্তু তোর বাপ যে নেমকহারামি করিয়াছে, তাহা হইতে তাহার আর উদ্ধার নাই।”

মেরিয়স্ জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা মহাশয় আমার পিতা কি বোর্ব্বন রাজাদিগের অধীনে চাকুরী করিতেন?” ঠাকুরদাদা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন “নাই করুক, আমি ত রয়ালিষ্ট, আমার জামাতা হইয়া যখন সাধারণ তন্ত্রের সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিল তখনই কৃতঘ্নতা দোষে দোষী হইল। সমুত্থিত সাধারণ তন্ত্রের ভয়ে যখন আমরা নগর হইতে নগরান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে পলায়মান হইয়াছিলাম, তখন কিনা ধনুর্দ্ধর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দস্যুদিগের দলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এবং তদবধি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাবতীয় কুকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া পরিশেষে ব্যারন হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। মার্কুইস কিম্বা লর্ড হয়েন নাই কেন বলিতে পারি

না। কল্য হইতে আমার পাতুকাদ্বয়ও ব্যারন নামে কীর্ত্তিত হইবে। বলিতে কি মেরিয়স্ তোর বাপের ন্যায় আর কোন অপকৃষ্ট লোক পৃথিবীতে শ্বাস প্রশ্বাস করে তাহা আমি জানি না।

রাজভক্ত মাতামহের এই সকল কথা শুনিয়া সেই সুকুমারমতি বালকের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে পিতার নিন্দাবাদে তাঁহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিতেছিল। মাতামহ, যিনি আশৈশব পালন করিতেছেন, বর্ণশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত দিয়াছেন, এমন কি যিনি সর্ব্ব প্রথমে কথা বলিতেও শিখাইয়াছিলেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে তাহার স্বতঃ প্রবৃত্তি হইত। পিতৃ নিন্দা তাহার পক্ষে অসহ্য হইলেও সে কখনও মাতামহের প্রতিবাদ করিত না, বরং ঐ রূপ পিতার পুত্র বলিয়া আপনাকেই অতি দুর্ভাগ্য মনে করিত। মাতামহের বাটীতে রাজপুত্রের ন্যায় আদরে প্রতিপালিত হইলেও তাহার অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় বিমর্ষের উদয় হইল। তাহার বাল্যকালের বিমলশশধরপ্রতিভ প্রফুল্ল মুখখানি বয়োবৃদ্ধি সহকারে কালিমায় জড়িত হইল। সতত ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ অভিজাত তন্ত্রের বালকদিগের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মেশা দূরে থাকুক, বরং সে যত্নপূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিত। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া ভূতপূর্ব্ব সাধারণ তন্ত্র ও সাম্রাজ্যের বিবরণাদি পাঠ করিতে তাহার ভাল লাগিত। কিন্তু তাহারও দুইটা অন্তরায় ছিল। প্রথমতঃ নবীন ভূপতি অষ্টাদশ লুই সেই সময়ের সংবাদ পত্রাদি এককালে ভস্মীভূত করাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যদি দৈবাৎ কোথায়ও কিছু পাওয়া যাইত, তাহাও রয়ালিষ্টগণ বালকদিগকে পড়িতে দিতেন না।

এই সময়ে এক দিন সায়াহ্ন-ভ্রমণ-কালে মেরিয়স কথঞ্চিৎ সপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদামহাশয়! সাধারণ তন্ত্রের একজন সভ্য নাকি বলিয়াছিল, যতদিন ফ্রান্সে দুই লক্ষ সত্তর হাজার রয়ালিষ্ট নিহত না হইবে, ততদিন ফ্রান্সে শান্তি আসিবে না? এবং অন্যতম সভ্য নাকি বলিয়াছিল, যে শাসনে প্রতি ঘণ্টায় একশত লোক গিলোটিনে (১) প্রেরিত না হয়, সে শাসন শাসনই নহে?"

মেরিয়সের এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ঠাকুরদাদা তাহাকে বলিয়াছিলেন যে তাহার পিতা যে দলভুক্ত ছিলেন সেই দলের লোকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ ছিল। তাই সে ভয়ে ভয়ে মারা এবং রোবস্পায়ারের কথা পাড়িয়াছে, কেন না জগতে উহাদের ন্যায় নররক্ত পিপাসু শাসনকর্ত্তা আর ত কেহই ছিলনা। দাদামহাশয় যদি তাহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে মেরিয়সের পিতৃকলঙ্কের কথঞ্চিৎ হ্রাস হইতে পারে। দাদা মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তুমি মারা ও রোবস্পায়ারের কথা কহিতেছ? উহারা নরহত্যা প্রিয় ছিল বটে, কিন্তু বোনাপার্টিষ্ট দিগের ন্যায় তস্কর ও লুটেরা ছিল না। তোমার পিতা আবার অধিকন্তু বিশ্বাস ঘাতকতার পরিচয় দিয়াছিল। উপপ্লবকারীদিগের এই এক দোষ ছিল যে, যাহারা তাহাদের দলে আসিতে না চাহিত, তাহাদিগকে তাহারা যমালয়ে প্রেরণ করিতে

(১) মনুষ্যের শিরচ্ছেদ করিবার যন্ত্র বিশেষ। উপপ্লবের প্রারম্ভে গিলোটিন নামক জনৈক ডাক্তার ইহার উদ্ভাবন করেন। উদ্ভাবনকর্ত্তার নামানুসারে উহার নাম গিলোটিন হইয়াছে। উপপ্লবের সময় ফ্রান্সের বড় বড় সহরে এই যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

চেষ্টা করিত। কিন্তু তাহারা সর্ব্বথা স্বার্থশূন্য ছিল। তাহারা ফ্রান্সে যে প্রকার অব্যাহত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেকে ধনকুবের হইয়া যাইতে পারিত, কিন্তু তুমি শুনিলে বিস্মিত হইবে, রোবস্পায়ার তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যও পনের শিলিংএর অধিক রাখিয়া যায় নাই। আর বোনাপার্টিষ্টদিগকে দেখ, ইটালী হইতে মস্কাউ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া, তোমার পিতার ন্যায় সামান্য সৈনিকও যে পরিমাণ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিল, ফ্রান্সে একজন ডিউকের গৃহেও তাহার অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়।

মেরিয়স্ বলিল, "কই দাদা মহাশয়! আমার পিতা ত আদৌ ধনী হইতে পারেন নাই! আমি শুনিয়াছি তিনি গবর্ণমেণ্ট-দত্ত অর্দ্ধবেতনের দ্বারাই কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।" মাতামহ বলিলেন, 'তবে আর আমি তোমাকে বলিতেছি কি? উহারা সকলেই তস্কর ছিল। যে দলে সকলেই চোর, তাহাদের মধ্যে আবার কতগুলা বাটপাড়ও থাকে। তোমার পিতা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছিল, নিজদলের আর কোন হৃদয়ঙ্গম বন্ধুই আবার তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তাই তোমাকে বলিতেছি যে, জগতে উহাদের মত দুর্নীতি-পরায়ণ আর একটা দল সৃষ্ট হয় নাই। আর দেখ উপপ্লবকারীরা রয়ালিষ্ট দিগের প্রাণ সংহারই করিত, কিন্তু তাহাদিগকে জীয়ন্তে পদদলিত করিত না। তাহারা ফ্রান্স হইতে সমস্ত মান্তের পদবী উঠাইয়া দিয়া রাজা প্রজা ধনী নির্ধন ভদ্রাভদ্র সকলকেই মনসিয়র (মহাশয়) নামে অভিহিত করিত। নিজেরা ফ্রান্সের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াও "মনসিয়র" এর অতিরিক্ত কোন উপাধি গ্রহণ করে নাই। কিন্তু নেপোলিয়ন পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মহা গৌরবান্বিত সম্রাট্ উপাধি

গ্রহণ করিয়াছিল ; কেবল তাহাই নহে, ফ্রান্সের অভিজাত তন্ত্রের ডিউক আরল কাউণ্ট মার্কুইস ব্যারন প্রভৃতি মাননীয় পদবী সকল অপহরণ করিয়াও ইতর লোকদিগের মধ্যে মুক্তহস্তে বিতরণ করিয়াছিল। ইহা কি অভিজাত তন্ত্রের পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর কষ্টদায়ক হয় নাই ? ফলতঃ রোবস্পায়ার জলন্ত অগ্নি, রয়ালিষ্টকে পাইবামাত্র যেমন দগ্ধ করিয়া ফেলিত, তেমন আবার মারার (১) ন্যায় যে কোন মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাপিত হইতে পারিত। কিন্তু নেপোলিয়ন মধ্যাহ্ন সূর্য্য, তাহাকে নির্ব্বাপিত করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। তাহার হস্তে অপরাহ্ণকাল পর্য্যন্ত কাহারও নিস্তার ছিল না। তাই বলি এতদিনে যদি সে কালান্তক রবি অস্তমিত হইল, তাহার তাপে উত্তপ্ত বালুকাকণা সদৃশ ব্যারনগুলি রহিয়াগেল। তাহারা কি বুঝেনা যে তাহাদের উত্তাপ নিবারণ করিতে লোকে পাদুক ভিন্ন আর কিছুই ব্যবহার করিবে না?'

মেরিয়স্ নীরবে গৃহে প্রত্যাগত হইল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে যে ভয়ানক আবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কাহাকেও জানিতে দিল না। পুস্তকাদি লইয়া যথারীতি পড়িতে বসিল, পড়িতে পারিল না, মনঃসংযোগ হয় না। পিতার কথা লইয়া ঠাকুরদাদার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহাও দুইটী কারণে প্রকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। প্রথমতঃ, ঠাকুরদাদা হয়ত ঠিকই বলিয়াছেন, তর্কের কিছুই নাই ; দ্বিতীয়তঃ, তিনি যদি আবার ধৃষ্টতা দেখিয়া গুণ্ডার ছেলে গুণ্ডা হইয়াছে বলিয়া ফেলেন তাহা হইলেই বা মুখ থাকিবে কোথায় ? পিতাকে ভুলিতে চেষ্টা

(১) ইনি একজন ভয়ানক উপদ্রবকারী ; ইনি যখন ফ্রান্সকে নররক্তে ভাসমানা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন শার্লোট ডি কর্ডেনাম্নী জনৈক রয়ালিষ্ট যুবতী ইহাকে ছুরিকাঘাতে নিধন করেন।

করিল, কিন্তু ভুল হয় না। মনুষ্য পিতৃময় শরীর, দেহ মনঃ সর্ব্ব-স্থানেই পিতা বর্ত্তমান। মেরিয়স্ দেখিতে পাইল, জগতের সমস্ত বস্তু ভুল হইয়া যাইতেছে, কিন্তু যাঁহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিতেছে, তিনিই কেবল মনে পড়িতেছেন। পুনরায় ভুলিতে চেষ্টা করিল; পুনরায় দেখিতে পাইল যেন শরীরের প্রত্যেক পরমাণুতে পিতা আসিয়া অচল অটল ভাবে উপবেশন করিতেছেন। মেরিয়স্ অজ্ঞাতসারে তদ্‌গত হইয়া পড়িল।

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইল। গৃহান্তরে মাতামহ ভোজ-নার্থ উপবেশন করিয়া প্রাণ-প্রতিম দৌহিত্রের অপেক্ষা করিতেছেন। তিনবার ভ্যালে-ডি-চেম্বার (১) আসিয়া তাহাকে জানাইয়া গেল, একবারও তাহার চৈতন্য হইল না, তাহার সেই প্রগাঢ় পিতৃযোগ ভঙ্গ হইল না। এইবার মাতামহ স্বয়ং আসিলেন, দেখিলেন মেরিয়স্ নীরব নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছে। তিনিও ধীর পদ-সঞ্চারে নীরবে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন মেরিয়সের মুখ হইতে অস্ফুট স্বরে নির্গত হইতেছিল. "কখনও মনুষ্যের অন্যায় করি নাই। ফ্রান্সের জন্য জন্মিয়াছিলাম, ফ্রান্সের জন্য মরিতেছি। দেশের জন্য, জাতির জন্য, নীতি ও শান্তির জন্য অকাতরে হৃদয়ের রক্ত দিয়াছি, ঈশ্বর তাহার সাক্ষী।"

মেরিয়স্ কি বলিতেছিল, মাতামহ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসের ন্যায় দৌহিত্রের গায়ে ঝাঁকি দিয়া সেই মনোহর যোগ ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। তিনি যদি প্রকৃত জ্ঞানী হইতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, যে মেরিয়স্ আর তখন মেরিয়স্ ছিল না। সেই মুহূর্ত্তের জন্য কর্ণেল পণ্টমার্সি

(১) গৃহ-কিঙ্কর, যে শয়ন গৃহের কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি সম্পন্ন করে।

হইয়াছিল, এবং তাহার মুখে নিগৃহীত পন্টমার্সির হৃদয়ের নিগূঢ় তথা প্রকাশ পাইতেছিল। চকিত মেরিয়স্‌ও কি বলিতেছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। সে মাতামহকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তিনি গমনশীল হইলে, ছায়ার ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।

উভয়ে ভোজনে বসিলেন। মাতামহ বলিলেন, "তোমাকে একবার ডাক্তার দেখাইতে হইবে। পড়িতে পড়িতে নিদ্রাকর্ষণ, তন্দ্রাবশে বসিয়া বসিয়া প্রলাপের মত অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ; তাহাতে আবার শ্রদ্ধামত আহারও করিতেছ না, আমার ভয় হইতেছে, তোমার কোনরূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।" মেরিয়স্ কোন উত্তর করিল না।

যত দিন যাইতে লাগিল, মেরিয়স্ এই ভাবে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল, "যখন অধম পিতার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর ভাবিয়া কি করিব? পিতার কথা ভুলিয়া যাইব, এবং নিজে সৎ হইয়া চলিব। কাহারও অপহরণ করিব না, বরং পরের জন্য ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। কখনও মনুষ্যের অপকার করিব না, বরং দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণের দ্বারা নির্ম্মল যশঃ লাভ করিতে চেষ্টা করিব।"

এই কৃত্রিম উপায়ে মেরিয়স্ পিতার কথা ভুলিয়া পুনরায় সুখশান্তির অধিকারী হইল বটে, কিন্তু তাহার সে সুখশান্তি সেই বিহঙ্গমের ন্যায়, যে স্বর্ণপিঞ্জরে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে সুরম্য উপত্যকার কথা ভুলিয়া যায়, যে ফল-পুষ্পশোভিত নব-পল্লবাচ্ছন্ন বৃক্ষবাটিকার কথা ভুলিয়া যায়, যে বিহঙ্গম পক্ষ প্রসারিত করিয়া স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ আকাশ-ভ্রমণের কথা আদৌ পাশরিয়া যায়।

মেরিয়সের মুখমণ্ডল পুনরায় প্রসন্ন হইতে চলিল। সে অশ্বারোহণে প্রাতর্ভ্রমণ করে, বিদ্যালয়ে যায়, সকলের সঙ্গে মিশে ও হাসিয়া কথা বলে। সে সায়াহ্নে মাতামহের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হয়, মাতামহ যা' পড়ান তাই পড়ে। সেই পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম-শিশু এখন স্পষ্ট করিয়া কৃষ্ণ কথা কহিতে লাগিল, "নেপোলিয়ন দস্যু, তাহার অনুচরগণ তস্কর।" মেরিয়সের শিক্ষা পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমন হইয়াছিল, একই শিক্ষক, একই স্কুল, একই সংসর্গ। তবে মধ্যযোগে যে তাহার হৃদয়ে পিতা বলিয়া একটু আবেগ উপস্থিত হইতেছিল, সে ঈশ্বরের অনিবার্য্য-নিয়ম-বশতঃ, সে যৌবনের প্রারম্ভে মানব হৃদয়ের যাবতীয় সদ্বৃত্তিনিচয় বিকাশোন্মুখ হয়, সেই জন্য। কিন্তু স্বার্থপর রয়ালিষ্টের শিক্ষার কি মহিমা! যদ্দ্বারা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক স্রোতঃ, প্রাকৃতিক নিয়ম, বিধির বিধান, এমন কি ঈশ্বরের সৃষ্টি পর্য্যন্ত প্রতিহত হইয়া দাঁড়াইল। কেবল তাহাই নহে, সেই ঐশ স্রোতঃ বেগে প্রতিহত হওয়াতে অমনি উজানেও বহিল। মেরিয়স্ স্পষ্টাক্ষরেই বলিতে লাগিল, আমার পিতা প্রকৃতই গুণ্ডা ছিলেন।

কিন্তু ধর্ম্মে আর সহিল না। এই সময়ে পণ্টমার্সি পীড়িত হইলেন। শ্বশুর মহাশয়ের নিকট একখানি পত্র আসিল, "পিতঃ আমি অকস্মাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছি, আর বোধ হয় বাঁচিব না। আপনার নিকট আমার এই শেষ প্রার্থনা, দয়া করিয়া মেরিয়স্‌কে একবার পাঠাইয়া দিবেন।"

পত্রখানি পাঠ করিয়াই, দাদামহাশয় মেরিয়স্‌কে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই তোমার পিতা বড় পীড়িত, তোমার একবার তথায় যাওয়ার প্রয়োজন হইতেছে। কি জানি প্রকৃতই যদি

তাহার শেষ সময় উপস্থিত হইয়া থাকে।" মেরিয়স্ বলিল, "তা আর কাহাকেও পাঠাইলে হয় না?"

"না সে কেবল তোমাকেই দেখিতে চাহিয়াছে।"

মেরিয়স্ বলিল, "আপনি যদি আদেশ করেন, তবে যাইতে হয়, কিন্তু এখন আমার সময় নাই; প্রয়োজনীয় কার্য্যাদি করিয়া যদি পারি তবে অপরাহ্নে যাইব, নচেৎ আগামী প্রাতে।"

এই বলিয়া মেরিয়স্ প্রস্থান করিল। পিতার শেষ সময় উপস্থিত জানিয়াও তাহার হৃদয়ে শীত গ্রীষ্ম কিছুই অনুভূত হইল না, শিক্ষার এমনি মহিমা! অভ্যাসের এমনই গুণ যে সে অবাধে বিদ্যালয়ে গমন করিল, মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিল, ভ্রমেও অন্যমনস্কতার পরিচয় দিল না। অপরাহ্নে মাতামহ তাহাকে আর একবার মনে করাইয়া দিলেন, "তুমি এখনও তোমার পিতাকে দেখিতে যাও নাই?" মেরিয়স্ বলিল, "আমি ভার্ণন পল্লীতে কখনও যাই নাই, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, রাত্রি কালে তাঁহার বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে। সেই জন্য মনে করিতেছি প্রভাতে যাইব।"

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতভ্রমণের অশ্ব সজ্জিত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। "ভার্ণন যাই কি প্রাতভ্রমণে যাই? পিতা কিছু এই মুহূর্ত্তেই মরিতেছেন না, গুণ্ডারা নাকি সহজেও মরে না, আর মরিলেও ঐরূপ পিতার জন্য এক দিন প্রাতভ্রমণ-বাদ দেওয়া উচিত কি না?" এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়া সে স্থির করিল, ভ্রমণান্তে যত শীঘ্র হয় ভার্ণন যাত্রা করা যাইবে।

এদিকে শকট সজ্জিত হইল। ভ্রমণান্তে মেরিয়স্ আসিয়া পরিচ্ছদের তর্ক উঠাইল, পিতার নিকট কিরূপ পরিচ্ছদে যাওয়া

উচিত। পিতা যখন সামরিক কর্মচারী হইতেছেন, তখন তাঁহার নিকট রণ সাজে সজ্জিত হইয়া যাওয়াই ভাল। আবার মনে পড়িল তিনি ত ব্যারন, তবে তদ্রূপ পরিচ্ছদই পরিধান করি। শেষ বার মনে হইল, আমি ত রয়ালিষ্ট, তবে নিজ পরিচ্ছদেই গমন করি, কেন না সরলতাই সাধুতা। এই রূপে যদি বা পোষাকের তর্ক একরূপ মিটিল, তখন পরিধেয়ের পারিপাট্য সংবিধানার্থ অনেক সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। পরিশেষে শিরঃসংস্কার ও সুগন্ধি-বিলেপনাদিতে অন্তর্জ্জলাবচ্ছিন্ন পিতার সম্বন্ধে যেন যুগ যুগান্তর কাটিয়া যাইতে লাগিল। বেলা দশ ঘটিকার সময় মেরিয়সের যেন নাট্যশালা-গমনোদ্যোগের হাঙ্গামা চুকিল। মেরিয়স্ অজ্ঞাতসারে স্বর্গ যাত্রা করিল।

এদিকে পণ্টমার্সি পুত্রের জন্য অধীর হইয়াছেন। মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই. মুহুর্মুহুঃ সতৃষ্ণভাবে শয়ন গৃহের দ্বারদেশে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নিকটে একজন চিকিৎসক ও দুইজন প্রতিবেশী বাষ্পাকুল লোচনে উপবিষ্ট আছেন। পণ্টমার্সি, 'কই এখনও আমার পুত্র আসিল না,' বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। চিকিৎসক হাত ধরিয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিলেন। পণ্টমার্সি সজোরে হাত ছাড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "আমি এখনই পারী যাইব, আপনারা জানেন না যে তাহার মাতামহ তাহাকে আসিতে দিতেছেন না; আমি এখনই যাইয়া সেই নিদারুণ রয়ালিষ্টের দ্বার তোপে উড়াইয়া আমার পুত্রকে লইয়া আসিব। হা মেরিয়স্!' এই বলিয়া পণ্ট-মার্সি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

বন্ধুগণ তৎকালোচিত শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইতেছেন, এমন সময়ে জনৈক দাসী আসিয়া বলিল, 'বহির্দ্বারে একটী যুবক আসিয়া ব্যারন

মহাশয়ের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।' তাহা শুনিয়া সকলে এক বাক্যে বলিলেন, 'তাঁহাকে অবিলম্বে এই স্থানে লইয়া আইস।'

মেরিয়স্ যখন পিতার পার্শ্বে আসিল, তখন আর তাঁহার চৈতন্য ছিল না। নিশ্চল চক্ষুঃ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে, মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই।

ডাক্তার মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি বড় দেরীতে আসিয়াছেন।"

মেরিয়স্ ভাব গতিক দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে বসিয়া পড়িল। কিছু বলিতে হয়, তাই বলিল, "তাহা সত্য, কিন্তু মহাশয়!"

ডাক্তার বলিলেন, তিন চারি মিনিট পূর্ব্বেও আপনাকে দেখিবার জন্য বিশেষ অধীরতা প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন আর চৈতন্য নাই।"

মেরিয়স্ বলিল, "মহাশয়! আমি কি একবার পিতাকে ডাকিতে পারি?" ডাক্তার অনুমোদন করিলেন। মেরিয়স্, "পিতঃ! এই আমি আসিয়াছি, এই আপনার মেরিয়স্ আসিয়াছে, বলিয়া কয়েকবার চীৎকার করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন সতৃষ্ণভাবে ধরাশায়িত পিতার আপদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পন্টমার্সির মুখমণ্ডলে কতিপয় ক্ষত চিহ্ন দেখিয়াই বোধ হয় তাহার প্রতীতি হইল যে, তাহার পিতা গুণ্ডা নহেন, একজন বীর পুরুষ। সে মুহূর্ত্তের মধ্যে শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া উঠিল। হায়! আমার মাতামহই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তিনিই আমার পিতাকে নীতিভ্রষ্ট গুণ্ডা বলিয়া আমাকে এক দিনের নিমিত্তও তাঁহার নিকটে আসিতে দেন নাই। আহা! আমার পিতা যে ভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া

কোন পাষণ্ড তাঁহাকে মহানুভব বলিয়া স্বীকার না করিবে? তাঁহার দৃঢ় কলেবর যেন মূর্ত্তিমান্ পুরুষকার বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তিতে আমি কেবল ন্যায় ও ধর্ম্মের জ্যোতিঃই সন্দর্শন করিতেছি। দেখুন দেখুন এখনও আমার পিতার মুখমণ্ডল কেমন প্রসন্ন রহিয়াছে! তাঁহার নিশ্চল চক্ষুতে এখনও আমি প্রেম ও প্রীতির আভাস পাইতেছি। হায়! আমি অতি নরাধম, তাই এমন স্নেহময় পিতার চরণ দর্শন করি নাই। আমি অতি দুর্ভাগা, তাই এই প্রকার বীর পিতার সহিত একত্র বাস করিতে পাই নাই। এইযে পিতার মুখময় অস্ত্রাঘাত দেখিতেছি।" এই বলিতে বলিতে মেরিয়স্ পণ্টমার্সির গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "এই যে পিতার সর্ব্বাঙ্গে সুগভীর অস্ত্রলেখা দেখিতেছি, ইহা কখনই ভ্রষ্ট নীতির পরিচায়ক হইতে পারে না। ইহা ফ্রান্সের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য, ইহা জগতে ফারসী জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য, যখন সম্মিলিত শক্তিগণ অন্যায়-পূর্ব্বক ফ্রান্সকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, এই সকল অস্ত্রলগ্ন তখন ইউরোপের মানচিত্রে ফ্রান্সের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য বলিতে হইবেক। ইহা অন্য কোন কারণে হইতে পারে না। নীতিভ্রষ্ট লোক অঙ্গে সামান্যই আঘাত সহ্য করিয়া থাকে, ফলতঃ যাহারা নীতির জন্য প্রাণপণ করে, তাহারাই এত আঘাত সহ্য করিতে পারে। হায়! যদি আমার মাতামহ আমাকে প্রতারিত না করিতেন, তাহা হইলে আমি কিই না লাভ করিতাম! আমি আমার পিতার অঙ্গেই ফ্রান্সের ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে পারিতাম। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, ইহার কোন আঘাত

তিনি লুট্‌জেনে পাইয়াছিলেন, কোন আঘাত বট্‌জেনে, কোন আঘাত ড্রেস্‌ডেনে, এবং কোন আঘাত অষ্টারলিজে পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, এই শরীরের কোন কোন স্থানের রুধির বিনিময় করিয়া তিনি পরিশেষে ব্যারন উপাধি ক্রয় করিয়াছিলেন। হায়! আমার মাতামহ আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে ঐরূপ কুশিক্ষা না দিলে আমি যথা সময়ে আমার পিতার চরণতলে আসিয়া বসিতাম, পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম, তাঁহার নিকট জাতীয় মহা আহবের কথা শুনিয়া বীর ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতাম। এই অসামান্য বীর পিতার চরণস্পর্শে আমিও একদিন ফ্রান্সের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু হায়! আমার কিছুই হইল না। কিছুই দেখিলাম না, কিছুই শুনিলাম না, কিছুই করিলাম না, কুশিক্ষার জন্য কেবল কুপুত্র হইয়াই ভবে রহিলাম। কুশিক্ষার জন্য এমন পিতার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইলাম, কুশিক্ষার বশে স্বর্গ হারাইলাম। আমার শিক্ষাকে ধিক্, আমার জীবনে ধিক্, যে পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের লোভে এই অপার্থিব বস্তু হারাইলাম, তাহাকেও ধিক্। আমি সেই রয়ালিষ্টের ভবনে রাজভোগে বাস করিবার পরিবর্ত্তে যদি সারাদিন ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া দিনান্তে পিতার চরণে আসিয়া নমস্কার করিতাম, সেও আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল। হায়! আমার স্নেহময় পিতা আমার জন্য না জানি কতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। আমি যথা সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করি নাই, সে দোষ আর কাহারও নহে, সে দোষ আমার নিজের। পিতঃ! আপনি আমার পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করিলেও এই অপরাধ যেন কখনও মার্জ্জনা না করেন। আমি যেন এই

অপরাধের জন্য চিরদিন আপানার চরণ-প্রান্তে এই প্রকার রোরুদ্যমান হইয়া পড়িয়া থাকি।"

বন্ধুরা মেরিয়স্‌কে থামাইলেন। পন্টমার্সির পকেটে একখানি পত্র ছিল, তাহার মর্ম্ম এই,—ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট্‌ আমাকে ব্যারন করিয়াছিলেন। রাজা অষ্টাদশ লুই আমাকে সেই রুধিরমূল্যে ক্রীত উপাধি ব্যবহার করিতে দেন নাই। গবর্ণমেণ্টের ভ্রম কখনই দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না। আমি আমার একমাত্র পুত্র মেরিয়স্‌কে এই উপাধি দিয়া যাইতেছি। সে আমার মৃত্যুর অন্তে লি ব্যারন্‌ মেরিয়স্‌ পন্টমার্সি নামে অভিহিত হইবে।

মেরিয়স্‌ পত্রখানি পিতার আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া শিরোধার্য্য করিল। পিতা কিছুই রাখিয়া যান নাই। মেরিয়স্‌ কোনরূপে বন্ধুদিগের সহিত পিতার অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া দুই দিবস পরে মাতামহের বাটীতে প্রত্যাগত হইল।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে মেরিয়সের মাতৃষসা পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন, "পিতঃ, আপনি মেরিয়স্‌কে একবারও দেখিতেছেন না। সে প্রায়ই বাটীতে থাকে না। লেখাপড়ায় তাহার মন নাই। প্রত্যুষে বাহির হইয়া যায়, মধ্যাহ্নে আইসে, আবার অপরাহ্নে বাহির হইয়া যায়, রাত্রি দশ ঘটিকার পূর্ব্বে গৃহে আইসে না। ইহাতে তাহার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের যে কতদূর হানি হইতেছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। আপনি তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন।"

এই বলিয়া তনয়া অন্তর্হিত হইলে, বৃদ্ধ জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "হুঁ তা বুঝিয়াছি, ভায়া এখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন,

তাই বোধ হয় কোর্টসিপ (১) করিতে যান।” মেরিয়স্ কোথায় যায়, ইহা জানিবার জন্য বৃদ্ধ অনতিবিলম্বে একটী বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন, “তুমি প্রচ্ছন্ন-বেশে সকালে বিকালে মেরিয়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে সে কোর্টসিপ করিতে যায়, তা ভালই। আমার জানা আবশ্যক কোন কুল-বালিকা উহার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। যদি সে রূপে গুণে ও বংশমর্য্যাদায় মেরিয়সের সমকক্ষ হয়, তবে তাহারই সহিত আমি উহার পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিব। তুমি একবার গোপনে তদন্ত করিয়া আইস।”

পরদিন প্রাতঃকালে মেরিয়স্ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া প্রায় এক মাইল দূরে এক গৃহস্থের বাটীতে প্রবেশ করিল। তথায় গৃহস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “মহাশয়! আমি শুনিয়াছি আপনি আমার পরলোকগত পিতার বন্ধু, তাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।”

গৃহস্বামী বলিলেন, “তোমার পিতার নাম কি?”

“কর্ণেল ব্যারন পণ্টমার্সি।”

শুনিবা মাত্রেই গৃহস্বামী মেরিয়সের করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন, “তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। তোমার পিতা একজন ভাল লোক ছিলেন। আমি যথা সময়ে জানিতে পারিলে, তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম।”

মেরিয়সের চক্ষে জল আসিল। সে কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া বলিল, “মহাশয়! কি সূত্রে কতদিন হইতে আমার

(১) পাত্রী-নির্ব্বাচন। খ্রীষ্ট-সমাজে এরূপ প্রথা আছে যে, বিবাহেচ্ছু ব্যক্তি বিবাহের অগ্রে পাত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে ও ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

পিতার সহিত আপনার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি কি ?”

বৃদ্ধ বলিলেন, “অবশ্য পার, চল সে কথা যথাস্থানে বলিব।”

উভয়ে ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। অনতিদূরে একটী মধ্যমাকৃতি গীর্জা ছিল। বৃদ্ধ তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, “এইস্থানে তোমার পিতার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। সে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসরের কথা। তিনি প্রতিরবিবারে এইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। রাস্তায় বড় জনতা দেখিলে এই থামের আড়ালে লুকাইতেন। আমি এই পথ দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করিতাম। এক দিন কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাসিতে হাসিতে কপালে হাত দিয়া বলিলেন, “মহাশয়! সকলই অদৃষ্টের বশে, শুনিলে বিস্মিত হইবেন, অর্দ্ধ পৃথিবী জয় করিয়া এখন একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। বালকটী তাহার মাতামহের বাটীতে থাকে, এবং মধ্যে মধ্যে এই গীর্জায় আইসে।” তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, “আপনি বোধ হয় এক জন বোনাপার্টিষ্ট।” তিনি বলিলেন, “নচেৎ এই স্থানে চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকিব কেন ?” সেই দিন হইতেই তোমার পিতার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার বাটীতে যাইতেন, এবং হর্ষবিষাদে অভিভূত হইয়া বিশ্ব-সমরের কথা কহিতেন। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন।”

স্বর্গত পিতা যে স্থানে দাঁড়াইতেন, মেরিয়স্ সেই স্থানটীকে মনে মনে নমস্কার করিল। তিনি যে স্তম্ভের পার্শ্বে লুকাইতেন, সেই স্তম্ভটী তাহার নিকট বোধ হইল, যেন অনন্ত আকাশ-পথ

দিয়া একেবারে স্বর্গে গিয়া ঠেকিয়াছে। স্তম্ভটী স্পর্শ করিয়া মেরিয়সের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে অতি বিনীতভাবে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! বোনাপার্টিষ্টগণ কি প্রকারের লোক ছিলেন, তাহা আমার জানিতে ইচ্ছা হয়; দয়া করিয়া আমার কৌতূহল-নিবৃত্তি করিবেন কি?"

বোনাপার্টিষ্টগণ কি প্রকৃতির লোক।

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাহা অবশ্য করিব। কিন্তু নেপোলিয়ন কি, এবং তাঁহার অনুচরেরাই বা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে, উপপ্লব সম্বন্ধে একটু জানিতে হয়, তুমি উপপ্লবের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছ কি?

মেরিয়স্ বলিল, "না মহাশয়! কোথায় পাইব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তবে শুন, আমি সংক্ষেপে বলিতেছি। তোমার ফ্রান্সকে কে চিনিত, কেই বা মানিত? বোনাপার্টিষ্টগণই ফ্রান্সকে চিনাইয়াছেন। তাঁহারাই ফরাসীদিগকে বড় জাতি করিয়াছেন। তাঁহারা উপপ্লবের কেহ নহেন, কিন্তু উপপ্লবই তাঁহাদিগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল, সেই কথাই তোমাকে পূর্ব্বে বলিতেছি।

"অতি প্রাচীন কাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ফ্রান্স বলিলে লোকে বুঝিত, এক লক্ষ প্রভু আর ত্রিশ লক্ষ কিঙ্কর। প্রভুদের মহিমারও ইয়ত্তা ছিলনা। তুমি একখণ্ড ভূমিতে কুড়ি শিলিং উপার্জ্জন কর, তাহার ষোল শিলিং প্রভুদের চরণে অর্পিত হইবেনা কেন? নিরুপায় প্রজাবৃন্দ যথা সর্ব্বস্ব প্রভুদের চরণে অর্পণ করিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া সংবৎসর অর্দ্ধাশনে থাকিত, বা অনশনে মরিত,

তাহাতে ক্ষতি কি ? আমাদের বিলাস-ভবন সুসজ্জিত থাকিলেই হইল, আমাদের নাট্যশালা গুলি উৎসব-পূর্ণ থাকিলেই হইল। ইতোমধ্যে কোথা হইতে এক দল লোক আসিয়া এক ভয়ঙ্কর সূত্র আওড়াইয়া বসিল, "আমরা এই ত্রিশ লক্ষকে ঐ এক লক্ষের ঘাড়ে চড়াইব। এই উপপ্লবের সূত্র পাত। দেখিতে দেখিতে রাজা, রাণী, রাজপরিবার, রাজ-কুটুম্ব, রাজানুচর, রাজকর্ম্মচারী, যিনি যেখানে শ্বাস প্রশ্বাস করিতেছিলেন, সকলেই সংবৎসরে গিলোটিনে প্রেরিত হইলেন। প্রমাণ দ্বারা বলিতে হইলে সংখ্যায় পাঁচ সহস্র, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস এক লক্ষ, তাহার কারণ ঔপপ্লবিক শাসন কর্ত্তারা গুপ্তহত্যার হিসাব রাখিতেন না।

"জাতীয়অভিধান হইতে রাজশব্দ উঠিয়া গেল। উপপ্লবকারী দিগের সাহস ও অধ্যবসায় দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত। ইহারা এতদিন কোথায় ছিলেন ? কেহ বলিলেন, শূন্য হইতে নামিয়াছেন, কেহ বলিলেন ভূগর্ভ হইতে উঠিয়াছেন। সেই রাজনৈতিক ভূমিকম্পে সমগ্র ইউরোপ কম্পিত হইয়া উঠিল।

"সেই নিদারুণ উপপ্লব বর্ত্তমানের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়া ক্ষান্ত হইল না, অতীতের প্রতিও তীব্র কটাক্ষপাত করিল। সেই দুর্দমনীয় পিশাচ ফ্রান্সময় সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অনন্ত কালের রাজন্যবর্গ বিদ্বন্মণ্ডলী ও সাধু-সন্ন্যাসিগণের পূজনীয় দেহাবশেষ উঠাইয়া কপালকঙ্কালে ফুটবল খেলিতে লাগিল।

"বর্ত্তমান ও অতীতের অশ্রুতপূর্ব্ব নিগ্রহ করিয়া উপপ্লবকারী দিগের জগতে নিগ্রহ করিবার আর কে রহিলেন ? রহিলেন বোধ হয় একমাত্র ভগবান্। আচ্ছা আমরা তাঁহাকেও নিরস্ত করিতে পারি। আবপ্রতিক দেখিয়া খ্রীষ্টদেব ফ্রান্স হইতে পলায়ন

করিলেন। ধর্ম্মযাজকেরা কিয়দংশ গিলোটিনে আরোহণ করিলেন, কিয়দংশ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অনশনে, অবশিষ্টেরা পারী হইতে রোম পর্য্যন্ত পলয়ান-পথে লোষ্ট্রবর্ষণে স্বর্গারোহণ করিলেন।

"বর্ত্তমান, অতীত ও স্বর্গের উন্মূলন করিয়া সেই দুর্নিবার উপপ্লব স্রোতঃ চতুর্ধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। বেলি-প্রমুখ পণ্ডিত-গণ পুনরায় ইংলণ্ডের ন্যায় জনৈক খর্ব্বীকৃত নৃপতি চাহিলেন। ড্যাণ্টন-প্রমুখ সভাগণ মধ্যবিত্ত লোকের মতামত গ্রহণ করিয়া শাসনদণ্ড-পরিচালনার প্রস্তাব করিলেন। রোবস্পায়ার-প্রমুখ অবতারগণ নিরক্ষর ইতরবৃন্দের ইচ্ছানুযায়ী শাসন করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। চতুর্থতঃ মারা প্রভৃতি স্বার্থপরগণ সমাজের উর্দ্ধস্তর হইতে ছেদন করিতে করিতে যতদূর নামিয়া শান্তি পাওয়া যায়, ততদূরই নামিবার ব্যবস্থা দিলেন।

"তুমুল ব্যাপার উপস্থিত। সকলেই ধনপ্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। মানের ত কথাই নাই। পলায়ন অসম্ভব। পথে প্রহরী আছে, লোষ্ট্র আছে, ঝুলাইবার জন্য দীপস্তম্ভও বিদ্যমান রহিয়াছে। যিনি ধনী তাঁহার রক্ষা নাই, কারণ উপপ্লবের ধনের প্রয়োজন। যে নির্ধন, তাহারও রক্ষা নাই, কারণ জগতের যত পাপ কার্য্য তাহা সেই করিয়া থাকে। যিনি বুদ্ধিমান্, তাঁহার রক্ষা নাই, কেননা তিনি উপপ্লবের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে পারেন। যে নির্ব্বোধ তাহারও রক্ষা নাই, কেন না গুপ্ত-মন্ত্র ভেদ তাহারই কার্য্য। আমরা প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী. ফ্রান্সের উপকার করিতে আসিয়াছি, না হয় সমস্ত ফ্রান্সকেই গিলোটিনে চড়াইয়া দিলাম, তাহাতে দোষ কি? কিন্তু আমাদের প্রাণের, এমন পরহিতব্রত প্রাণের, কেহ বিঘ্ন করিতে না পারে। অতএব যখন অভিজাততন্ত্রের

রক্তাক্তে শার্লোট ডি কর্ডে আসিয়া মারার প্রাণসংহার করিল, তখনই অভয়-সমিতি (কমিটি-অব্‌-পাবলিক-সেফ্‌টি) সংগঠন করিবার প্রয়োজন হইল। আমরা এখন এই কমিটির সাহায্যে, যাহার উপর সন্দেহ করি, তাহাকেই ধৃত করিতে পারিব।

"তোমরা স্ত্রীপুরুষে সায়াহ্ন ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছ! আমাদের সন্দেহ হইতেছে, তোমরা আমাদের অশেষ হিতকর শাসনের পক্ষপাতী নহ। অতএব একজন গৃহে যাও, আর একজন টিনভাইলের (১) নিকটে চল। এক একটা করিয়া প্যারীর পঞ্চাশৎ কারাগার পূর্ণ হইল। ঔপপ্লবিক বিচারপতি টিনভাইলের আনন্দের সীমা নাই, প্রতিদিন গিলোটিনে একসহস্র মস্তক প্রেরণ করিতেছি, তথাপি কারাগার গুলি পূর্ণই রহিয়াছে! স্যামসন্ ভ্রাতৃবর্গ (২)! ঘণ্টায় কতগুলি শিরশ্ছেদ করিতে পার? 'হুজুরের সে জন্য চিন্তা নাই, নূতন গিলোটিন প্রস্তুত হইতেছে, কাজ মুলতবি পড়িবে না।'

মেরিয়স্ এই পর্য্যন্ত শুনিয়া বলিল, 'মহাশয়! বলেন কি? আপনি কি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছেন না?'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'বৎস! যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাই বলিতেছি, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক বোধ করি না। পরন্তু

(১) ইনি অভয়-সমিতি কর্ত্তৃক ধৃত লোকদিগের বিচারার্থ জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জগতে ইঁহার ন্যায় নৃশংস লোক কেহ কখনও কল্পনার চক্ষেও দেখে নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড না হইলে ইঁহার নিদ্রা হইত না। ইনি অভিযুক্তদিগের শতকরা নিরনব্বই জনকে গিলোটিনে প্রেরণ করিতেন।

(২) ইহারা উপপ্লবের সময় ঘাতক নিযুক্ত হইয়াছিল। জগতের ইতিবৃত্তে ইহাদের ন্যায় নৃশংস আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

ফরাসী উপপ্লব অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতে পারেন এমন বাগ্মী অদ্যাপি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন নাই।'

'কিন্তু ভগবানের নীতি কি বিচিত্র! উপপ্লবকারিগণ আত্ম-রক্ষার্থে যে কমিটির সৃষ্টি করিলেন, সেই কমিটিই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। বনোত্থ অগ্নি যেমন বনকেই ভস্মীভূত করে, সেইরূপ যাঁহাদের মনোনীত কমিটি, তাঁহাদিগকেই গ্রাস করিতে বদন ব্যাদান করিল। কমিটির সভাপতি রোবস্পায়ার বলিলেন, জাতীয় সভার অন্যতম সভ্য বেলিকে করিয়া সন্দেহ হয়, কেননা তিনি মধ্যে মধ্যে রাজা চাহেন এবং অভিজাততন্ত্রের পৃষ্ঠ পোষণ করেন। বেলি ধৃত হইলেন। বিচারপতি টিনভাইল, সে জন্য কিছু ভাবনা নাই। অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক পূজনীয় বেলি গিলোটিনে আরোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অপরাপর গিরণ্ডিষ্টগণও (১) জাতীয় সভাগৃহের প্রতিভাময় শূন্য করিয়া মহাপথের পথিক হইলেন।

'গিলোটিনের সেই নিদারুণ কুঠার এত দিন সুদুর্লভ রাজসংসর্গ উপভোগ করিয়া গিরণ্ডিষ্টদিগের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, এক পদ নামিয়া অভিজাততন্ত্রের স্কন্ধে আসিয়া সংলগ্ন হইল। এই তন্ত্রের শেষ হইলেই ড্যাণ্টনিষ্টদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, কারণ তাঁহারা তন্নিম্নেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতা। কিন্তু রোবস্পায়ারের তাহাতে কোন লাভ নাই, তিনি সর্ব্ব নিম্ন স্তরের কর্ত্তা। তথাপি রোবস্পায়ার

(১) ইঁহারা ফ্রান্সের অন্তর্গত গিরণ্ড প্রদেশের প্রতিনিধি স্বরূপ আসিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহাদিগকে গিরণ্ডিষ্ট বলিত। ইঁহারা অতিশয় বিদ্বান্, ন্যায় পরায়ণ ও ধর্ম্ম-ভীরু ছিলেন। মহামতি বেলি ইঁহাদিগের নেতা ছিলেন। রাজা ষোড়শ লুইকে রক্ষা করিতে ইঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ড্যাণ্টনিষ্টদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই নিঃস্বার্থ পরোপকার যে সর্পের নির্মোক-ত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহা তখন কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

'অভিজাত তন্ত্র লা ভেণ্ডির শরণ লইলেন। তথায় এক লক্ষ কৃষক বাস করিত। তাহারা পূর্ব্বানুরাগ নিবন্ধন ভূম্যধিকারী-দিগের জন্ম অস্ত্র ধারণ করিল। হায়! হতভাগ্যেরা জানিত না যে, গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন, যে তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনে আর মতভেদ হইবার অণুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। মনুষ্যের ত কথাই নাই, লা ভেণ্ডির গৃহপালিত পশু পক্ষীও নিহত হইল। সুরম্য শস্য-শ্যামল লা ভেণ্ডি শ্মশানে পরিণত হইল। ষষ্টি সহস্র ভেণ্ডিয়ান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা লয়েৰ (১) গর্ভে সমাহিত হইল।

ড্যাণ্টনের দলের লোকেরা এই কর্ম্ম করিয়াছেন। সুতরাং ড্যাণ্টনের বিনাশ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কেন রোবস্পায়ার! তুমিও ত আমার সাহায্য করিয়াছ। রোবস্পায়ার বলিলেন, 'আমি তোমাকে সাহায্য করি নাই, তবে ইহা বলিতে পার যে, আমি তোমার প্রতিবাদ করি নাই। সে হয় আত্ম কলহের ভয়ে, না হয় আমি দুর্ব্বল বলিয়া। সে যাহা হউক, সখে ড্যাণ্টন! তুমি একবার টিনভাইলের নিকটে যাইবে কি?'

'সরল প্রকৃতি ড্যাণ্টনের ভবলীলা সাঙ্গ হইল। ড্যাণ্টনিষ্ট-দিগের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গিলোটিনের খড়্গ সুতরাং মধ্যবিত্ত লোকদিগের ঘাড়ে আসিয়া চাপিল। আবার পারীর পঞ্চাশৎ

---

(১) লা ভেণ্ডি বিভাগে প্রবাহিত নদী বিশেষ।

কারা পূর্ণ হইতে চলিল। কিছু দিন পূর্ব্বে যে স্থান রাজপরিবার ও অভিজাত তন্ত্রের সমাগমে গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল, সেই স্থান আজি শত সহস্র ছা-পোষা লোকের হৃদয় বিদারক চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।'

মেরিয়স্ জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়! ইহাদের অপরাধ কি?'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'সেই কথা আমিও জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের অপরাধ কি? ইহাদের মধ্যে কেহ ভূতপূর্ব্ব নৃপতির পাদুকা নির্ম্মাণ করিত। কেহ বা রাজমহিষীর বেশ বিন্যাস করিত। কেহ বা অভিজাত তন্ত্রের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিত। কাহারও পিতা উপপ্লবের নিন্দা করিত। কাহারও ভ্রাতা পলায়মান লর্ডকে ধরিতে পারে নাই। কাহারও পুত্র যথাসময়ে উপপ্লবে যোগ দেয় নাই। কাহারও স্বামী বৈদেশিক সমরে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, এই অপরাধ। মাতা পুত্র, পিতা পুত্রী, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী পুরুষের চিন্তা ভারাক্রান্ত বিরস বদনে কারাগৃহ তমোময় হইয়া উঠিল। সকলেই ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল, জীবনের জন্য নহে,—আমি যেন সর্ব্বাগ্রে যাইতে পারি। অপ্রতিহতশক্তি রোবস্পায়ার ঘণ্টায় এক শত হিসাবে প্রজারঞ্জন করিতে লাগিলেন।

ফ্রান্স যায় যায় হইল। কিন্তু মনুষ্যের দুর্গতির সীমা আছে। জাতীয় সমিতির জনৈক সভ্য দশ ঘণ্টার অধ্যবসায়ে এই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের বিনাশ সাধন করিল। অথবা ভগবান্ করিলেন, ট্যালিয়ন লক্ষ মাত্র হইল। ফলতঃ একটী পঞ্চদশ বর্ষীয় বালিকাই ফ্রান্সের ভাগ্য ফিরাইল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই রোবস্পায়ার স্বপ্রতিষ্ঠিত গিলোটিনে নিজ মস্তক উপহার দিলেন।

দলস্থ সভ্যগণও পরদিবস প্রত্যুষে নেতার অনুগমন করিলেন। ইহারা সংখ্যায় এক শত হইতে পারেন।

'কারাগারের দ্বার মুক্ত হইল। এক লক্ষ লোক, "স্বর্গ রাজ্য আসিয়াছে" বলিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে করিতে রাজপথে বহির্গত হইল। স্বর্গ রাজ্যত আসিলই, কিন্তু কে ইহার কর্ণধার হইবে? ব্যারা প্রভৃতি সভ্য-চতুষ্টয় পরম পণ্ডিত, ন্যায়বান্ এবং ধর্ম্মভীরু, ইহারা শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতে পারেন, কিন্তু কে ইহাদিগকে রক্ষা করিবে? ঐ যে নেতৃ-বিনাশে ক্রোধান্ধ এক লক্ষ নব ব্যারার প্রাণসংহার করিতে পারী প্রবেশ করিতেছে, এ বিপদে কে রক্ষা করে? গবর্ণমেণ্টের সৈন্য নাই, অথবা আছে বিস্তর, কিন্তু তাহাদের উপর নির্ভর করা যায় না। তাহারা উপপ্লবের সময়ে একাধিকবার বিশ্বাস ঘাতকতার পরিচয় দিয়াছে। মাত্র দুই সহস্র লোক গবর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত। কেই বা তাহাদিগের পরিচালনা করে, কেমন করিয়াই বা তাহারা অদ্য রজনীতে চল্লিশ সহস্র দস্যুর সম্মুখীন হয়? ব্যারার ধ্বংস নিশ্চিত।

'এই সময়ে কর্সিকা দ্বীপের একটী অজাতশ্মশ্রু বালক পারীর কোন হোটেলে থাকিয়া সামরিক কর্ম্মের উমেদারী করিত। অনন্যগতি ব্যারা তাহাকেই সেই রাত্রির জন্য সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। দুর্জ্জয় বালক দুই সহস্র লোক লইয়াই সেই চল্লিশ সহস্রকে ছিন্ন ভিন্ন করত পুরবাসিদিগের বিশেষতঃ ব্যারা প্রমুখ সভ্যগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইল। এই ব্যক্তিই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

'বোনাপার্টের পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই মনোহর সূত্রও আওড়াইতে লাগিলেন, গুণের পথ

প্রশস্ত, যোগ্যতার দ্বার অবারিত। ফ্রান্সে জোর করিয়া কেহ কাহারও ঘাড়ে চড়িতে পাইবেনা। যে ব্যক্তি প্রকৃত গুণবান্, সেই ন্যায়তঃ অন্যের উপরে উঠিবে।

'এই সূত্রে মতবৈষম্যপীড়িত ফ্রান্সে শান্তি সংস্থাপিত হইল বটে, কিন্তু সূত্র-প্রণেতার প্রতি ইউরোপীয় রাজন্যবৃন্দের তীব্র-দৃষ্টিও সমাকৃষ্ট হইল। তাঁহারা এতদিন মনে করিয়াছিলেন, ফ্রান্স আত্ম-কলহে উৎসন্ন যাইতেছে যাউক, পরিণামে শরণাগত অষ্টাদশ লুই উপপ্লবের শবের উপর দিয়া রাজধানী প্রবেশ করিবেন। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে সেই রুধিরাসার-সিক্ত উপপ্লব-ক্ষেত্রে কে এক ব্যক্তি আসিয়া পুনরায় সুব্যবস্থার বীজ বপন করিতেছে, তখনই তাঁহাদের ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিল। প্রভুদের রাগের দুইটী কারণ হইল। প্রথমতঃ নেপোলিয়নের পদবৃদ্ধি হওয়াতে বোর্বন বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সুদূর-পরাহত হইল। দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সে সাম্য-নীতি সংস্থাপিত হওয়াতে ইউরোপের সর্ব্বত্র অভিজাত-তন্ত্রের প্রাধান্য-লোপ হইবার উপক্রম হইল, সকল রাজসিংহাসনই টলিল।

'সংহার-সমর উপস্থিত হইল। অর্দ্ধেক পৃথিবী একটী দেশের বিরুদ্ধে, সাতটী জাতি একটী জাতির বিরুদ্ধে, ত্রিশ কোটী লোক একটীমাত্র লোকের বিরুদ্ধে। কেহ কখনও দেখে নাই, কেহ কখনও শুনে নাই। প্রথমেই সীমান্ত প্রদেশে ত্রিশ সহস্র নগ্নপদ ফরাসী লইয়া একলক্ষ অষ্ট্রিয়ানের মুণ্ড নিপাত করা হইল। ইটালী জয় করা হইল। ভিয়েনার দুর্ভেদ্য দুর্গ তোপে উড়াইয়া চিরগর্ব্বিত প্রসিয়ার দর্প চূর্ণ করা হইল। দূরবর্ত্তী ভারতে ইংলণ্ড-শক্তি খর্ব্বীকৃত করিতে মিসর পর্য্যন্ত অভিযান করা হইল।

অষ্টার্লিজের শুভ-সংবাদে ঋণ-যন্ত্রণাগ্রস্ত পিট্‌কে ভবযন্ত্রণার মুক্তিদান করা হইল (১)। দুর্নিবার শ্বেত-ভল্লুকদিগকে স্বয়ং মস্কাউ হইতে তুষার রাজ্যে বিতাড়িত করা হইল (২)। চিরান্ধকারময় রাজনৈতিক আকাশে উপপ্লবের ঘনঘটায় নেপোলিয়নরূপ ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল। কি হইল, আর কি না হইল, কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না।

'বোনাপার্টিষ্টগণ স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ ও স্বদেশ-হিতৈষী ছিলেন। জগতে তাঁহাদের তুল্য বীরও কেহ ছিলেন না, প্রজারঞ্জকও কেহ হইবেন না। তাঁহারাই আদর্শ বীর, আদর্শ রাজা। তাঁহাদের সময়ে রাজায় প্রজায় পিতাপুত্র সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালে যে সমগ্র ইউরোপ সমরানলে প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে দোষ তাঁহাদিগের নহে, সে দোষ ঈর্ষানল-দগ্ধ রাজন্য-বৃন্দের। বোনাপার্টিষ্টগণ যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য অস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গৃধিনীবৃন্দ ফ্রান্সের শবোপরি অধিষ্ঠান করিয়া মহোল্লাসে স্ব স্ব তৃপ্তি-সাধন করিত। তথাপি তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিতে হয় যে, তাঁহারা প্রত্যেক যুদ্ধের পূর্ব্বেই কায়মনোবাক্যে সন্ধির চেষ্টা পাইতেন।

(১) অষ্টার্লিজের যুদ্ধে ইংলণ্ড ঋণ করিয়া এত অর্থ যোগাইয়াছিলেন যে তাহাতে নেপোলিয়নের জয় সংবাদ শুনিয়া ইংলণ্ডের প্রধান সচিব পিট্ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং তাহাতেই তিন মাস শয্যাগত থাকিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

(২) নেপোলিয়ন রুষ রাজ্যের রাজধানী মস্কাউ আক্রমণ করিলে, রুষ-রাজ দলবলে চিরতুষারাবৃত সেণ্টপিটার্সবর্গে পলায়ন করেন। তদবধি এই শেষোক্ত স্থানই রুষ রাজ্যের রাজধানী হইয়াছে।

যতক্ষণ মদগর্ব্বিত রাজন্যবৃন্দ সে আশায় সম্পূর্ণ নিরাশ না করিতেন, ততক্ষণ তাঁহারা সমরে প্রবৃত্ত হইতেন না। তাঁহাদিগের এই মহৎ দোষ বা গুণ ছিল যে, একবার লাগিয়া গেলে আর তাঁহারা ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল না করিয়া জলগ্রহণ করিবার অভ্যাস তাঁহাদের আদৌ ছিল না। জগতে এমন কোন কার্য্য ছিল না যাহাকে তাঁহারা অসাধ্য বা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইতে জানিতেন না। ফ্রান্সের হিতার্থে, জাতির মর্য্যাদার্থে, নীতির প্রচারার্থে, তাঁহারা যখন যে কার্য্য করণীয় বলিয়া মনে করিতেন, সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও অবিলম্বে সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেন। জগতের ইতিবৃত্তে বোনাপার্টিষ্টগণের কীর্ত্তি-কলাপ বহু সহস্র বৎসর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"

বৃদ্ধের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মেরিয়স্ হর্ষোৎফুল্ল লোচনে বলিল, মহাশয়! আপনার সারগর্ভ উপদেশে আমার অজ্ঞানান্ধ দূর হইল। এখন আমি বোনাপার্টিষ্টগণের পতনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি। কৃপা করিয়া আমার কৌতূহল-নিবৃত্তি করুন।"

বৃদ্ধ বলিলেন, 'বৎস! দুঃখিত হইও না, অদ্য বেলা অধিক হইয়াছে, এখন গৃহে প্রতিগমন কর। আমি অন্য দিন তোমাকে এই সম্বন্ধে বলিব।' এই বলিয়া মেরিয়সের করমর্দ্দন পূর্ব্বক বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। মেরিয়স্ও মৃদুমন্দ গমনে গৃহে উপস্থিত হইল।

ঠাকুরদাদা গুপ্ত চরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন হে কি জানিতে পারিয়াছ?'

চর কহিল, 'এমন কিছুই নহে, তবে একটী গীর্জ্জার ধারে বসিয়া একটী বৃদ্ধের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে দেখিলাম এইমাত্র।

'কি সম্বন্ধে?'

'তাহা কিছু বুঝিতে পারিলাম না, আমি অপর ফুট্‌পাথে দাঁড়াইয়া ছিলাম।'

'সেই বৃদ্ধটী কে?'

'তাঁহাকে আমি চিনিনা; তবে ভদ্রলোক, তাহার সন্দেহ নাই।'

ঠাকুরদাদা বলিলেন, 'আচ্ছা, অপরাহ্ণে পুনরায় তুমি মেরিয়সের অনুসরণ করিবে, এইবার নিশ্চিতই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।'

অপূর্ব্ব কোর্টসিপ্।

চর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিল, এবং অপরাহ্ণে মেরিয়সের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। সহরের উপকণ্ঠে রেলওয়ে ষ্টেসন। সেইস্থানে যাইয়া যখন মেরিয়স্ দুইটী বোকে (ফুলের তোড়া) ক্রয় করিল, তখনই গুপ্তচর আসন্ন কোর্টসিপ্ দর্শনের আশায় পুলকিত হইল। বাষ্পীয় শকটারোহণে উভয়েই ক্ষণকালের মধ্যে কোন দূরবর্ত্তী পল্লীতে উপনীত হইল।

সন্ধ্যা সমাগত। নীরব নিস্তব্ধ পল্লীর সঙ্কীর্ণ পথে মেরিয়স্ অগ্রে অগ্রে, এবং চর পশ্চাৎ পশ্চাৎ, গমন করিতেছে। চারিদিক্ বৃক্ষবল্লরীতে সমাচ্ছন্ন, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই পল্লীর ভিতরে যেন রজনীর আগমন হইয়াছে। পথের দুইধারে খদ্যোত-কুল

বিশ্ব-নিয়ন্তার অবৈতনিক মিউনিসিপালিটি-রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র বাটিকা, কচিৎ মনোহর পুষ্পোদ্যান। এইরূপ পথে মেরিয়স্ ভাবি-শ্বশুরালয়ে গমন করিতেছে।

সম্মুখে নিবিড় শ্মশান। মেরিয়স্ তাহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কেবল দাঁড়ান নহে, ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া সেই ভীষণ সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশও করিল। দেখিয়া চর এককালে হত-বুদ্ধি হইল। কি দেখিতে আসিয়াছিলাম, কি দেখিতেছি! কোথায় উৎফুল্ল নলিনী তুল্য কুল বালিকার ব্রীড়াবনতমুখে মধুর হাসি দেখিব, কোথায় শত শব-সমাকীর্ণ সমাধিক্ষেত্রের বিষাদ-ময় কালিমা দেখিতেছি! বেচারার মুখ শুকাইয়া গেল, বুক দুড়-দুড় করিতে লাগিল, নয়নদ্বয় নিরাশাব্যঞ্জক বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল। তাহাকে দেখিলে তখন নিশ্চিতই বোধ হইত, যেন সে নিজের অতি যত্নের কোর্টসিপের ধনকে সমাধিস্থ করিতে আসিয়াছে। ধন্য রয়ালিষ্ট! মনুষ্যের হৃদয়ের কথা বুঝিতে তুমি যেমন পটু, এমন আর দ্বিতীয় নাই। সদ্যঃ পিতৃশোকাকুল যুবকের পিতৃ-সমাধি-দর্শন যাত্রাকে তুমি যখন পাত্রী নির্ব্বাচন ব্যাপার বলিয়া আঁচ করিয়াছ, তখন বুঝা যায়, পিতার মৃত্যুর তিনদিবসের মধ্যেই যদি কেহ তাদৃশ বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারে, তবে সে তুমি! তোমাদের এইরূপ হৃদয়হীনতাই বোধ হয় ফরাসী-বিপ্লব উৎপাদন করিয়াছিল।

ধীরে ধীরে মেরিয়স্ পিতার সমাধিস্থানে উপস্থিত হইল। তথায় হাঁটু পাতিয়া বসিয়া তদীয় পাদ-দেশে পুষ্পোপহার অর্পণ করত পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে লাগিল। অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে নিবেদন করিল, "পিতঃ অধম সন্তানের এই

সামান্ত উপহার গ্রহণ করুন। এ জগতে আমার আর কেহই নাই, এ জগতে এমন আর কিছুই নাই যাহাতে আমার অনুতপ্ত হৃদয়ে শান্তি দান করিতে পারে। আমি আপনার চরণে অশেষ অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু যখনই কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার পদ-প্রান্তে উপনীত হই, তখনই যেন বোধ হয় আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। পিতঃ সে আপনার অপত্য-স্নেহের মহিমা। আমি কখনই সামান্য অপরাধ করি নাই, আমি যে মৃত্যুর প্রাক্‌কালে আপনার সঙ্গে আসিয়া দেখা করি নাই, সে আমার গুরুতর অপরাধ, সে আমার জ্ঞানকৃত অপরাধ। তাহা কখনই মার্জ্জনীয় নহে। হায় আমি যে বিষম সমস্তায় পতিত হইলাম! আমার সেই ভয়ানক নৃশংস আচরণও যেন আপনি ক্ষমা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে! এ অধমের প্রতি কি আপনার এতই স্নেহ? হায় যে অনন্ত জলধি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহারও যেন ইয়ত্তা করা যায়, তথাপি আমি ভবদীয় স্নেহ-সমুদ্রের ইয়ত্তা করিতে পারিতেছি না! হায় আমি জীবনে এমন স্নেহময় পিতৃদর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি! পিতঃ আমি ধন চাহিনা, জন চাহিনা, পার্থিব উন্নত পদও কিছু কামনা করিনা; অধম সন্তানকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার অলৌকিক স্নেহের কথা মনে করিয়া চিরদিন এইরূপ অশ্রুজলে ভাসিতে পারি।"

সমাধিক্ষেত্রের কার্য্য সমাধা করিয়া মেরিয়স্ একটী পুষ্পো-দ্যানে প্রবেশ করিল। এই পুষ্পোদ্যানটী ভূতপূর্ব্ব কর্ণেল মহাশয়ের অনপত্যবাসের একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাহা যথাস্থানে কথিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরদিনেই পল্লীর বালদস্যুগণ

উহাকে হতশ্রী করিয়াছিল। মেরিয়স্ ধরাশায়িত গাছগুলিকে অতি যত্নে তুলিয়া দিতে দিতে সজল নয়নে কহিল, “বৃক্ষ সকল! পিতা তোমাদিগকে অপত্য-স্নেহে প্রতিপালন করিতেন। সেই স্নেহময়ের অভাবে তোমরাও শ্রীহীন ও ধরাশায়িত হইয়াছ; আশ্বস্ত হও, তোমরা পিতাকে হারাইয়াছ বটে, কিন্তু তোমাদের অগ্রজ এখনও বর্ত্তমান। আমিই তোমাদিগকে সেইরূপ স্নেহে ও যত্নে প্রতিপালন করিব।” এই বলিয়া মেরিয়স্ পিতার স্বহস্তার্জ্জিত পাদপগুলি রক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়া ভার্ণন পরিত্যাগ করিল।

কুশিক্ষা ফেরৎ।

পরদিবস প্রত্যুষে গুপ্তচর রয়ালিষ্ট মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার মুখ শুষ্ক, কলেবর কম্পান্বিত, সে কিছুই বলে না, কেবল শূন্যভাবে তাকায়। রয়ালিষ্ট গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কই তুমি যে কিছুই বলিতেছ না?

“মহাশয়! বলিব কি, সে বলিবার কথা নহে।”

“ব্যাপারটা ত কোর্টসিপ্ বটে?”

“কোর্টসিপ্ ত নয়ই, বরং তাহার উল্টা।”

“উল্টা কি?”

“সমাধি-পূজা।”

“কাহার সমাধি-পূজা?”

“তাহার পি-পি-পি-পিতার?”

শুনিবা মাত্রেই শ্বেতকায় পুরুষ একেবারে রক্ত জবার আকৃতি ধারণ করিলেন, ‘কি! সেই গুণ্ডার পূজা! আমার অন্নে প্রতি-

পালিত হইয়া আমারই শত্রুর চরণে পুষ্পাঞ্জলি-দান ! এ অবমান ত আর সহ্য করিতে পারি না। নেমকহারামের পুত্র ঠিক নেমক-হারামই হইল ! এত উপদেশ, এত চেষ্টা, এত যত্ন সমস্তই বিফল হইল ! আমি কি তবে এতদিন মৃগ ভ্রমে ব্যাঘ্র শাবকের পরিবর্দ্ধন করিলাম ! কি জন্য উহার এমন মতি হইল ! শৈশবাবধি ঠিক পথে থাকিয়া, এখন সহসা উহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল কেন ? সেই হতভাগ্য পাজীটা কি উহাকে কোন দৈব মন্ত্রে মোহিত করিল ? তাহাও অসম্ভব নহে, জগতে উহাদের অসাধ্য কিছুই ছিল না। যে দুর্দ্ধর্ষ প্রবঞ্চক বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া ভিখারী হইতে কাইসার (১) পর্য্যন্ত সকলকেই বিজড়িত করিয়াছিল, তাহার অনুচর যে একটী সুকুমারমতি বালককে মোহান্ধীভূত করিবে তাহার আর বিচিত্র কি ? ভাল, মেরিয়স্‌কে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করা যাউক।'

ডাকিবামাত্র মেরিয়স্ মাতামহের নিকটে আসিল। মাতৃষসাও কতগুলি কার্ড আনিয়া পিতার সম্মুখে রাখিলেন। তাহার সঙ্গে এক খানি চিঠীও ছিল। রয়ালিষ্ট মহাশয় চিঠী খানি পড়িয়া বলিলেন, 'এই সেই খোঁট আখুরের স্বহস্তলিপি।' এক খানি কার্ড লইয়া দেখিলেন, 'লিব্যারন মেরিয়স্ পন্টমার্সি' লিখিত আছে। দৌহিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'তবে ব্যারন মহাশয় ! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই ছত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিবেন কি ?'

মেরিয়স্ বলিল, 'দাদা মহাশয় ! ইহার আর কি অর্থ হইতে পারে ? ইহার অর্থ আমি আমার পিতার পুত্র।'

(১) জর্ম্মানি দেশের অধীশ্বর।

'তুমি গুণ্ডার পুত্র, আমার কেহই নহ; যেমন পাজীর ঔরসে জন্মিয়াছ, তেমন পাজী হইয়াছ। তুমি কি জান না যে ঐ সকল লোকের পূজা করিলে নিজে পতিত হইতে হয়? যে চোরের পূজা করে, সে চোর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমি ঠিক্ জানি উহারা চোর, উহারা দস্যু। সকলই, সকলই, তোমার পিতা বাদ নহে।'

মেরিয়স্ বিনীতভাবে উত্তর করিল, 'আমার পিতা চোরও নহেন, দস্যুও নহেন, একজন সৈনিক মাত্র, যিনি বিশ বৎসর যাবৎ জন্মভূমির সেবা করিয়া পরিশেষে নিগৃহীত ও পরিত্যক্তভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। একাধিক কারণে আমি তাঁহাকে পূজনীয় মনে করি। প্রথমতঃ তিনি আমার পিতা, দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বদেশহিতৈষী।

রয়ালিষ্ট বলিলেন, 'উঃ, হতভাগ্য বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে!' 'মেরিয়স্! তোমাকে হিত কথা বলিতেছি। তোমার পিতা বলিয়া যদি কোন শ্রদ্ধা থাকে, সে শ্রদ্ধার পাত্র আমি, অন্য কেহ নহে, কেন না আমিই তোমাকে শৈশবাবধি পালন করিয়াছি, ও রীতিমত শিক্ষা দান করিয়াছি। আর যদি স্বদেশহিতৈষী বলিয়া তোমার অন্তঃকরণে ভক্তি হইয়া থাকে, রাজা অষ্টাদশ লুই সেই ভক্তির প্রকৃত ভাজন, কেন না তিনিই দস্যুদল নিরস্ত করিয়া ফ্রান্সে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। তুমি প্রকৃত ভক্তিভাজন লোকসকল পরিত্যাগ করিয়া, দস্যুর পূজা করিতেছ। অকৃতজ্ঞতা, মূর্খতা ও ধৃষ্টতা ইহা অপেক্ষা অধিকতর দূরে যাইতে পারে কি?'

মেরিয়স্ বলিল, 'দাদা মহাশয়! আপনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা সত্য, তজ্জন্য আমরা পিতা পুত্রে আপনার নিকট

ঋণী আছি। কিন্তু আপনি যে শিক্ষাদান করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি সমধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারি না। যে শিক্ষা পিতৃভক্তি-বিষয়ে অন্ধ, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। আপনি আমাকে কেবল রাজ-পূজাই শিখাইয়াছেন, কিন্তু যাঁহা হইতে বিশ্বের আলোক দেখিয়াছি, তাঁহার পূজা ত একদিনও শিক্ষা দেন নাই। বরং যাহাতে তাঁহার প্রতি চিরবিদ্বেষ জন্মে এই প্রকার উপদেশই দিয়াছেন। তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইয়াছে, সমগ্র ফ্রান্সের রাজত্বও তাহা পূরণ করিতে পারে না। আপনার শিক্ষার দোষে আমি অহরহ হৃদয়ে যে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। আমি চিরমূর্খ হইয়াও যদি আমার পিতার জীবনকালে একদিনের জন্যও তাঁহার নিকটে যাইতাম, তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম, তাহাও আমার পক্ষে অশেষ মঙ্গলের বিষয় হইত। আপনি আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা যদি ফিরিয়া দিবার কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহা এই দণ্ডে ফিরাইয়া দিতাম। আপনার প্রসাদাৎ আমি যে গ্রাজুয়েট্ হইয়াছি, এই সে প্রশংসা-পত্র আপনাকে ফেরত দিতেছি। পিতৃভক্তিহীন বিদ্যায় যে উপাধি লাভ করা যায়, সে উপাধিই নহে, সে মনুষ্যের কলঙ্ক মাত্র। পক্ষান্তরে যদি পিতৃ-পরায়ণতার জন্য জগতে কোন পুরস্কার থাকে তাহারই জন্য মনুষ্যের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। শিক্ষার জন্য আর আমাকে পরের দ্বারে যাইতে হইবে না। আমার পিতাই আমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন, আর যাহা বাকী থাকে, তাহা তাঁহারই নিকটে পাইব। মুমূর্ষু পিতার প্রশান্ত ও গম্ভীর মুখ-মণ্ডলে আমি জ্ঞানের প্রথম আলোক দেখিয়াছি। তৎপরে যখন

আমার স্বকরুণ আহ্বানে তদীয় মৃত্যু কালিমা-ময় আঁধার মুখমণ্ডলও অকস্মাৎ প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল, তখনই পিতা পুত্রে এক অতি অনির্ব্বচনীয় পবিত্র সম্বন্ধের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া আমি জ্ঞানের দ্বিতীয় আলোক সন্দর্শন করিয়াছি। অনন্তর তদীয় বীরোচিত কলেবরে ন্যূনাধিক কুড়ীটী সুগভীর অস্ত্র-লেখাতেই আমি নিমেষের মধ্যে অর্দ্ধ পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছি। ভূতপূর্ব্ব কর্ণেল ব্যারন পণ্টমার্সি আমার নিকট ত্রিবিধ ভাবেই পূজা পাইবার যোগ্য হইতেছেন, পিতা, গুরু, ও স্বজাতি-সেবক। আর আপনি যে বলিলেন রাজা অষ্টাদশ লুই প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী, যিনি ফ্রান্সের চিরশত্রু ইংলণ্ড প্রসিয়া রুষ প্রভৃতি দ্বারা ফরাসীরক্তপাত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাট্ নেপোলিয়নকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, যিনি ফ্রান্সের গৌরবস্বরূপ বোনাপার্টিষ্টদিগকে অশেষ প্রকারে নিগৃহীত করিয়াছেন, এবং বলিতে আমার লজ্জা হয়, যিনি দুর্ব্বৃত্ত কোসাকদিগের দ্বারা ফ্রান্সের কুল-ললনাদিগের ধর্ম্মলোপ করাইতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই, আমি তাঁহাকে কখনই স্বদেশ-হিতৈষী বলিতে পারি না। এবং আমি যদি বোনাপার্টিষ্টদিগের ন্যায় বীর হইতাম, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই সেই ফরাসী কলঙ্ক হৃদয়হীন রাজশূয়ারকে (১) ফ্রান্সের সিংহাসন হইতে দূর করিয়া দিতাম।'

এই কথা শুনিয়া রয়ালিষ্ট মহাশয় ক্রোধে কতদূর অধীর হইলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি মেরিয়সের প্রতি তিনবার অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিলেন, সহসা আসন

(১) রাজা অষ্টাদশ লুই অত্যন্ত স্থূলকায় ছিলেন বলিয়া, কেবল মেরিয়স্ নহে, ফরাসীরা সকলেই তাঁহাকে শূকর লুই বলিত।

হইতে উঠিলেন, কর্ণিসের উপর হইতে একগাছি বেত্র আকর্ষণ করিলেন। আবার কি মনে হইল, টেবিলের উপর বেত্র গাছটী রাখিয়া গৃহের কোণের দিকে অগ্রসর হইলেন। তথায় চিত্রার্পিত রাজা অষ্টাদশ লুইকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়া. মেরিয়সের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করত বলিলেন, 'দূর হও রক্তপায়ী, রাজদ্রোহী দূর হও, নচেৎ এখনই পিস্তল দ্বারা—।" মেরিয়স্ তদ্দণ্ডে মাতামহের বাটী পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে রয়ালিষ্ট মহাশয় তাঁহার কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মাতঃ, রক্তপায়ী, রক্তপায়ী, অকৃতজ্ঞ, উহাকে আর ঢুকিতে দিওনা, বরং উহার জন্য মাসে মাসে একশত করিয়া গুলি পাঠাও।" তনয়া ক্রোধ-কম্পান্বিতকলেবর পিতার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না, অবস্থানুসারে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৃহ-ত্যাগ।

মেরিয়স্ কখনও ঘরের বাহির হয় নাই। রাস্তায় আসিয়া একখানা গাড়ী ভাড়া করিল। গন্তব্য স্থানের ঠিক নাই। এক ঘণ্টার জন্য ভাড়া স্থির হইল। মেরিয়স্ শকটারোহণ করিয়া বলিল, হাঁকাও। কোচম্যান বলিল, 'কোন দিকে?' মেরিয়স্ জানেনা কোন দিকে, তাহার মনে বলিতেছে পিতা যে দিকে লইয়া যান সেই দিকে! সে মুখে বলিল 'গীর্জার দিকে'।

মেরিয়স্ গীর্জা পর্য্যন্ত আসিয়া গাড়ী হইতে নামিল, সে স্তম্ভটীকে স্পর্শ ও প্রণাম করিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া কহিল,

'হাঁকাও।' কোচম্যান বলিল 'বরাবর?' মেরিয়স্ বলিল, 'হাঁ বরাবর।'

কিছুক্ষণ পরে শকট পিতৃবন্ধুর বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। মেরিয়স্ তদ্দর্শনে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অবতরণ করিল। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহস্বামী মেরিয়সের করমর্দ্দন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'বৎস, কোথায় যাইতেছ?' 'আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।' এই বলিয়া মেরিয়স্ অর্দ্ধঘণ্টা না হইতেই এক ঘণ্টার ভাড়া দিয়া গাড়ী বিদায় করিয়া দিল।

বৃদ্ধ একখানি সংবাদপত্র পড়িতেছিলেন। মেরিয়স্ বলিল, 'মহাশয়! অদ্য বোধ হয় আপনার পাঠের অন্তরায় হইলাম।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'না, না, না, কখনই না, কখনই না' এইরূপ বলিতে বলিতে সংবাদপত্রখানি দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মেরিয়স্ বলিল, 'তবে আমার সেইদিনের প্রশ্নটী কি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে পারি?'

'খুব্ পার, কিন্তু সেই প্রশ্নটীর কথা আমি সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছি। দয়া করিয়া আর একবার আমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে কি?'

'মহাশয়! আর কিছুই নহে, বোনাপার্টিষ্টদিগের সম্বন্ধে আমার এই জিজ্ঞাস্য ছিল যে, তাঁহারা সর্ব্বথা যোগ্য-পাত্র হইলেও তাঁহাদিগের পতন হইল কেন?'

বৃদ্ধ বলিলেন, "বৎস! উন্নতির পতন আছে, আবার ইহাও তোমাকে বলিতেছি যে, পতনেরও অভ্যুত্থান হইয়া থাকে।

বোনাপার্টিষ্টদিগের পতন হয় নাই। সূর্য্য যেমন সারাদিন আলোক ও উত্তাপ দান করিয়া সায়াহ্নে অস্তাচলে গমন করেন, সানুচর নেপোলিয়নেরও তাহাই ঘটিয়াছে। এ জগতে উদয় আছে, অস্ত নাই, এমন বস্তু কি? সকলেরই কালে আবির্ভাব ও কালে তিরোভাব হইয়া থাকে। দিবার পরে রাত্রির প্রয়োজন। পরিশ্রমের পরেও বিশ্রামের আবশ্যক। ফরাসীজাতি নেপোলিয়নরূপ দিবাভাগে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া এখন বোর্ব্বন-রূপ রজনীতে নিদ্রা যাইতেছে। আবার কালে এই তামসী নিশার অবসান হইবে। আবার ফরাসী জাতি জাগিয়া উঠিবে। অনন্তকাল হইতে জগতে এই নীতি চলিয়া আসিতেছে, উত্তেজনার পরে অবসাদ, এবং অবসাদের পরে পুনরুদ্বোধন। কখনই এই সনাতন নীতির অন্যথা হয় না।

"যাহারা মনে করে, নেপোলিয়ন ফ্রান্সে একটা নূতন রাজবংশ স্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা অবশ্যই বলিবে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে তদীয় শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনই ইহাতে পরিতৃপ্ত হইবেন না। যে সময়ে ফ্রান্সে, নিদারুণ মত-বৈষম্যে, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ যাইতেছিল, নররক্তে ফ্রান্স ডুবিতেছিল, তখন সেই অজ্ঞাত-কুলশীল যুবকই ফ্রান্সকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিয়াছিলেন, "ফ্রান্স অভিজাতের নহে, মধ্যবিত্তের নহে, ইতরেরও নহে, ফ্রান্স সকলের, ফ্রান্স সর্ব্বসাধারণের।" পারীর নররক্ত-পিচ্ছিল রাজপথে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া এই কথা বলিতে যে পরিমাণ নৈতিকবলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা তিনি উপর হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রাক্‌বিহিত পুরুষ

বলিয়া মনে করি। যুদ্ধবিশেষে জয় পরাজয়দ্বারা তাঁহার উত্থান পতন নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

"ফ্রান্সের উদ্ধার সাধন করিয়া যখন নেপোলিয়ন সমগ্র ইয়ুরোপে উপরিউক্ত সাম্য-নীতির প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অবশ্যই যথাসম্ভব পাশব-শক্তির প্রয়োজন হইল। যাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সেই শক্তিদান করিল, তাহারাই জগতে বোনাপার্টিষ্ট নামে বিখ্যাত নেপোলিয়ন এবং বোনাপার্টিষ্টগণ উভয়েই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এখন যদি তাঁহারা কেহ সেণ্টহেলেনার প্রখর রৌদ্রে, কেহ বা পারীর কারাভবনে, কেহ বা ভাঁর্ণনের নির্জ্জন আবাসে নশ্বর ভৌতিক পিণ্ডের অবসান করেন, তাহাতে নিন্দা বা অবজ্ঞার বিষয় কি? ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে অভিপ্রায়ে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জগতে সাম্যনীতির প্রচার হইয়াছে।

"১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ বৎসর কাল সানুচর নেপোলিয়ন যে ভয়ঙ্কর সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সমর দেশবিশেষের সহিত দেশবিশেষের মনে করিতে হইবে না। সে সমর জাতিবিশেষের সহিত জাতিবিশেষের, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের সহিত ব্যক্তিবিশেষেরও নহে। সেই দুর্ব্বার সমর আভিজাত্যাদির সহিত সাধারণ্যের, পার্থক্যের সহিত সাম্যের, অনীতির সহিত নীতির, এবং যদি আমার ভ্রম না হয়, সে সংহার-সমর অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের। বোনাপার্টিষ্টগণ যে প্রায় সমস্ত স্থানেই জয়লাভ করিয়াছিলেন, সে তাঁহাদের অনুকূলে হইতে পারে, কিন্তু ওয়টার্লুর যুদ্ধে পরাজয় কদাচ

তাহাদের প্রতিকূলে নহে। জগতে পাশব বলের উপর নৈতিক বলের সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিবার কথা। কিন্তু ঘটনা-বৈচিত্র্যে কদাচিৎ তাহার ব্যতিক্রমও ঘটিতে পারে।

"পুরোহিত-প্রধান জগতে সত্য ধর্ম্মের প্রচার করিতে আসিয়া খ্রীষ্টের কি দশা ঘটিয়াছিল? ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের নিগ্রহও সেইরূপ মনে করিতে হইবে। মদগর্ব্বিত য়িহুদী পুরোহিত-সম্প্রদায়-কৃত লাঞ্ছনায় খ্রীষ্টচরিত্রের যাদৃশ বিকাশ হইয়াছিল, ইয়ুরোপের সম্মিলিত শক্তি-সমূহের হস্তে নেপোলিয়নের অবমাননাও তদীয় চরিত্রে তাদৃশ আলোক প্রদান করিয়াছে। নেপোলিয়নের লঙ উড্ও (১) খ্রীষ্টের ক্রুশ কাষ্ঠ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হয় নাই। জগতে নীতি ও ধর্ম্মের পথেই সহস্র কণ্টক। বিনা নিগ্রহে কেহ কখনও মনুষ্য-সমাজে ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রচার করিতে পারে নাই।

ধর্ম্ম-জগতে খ্রীষ্টের ও রাজনৈতিক জগতে নেপোলিয়নের অবতারণা প্রায় একই পদার্থ। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, খ্রীষ্ট ঈশ্বরের নিকট মনুষ্যমাত্রের সাম্য জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিলেন, এবং নেপোলিয়ন রাজা বা শাসন-নীতির চক্ষে প্রজামাত্রের সাম্য সংস্থাপন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, আমি পুরোহিত তুমি যজমান ইত্যাদি প্রকারে তোমরা মনুষ্যে মনুষ্যে যে পার্থক্য ঘটাইয়াছ, উহা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট সকল মনুষ্যই

---

(১) সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়ন যে স্থানে কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন, তাহার নাম লঙ্ উড্।

সমান। নেপোলিয়নও বলিয়াছিলেন, ইনি অভিজাত, ইনি মধ্যবিত্ত, ইনি ইতর বলিয়া রাজা যে বিবেচনার তারতম্য করেন, তাহা কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে; বিশুদ্ধ শাসননীতির চক্ষে প্রজামাত্রেই এক। তাই বলিতেছি, যখন জগতের রাজগণ স্ব স্ব পদ ঈশ্বর-দত্ত জ্ঞানে, প্রজার দুঃখদারিদ্র্যে উদাসীন হইয়া, প্রকৃতিপুঞ্জের করুণ রোদনে বধির হইয়া, বিলাস-ভবনে সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই সময়ে যে ব্যক্তি আসিয়া কামানের বজ্রনিনাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—'রাজার পদ ঈশ্বর-প্রদত্ত নহে। এক এক করিয়া প্রজাশক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। তুমি যখন সমগ্র প্রজাশক্তি ঋণ করিয়া রাজা হইয়াছ, শশব্যস্তে প্রত্যেকের অভাব মোচন করিয়া সে ঋণের পরিশোধ কর, নচেৎ তোমাকে দূর হইতে হইবে,'—সেই ব্যক্তিকে বিধি-প্রেরিত না বলিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকা যায় না।'

বৃদ্ধ এইরূপ বলিতে বলিতে আহারের সময় উপস্থিত হইল। তিনি মেরিয়স্‌কে আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। মেরিয়স্ বলিল, 'মহাশয়, ক্ষমা করুন। আপনি যখন আমার পিতার বন্ধু হইতেছেন, তখন আপনার বাটীতে আহার করিতে আমার কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু অদ্য আমার একটু প্রয়োজন আছে, তজ্জন্য এখনই বিদায় লইতে হইবে।'

এই বলিয়া বৃদ্ধকে নমস্কার করত মেরিয়স প্রস্থান করিল। কিন্তু রাস্তায় আসিয়া কোন দিকে যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল ভার্ণন যাই, আবার তাহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। কারণ সেই নির্জ্জন পল্লীতে দেখিবার

শুনিবার বা শিখিবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ যে বাটীতে তাহার পিতা বাস করিতেন তাহা তদীয় উত্তমর্ণেরা শীঘ্রই আত্মসাৎ করিবে এইরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে। পারীতেই থাকা কর্ত্তব্য, কিন্তু কোন স্থানে থাকা যায়, ভাবিতে ভাবিতে কিছু দূর অগ্রসর হইল। ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা গিয়াছে, পিতৃহীন নিঃস্ব যুবক এখন কোন দিকে যায়। মেরিয়স্ ভাবিতে লাগিল, যে দিকে বড় বড় অট্টালিকা দেখা যাইতেছে, আমি সেই দিকে যাইব না, কারণ আমি অতি দরিদ্র। যে দিকে কুটীর-পরম্পরা অধিবাসিগণের দারিদ্র্য জ্ঞাপন করিতেছে, সেইদিকে যাওয়াও উচিত নহে, কারণ যাবতীয় কুনীতি সেই দিকেই বিদ্যমান আছে। আবার যদি মধ্যবিত্ত বিভাগে যাই, তাহা হইলে অনেক বন্ধু পাইতে পারি, কিন্তু বন্ধুদিগের মধ্যে ধনহীন জীবনও অতি কষ্টকর হইবে। সঙ্গে মাত্র ত্রিশটী ফ্রাঙ্ক (১) আছে।

চিন্তার অবকাশ নাই, চরণেরও অবকাশ নাই। অজ্ঞাতসারে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল। দিবা অবসন্ন প্রায়। সমস্ত দিন মেরিয়সের আহার হয় নাই। সে পার্শ্ববর্ত্তী দোকান হইতে একখানা রুটী কিনিয়া পকেটে ফেলিল, এবং কেহ না দেখিতে পায়, এই ভাবে মধ্যে মধ্যে এক এক টুকুরা ছিঁড়িয়া মুখে ফেলিতে লাগিল। এই সময়ে সূর্য্যদেব দৈবসিক কার্য্য সমাধা করিয়া বোনাপার্টিষ্টদিগের ন্যায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতে চলিলেন। মেরিয়স্ ডুবু ডুবু সূর্য্যের অলৌকিক শোভা দেখিতে দেখিতে আরও এক মাইল পথ অগ্রসর হইল। এইবার বাসা চাই। দারুণ শীত পড়িয়াছে। রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে থাকা

(১) ফ্রান্সে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা বিশেষ, মূল্য প্রায় আট আনা।

অসম্ভব। মেরিয়স্ সেই দরিদ্র মহলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

কোথায়ও কোন ঘর খালি নাই, সমস্তই পরিপূর্ণ। একটী গৃহে কতিপয় যুবক বসিয়া আছে দেখিয়া মেরিয়স্ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবকেরা জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, আপনি কি চান ?'

'মহাশয়গণ! আমি এই মহলে সম্পূর্ণ অপরিচিত। রাত্রিতে অবস্থানের নিমিত্ত একটী কামরা খুঁজিতেছি। কোন স্থানে পাইতে পারি কি ?'

'আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?'

'ভার্ণন হইতে।'

'আপনি কোন সম্প্রদায় ভুক্ত ?'

যুবকদিগের এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে সেই সময়ে ফ্রান্সে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোককে বিশ্বাস করিত না, কিংবা পরস্পর সহানুভূতিও প্রকাশ করিত না। মেরিয়স্ বলিল, 'আমি বোনাপার্টিষ্ট।' যুবকেরা কহিল, 'তাহা হইলে আপনি এই গৃহেই অবস্থান করিতে পারেন।'

এই বলিয়া যুবকগণ মেরিয়সের হস্তে গৃহের চাবি সহ এক তোড়া চাবি দিয়া বলিল, 'আমরা এখন স্ব স্ব গৃহে যাইতেছি। আমরা রাত্রিতে এই স্থানে থাকি না। দিবাভাগে পড়া শুনা করিতে আসি। আপনি স্বচ্ছন্দে এই গৃহে নিদ্রা যান, আমরা আবার সকালে আসিব।'

যুবকগণ চলিয়া গেলে, মেরিয়স্ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহটী যেন একটী পর্ব্বতের গহ্বর। উহার মধ্যে কয়েক খানি

বেঞ্চি ও একখানি বড় রকমের টেবিল ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঐ স্থানে পড়াশুনার কোন নিদর্শন নাই, একখানি পুস্তক নাই, একখানি সংবাদ পত্র নাই, একখানা ছেঁড়া কাগজও মেজেয় পড়িয়া নাই। যুবকেরা যে চাবির তোড়া দিয়া গেল, তাহার অর্থ কি? মেরিয়সের বড় কৌতুহল হইল। গৃহে একটা আলমারি নাই, একটা দেরাজ নাই, একটা বাক্স নাই, তবে এতগুলি চাবির প্রয়োজন কি? মেরিয়সের একটু ভাবনাও হইল। রাত্রি এক ভাবে কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে বন্ধুরা আসিলে মেরিয়স্ বলিল, 'আমার নিকট এই একটী মাত্র চাবি রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট হইত। আপনারা বোধ হয় ভুলক্রমে এতগুলি রাখিয়া গিয়াছিলেন।'

বন্ধুরা বলিলেন, 'না, না, না, এই ঘরে এই সমস্ত গুলিরই প্রয়োজন। আপনার যদি কৌতুহল হইয়া থাকে, তবে আপনাকে দেখাইতেছি।' এই বলিয়া তাঁহারা দেয়ালের গায়ে কোন দুর্নিরীক্ষ্য রন্ধ্রে চাবি প্রবেশ করাইয়া একটি তমোময় গহ্বরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। এবং বলিলেন, আপনি বোধ হয় জানেন যে, রাজা অষ্টাদশ লুই উপপ্লবের ও সাম্রাজ্যের গ্রন্থাদি ও কাগজ পত্র সমস্তই ভস্মীভূত করিবার আদেশ করিয়াছেন। তাই আমরা অনন্যকর্ম্মা হইয়া তৎ সম্বন্ধে যেখানে যাহা পাইতেছি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এই স্থানে সঙ্গোপনে রক্ষা করিতেছি। এপর্য্যন্ত পুলিসে ইহার সন্ধান পায় নাই। এই গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ক্রমান্বয়ে আর সাতটি গহ্বরে প্রবেশ করা যায়। তাহার কতগুলি ভূগর্ভেও নিহিত আছে। সমস্তই জাতীয় মহাকীর্ত্তির বিবরণে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত গহ্বরে

স্থানে স্থানে প্রচুর পারিমাণে ডিনা মাইট প্রোথিত আছে। যদি কদাচিৎ শত্রু পক্ষ ইহার মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু আমরাও গিলোটিনে এক পদ অর্পণ করিয়া রহিয়াছি।”

মেরিয়স বলিল, ‘আপনাদিগের সাহস ও অধ্যবসায়কে সহস্র ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু এইরূপ সাংঘাতিক স্থানের চাবিগুলি একজন অপরিচিত লোকের হস্তে অর্পণ করিয়া আপনারা কি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন?’

বন্ধুরা বলিলেন, ‘মহাশয় উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। আপনি যখন বলিলেন আমি বোনাপার্টিষ্ট, তখন কি আর আপনাকে অবিশ্বাস করিতে পারি? তাহা হইলে যিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহার আর গৌরব রহিল কোথায়? পক্ষান্তরে আপনি যদি প্রবঞ্চনা করিতেই আসিয়া থাকেন, আমরা আপনার হস্তে মরিব তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু জগৎ জানিবে যে একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে বোনাপার্টিষ্টদিগকে নিরস্ত করা যায় না, তাহাতেও কালে আমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবেক।’

এই স্থানে স্বজাতিসেবক কৃতবিদ্য বন্ধুবর্গের সংসর্গে মেরিয়সের অনেক উন্নতি হইতে লাগিল। ইচ্ছামত গ্রন্থাদি পাঠ, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাদানুবাদ, গুরুভক্তি ও সৎসঙ্গ, ইহা ব্যতীত জগতে শিক্ষার আর কি উপাদান আছে! মেরিয়সের ইহার কিছুই ছিলনা, ছিল একমাত্র মাতামহের বাটীতে অর্থের সচ্ছলতা। এখন মেরিয়সের সকলই হইল বটে, কিন্তু এদিকে দারিদ্র্য শার্দ্দূলও আসিয়া গৃহের দ্বার জুড়িয়া বসিল। সঙ্গে যে ত্রিশটী ফ্রাঙ্ক ছিল,

তাহা দ্বারা মাসাবধি চলিল। অদ্য তাহার শেষ কপর্দ্দকটী পর্য্যন্ত ব্যয়িত হইয়াছে।

দরিদ্রের উচু মন।

মেরিয়সের সঙ্গে একটী সোণার ঘড়ী ছিল। সায়াহ্নে তাহাই লইয়া সে একজন ঘড়ীওয়ালার দোকানে উপস্থিত হইল। দোকানদার ঘড়ীটী দেখিয়া কহিল, কি মূল্যে বিক্রয় করিবেন?

মেরিয়স্ বলিল, এখন ইহার কি মূল্য হইতে পারে তাহা আপনি বলিতে পারেন, আমি নূতন অবস্থায় একশত ফ্রাঙ্ক দিয়া কিনিয়াছিলাম।

দোকানদার বলিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আমি যদি এই দ্রব্যটী আপনার বাটীতে কিনিতে যাইতাম, তাহা হইলে অর্দ্ধমূল্য দিতাম। এখন আপনি আমার নিকটে আসিয়াছেন, আমি সিকি মূল্য দিতে পারি।

অবস্থা অনুসারে মেরিয়স্ মাত্র পঁচিশটী ফ্রাঙ্ক লইয়াই ঘড়িটী বিক্রয় করিয়া ফেলিল। সে বাসায় ফিরিবার সময় পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, কোন গৃহের দ্বারে একটী স্ত্রীলোক অন্য আর একটী লোকের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি কহিতেছে? বাষ্পোপরুদ্ধ কণ্ঠের কাতরধ্বনি শুনিয়া মেরিয়সের হৃদয়ে যুগপৎ কৌতূহল ও করুণার উদয় হইল। সে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে! আমি আপনার কষ্টের কারণ জানিতে পারি কি?

স্ত্রীলোকটী বলিল মহাশয়, গত কল্য আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি অর্থাভাবে তাঁহার সৎকার করিতে পারিতেছি

না, তাই এই ভদ্রলোকটীর নিকট কিছু ধার চাহিতেছি।

স্ত্রীলোকটী এইরূপ বলিতেছে এমন সময়ে সেই ভদ্রলোকটী আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

মেরিয়স্ বলিল, আপনার পিতা কোথায়, আমাকে দেখাইতে পারেন কি?

স্ত্রীলোকটী মেরিয়স্‌কে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। মেরিয়স্ দেখিল বাস্তবিকই তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ সম্মুখে করিয়া আরও দুই তিনটী লোক বসিয়া আছে। সেই গভীর বিষাদময় দৃশ্য দেখিয়া মেরিয়সের হৃদয়ে দারুণ সমবেদনার উদয় হইল। এই যে সম্মুখে নিশ্চল নিস্পন্দ মৃতদেহ দেখিতে পাইতেছি ইহা আমার পিতার সদৃশ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মেরিয়স্ কহিল, 'আপনি সেই লোকটীর নিকট কত টাকা চাহিতেছিলেন? আপনার পিতার অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে কত টাকার প্রয়োজন? আমার নিকট পচিশটী ফ্রাঙ্ক আছে, ইহাতে আপনার কোন উপকার হইতে পারে কি?

স্ত্রীলোকটী বলিল, আমি সেই লোকটীর নিকট উহাই চাহিয়াছিলাম। উহাই আমার পিতার সৎকারে লাগিবে। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে তিন মাসের মধ্যে ফেরত দিতে পারিব।

মেরিয়স্ বলিল, আপনি ইহা লউন এবং ইহার দ্বারা আপনার পিতার সৎকার করুন। ইহা আর আমাকে ফিরিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। ধন আমারও নহে, আপনারও নহে; ধন প্রয়োজনের, ধন অভাবের। জল যেমন স্বভাবতঃ খাতে গমন

করে, ধনেরও সেইরূপ ন্যায়ানুমোদিত গতি অভাবের দিকে। বর্ত্তমানে আমার কোন অভাব নাই। আপনার প্রয়োজন হইয়াছে, আপনি ইহা স্বচ্ছন্দে নিজের বলিয়া ব্যবহার করুন।

পিতৃহীনার হস্তে মুদ্রা কয়েকটী অর্পণ করিয়া মেরিয়স্ রুক্ষ হস্তে বাসায় আসিল। রাত্রিতে আর কিছুই আহার হইল না। পর দিবস গায়ের কোটটী বিক্রয় করিতে হইল, এবং তদ্দ্বারা দুই দিন চলিল। অনন্তর টুপিটী বিক্রয় করিয়াও একদিন চলিল। অদ্য পাদুকাদ্বয় বিক্রয় না করিলে আর উপায় নাই। কিন্তু উহা বিক্রয় করিবার একটী বিশেষ বাধা আছে। পথে যে প্রকার বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে নগ্ন পদে ভার্ণন যাওয়া অসম্ভব। আহার না করিলে চলিবে, কিন্তু পিতার কাছে না গেলে ত চলিবে না। এই ভাবিয়া সে পাদুকা বিক্রয় রহিত করিয়া অনাহারেই ভার্ণন যাত্রা করিল।

ভার্ণন এই স্থান হইতে সাত মাইল। ওভারকোট ও টুপীর অভাবে মেরিয়সের ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু সে তৎপ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে পিতার সমাধি পার্শ্বে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে যথাবিধি নমস্কার করিয়া যখন করজোড়ে কিছু বলিতে যাইতেছিল, তখন সহসা যেন পিতার রুষ্ট ভাব নিরীক্ষণ করিল। সে আর কিছুই বলিতে পারিল না, অধোমুখে উপবিষ্ট হইয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মেরিয়স্ মৃদুমন্দ স্বরে পিতাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল, 'পিতঃ! আমি যে দারুণ শীতে ও অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া আসিয়াছি, তাহাতেই বোধ হয় আপনি রাগ করিয়াছেন। ফলতঃ ইহাতে আমার কোনই কষ্ট হয় নাই। ভবদীয় চরণ দর্শন

আশায় প্রস্থিত হইয়া, শীত ও অনশনের কথা দূরে থাকুক, এমন কি আমি দূরত্ব পর্য্যন্তও অনুভব করি নাই। পিতঃ, জগতে আরাধ্য বস্তুর জন্য কায়িক ক্লেশ স্বীকারের প্রথা ত চিরদিনই বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বদেশ বা স্বজাতি যে সময়ে আপনার আরাধ্য বস্তু হইয়াছিল, তখন কি আপনি তজ্জন্য অশেষ কায়িক ক্লেশ স্বীকার করেন নাই? আপনি কি ফ্রান্সের জন্য বিশবৎসর কাল অনাবৃত ক্ষেত্রে নিদ্রা যান নাই? আপনি কি বরফের উপর দিয়া নগ্নপদে শত শত মাইল ভ্রমণ করেন নাই? মস্কাউ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময়ে আপনাকে কি উপর্য্যুপরি সাতদিন অনশনে থাকিতে হয় নাই? পিতঃ লোকে কায়িক ক্লেশ স্বীকার করে, মানসিক সুখের জন্য। শারীরিক সুখ অতি তুচ্ছ পদার্থ। মানসিক সুখের সহিত উহার তুলনাই হয় না। আমি ত আপনাকে ছাড়িয়া মাতামহের বাটীতে অশেষ সুখভোগেই বাস করিতেছিলাম, কিন্তু আপনার চরণ-দর্শন-সুখের তুলনায় সেই সকল রাজভোগ যে এখন আমার নিকট নরক-ভোগ বলিয়া বোধ হইতেছে! পিতঃ আমি যে পূর্ব্বে আপনার নিকটে আসি নাই, তজ্জন্য আর অনুতাপ করিয়া কি করিব? আমি এখন হইতেই আপনার এই নির্জ্জন বাসের সহায় হইব বলিয়া স্থির করিয়াছি। পিতঃ লোকে বলিতেছে আপনি মরিয়াছেন, কিন্তু কি জানি কেন আমার প্রাণে তাহা বলিতে চাহে না। আমার মনে হয় আপনি জীবিতই আছেন, কেন না আপনার মৃত্যু হইলে আমার জীবিত থাকা কখনই সম্ভব হইত না। বৃক্ষ মরিলে তাহার ফল পাতা জীবিত থাকে না। তবে যখন ফলস্বরূপ আমি জীবিত রহিয়াছি, তখন বৃক্ষস্বরূপ

আপনি জীবিত না থাকিবেন কেন? পিতঃ আপনি জীবিতই রহিয়াছেন। আপনি যেমন ভার্ণনের আবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ নশ্বর ভৌতিক দেহও পরিত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। আপনি সমস্তই জানিতেছেন, সমস্তই দেখিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। আপনি অন্তরালে থাকিয়াই আমার প্রতি অশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন। ঈশ্বর যেমন অলক্ষ্যে থাকিয়া আপন সৃষ্টি পালন করেন, আপনিও সেইরূপ চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন।'

অনন্তর পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া মেরিয়স্ পারী যাত্রা করিল। সমস্ত দিন অনাহারে ও পথশ্রমে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবাসে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিল, তাহার গৃহদ্বারে একটী লোক বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিলে কোন বড় লোকের দ্বারবান্ বলিয়া বোধ হয়। মেরিয়স্ নিকটবর্ত্তী হইলে সে যথাবিধি নমস্কার করিয়া তাহার হস্তে একখানি পত্র অর্পণ করিল।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে মেরিয়স্ মাতামহের বাটী ত্যাগ করিবার কিছুক্ষণ পরেই মাতামহ স্বীয় তনয়াকে ডাকিয়া প্রতি মাসে মেরিয়সের নিকট একশত গুলি পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। সে বাস্তবিক গুলি নহে, টাকা বলিতে রাগের ধমকে গুলি বলিয়াছিলেন। তিনি শান্ত হইলে তদীয় কন্যা তাঁহার নিকট ভাল করিয়া জানিয়া উল্লিখিত পত্র সহ একশত ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়াছেন।

মেরিয়স্ পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহার পৃষ্ঠেই উত্তর লিখিয়া দিল, 'মাতঃ, আপনার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম।

আমার এস্থানে কোন অভাব নাই, আমি নিজেই এক প্রকার চালাইতে পারিতেছি। সুতরাং প্রেরিত টাকা ফেরত পাঠাইলাম।”

ধন্য ফরাসি যুবক, ধন্য তোমার প্রতিজ্ঞা! একটি পয়সার অভাবে সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিয়াছ, তথাপি যথাসময়ে প্রেরিত এমন উপাদেয় সাহায্যও গ্রহণ করিলেনা! কারণ যে ব্যক্তি তোমার পিতার অবমাননা করিয়াছে, তুমি তাহার অনুগ্রহের প্রার্থী নহ। কিন্তু হায়! যাহারা আজি শতবৎসর যাবৎ আমাদের পূজনীয় পিতামহাশয়কে জালকারী জুয়াচোর মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক প্রভৃতি বলিয়া অপমান করিতেছে, আমরাও এক দিনের জন্যও তাহাদের প্রসাদ-প্রাপ্তির লালসা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না!

আর এক কথা মেরিয়স! তুমিত তোমার পিতার শরীরে কতিপয় অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়াই পিতৃভক্ত হইয়াছ, কারণ যিনি স্বদেশের জন্য বৈদেশিক সমরে এত অস্ত্রাঘাত সহ্য করিয়াছেন, তিনি অবশ্য সাধারণ লোক নহেন। আর আমাদের পিতা যে এতদিন জাতীয় অস্তিত্ব-সমরে এত লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, দুরন্ত নীলকরের যুদ্ধে যে তাঁহার ভিটামাটী উৎসন্ন হইল, ম্যানচেষ্টার ও লিভারপুলের যুদ্ধে যে তাঁহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইল, আমরা সেই জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর অকাল মুমূর্ষু পিতা মহাশয়ের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করিতেছি? নিদারুণ প্রতিযোগিতা-সমরে ঐ ব্যক্তি বঙ্গের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে প্রকার নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, ফ্রান্সের জন্য কোন বোনাপার্টিষ্ট ততদূর করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

অন্নদাতা ভগবান্।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মেরিয়সের রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইল। বিশ্বজীবগণ আহারের চেষ্টায় বহির্গত হইল। মেরিয়স্ও রাস্তায় উঠিল। যাওয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। সে ভাবিতে লাগিল কোন দিকে যাই, কিন্তু চরণ তাহার অপেক্ষা করিল না, নিজেই একদিকে চলিল।

ফুটপাথের দক্ষিণ ধারে একটী গৃহে কতগুলি বালক পরস্পর ঝগড়া ও মারামারি করিতেছে। তন্মধ্যে একজন আর এক জনকে এরূপ প্রহার করিতেছে যে তৎপ্রতি রাস্তার লোকের দৃষ্টিপাত না হওয়া অসম্ভব। আক্রান্ত শিশুর বিপদ্ দেখিয়া মেরিয়স্ দ্রুতপদে গিয়া তাহাকে রক্ষা করিল। এমন সময়ে গৃহস্বামীও তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মেরিয়সের মুখে বালকদিগের কলহের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, এই বালক গুলি সহজেই দুর্বিনীত, তাহাতে আবার সংপ্রতি ইহাদের শিক্ষক নাই। আপনি কি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন? আপনি কি ইহাদের অধ্যাপনার ভার লইতে পারেন?'

মেরিয়স্ বলিল, 'মহাশয়, আপনার প্রস্তাবে আমি অসম্মত নহি, কিন্তু আমাদ্বারা ইহাদের কিরূপ শিক্ষা হইবে বলিতে পারিনা।'

গৃহস্বামী বলিলেন, 'আপনি কি পারী—ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট নন?'

মেরিয়স্ বলিল, 'হইতে পারি, কিন্তু তথায় সকল শিক্ষার আদি পিতৃভক্তি সম্বন্ধে আমার কোন শিক্ষা হয় নাই, তজ্জন্য তথাকার সার্টিফিকেটও আমি ফেলিয়া দিয়াছি।'

গৃহস্বামী বিস্মিতভাবে মেরিয়সের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'সত্য নাকি! সে যাহা হউক, আপনি এই বালকদিগের জন্য কত কি লইবেন?'

মেরিয়স্ বলিল, 'মহাশয়, যে দেশে আমার ন্যায় নীতিশিক্ষা-বিবর্জ্জিত পিতৃদ্রোহী লোকও শিক্ষক পদ বাচ্য হইতে পারে, সে দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় বলিতে হইবেক। তাহার উপর যদি বেতন গ্রহণ করি, তাহা হইলে কি আরও উপহাসের বিষয় হইবে না? সংপ্রতি আমার আহারের সংস্থান নাই, যদি আপনার অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে আমি এই স্থানে আহার করিতে ইচ্ছা করি মাত্র।'

গৃহস্বামী সম্মত হইলেন। মেরিয়স্ বালকদিগের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইল। ভগবান্ নিরাহারের আহার মিলাইলেন।

পুরস্কারের প্রস্তাব।

অনন্তর একদিন রাত্রিকালে মেরিয়স্ আবাসে যাইবার জন্য এই বাটী হইতে বহির্গত হইতেছে, এমন সময়ে দ্বারদেশে এক অতি দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিতে পাইল। একটী সুদীর্ঘ কোটে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ ও বিকৃত, বয়ঃক্রম যাট্‌বৎসরের উপর হইবে। সেই দীর্ঘশ্মশ্রুধারী প্রবীণ পুরুষ যেন দ্বারদেশে মেরিয়সের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। মেরিয়স্ রাস্তায় উঠিলে, তিনিও নীরবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মেরিয়স্ পশ্চাৎ হইতে গম্ভীর স্বর শুনিতে পাইল, 'গুড ইভনিং।' সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া

প্রতি নমস্কার করত কহিল 'মহাশয়! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?'

বৃদ্ধ কহিলেন, 'কোন স্থানের নাম করিব? আমার কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। প্রায় বিশবৎসর যাবৎ পথে পথে বেড়াইতেছি।'

'এখন কোথায় যাইবেন?'

তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। বৎস! এই দারুণ শীতে তোমার গায়ে একটা কোট নাই, মাথায় একটা টুপী নাই। আমার ইচ্ছা, তোমাকে এই সকল অভাব পূরণের জন্য দুই এক শত ফ্রাঙ্ক দিয়া চলিয়া যাই।

মেরিয়স্ বলিল, 'মহাশয়, আমার সংপ্রতি অর্থের কোন প্রয়োজন নাই, শিক্ষা ও শান্তির প্রয়োজন। আপনি যদি আমাকে পিতৃভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, তাহাই বলুন, আমি অর্থ দিয়া কি করিব?'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'আমি পিতৃভক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানি না, জানিলে তোমায় বলিতাম। কিন্তু তুমি যে তোমার পরলোক-গত পিতার জন্য নিয়তাত্মা সন্ন্যাসী হইয়াছ, তজ্জন্য আমার নিকট কিঞ্চিৎ পুরস্কার আছে। যদি ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে দুই এক হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়া চলিয়া যাই।'

মেরিয়স্ বলিল, 'মহাশয়, ক্ষমা করুন। আপনি যখন আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া স্বীকার করিলেন, আপনি প্রবীণ লোক, আপনার অবশ্যই জানা আছে, অর্থ মাত্রই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অন্তরায়। আপনার নিকট যে অর্থ আছে, তাহা আপনারই থাকুক। আপনি বলিলেন আপনার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই।

অনুমতি করুন, এই শীতের রাত্রিতে আমি আপনার কি উপকার করিতে পারি।’

বৃদ্ধ বলিলেন, ‘আমার ষাট্ বৎসর বয়স হইয়াছে, এই কালের মধ্যে যদি কখনও কাহাকেও আমার জন্য চিন্তিত হইতে দেখিয়া থাকি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। আমি তোমাকে এই প্রিয় বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দিই। কিন্তু বৎস! তুমি যেমন সুপুত্র হইবার জন্য যত্নবান হইয়াছ, আমিও সেইরূপ সুপিতা হইতে পারিলে চরিতার্থ হইতাম। এ সংসারে আমার কেহই নাই। আমি সমস্ত ফ্রান্স পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থানে একটী মনের মত লোক পাই নাই। এখন যদি দৈবযোগে তোমার দেখা পাইলাম, তুমি প্রসন্ন হইয়া বল, আমি তোমাকে দুই এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিয়া চলিয়া যাই।’

মেরিয়স্ বলিল, ‘আপনি আমার পিতার সমবয়স্ক লোক, আপনার সহিত অধিক বাদানুবাদ করা আমার উচিত নহে। সমস্ত ফ্রান্সের মধ্যে আপনি আমার মত লোক পাইলেন না, ইহা কি নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? দেশে কত গুণবান্ লোক আছেন, কত ব্যারিষ্টার, কত কবি, কত সংবাদ পত্রের সম্পাদক, কত গণিত-বিজ্ঞানবিৎ, কত জ্যোতির্ব্বেত্তা। তাঁহারা স্বজাতির প্রিয়চিকীর্ষু হইয়াও অর্থাভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আপনি যে ভূরি প্রমাণ অর্থের কথা কহিতেছেন, উহার কিয়দংশ সেই সকল লোককে দান করিলে ত দেশের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।’

বৃদ্ধ কহিলেন, ‘তুমি যে সকল লোকের নাম করিলে, আমার এই ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্কের এক কপর্দ্দকও উহাদিগকে দিব না।

রোবস্পায়ার ব্যারিষ্টার ছিল। মারা সংবাদপত্রের সম্পাদক, পিকেগ্রু গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং বেলি জ্যোতির্ব্বেত্তা। ইহারা দেশের কি উপকার করিয়াছেন? চার পাঁচ লক্ষ লোক গিলোটিনে চড়াইয়া দিলেই কি দেশের মঙ্গল করা হইল? আমি তাদৃশ লোককে বিশ্বাস করি না।'

মেরিয়স্ বলিল, 'মহাশয়, আমি আপনার কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। প্রতিভান্বিত লোকেরাই স্বদেশ ও স্বজাতির উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন, জগতের ইতিবৃত্তে ইহার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়।'

বৃদ্ধ কহিলেন, 'আমি অনেক ইতিবৃত্ত পাঠ করি নাই। কিন্তু যাহারা ফরাসী উপপ্লব-কারীদিগের ন্যায় রাজার শিরশ্ছেদ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হয়, তাহারা কখনই সুফল করিতে পারে না, এই আমার বিশ্বাস। রাজ-রক্তের এমন এক মহিমা আছে যে, উহা পৃথিবীতে পতিত হইলেই এককালে এক সহস্র রাজার উদ্ভব হয়। ফ্রান্স এক ষোড়শ লুইকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, একেবারে এগার শত পঞ্চাশ জন লুই তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছে। তুমি কি মনে কর, আমার এই বহু কষ্টার্জ্জিত ধন ঐসকল লোকের হস্তে সমর্পণ করিয়া দ্বিতীয় ফরাসী উপপ্লবের সূত্রপাত করিব? কখনই নহে। আমি অবশ্যই আমার ধনের সদ্ব্যবহার করিব।'

মেরিয়স্ বলিল, 'মহাশয়, পারীতে ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্যের বিবরণাদি রক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনি যদি সেই সকল সমিতির সাহায্য করেন তাহা হইলেও আপনার অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে পারে।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'বৎস, অস্বীকার করি না, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য পূর্ব্বেই অবধারিত হইয়াছে। আমি আমার ধন একজন পিতৃভক্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। লোকে কুপুত্র হইতে যত কষ্ট পায়, অন্য কোন কারণ বশতঃ তত কষ্ট পায় না। রাজা বল, দস্যু বল, তস্কর বল, কেহই কুপুত্রের ন্যায় পীড়া দায়ক নহে। অগ্নি হউক, জল হউক, সর্প হউক, ব্যাঘ্র হউক, রোগ হউক ভোগ হউক, সকলের হস্তেই পরিত্রাণ পাইবার উপায় আছে, কিন্তু কুপুত্রের হস্তে কাহারও অব্যাহতি পাইবার যো নাই। আধ্যাত্মিক আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপের মধ্যে মনুষ্যের কুপুত্র রূপ তাপই সর্ব্বাপেক্ষা অসহনীয়। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমার এই বহুকষ্টার্জ্জিত ধন কোন সুপুত্রের হস্তে অর্পণ করিব। কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে এই ধনের বিনিয়োগ করিব না। কুরাজা অপসারিত হইলে জগতের যে উপকার হইবে, কুত্রপুত্র দূর হইলে জগতের তদপেক্ষা অনেক অধিক উপকার হইতে পারিবে। অতএব হে ফ্রান্সের আদর্শ পুত্র, আমার নিকট হইতে পিতৃভক্তির এই পুরস্কার গ্রহণ কর।'

এই বলিয়া বৃদ্ধ পকেট হইতে কয়েক তাড়া ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিয়া মেরিয়সের হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। মেরিয়স্ 'না না' বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ বলিলেন 'বৎস, কোন সন্দেহ বা ইতস্ততঃ করিবার কারণ নাই। আমি প্রকৃতই ইহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমিই এই ধনের যোগ্যপাত্র। এই ধনরাশি তোমারই। বৎস, এই বৃদ্ধকে পরধনবহনের কষ্টে মুক্তিদান কর।'

মেরিয়স্ বিনীতভাবে কহিল, 'মহাশয় আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি কোন ক্রমেই আপনার ধন গ্রহণ করিব না। ধন আমার পিতৃধর্ম্মের অন্তরায় হইবে। আমি পার্থিব ধনের আশাতেই পিতৃদর্শন রূপ অপার্থিব ধনে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। ধনে আমার বিষবুদ্ধি হইয়াছে। আমি নির্ধন হইয়া পরম সুখে আছি। আর নির্ধনই বা কেন? স্বর্গত পিতার আশীর্ব্বাদই আমি অতুল ঐশ্বর্য্য বলিয়া মনে করি। আমি তাহারই জন্য যতমান হইয়াছি। আপনি প্রবীণ লোক হইয়া কেন আমাকে এই নশ্বর ধন-দানে সেই চিরন্তন ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত করিবেন? লোকে পার্থিব ধন কামনা করে ভবিষ্যতের জন্য, কিন্তু আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই আমার পিতার সমাধিতে সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি পিতার আশীর্ব্বাদে যাবতীয় পার্থিব চিন্তা হইতে অবসর লাভ করিয়াছি। যাবতীয় পার্থিব বন্ধন হইতেও মুক্তি লাভ করিয়াছি। আমার মৃত্যুর ভয় নাই। রোগে হয়, ভোগে হয়, অনাহারে হয়, যে প্রকারে হয়, আমি সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারিতেছি। ইহাকে কি আপনি মুক্তাবস্থা বলেন না? ইহাকে কি আপনি স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করেন না? আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, একজন নিরীহ ফরাসী যুবককে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া আপনার কি লাভ হইবে?'

বৃদ্ধ নোটের তাড়াগুলি পুনরায় পকেটে ফেলিয়া কহিলেন, 'বৎস, আমি পরাস্ত হইলাম। কিন্তু জানিও আমি পরাস্ত হইবার লোক নহি। আমার সঙ্কল্পও বৃথা হইবেক না। আমার এই ধন তুমিই ভোগ করিবে। পাঁচ বৎসর পরে আমি তোমার সহিত পুনরায় দেখা করিব। এই জানুয়ারি মাসে এই দিনে, আমি

তোমাকে পুনরায় পিতৃভক্তির পুরস্কার দিতে আসিব। আমার এই অর্থরাশি তুমি প্রত্যাখ্যান করিলে বটে, কিন্তু সেই সময়ে আমি তোমার জন্য যে বস্তু আনিব, তাহা তুমি কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। তুমি পিতৃভক্তি ও আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, তুমি আমার দান গ্রহণ করিলে না বলিয়া আমি তোমার উপর বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তোমার গুণে অধিকতর বাধ্য হইলাম, আমি তোমার প্রকৃত হিত কিছু করিতে পারি আর না পারি,— কারণ সমস্তই ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করিতেছে,— জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিন যে তোমার ন্যায় পিতৃভক্ত যুবকের হিত চিন্তায় অতিবাহিত করিব, তাহার আর সন্দেহ নাই।

'বৎস! তুমি যে বলিলে, যে অবস্থায় মনুষ্য অনুক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে, সেই প্রকৃত স্বাধীন অবস্থা, আমি ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা কোন মহত্তর অবস্থার কথা আমিও অবগত নহি। ফ্রান্সের সেই আদর্শ পুরুষ, যাঁহা অপেক্ষা বিজ্ঞতর লোকের কথা জগতের ইতিবৃত্তে লিখিত হয় নাই, তিনি সে দিবস সেণ্ট হেলেনায় প্রিয়বন্ধু কাউণ্ট মন্থলনের নিকট বলিতেছিলেন, 'মন্থলন, লোকে বলে, আমি সেণ্ট হেলেনায় কতই কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, সমগ্র ইউরোপ জয় করিয়া বা ফ্রান্সের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমার যে সুখ হইয়াছিল সেণ্ট হেলেনার খরতর রৌদ্রে আমি তদপেক্ষা অধিকতর সুখে কালযাপন করিতেছি। কারণ এই অবস্থায় আমি মৃত্যুর জন্য অনুক্ষণ প্রস্তুত আছি। যখন আমি ইউরোপের অধীশ্বর

হইয়াছিলাম, তখন ভাবিতাম কিসে আমি চিরকাল অন্ততঃ দীর্ঘকাল বাঁচিব। এখন ভাবিতেছি কখন মরিব। তোমরা সকলেই জান, জীবন এবং মৃত্যু এই উভয়ের মধ্যে মৃত্যুই কেবল নিশ্চিত। অনিশ্চিতের সেবা করিয়া কে কবে সুখী হইয়াছে? আমি এখন নিশ্চিতের সেবা করিতেছি। আমার মনে আর কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই, ভবিষ্যতে কি হয় না হয় এইরূপ কোন তর্কও নাই। আমি এখন নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছি।'

'তাই বলিতেছি বৎস, নেপোলিয়নের ন্যায় অসাধারণ লোকের মুখে কয়েক দিন পূর্ব্বে যে কথা শুনিয়াছিলাম, আজি তোমার ন্যায় অজাতশ্মশ্রু বালকের মুখে তাহার পুনরুক্তি শ্রবণ করিয়া আমার যে কি প্রকার আনন্দ হইতেছে তাহা বলিতে পারিনা। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে ফ্রান্স কি এরূপ ভাবেই সংস্থিত যে এস্থানে হীনচেতাঃ পুরুষের উদ্ভব সম্ভবেনা! ইহার কি ইতর, কি ভদ্র, কি রাজা কি প্রজা, সকলের মধ্যেই কোন না কোন চরিত্রগত উৎকর্ষ দেখিতে পাই। হায়, কেবল আমিই নরাধম, আমার বয়স ষাট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, জীবন শেষ হইতে চলিল, অদ্যাপি হৃদয়ের কোন প্রকার উচ্চতা দেখাইতে পারিলাম না, ফ্রান্সের সুসন্তান ও হইলাম না!'

এই বলিয়া বৃদ্ধ বিদায়োন্মুখ হইলে, মেরিয়স্ বিনীত ভাবে কহিল, 'মহাশয়, দুইটী বিষয়ের জন্য আমার বড় কৌতূহল হইতেছে। আপনার যদি বিরক্তি-বোধ না হয়, তাহা হইলে আমি তাহা ক্রমশঃ জানিতে ইচ্ছা করি।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'বৎস, স্বচ্ছন্দে বল, আমি অবশ্যই তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিব।'

মেরিয়স্ কহিল, 'প্রথমতঃ আপনি যে বলিলেন ফ্রান্সের রাজা-দিগের মধ্যেও চরিত্রগত উৎকর্ষ দেখিয়াছেন। কই? বোর্ব্বন বংশ ত চিরদিনই স্বার্থপর ও অত্যাচারী, ফ্রান্সের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।'

বৃদ্ধ বলিলেন, 'বৎস, বোর্ব্বনগণ যে নানা কারণে দোষী তাহা আমি অস্বীকার করি না। স্বার্থপরতা ও অত্যাচার সম্বন্ধে ইহারা জগতের অন্যান্য রাজগণ অপেক্ষা ন্যূন না হইলেও ইহাদের এমন কতগুলি গুণ আছে যাহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা রক্তপাতকে বড় ডরায়। ষোড়শ লুই এমন রক্তভীরু লোক ছিলেন যে, বরং নিজের রক্ত দিয়া উপপ্লবের তৃষ্ণা মিটাইলেন, তথাপি উপপ্লবের গাত্রে হস্তার্পণ করিলেন না। উইল পত্রে লিখিয়া গেলেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেহ যেন প্রতিহিংসা লইতে চেষ্টা না করে।' সেণ্টলুইএর বংশোদ্ভব সেই মহাত্মা গিলোটিনের প্লাটফরমে দাঁড়াইয়াও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, 'আমার রক্ত যেন ফ্রান্সের উপরে পতিত না হয়।'

'অনন্তর বর্ত্তমান রাজা অষ্টাদশ লুইএর কথা বলিতেছি। ইহাকে ত সকলেই নিন্দা করে, কিন্তু ইহার চরিত্রেও উৎকর্ষের নিদর্শন আছে। ইতিহাসে সকল কথা নাই। আর তুমি কি মনে কর ইতিবৃত্ত-লেখকেরা যিনি যাহা বলেন সমস্তই অভ্রান্ত? যখন অষ্টাদশ লুইএর পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গ নেপোলিয়ানের সহিত সমস্ত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, তাঁহাকে গুপ্ত হত্যার দ্বারা নিঃশেষ করিবার পরামর্শ করেন, তখন অষ্টাদশ লুই তাহাতে বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমাদিগের পরিবারের মধ্যে আমা-দিগকেই লোকে হত্যা করে, আমরা কাহাকেও হত্যা করি না।'

'বোর্বনদিগের আর একটী মহৎগুণের কথা বলিতেছি। ইহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস, ফ্রান্সের লোক আমাদিগকে ভাল বাসে। এত বড় রিভলিউশন ইহাদিগের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তথাপি ইহাদের সেই বিশ্বাস দূর হইল না। ইহারা প্রাণান্তেও ফরাসীদিগকে ডিস্লয়াল (১) বলিল না। পরন্তু জগতে এমন রাজার অসদ্ভাব নাই যাহারা শান্তির সময়েও উঠিতে বসিতে প্রজাদিগকে ডিস্লয়াল বলিয়া অবমানিত করে। বোর্বনেরা সেই সাধু ও সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ফ্রান্স ছাড়িয়া যায় না, প্রত্যাখ্যাত হইলেও পুনঃ পুনঃ আইসে। কিন্তু ইহারা যে দিন জানিবে যে, ফ্রান্স আর উহাদিগকে ভাল বাসে না, সেই দিন হয় অম্লানবদনে গিলোটিনে উঠিবে, না হয় সীন-নদীতে পোতারোহণ করিবে (২)। সে ত্যাগ, সে উদাসীনতা, সে অভিমান বোর্বনদিগের স্বতঃ সিদ্ধ ধর্ম্ম।

'তবে যে লুই ওয়াটার্লুর পথে পুনরায় ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়াছেন, সে দোষ তাঁহার নহে। সে দোষ সেই সকল নির্লজ্জ রাজন্য বৃন্দের, যাঁহারা প্রজায় ভাল না বাসিলেও, জোর করিয়া ভাল বাসান, যাঁহারা স্বগুণে অভিনন্দিত না হইলেও, পার্ব্বত্য সৈন্য চালাইয়া অভিনন্দিত হইতে চেষ্টা পান, যাঁহারা জানেন যে নিজেরাও প্রজাদিগকে ভাল বাসেন না, এবং প্রজারাও তাঁহাদিগকে ভাল বাসেনা, অতএব যাঁহাদিগের রাজত্ব কেবল পাশব-বল

(১) রাজভক্তি শূন্য।

(২) নির্ব্বাসিত নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ হইতে ফ্রান্সে আগমন করিলে, অষ্টাদশ লুই তৎপ্রতি জন সাধারণের অনুরাগ দেখিয়া, সহজেই সিংহাসন ছাড়িয়া চলিয়া যান।

প্রয়োগ ও ঐহিক লালসানিচয়ের চরিতার্থতা নিবন্ধন অনেকাংশে অকথ্য পৈশাচিক ধর্ম্ম বিশেষেরই অনুকরণ করে। সেই সকল স্বার্থপর লোক পুনরায় লুইকে আনিয়া ফ্রান্সের ঘাড়ে চড়াইয়া গিয়াছে, নচেৎ ফ্রান্সের দৃষ্টান্তে তাহাদিগেরও যে শেষ দশা উপস্থিত হয়।

মেরিয়স বলিল, 'দ্বিতীয়তঃ আপনি যে বলিলেন, আমি পিতৃ-ভক্তির পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছি, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? আমি শুনিয়াছি ভারতেই প্রকৃত পিতৃভক্ত লোক সকল বাস করেন। তাঁহারা জীবদ্দশায় মাতাপিতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন, এবং জীবনান্তে সংবৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। তাঁহারা পক্ষে পক্ষে পরলোকগত গুরুর স্বর্গ প্রাপ্তি কামনায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করতঃ নর-জগতের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন। সেই সকল ঋষি-সন্তানের তুলনায় আমিত কিছুই করিতে পারি নাই।'

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া কহিলেন, 'বৎস, ভারতের আর সে দিন নাই। ভারত-বাসীরা অধুনা সে সনাতন ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পিতৃভক্তি নাকি আজি কালি ইংরাজ ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহারা যে হস্তে পিতৃসেবা করিতেন, সেই হস্ত নাকি এখন ইংরাজের চরণ সেবা করিয়া আর ক্ষণ মাত্রও অবকাশ পাইতেছে না। যে মণ্ডপে তাঁহারা পিতৃলোকের বেদমন্ত্র পূত পিণ্ড চটকাইতেন, সেই মণ্ডপ নাকি এখন তাঁহাদিগের ইংরাজ পিতার বৎসতরী মড়মড় করিবার স্থান হইয়াছে। মনুষ্যের দুর্গতির কথা আর কি বলিব? এক কালে ত্রিশকোটী লোক কুশিক্ষার প্রভাবে পিতৃভক্তিবিহীন হইয়া, সপ্তাবরাঃ সপ্তপূর্ব্বে (১), নরকে ডুবিতেছে।' অনন্তর উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

---

১) উপরে সাত পুরুষ এবং নীচে সাত পুরুষ

চরিত্র-রত্নাবলী।

পরোপকার।

জিন।

এল্‌বা হইতে টুইলারিস্‌।

এক শতাব্দীর ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া, পাঠক, একবার ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। একাধিক কারণে ঐ বৎসর জগতের ইতিবৃত্তে সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ঐ বৎসর ২০শে মার্চ নেপোলিয়ন এল্‌বা দ্বীপ হইতে আসিয়া দ্বিতীয়বার ফ্রান্সের রাজদণ্ড ধারণ করেন (১)। ১৮ই জুন ওয়াটার্লুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৯ই আগষ্ট ফ্রান্সের গৌরব-রবি সেণ্টহেলেনা-রূপ অস্তাচলে গমন করেন। এ সমস্ত বিষয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ

(১) সম্মিলিত-শক্তি-সমূহের ষড়যন্ত্রে নেপোলিয়ন ফ্রান্স হইতে দুইবার নির্ব্বাসিত হন। প্রথমতঃ ১৮১৪ খৃঃঅব্দে এল্‌বা দ্বীপে, এবং পর বৎসর সেণ্ট-হেলেনায়। এই শেষোক্ত স্থানে তিনি পাঁচ বৎসর কারা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মানব লীলা সংবরণ করেন। কিন্তু এল্‌বা হইতে পুনরায় ফ্রান্সে আসিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের এই বারের রাজত্ব ইতিহাসে একশত দিনের রাজত্ব বলিয়া কথিত আছে।

হইয়াছে বটে, কিন্তু একটী দুঃখী ফরাসী-সন্তানের কথা সর্ব্বত্রই পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার সহিত উল্লিখিত ২০শে মার্চ তারিখে চল্লিশটী পয়সা থাকিলেও সে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত পারীর কোন সরাইতে স্থান পায় নাই। অথচ সেই দরিদ্র ব্যক্তি পুরুষকার-বিষয়ে নেপোলিয়ন কিংবা ডিউক অব ওয়েলিংটন অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল এমন বোধ হয় না।

এল্‌বা হইতে আসিবার দুইটী কারণ হইল। প্রথমতঃ অষ্টাদশ লুই, সম্রাট্‌ এবং তদীয় পরিবারবর্গের বৃত্তি স্বরূপ বার্ষিক যে কয়েক লক্ষ মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার এক কপর্দ্দকও দিলেন না। দ্বিতীয়তঃ বোর্বনদিগের পুনরায় প্রজা-পীড়নের কথাও তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। 'আমি ফ্রান্সকে আর একবার রক্ষা করিব।'

সঙ্কল্প স্থির হইল। তত্রত্য বন্ধুগণ অনন্ত-কর্ম্মা হইয়া সঙ্কল্পিত বিষয়ের গুরুত্ব ও বিপদ্‌-সঙ্কুলতা বুঝাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। নেপোলিয়ন মাত্র ছয়শত আয়ু-যাত্রিক লইয়া এল্‌বা ত্যাগ করিলেন, এবং পাঁচদিন পরে মার্চ মাসের প্রথম দিবসে নির্ব্বিঘ্নে ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করিলেন।

এল্‌বা হইতে অশ্ব আনিবার সুবিধা হয় নাই। সকলেই পদব্রজে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা নিকটবর্ত্তী পল্লীতে উপনীত হইবা মাত্র, তত্রত্য কৃষকগণ তাঁহাদের চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে 'ভাইভ এল এম্পারার' অর্থাৎ 'সম্রাট্‌ দীর্ঘজীবী হউন,' বলিয়া অভিনন্দন করিল।

সম্রাট্‌ বলিলেন, 'আমি পুনরায় তোমাদিগের মধ্যে আসিলাম। তোমাদের ভক্তি ও ভালবাসাই আমাকে পুনরায় এই স্থানে

আনিয়াছে। আমি পারী যাইতেছি। তোমরা কি সেই বিপদ সঙ্কুল পথে আমার অনুগমন করিবে?'

সকলেই একবাক্যে সম্মত হইল। সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার পার্শ্বে অর্দ্ধলক্ষ লোকের সমাবেশ হইল। তাহারা যথা সম্ভব অস্ত্র-শস্ত্রাদিও সংগ্রহ করিয়া আনিল। ক্রমে উৎকৃষ্ট ঘোটকাদিও মিলিতে লাগিল। চতুঃপার্শ্বস্থ ভদ্রাভদ্র সকলেই আহ্লাদ সহকারে এই আশ্চর্য্য অভিযানের ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিল।

এদিকে বোর্বনরাজ এই অচিন্ত্য পূর্ব্ব ব্যাপার শ্রবণে সাতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কেন? তিনি স্বয়ং দুই লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যের অধিপতি। তাঁহারই বন্দুক ও কামানে ফ্রান্স আচ্ছাদিত। ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ী মার্শালনে ও ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড তাঁহারই প্রধান সেনানী। ইহার উপর আবার সম্মিলিত শক্তিসমূহের বিশলক্ষ সঙ্গীন তাঁহারই জন্য প্রস্তুত আছে। তবে নেপোলিয়নের পার্শ্বে সামান্য জনতা দেখিয়া তাঁহার এত চিন্তা কেন? উহাদের অস্ত্র নাই শস্ত্র নাই, রশদ নাই পরিচ্ছদ নাই, বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই। দুই সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য ও দুইটী কামান হইলেইত ঐ বে-আইন জনতাকে ধরা-শাসিত করা যায়।

না, লুইএর চিন্তা সে জন্য নহে। লুই ভাবিতেছেন, ফ্রান্সের যে অনিষ্ট করিয়াছি, এইবুঝি তাহার প্রায়শ্চিত্ত কাল উপস্থিত হইল। পাপাক্রান্ত বিবেকের তাড়না এইরূপই বটে। পাপদুষ্ট হৃদয়ের শান্তি কোথায়? বৃক্ষপত্রের শন্ শন্ শব্দেও যে তাহার শিয়রে কালান্তক যম আসিয়া দাঁড়ায়।

লুই রাষ্ট্রমধ্যে ঘোষণা করিলেন, 'সম্মিলিত শক্তি সমূহ নেপোলিয়নকে এলবায় অবস্থান করিতে দিয়া যে উদারতা প্রকাশ

করিয়াছিলেন, তাহার বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে। নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সের শান্তিভঙ্গ করিতে আসিতেছে। সে রাজদ্রোহী, ফ্রান্সের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহাকে বধ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আর যে সকল ব্যক্তি উহার সহিত যোগদান করিতেছে, তাহারাও রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।'

নেপোলিয়নের মস্তকের মূল্য দুই কোটী ফ্রাঙ্ক নির্দ্ধারিত হইল। সমুদ্রের উপকূল হইতে পারী পর্য্যন্ত সাতশত মাইল পথে মাননীয় রয়ালিষ্টগণ উল্লিখিত পুরস্কার লাভাশায় ছড়াইয়া পড়িলেন গ্রেনোবল, লিয়ন্স, অক্‌সিয়র প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে নেপোলিয়নের গতিরোধ করিবার জন্য সেনাপতিগণ কঠোর রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

নেপোলিয়ন গ্রেনোবল উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জেনারেল মার্কাও ছয় সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি আনুযাত্রিক দিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া একাকী অশ্বারোহণে মার্কাওের সৈন্যব্যূহের নিকট-বর্ত্তী হইলেন। মার্কাও সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিতে আদেশ করিলেন। অমনি ছয় সহস্র বন্দুক নেপোলিয়নের বক্ষ তাকিয়া ধৃত হইল। নেপোলিয়ন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার দক্ষিণে ও বামে একলক্ষ দর্শক তদীয় সাহস দর্শনে চিত্রার্পিত প্রায় অবস্থিত হইল। বোর্বন-সেনাপতি 'ফায়ার ফায়ার' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া, বাম হস্তে টুপী লইয়া, দক্ষিণ হস্তে কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 'যোদ্ধৃগণ! যদি তোমাদের মধ্যে এমন কেহ

থাকে, যে তাহার পিতার বক্ষে গুলি করিতে পারে, তাহাকে আমিও আদেশ করিতেছি, ‘ফায়ার’। এই আমি বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, ‘ফায়ার’।

অপাপ-বিদ্ধ বিবেকের কি অসাধারণ বল! নৈতিক বলের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! যে সকল সৈন্য নেপোলিয়নের সেই সুগম্ভীর স্বর শুনিতে পাইল, তাহাদের হস্তস্থিত বন্দুক সকল যেন লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। দেখিতে দেখিতে ছয় সহস্র সঙ্গীনই মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। মার্কাও ভূয়ো ভূয়ঃ সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, ‘সৈন্যগণ! রাজদ্রোহীর কথায় ভুলিওনা, পুনরায় বন্দুক উন্নমিত কর। আজি যে ব্যক্তি ঐ ছলনাকারীর বক্ষে গুলি প্রবেশ করাইবে, সেই ব্যক্তি বোর্বন রাজের হস্তে কোটী মুদ্রা পুরস্কার লাভ করিবে।’

প্রত্যুত্তরে ছয় সহস্র কণ্ঠে ‘ভাইভ্ এল এম্পায়ার’ রূপ মহান্ নিনাদ উত্থিত হইল। সেই গম্ভীর ধ্বনি সমবেত লক্ষাধিক মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া বোর্বনের অন্ত্যেষ্টিকাল জ্ঞাপন করিতে লাগিল। বীরকুল-চূড়ামণি মার্কাও প্রাণভয়ে অশ্বকে কষাঘাত করিলেন।

১০ই মার্চ অপরাহ্ণে নেপোলিয়ন রোন ব্রিজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সেতু অতিক্রম করিয়া লিয়ন্স নগরে প্রবেশ করিতে হইবে। আট্রয়ের কাউণ্ট, যিনি পরবর্ত্তী কালে দশম চার্লস নামে ফ্রান্সের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই রাজবংশীয় বীরপুরুষ লিয়ন্সে ষষ্টি সহস্র সৈন্যের পরিচালনার্থ প্রেরিত হইয়াছেন। সে পরের কথা। আপাততঃ যিনি সঙ্কীর্ণ সেতু পথে দশ সহস্র গোলন্দাজ লইয়া অবস্থিতি করিতেছেন,

সেই ভুবন-বিজয়ী ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডকে অতিক্রম করিতে হইবে। তিনি নেপোলিয়নের প্রিয় অনুচর হইলেও, এক্ষণে বোর্বনের কৃত-শপথ সেনাপতি। তিনি বন্ধুতার অনুরোধে কখনই বোর্বন পক্ষ পরিত্যাগ করিতেন না, কিন্তু যখন নেপোলিয়নকে সমীপবর্ত্তী হইতে দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণ 'ভাইভ্‌এল্‌ এম্পারার' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন তিনি বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া অশ্বকে কষাঘাত করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন।

এদিকে কাউণ্ট মহাশয় দুইদিন পর্য্যন্ত সেনাবিভাগে অজস্র মদিরা বৃষ্টি করিয়া যখন রিভিউ আরম্ভ করিলেন, তখনই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইল। এককালে ষষ্টি সহস্র কণ্ঠ সমস্বরে 'ভাইভ্‌ এল্‌ এম্পারার' বলিয়া চীৎকার করত লিয়ন্স নগরী মাতাইয়া তুলিল। কাউণ্ট মহাশয় মৃদুমন্দ গমনে একটী বৃদ্ধ সৈনিকের নিকটে যাইয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'তো মার ন্যায় কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ বৃদ্ধ সৈনিকের অবশ্যই 'ভাইভ্‌ লি রয়' বলা উচিত।

সৈনিক বিনীত স্বরে কহিল, 'মহাশয়, ক্ষমা করুন, এইস্থানে কেহই তাহার পিতার গাত্রে হস্তার্পণ করিবে না, ইহা নিশ্চিত।'

কাউণ্ট মহাশয়ের সঙ্গে কুড়ি জন বডিগার্ডের আগমন হইয়াছিল। তিনি যখন সাশ্রুনয়নে লিয়ন্স পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার ডানিদিকে ভগ্নদূতের ন্যায় একজন মাত্র দেখিতে পাইলেন। অবশিষ্ট উনিশ জন ভাবগতিক দেখিয়া সম্রাটের প্রত্যুদ্‌গমনার্থ যাত্রা করিয়াছিল।

এই ঘটনার তিন ঘণ্টা পরে নেপোলিয়ন লিয়ন্সের দ্বারে উপস্থিত হইয়া যখন সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন কাউণ্ট

মহাশয়ের একমাত্র গার্ডের নিমিত্ত বহুমূল্য সম্মান চিহ্ন দিয়া একজন অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিলেন, লিখিলেন, 'আমি এই প্রকার বীরোচিত কার্য্যে পুরস্কার না দিয়া থাকিতে পারি না।'

অনন্তর তিনি অবশিষ্ট গার্ডদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়গণ, আপনারা আমার প্রত্যুদ্ গমন করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ দিই। কিন্তু আপনারা কাউন্টের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আপনারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যের গুরুত্ব বুঝেন না। আমারও যদি দুরদৃষ্ট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আপনারা আমাকেও এই ভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আমি এইরূপ লোকের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করি না। আপনারা স্ব স্ব আবাসে গমন করুন।'

সম্রাটের প্রবেশ কালে লিয়ন্স কি অপরূপ শোভাই ধারণ করিল! সুদীর্ঘ রাজপথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য অসংখ্য দ্বিতল ত্রিতল ভবনে, বাতায়নে বাতায়নে, ফরাসী রমণীরা ঈষদ্ধাস্য বদনে তাঁহার অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আবার বাতায়ন পথে মৃণাল-ধবল হস্ত প্রসারিত করিয়া সাম্রাজ্যের পতাকা স্বরূপ বিবিধ বর্ণের রুমাল দুলাইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। জাতীয় অভ্যর্থনা সঙ্গীত মুহু-মুর্হুঃ 'ভাইভ এল এম্পারার' নিনাদের সহিত মিশ্রিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। মনোহর লিয়ন্স নগরী প্রভূত আলোক-মালায় সুসজ্জিত হইয়া আরও মনোহর হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ন মহা সমারোহে তত্রত্য আর্কবিসপের প্রাসাদে নীত হইলেন।

অর্দ্ধেক পথ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এখন শঙ্কার কারণ রহিলেন একমাত্র মার্শাল নে। তিনিই বোর্বনের প্রধান সেনাপতি, তিনিই ফ্রান্সের কমাণ্ডার ইন চিফ্। তিনি গত বৎসর ফণ্টেনব্লু প্রাসাদে সম্রাটের পক্ষ পরিত্যাগ করাতেই তাঁহাকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এল্‌বা যাইতে হইয়াছিল। নেপোলিয়নের সে কথা মনে নাই। তাঁহার এই এক মহৎ গুণ ছিল যে, কেহ তাঁহার কোন উপকার করিলে, তাহা তিনি চির দিন মনে রাখিতেন, কেহ অপকার করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যাইতেন। তদীয় ব্যক্তিগত আঘাতে তিনি জীবনে কখনও প্রতিঘাত করেন নাই।

মার্শাল নে সেনা-পরিদর্শন করিলেন, শুনিলেন সর্ব্বত্রই 'ভাইভ্ এল্ এম্পারার' শব্দ উত্থিত হইতেছে। তিনি নীরবে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। গ্রেনোবল ও লিয়ন্স প্রভৃতি স্থলে সম্রাটের কিরূপ অভ্যর্থনা হইয়াছে তাহাও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। নেপোলিয়নের প্রতি ফরাসী-জাতির কিরূপ অনুরাগ তাহাও তিনি ভাবিয়া দেখিলেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই একবাক্যে কহিলেন, 'সম্রাটের গতি রোধ করা অসম্ভব।'

নে গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিলেন। ষষ্টি সহস্র সৈন্যের প্রীতি-ভঙ্গ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সমগ্র ফরাসী-জাতির বিপক্ষতা করিতেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। আবার ম্যাক্‌ডোনাল্‌ডের ন্যায় আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করাও তাঁহার নিকট কাপুরুষের কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইল। তিনি বোর্বন পক্ষ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিয়া

অনতি-বিলম্বে সৈন্যদিগকে সম্রাটের প্রত্যুদ্‌গমন করিতেই আদেশ প্রদান করিলেন। সেই আদেশ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক মহোল্লাসে গৃহীত ও পালিত হইল বটে, কিন্তু ভুবন-বিজয়ী মার্শালের অকলঙ্ক চরিত্রে বিশ্বাস ভঙ্গের দারুণ কলঙ্কও অঙ্কিত হইল। কেবল কলঙ্ক নহে, বোর্বনের পক্ষ পরিত্যাগ করার অপরাধে পরিণামে স্বজাতি-সেবক মার্শালকে যে নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহাও কোন ইতিবৃত্ত লেখক বিনা অশ্রুপাতে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

নে অক্‌সিয়র নামক স্থানে নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল, তাঁহার হৃদয়ে শান্তি নাই, হৃদয়ের অন্তস্তলে যেন ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। তিনি ছল ছল নেত্রে নেপোলিয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, 'আমি কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাই নাই। আমি চিরদিন জাতির জন্য লড়িয়াছি, এবং আজিও জাতির স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।' নেপোলিয়ন তাঁহার ভাব গতিক দেখিয়া তাঁহাকে আর অধিক কিছুই বলিতে দিলেন না। 'নে, আমি তোমার মন ও হৃদয় জানি, তোমার নিকট কোন কৈফিয়ৎ চাহিতেছি না। তুমি আমার বন্ধু, অনেক দিন পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইল, আমাকে এক বার আলিঙ্গন কর। সেই যথেষ্ট।'

বোর্বনরাজ এই শুভ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু মহাত্মাদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ কি? বিপদ্‌-কালে ধৈর্য্য। স্থূল-কলেবরে ধৈর্য্যের বড় অভাব নাই, অভাব কেবল বুদ্ধির। লুই বুঝিলেন সেনানীদিগের দোষেই এইরূপ ঘটিতেছে। অতএব পারীর সৈন্য পরি-

চালনার্থ তদীয় হৃদয়ঙ্গম বন্ধু ও আত্মীয় কুটুম্বগণই সনন্দ পাইতে লাগিলেন। নিত্য নিয়মিত রিভিউ এবং সৈন্যগণের 'ভাইভ লি রয়' ধ্বনি বোর্বনের চক্ষু ও কর্ণের সার্থকতা সম্পাদন করিতে লাগিল।

ক্রমে নেপোলিয়ন ফন্টেনব্লুর প্রাসাদ অধিকার করিলেন। এই স্থান হইতে পারী তিন চারি ক্রোশের অধিক দূর নহে। নেপোলিয়ন পথেই কিঞ্চিৎ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। পারীতে তাঁহার কোনই আশঙ্কা ছিল না। পারীর প্রতি তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিলে, তিনি এল্‌বা আদৌ পরিত্যাগ করিতেন না। পারীতে তিনি জয়-পতাকা সহকারে শত বারও প্রবেশ করিয়াছেন। সাংঘাতিক রাজনৈতিক পার্থক্যে তিনি কতবার পারী সৈন্যের মুখাপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইতে হয় নাই। পারীর সৈন্যদিগকে তিনি ভালরূপ চিনিতেন। তাহারাও তাঁহাকে বিশেষ করিয়া চিনিয়াছিল।

তথাপি আকার-সদৃশ-প্রাজ্ঞ লুই পারীর নিকটে এক লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ করিলেন। শাণিত কৃপাণ হস্তে দশ সহস্র অশ্বারোহী ও কালান্তক যমোপম এক সহস্র কামান যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়াতে পারী কি অনধিগম্য ভাবই ধারণ করিল। তিন চারি মাইল পথের মধ্যে বোর্বনের বিপুল বাহিনী ও অসংখ্য দর্শকবৃন্দ সমবেত হওয়াতে প্রান্তরে আর যেন তিল-ধারণের স্থানও রহিল না।

বেলা চারিটার সময় ফন্টেনব্লুর বনময় পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া সম্রাটের শকট প্রান্তরে অবতরণ করিল। নেপোলিয়ন জনতাধিক্যে দুর্ঘটনার শঙ্কা করিয়া মার্শালের তত্ত্বাবধানে লক্ষাধিক

সৈন্য ও অসংখ্য আনুযাত্রিক দশ মাইল পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিশ্ব-বিমোহন অভিযানে এপর্য্যন্ত শত্রু মিত্রের মধ্যে কাহারও এক বিন্দু রক্ত পাত হয় নাই। আর এই আসন্ন সঙ্কটে কাহারও কোন অনিষ্ট না হয়, তৎপ্রতিও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহার শকটের দুই পার্শ্বে কতিপয় পোলাণ্ডবাসী বডিগার্ড ও পশ্চাতে ত্রিশজন অশ্বারোহী ব্যতীত আর কোনই সম্বল ছিলনা। এই মুষ্টিমেয় লোক লইয়াই তিনি ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বিত রাজধানী ও দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিতে আসিয়াছিলেন।

সম্রাটের শকট যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, প্রান্তরের লোকারণ্য ততই নীরব ও নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিতে লাগিল। বোর্বন সেনাপতিদিগের কম্পিত স্বরে উচ্চারিত দুই চারিটীউৎসাহ বাক্য ব্যতীত সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আর কোনই শব্দ শ্রুত হইতেছিলনা। ক্ষণ কাল মধ্যে সম্রাটের অশ্বপদ-শব্দে বোর্বনের অগ্রবর্ত্তী সেনাবিভাগ টল মল করিতে লাগিল। বিশ্বস্ত বোর্বন সেনানীগণ 'ফায়ার, 'ফায়ার, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন সর্ব্বসাধারণের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থ স্বীয় শকটোপরি দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব শিরস্ত্রাণ ও ধূসর বর্ণের পরিচ্ছদ দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে চিনিতে পারিল। বোর্বন সেনাগণ ক্ষণ কাল হতবুদ্ধির ন্যায় অবস্থান করিয়া যেন আত্ম-বিস্মৃত ভাবে সমস্বরে 'ভাইভ্ এল এম্পারার' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই দারুণ রব মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র প্রান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পারীর রাজ ভবনে বোর্বন-রাজের কর্ণকুহরে একে কালে 'রাম রাম হরে হরে' ধ্বনির ন্যায় প্রবেশ করিল। এবং পরক্ষণেই টুইলারিস্

হইতে সীন পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথে শত শত শকটের ধীর গম্ভীর গতিতে বিশাল রাজ পরিবারের অন্ত্যেষ্টি যাত্রা প্রতীয়মান হইল।

পারীর কি অপূর্ব্ব ভাব হইল! একদিকে বোনাপার্ট রূপ সুদিনের উদয়, অন্যদিকে বোর্বনরূপ তামসী নিশার অবসান। পারী যেন ক্ষণকালের জন্য লোকালোক অচলের ন্যায় সংস্থিত হইল। পারীর এক দিকে আলো, অন্য দিকে অন্ধকার। এক দিকে জয়ধ্বনি, অন্য দিকে রোদন; এক দিকে তূরীভেরী নিনাদিত আবাহন, অন্য দিকে নীরব ও বিষাদময় বিসর্জ্জন। পারীর দ্বারে উপনীত হইয়া নেপোলিয়ন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'ফরাসীগণ, আমি তোমাদের ভক্তি ও ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া এল্‌বা হইতে আসিয়াছি। সমুদ্রের তট হইতে পারী পর্য্যন্ত সাতশত মাইল পথে সর্ব্বত্র তোমাদের সৌজন্য ও সাদর সম্ভাষণে পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা তোমাদের স্বহস্ত-গঠিত সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ ফরাসী জাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছ। আমি বহুকাল তোমাদিগের মধ্যে রাজত্ব করিয়াছি। তোমরা আমাকে পুনরায় ফ্রান্সের রাজ-দণ্ড অর্পণ করিতেছ বলিয়া আমার মনে যত আনন্দ হইতেছে, এই সুদীর্ঘ ও বিপদ্ সঙ্কুল অভিযানে শত্রু মিত্রের মধ্যে কাহারও যে একবিন্দু রক্ত পাতের কারণ হয় নাই, ইহাতেই আমি ততোধিক আনন্দ অনুভব করিতেছি। এখন তোমাদিগের নিকট আমার এই অনুরোধ, যে সকল বোর্বন সন্ততি নিরর্থক ভীত হইয়া পলায়মান হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অত্যাচার না হয়, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। পরন্তু যে সকল রয়ালিষ্ট আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন না করিয়া শান্ত ভাবে

অবস্থান করিবেন, তাঁহারা আমাদের নিকট যাবতীয় সম্মান ও সদ্ব্যবহারের আশা করিতে পারেন।'

নেপোলিয়নের এল্‌বা হইতে আগমন, এবং দ্বিতীয় বার ফ্রান্সের রাজদণ্ড-ধারণ জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ঘটনা। একটি মাত্র মন সমগ্র জাতির মন বাঁধিতে পারে, কিংবা একটি মাত্র হৃদয়তন্ত্র তিন কোটী হৃদয় সমস্বরে বাজাইতে পারে, জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই। যে শক্তিতে নেপোলিয়ন এই দুরূহ কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিলেন, সেই শক্তি কল্পনার অতীত, অথবা সেই শক্তি সেই অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের অভিপ্রায় বিশেষ সংসিদ্ধ করিবার জন্যই নর-শরীরে প্রদত্ত হইয়াছিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই মহামতি ল্যামার্টিন বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে এত বড় লোক আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই।'

বোর্বনেরা ফ্রান্সের নিকট বিদায় লইলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে কেহই কষ্ট অনুভব করিল না, কিন্তু কেহ তাঁহাদিগের অসম্মানও করিল না। যে যে স্থান দিয়া তাঁহারা গমন করিলেন, সেই সেই স্থানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিল, কিন্তু কেহই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলনা; তাঁহাদিগের সুদীর্ঘ শকটমালার দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু 'ভাইভ লি রয়' ও বলিলনা। সেই নীরব ও গম্ভীর অভিযান একদিকে যেমন কাহারও হৃদয়ে প্রীতি বা হর্ষের উদ্রেক করিতে পারে নাই, অন্য দিকে তেমন ঘৃণা বা বিদ্বেষেরও সঞ্চার করে নাই; কিন্তু সর্ব্বত্র কেবল এই গভীর তত্ত্বেরই উদ্বোধন করিয়াছিল, 'ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন।'

স্বর্গের আতিথ্য।

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।

ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াম্ নোপসংহরতি দ্রুমঃ॥

এই অভিযানের সঙ্গে সেই দিন একটী দুঃখী ফরাসী সন্তান আসিয়াছিল। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। তাহার সুদীর্ঘ কলেবর জীর্ণ ও মলিন বসনে আচ্ছাদিত। সে লিয়ন্স হইতে অভিযানে যোগ দিয়াছিল, অন্য কোন কারণে নহে, দিনান্তে একখানি রুটী ও এক গ্লাস মদিরা পাইবার জন্য, যাহাতে তাহার যথাসর্ব্বস্ব চল্লিশটী পয়সা খরচ হইয়া না যায়। নেপোলিয়নের আগমনে সেই রজনীতে যখন সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে-ছিল, তখন সেও নিরানন্দ ছিল না। সে মুহুর্মুহুঃ এই বলিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিল যে, এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া রাজধানী পৌছিয়াছি, কিন্তু এখনও আমার চল্লিশ পয়সা খরচ হইয়া যায় নাই।

রাত্রি দশটার সময় জিন বাসা খুঁজিতে লাগিল। সে এতক্ষণ আশা করিয়াছিল, আজি এই উৎসবের দিনে অবশ্যই কেহ তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইবে। সম্রাটের সম্মানার্থ অনেক স্থানে ভোজও দেওয়া হইতেছিল, কিন্তু জিন দেখিল সে সমস্তই সামরিক লোকদিগের জন্য। যে সকল জেনারেল নেপো-লিয়নকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহারাই সানুচর সেই সকল ভোজ খাইতেছেন। জিন তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেও, জিনকে কেহই ডাকিলেন না। জিনও হীনবেশে কোন স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না।

জিন এক সরাইএ উপস্থিত হইল। পারীর সরাইওয়ালারা ভাল লোক নহে। জাতীয় উৎসব আনন্দের দিনে ত্যাগ স্বীকার করা দূরে থাকুক, ইহারা বরং দুপয়সা রোজগার করিতেই চেষ্টা করে। জিন যখন শুনিল যে আজি কুড়ি পয়সার স্থলে চল্লিশ পয়সা না দিলে এক সন্ধ্যা আহার পাওয়া যাইবে না, তখনই তাহার সুগম্ভীর মুখমণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন ইংলণ্ডের রাজমুকুট হইতে যুক্তরাজ্য খসিয়া পড়িতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জিন কহিল, মহাশয়, আমি চল্লিশ পয়সা দিব, আহার পাইব, এই স্থানে ঘুমাইতে পাইব কি?

সরাইওয়ালা বলিল, 'হাঁ পাইবে।'

জিন অগ্নির ধারে বসিল। তথায় আরও কতকগুলি লোক বসিয়া ছিল। জিন তথায় বসিলে, এক ব্যক্তি সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেল। জিন সমস্ত দিন অনাহারে ত্রিশ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল। সে সমীপবর্ত্তী লোকদিগের নিকট, আহারের বিলম্ব কি, এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতেছে, এমন সময়ে সরাইওয়ালা আসিয়া তাঁহাকে বলিল 'তুমি এই স্থান হইতে চলিয়া যাও।'

জিন বলিল, 'আমি চলিয়া যাইব কেন? আমি চল্লিশ পয়সা দিব, অগ্রেও দিতে পারি, আপনি লইবেন কি?'

'বাহির হও শূয়ার।'

'মহাশয় আমার বড় পিপাসা পাইয়াছে, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি, দয়া করিয়া আমাকে এক গ্লাস জল দিন।'

'তোমাকে এই পদাঘাত দিব,' এই বলিয়া সরাইওয়ালা জিনের বুক তাকিয়া পা উঠাইল। জিন শশব্যস্তে বাহির হইল।

সেই রাত্রিতে জিন আরও চার পাঁচটী স্থানে বাসা পাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন স্থানেই তাহার ভাগ্যে পিপাসার জলের পরিবর্ত্তে নিদারুণ পদাঘাত ভিন্ন আর কিছুই জুটিল না। সে কচিৎ পিস্তলের গুলি খাইবারও উপক্রম করিল। 'আমার সঙ্গে চল্লিশটী পয়সা থাকিতেও আমি কোন স্থানে বাসা পাইলাম না। পারী কি প্রকারের স্থান! আগে জানিলে আমি কখনই এই স্থানে আসিতাম না। এখন কি করি! রাত্রি ১টা বাজিল; ক্ষুধা তৃষ্ণা ত সহিতে পারি, এখন আবার বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল, আর যে বাহিরে থাকা যায় না, প্রাণ যায়।"

রাস্তায় জনপ্রাণী নাই। সেই ভয়ঙ্কর শীতে কুকুরগুলি পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ ভবনে হে-খড়ের নিম্নে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, সমগ্র সহরে এক মাত্র জিন উত্তরবায়ু সঞ্চালিত নিদারুণ বরফ-সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

সম্মুখে গভর্ণমেণ্টের ছাপাখানা। সেই প্রকাণ্ড ত্রিতল ভবনে ন্যূনাধিক পাঁচশত লোক কাজ করিতেছে। অদ্য রাত্রিতেই ইম্পিরিয়াল গেজেট বাহির হইবে। জিন কাঁপিতে কাঁপিতে তত্রত্য দ্বারবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, আমি শীতে মরিতেছি, কোথায়ও একটু মাথা দিবার স্থান দিতে পারেন কি? আমি চল্লিশটী পয়সা দিব।'

দ্বারবান বলিল, 'এ সরকারি ছাপাখানা, এস্থানে কাহারও থাকিবার হুকুম নাই। ঐ যে গীর্জা দেখিতেছ, ঐ স্থানে যাইয়া চীৎকার কর, স্থান পাইবে।'

'উহারা কত পয়সা লইবে?'

দ্বারবান্ বলিল, 'সে জন্য তোমার চিন্তা নাই, উহারা কিছুই লইবে না।'

জিন ঊর্দ্ধশ্বাসে গীর্জার দ্বারে গিয়া 'দ্বার খোল, দ্বার খোল', বলিয়া বিষম চীৎকার করিতে লাগিল। গীর্জার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ভিতর হইতে কোন ব্যক্তি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'ভ্রাতঃ ভিতরে আইস।'

জিন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। 'এঁ্যা' আমায় কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারেই ভিতরে যাইতে বলিলেন, এরূপ লোক ত আমি কখনও দেখি নাই।'

জিন চেয়ারে বসিল। বিসপ্ মহাশয় স্বয়ং আগুন আনিয়া চেয়ারের নীচে রাখিলেন। বিসপের ভগিনী জিনের সম্মুখস্থিত ক্ষুদ্র টেবিলে নানাবিধ খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিলেন। জিন আহারে বসিল। মধ্যাহ্নে তাহার যে আহার হয় নাই, তজ্জন্য তাহার আর কোন ক্ষোভ রহিল না। জিন সেই দয়াশীলা রমণীর নিকট দুই বেলার মতই আদায় করিল।

বিসপের শয়ন গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী কামরায় জিনের শয্যা প্রস্তুত হইল। সে অষ্টাদশ বর্ষ পরে আজি শয্যায় শয়ন করিতে পাইয়া সাতিশয় বিস্মিত হইল, 'জগতে পারীর মত স্থান কোথায়? এখানে আহারান্তে নিদ্রা যাইবার সুব্যবস্থা আছে।' সেই বিস্ময়ের সঙ্গে তাহার মনোমধ্যে এই আনন্দেরও উদয় হইতেছিল, অদ্য আমার এমন ভোজন ও শয়ন জুটিল, কিন্তু একটী পয়সাও খরচ হইল না। ফলতঃ সেই রজনীতে পারীর রাজভবনে নবাগত সম্রাট্ যে আনন্দ বোধ করিতেছিলেন, জিন তদপেক্ষা অধিক আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

আহুঃ সাপ্তপদম্ মৈত্রং বুধাস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ।

এই স্থানে বিসপ মহাশয়ের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি নেপোলিয়নের কীর্ত্তিস্তম্ভ-বিশেষ। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে নেপোলিয়ন ফ্রান্সে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান্ হইয়া অনেক বিসপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিসপ তাঁহাদেরই অন্যতম। নেপোলিয়নের বিসপ-নিয়োগে একটু বিশেষত্বও ছিল। শাস্ত্রে কথিত আছে, সাতটী মাত্র বাক্যেই মহাত্মাদিগের মিত্রতা সম্পন্ন হয়। সুতীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন নেপোলিয়ন দুই একটি বাক্যেই মানুষ চিনিতে পারিতেন। বিসপ-নিয়োগে তিনি কখনও পূর্ব্ব-পরিচয় বা প্রশংসা পত্রের অপেক্ষা করেন নাই।

সেই সময়ে একদিন ইনি বিসপের পদপ্রার্থী হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সম্রাট ইঁহাকে দেখিবা-মাত্রেই বলিয়াছিলেন, আমি বোধ হয় আমার সম্মুখে এক জন সাধুলোক দেখিতেছি।'

প্রত্যুত্তরে ইনি বলিয়াছিলেন, 'সম্ভব, এবং আমিও আমার সম্মুখে একজন বড়লোক দর্শন করিতেছি। আমরা উভয়েই ইহাদ্বারা লাভবান্ হইতে পারি।'

সেই মুহূর্ত্তেই ইনি বিসপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নানা স্থানে প্রচারকরূপে বিসপের কার্য্য সম্পাদন করিয়া, সম্প্রতি পারীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি সাতিশয় উন্নতচেতাঃ দয়াশীল এবং পরমার্থ পরায়ণ লোক ছিলেন। ইনি নিঃস্ব হইলে ঐশ্বর্য্য-শালীর নিকট গমন করিতেন, এবং ধনবান্ হইলে দরিদ্রের কুটীর ত্যাগ করিতেন না। নাস্তিক ফ্রান্সকে আস্তিক্যে পরিণত করা ইঁহার সাধ্যাতীত ছিল, কিন্তু ঘোর অনীশ্বর বাদীরাও ইঁহার

কথায় কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইনি সাতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন, স্বয়ং মৃৎপাত্রে ভোজন করিতেন, কিন্তু অতিথির জন্য ইহার গৃহে রৌপ্য বাসনেরও অভাব হইত না।

ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্।

রাত্রি পাঁচটার সময় জিনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন পরদিনের ভাবনা আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল,—কোথায় যাইবে, কি করিবে, কেমন করিয়াই বা সেই ভয়ঙ্কর সঙ্কটে নিজের প্রাণ বাঁচাইবে। বিসপের বাটীতে যাহা আহার করিয়াছিল, তাহা এতক্ষণ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে বিসপ মহাশয়ের পালঙ্কের নিম্নে যে কতকগুলি রূপার বাসন পড়িয়া আছে, ঐ গুলি লইয়া সরিয়া পড়িলে কেমন হয়, জিন সেই চিন্তায় অভিভূত হইয়া উঠিয়া বসিল।

জিন ভাল লোক নহে, জিন চোর। ক্রমান্বয়ে আঠার বৎসর কারাভোগ করিয়া, পরে জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুনরায় চুরিও করিয়াছে। তাহার নামে দুই তিন খানি ওয়ারাণ্টও বাহির হইয়াছে। এই বিষয়ের কিছু কিছু গন্ধ পাইয়া প্রথম সরাইওয়ালা উহাকে দূর করিয়া দেয়। পরে ক্রমশঃ রাত্রি যত অধিক হয়, ততই নানা কারণে সন্দেহ করিয়া কেহই আর উহাকে স্থান দেয় নাই।

জিন ভাবিতেছে, 'না, এইস্থানে এমন কর্ম্ম করা উচিত নহে। গত রাত্রিতে বিসপই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। সেই বিপদের সময়ে ইনি আমাকে স্থান না দিলে নিশ্চিতই আমার প্রাণ যাইত। আর সেই স্নেহময়ী রমণীর কথাই বা কি বলিব, যিনি আমাকে জননীর ন্যায় যত্ন-সহকারে আহার দিয়াছেন। যে

ব্যক্তি এইরূপ লোকের অপহরণ করে, নরকেও বোধ হয় তাহার স্থান হয় না।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জিন পুনরায় শুইয়া পড়িল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে জিন আবার উঠিয়া বসিল। আমি ত আর চুরি করিব না, প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলাম, কিন্তু পারীর লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিল কেন? আমি তৃষ্ণায় জল চাহিলে তাহারা আমাকে পদাঘাত করিল, বাসা চাহিলে গুলি করিতে আসিল। আমি যদি কখনও সুযোগ পাই, পাষণ্ডদিগের যথা-সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া আনিব। আপাততঃ পারীতে কিছুদিন বাস করা আবশ্যক। সঙ্গে যে চল্লিশটী পয়সা আছে উহা দ্বারা এই ভয়ানক সহরে এক সন্ধ্যার বেশী জীবন ধারণ করিবার সম্ভাবনা নাই। এই স্থানে কোন কাজ কর্ম্মও মিলে না। লোকেরাও দয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছে। এ ক্ষেত্রে উপস্থিত পরিত্যাগ আর মৃত্যু একই কথা বলিতে হইবেক। না, রাত্রি প্রায় প্রভাত হইল। আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।'

এইরূপ স্থির করিয়া জিন আস্তে আস্তে শয্যা পরিত্যাগ করিল, এবং নিমেষের মধ্যে প্রস্তাবিত কার্য্য সমাধা করিয়া প্রাচীর টপ্‌কাইয়া প্রস্থান করিল।

প্রত্যূষে বিসপ মহাশয় পুষ্পোদ্যানে আসিয়া দেখিলেন, একটী গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই ডালে অনেকগুলি কলিকা ছিল বলিয়া তিনি সযত্নে উহাকে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন, সময়ে তাঁহার ভগিনী গলদশ্রুনয়নে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বিসপ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্নেহশীলে! তোমায় এরূপ দেখিতেছি কেন?'

'পূজনীয় মহাশয়, আপনি কি জানেন, আমাদের রূপার বাসনগুলি কোথায় ?'

'স্নেহশীলে ! আশ্বস্ত হও, সে গুলি আমার পালঙ্কের নিম্নে সজ্জিত রহিয়াছে।'

'পূজনীয় মহাশয়, আমি আপনাকে নিশ্চিত বলিতেছি, বাসন সকল সে স্থানেও নাই, অন্য কোন স্থানেও নাই, বোধ হয় অপহৃত হইয়াছে।'

'স্নেহশীলে, তাহা হইতে পারে। বাসনগুলি ঠিক আমাদের ও বলা যায় না।'

'পূজনীয় মহাশয় ! আপনি কেমন কথা কহিলেন ! ঐ সকল বাসন আপনারই, আপনি নিজে ব্যবহার করেন না, অতিথির জন্য রাখিয়া দেন। এখন অতিথিরা কিসে আহার করিবেন ?'

'স্নেহশীলে, মৃৎপাত্রে, অথবা ঈশ্বর তাঁহাদের জন্য পুনরায় রৌপ্যের বাসন প্রেরণ করিতে পারেন। সংপ্রতি যে অতিথি ক্ষুধার আধিক্যে ভোজ্য দ্রব্যের সহিত পাত্রগুলিও উদরস্থ করিল, তাহার জন্য প্রার্থনা কর, কেন না তাহা হইতে আমরা অনেক আশা করিতে পারি।'

'পূজনীয় মহাশয়, এই দেখুন, গেট বদ্ধ ছিল বলিয়া অতিথি ফুলের ডাল মাড়াইয়া প্রাচীর টপকাইয়া গিয়াছে। এই যে প্রাচীরের উপর তাহার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।'

স্নেহশীলে, 'সে দোষ আমারই। অতিথির মন জানিলে অগ্রেই গেট খুলিয়া রাখিতাম। তাহা হইলে অতিথিরও কোন কষ্ট হইত না, আর এই ফুল গাছটিরও এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না।'

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে কোলাহল শ্রুত হইল। জিন ধৃত হইয়াছে। পুলিসের লোকেরা জিনকে বমাল গ্রেপ্তার করিয়া বিসপ মহাশয়ের নিকটে আনিতেছে, সঙ্গে দুই তিন শত লোক আসিতেছে। ক্ষণকালের মধ্যে বিসপের ক্ষুদ্র উদ্যানটী জনতায় পরিপূর্ণ হইল। পুলিস যথাবিধি নমস্কার করিয়া বিসপকে জিজ্ঞাসা করিল, 'পূজনীয় মহাশয়, এই সমস্ত বাসন কি আপনার?'

বিসপ কহিলেন, 'পূর্ব্বে আমার ছিল, এখন ঐ ব্যক্তির।'

'পূজনীয় মহাশয়, তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়?'

'ব্রিগেডিয়ার মহাশয়, আপনি আমার অতিথিদিগের ক্ষুধার মাত্রা অবগত নহেন। উহারা কখনও এই স্নেহশীলার দত্ত দুগ্ধ ও রুটীতে পরিতৃপ্ত হয়, কখনও বা গুরুপাক ধাতুদ্রব্য ব্যতীত তৃপ্তি লাভ করে না। তাহাতে দোষ কি? আপনারা এই ব্যক্তিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করুন।'

পুলিশ জিনকে ছাড়িয়া দিল। ক্রমে ক্রমে পুলিশ ও দর্শকবৃন্দ চলিয়া গেলে, বিসপ জিনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল, তুমি যে স্থান হইতে এই বাসনগুলি লইয়াছিলে, তথায় আরও দুইটী পিল-সুজ ছিল, তাহা লও নাই কেন?

জিন কম্পিতস্বরে কহিল, 'লুকাইতে পারিব না বলিয়া।'

'আচ্ছা, সে দুইটীও আমি তোমাকে দিতেছি, এই বলিয়া, পিল-সুজ দুইটী আনিয়া জিনের সম্মুখে রাখিয়া বিসপ পুনরায় কহিলেন, 'ইহাতে তোমার আরও দুইশত ফ্রাঙ্ক হইতে পারিবে। সর্ব্বশুদ্ধ ছয়-শত ফ্রাঙ্কের সাধু বিনিয়োগ করিলে কি তোমার এক প্রকার চলিবে না? তুমি কি তোমার আত্মাকে পবিত্র রাখিতে পারিবে না?'

জিন পিলসুজ লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, এবং লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল।

'জিন তুমি বৃথা লজ্জিত হইতেছ কেন? তুমি কি চুরি করিয়াছ যে এত সঙ্কুচিত হইতেছ? তুমি আমার ভাই হইতেছ, তুমি অভাবে পড়িয়া, যাহা তোমার ভাইএর নিকট আটক ছিল, তাহাই লইয়া যাইতেছ মাত্র। জিন অবসাদ ত্যাগ কর। তুমি আগে যাহা লইয়াছ, এবং এখন আমি যাহা দিতেছি, সমস্ত গুছাইয়া লইয়া অকুতোভয়ে চলিয়া যাও। ঈশ্বর তোমায় শান্তি দান করুন। তোমার আত্মা যেন স্বর্গে যাইবার উপযুক্ত হয়।'

বিসপের আচরণ দেখিয়া জিন প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়াছিল। পরে যখন পুলিস তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, তখন সে সাতিশয় আনন্দিতও হইয়াছিল। কিন্তু বিশপ যখন তাহার প্রতি উল্লিখিত সস্নেহ বাক্য সকল প্রয়োগ করিলেন, তখন আর তাহার বিস্ময়ও ছিল না, আনন্দও ছিল না; তাহার অন্তঃকরণে কোনও অভিনব ভাবের উদয় হইয়া, এককালে সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইতেছিল। সে এখন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিল। যন্ত্র-সঞ্চালিতের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া পিলসুজ ধরিল, পুটুলী খুলিল, দ্রব্যাদি গুছাইয়া বাঁধিল, এবং বিকারাক্রান্ত রোগীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া ধীর ও দীর্ঘপদ বিক্ষেপে অদৃশ্য হইল।

জ্বর-পরিত্যাগ।

জিন কতদূর আসিয়া এক স্থানে বসিল। তাহার মন নিশ্চিন্ত নহে। দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বর-পরিত্যাগের সময় রোগীর যে প্রকার

চাঞ্চল্য হয়, সেও সেই প্রকার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার হৃদয়ে পর্য্যায়ক্রমে অনুতাপ, অবসাদ, উত্তেজনা ও স্থৈর্য্যের উদয় হইতে লাগিল। সে প্রথমতঃ ভাবিল, লোকে চুরি করে বটে, কিন্তু কেহই আমার ন্যায় অন্নদাতা প্রাণদাতা দয়ার্দ্রচিত্ত মহর্ষির সর্ব্বনাশ করে না, ইহা সত্য। আমি শুধু চোর নহি, আমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা নরাধমও বটে। ঈশ্বর কোন প্রকারে এই ঘৃণিত জীবনের শেষ করিলে রক্ষা পাইতাম।

জিন এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে এক ব্যক্তি অশ্বে আরোহণ করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'দেখ, দেখ, তুমি কি পুলিস, আমাকে গ্রেপ্তার কর, আমি চোর।' অশ্বারোহী সেদিকে কর্ণপাত করিল না, চলিয়া গেল।

অনন্তর একজন ধর্ম্মযাজককে সেই পথে যাইতে দেখিয়া জিন যথাবিধি নমস্কার করত কহিল, 'মহাশয়, দরিদ্রদিগকে দিবার নিমিত্ত আমার নিকট ছয় শত ফ্রাঙ্ক আছে। আপনার অনেক দরিদ্র আছে, এই অর্থ লইয়া আপনি তাহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন, পারেন না কি?' ধর্ম্ম যাজকও একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

জিন ভাবিতে লাগিল, যাঁহার অর্থ তাঁহাকেই দিয়া আসি। ইহাতে আমার শান্তি হইল না। ইহা ভোগ করাও সহজ নহে। আমি হাত পা বাঁধিয়া থাকিতে পারিব না। আমি মনুষ্যের নিকট ভাল ব্যবহার পাই নাই, কেহই আমার নিকট ভাল ব্যবহার পাইবে না। মানুষ যেন আমায় কি পাইয়াছে! কেহ ধরিয়া কারাগারে পাঠায়, কেহ পৃষ্ঠে পদাঘাত করে। কেহ আবার

পিস্তল লইয়া তাড়া করে। পাজিরা কি জানেনা যে আমারও তিন খানি অস্ত্র আছে, চুরী, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা। আমি বিসপের মিষ্ট কথায় ভুলিবনা, বিসপের অর্থেও আমার কোন প্রয়োজন নাই, আমি বরং মানুষকে দুরস্ত করিব। যে দেশের লোক এমন স্বার্থপর যে, তাহার দরিদ্র প্রতিবেশী অন্নাভাবে মরিয়া গেলেও একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, আমি বরং সেই দেশ ছার খার করিব, সেই আমার ভাল।'

এই বলিতে বলিতে জিন হস্তস্থিত পুটুলীটী ফেলিয়া দিল। তাহার মাথা ঠিক নাই। সে কিয়ৎকাল নীরবে উপবিষ্ট রহিল। পরে ভাবিল, আমিত আর সে পৃথিবীতে নাই, আমি যে এখন স্বর্গের পথিক হইয়াছি। সেই পরম কারুণিক মহর্ষির মুখে, আমি যে স্বর্গের জ্যোতিঃ দেখিয়াছি, তাহা ভুলিয়া যাইতেছি কেন? তিনিই প্রকৃত মনুষ্য, তিনিই পরম দেবতা, তিনি আমাকে স্বর্গে যাইবার যে সম্বল দিয়াছেন, তাহাই বা পরিত্যাগ করিব কেন? বরং তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইব। যাহারা আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। অভিশপ্ত ভূমণ্ডলের ব্যথা ও বেদনা ভুলিলাম, সেই অশেষযন্ত্রণা-নিবারিণী চিরসঙ্গিনী বৈর-নির্যাতন-কল্পনাকেও এই স্থানে রাখিয়া গেলাম।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া জিন মধ্যাহ্নে এক দোকানে গিয়া এক খানি রুটী কিনিয়া খাইল, এবং অপরাহ্নে বিসপের দত্ত জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া ছয়শত ফ্রাঙ্ক পাইল। বিসপ তাহাকে যে যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তাহার হৃদয়ে বেদবাক্যের ন্যায় গ্রথিত ছিল। তিনি জিনকে ঐ ধনের সাধু বিনিয়োগ দ্বারা জীবিকা

নির্ব্বাহ করিতে বলিয়াছিলেন। জিন এক্ষণে ভাবিতে লাগিল কি প্রকারে ধনের বিনিয়োগ করি। পারীর দরিদ্র বিভাগে একটী কামরা ভাড়া করিয়া, সে সহরের সর্ব্বস্থানে ভ্রমণ করত ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে সে একদিন সন্ধ্যার পর কিছু খাবার লইয়া নিজের কামরায় ঢুকিতেছে, এমন সময়ে কোন দুঃখিনী রমণী আসিয়া তাহার নিকট কিছু খাদ্য প্রার্থনা করিল, 'মহাশয়, সমস্ত দিন আমাদের আহার হয় নাই।'

জিন বলিল, 'আমাদের বলিতেছ কেন? আমি ত মাত্র একজনকেই দেখিতেছি।'

রমণী বলিল, 'আমার একটী কন্যা আছে, তাহার বয়স পাঁচ বৎসর। সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া গৃহে রহিয়াছে। আমি তাহারই জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমার নিজের আরও চব্বিশঘণ্টা বিনা খাদ্যে চলিতে পারে।'

জিন হস্তস্থিত খাবার রমণীর হস্তে দিয়া কহিল, 'ইহা তোমার বালিকার জন্য দিলাম। আমার আর নাই, তোমার জন্য কিছুই দিতে পারিলাম না।'

দুঃখিনী মেরি ব্যগ্রভাবে খাবার লইয়া প্রস্থান করিল। জিন মনে করিল, 'আমি এই রমণীকে মিথ্যা বলিলাম কেন? আমি যে বলিলাম আমার আর নাই, তাহাও ঠিক নহে। আমার সাবেক চল্লিশ পয়সাই খরচ হইয়াছে, কিন্তু বিসপের ছয়শত ফ্রাঙ্ক সম্পূর্ণই আছে। ইহা হইতে ঐ ক্ষুৎ-পীড়িত স্ত্রীলোকটীকে এক ফ্রাঙ্ক দিলে বড় ভাল কাজ হইত। অথবা আমি ঠিক করিয়াছি। এই ছয়শত ফ্রাঙ্ক কি আমার? ইহার বিনিয়োগ দ্বারাই আমার

জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার কথা, ইহা ভাঙ্গিবার ত কথা নাই।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জিন বিষণ্ণ-বদনে গৃহে প্রবেশ করিল। সে যদিচ উপবাসী রহিল, তজ্জন্য তাহার কোনই কষ্ট হইল না। কিন্তু সে অনাথিনী মেরিকে সাহায্য করিতে পারে নাই বলিয়া হৃদয়ে স্যাতিশয় বেদনা অনুভব করিতে লাগিল।

মেরি কে ?

সভ্য জগতে মানুষ মারিবার অনেক কল আছে। বন্দুক, কামান, লিডাইট, ডিনামাইট, বম্বশেল, টর্পেডো ইত্যাদি, । সকলের নামও আমরা অবগত নহি। সমস্তই আধুনিক সভ্যতার উপাদান। যে জাতির নরহত্যা করিবার যত অধিক কল আছে, আজি কালি সেই জাতিই তত অধিক সভ্য বলিয়া পরিচিত। এমন দিনে যাহারা 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' সার করিয়া তিন সহস্র বৎসর অস্ত্রস্পর্শ করে নাই, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যাহারা বিশ্বময়ের বিশ্ব-প্রেমে বিভোর হইয়া বৃক্ষের পল্লবটী পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতেও হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিয়াছে, তাহারা ঘোরতর অসভ্য, বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবে না কেন ?

ফ্রান্সের ব্যাপার কিন্তু আরও গুরুতর। কেবল বন্দুক কামানে ফ্রান্সের চলে নাই, গিলোটিনের সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। তাহাতেও কুলায় নাই, দীপস্তম্ভেও মানুষ ঝুলাইতে হইয়াছিল। তাহাতেও পোষায় নাই। জীয়ন্ত মানুষ দিয়া ইন্দারা ভরাট করিতে হইয়াছিল। তাহাতেও ফুরায় নাই, এক এক নৌকার

তিন তিন হাজার মানুষ বাঁধিয়া ডুবাইতে হইয়াছিল। এতদূর করিয়া তবে ফ্রান্স সভ্যতার ইতিহাসে একটু স্থান পাইয়াছিল। বিধাতা বোধ হয় সভ্য হইবার কোন সাধু উপায় সৃষ্টি করেন নাই?

নরহত্যা করিবার আর একটী কল সভ্যজাতিদিগের মধ্যে অনন্ত-কাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার নাম ডাইভোর্স। সে বিষয়েও ফ্রান্সকে অগ্রণী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উপপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে ইহারও ভয়ঙ্কর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রাজনৈতিক অভিপ্রায় বিশেষ সাধন করিবার জন্য, পবিত্র দাম্পত্য-মূলে কুঠারাঘাত করিতে ফরাসী জাতি যেরূপ পটুতা প্রদর্শন করিয়াছে, জগতে এমন আর কেহই নহে। আমরা যে নেপা-লিয়নকে ফ্রান্সের অবতার বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তিনিও এই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিও রাজনীতির অনুরোধে যোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা মেরিয়া লুইসার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাঠক, সেই ডাইভোর্সরূপ বাণবিদ্ধ শত সহস্র হরিণী, যাহাদের নিদারুণ চীৎকারে আজি ফ্রান্স সমাকুল হইয়া উঠিয়াছে, মেরি তাহাদেরই অন্যতম। মেরির বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক নহে। তথাপি সে আর বিবাহ করে নাই। এই সমুন্নত যৌবনে, অতুল সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের ডালি লইয়া সে কোথায় কোনও ডিউক বা কাউণ্টকে পতিত্বে বরণ করিয়া ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে নিদ্রা যাইবে, না কোথায় ছিন্ন ও মলিন বসনে পারীর রাজপথে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করিতেছে। যে দেশে পরিত্যক্তা বা মৃত-ভর্ত্তৃকা উভয়েরই পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া সসম্মানে দিন যাপন

করিবার বিধান আছে, সে দেশে মেরি এই প্রকার ভয়ানক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে দেখিয়া, ভ্রাতঃ বঙ্গবাসিন্, আমরা সেই পরিত্যক্তা স্ত্রী সকলের মধ্য হইতে অনাথিনী মেরিকে আনিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছি। আপনি উহার প্রতি একবার সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করুন। উহার স্বর্ণ-বর্ণাভ নিতম্বচুম্বী কেশরাশির প্রতি, উহার সুবিমল শশধর-সন্নিভ লাবণ্যমালার প্রতি, উহার সুবিমল মুক্তাপংক্তি-সদৃশ মনোহর দশন পংক্তির প্রতি আপনার কৃপাকটাক্ষ পাতিত হউক। সীতা ও সাবিত্রীর দেশে মেরি নিশ্চিতই পাতিব্রত্য শিখাইতে আইসে নাই বটে, কিন্তু তদীয় কেশপাশ ও দন্তাবলী আপনার সম্মুখে যে এক মনোহর নীতি বিস্তার করিবে, তাহাতেও আপনার বহুদিনের সুষুপ্ত-প্রীতি পুনরায় জাগিয়া উঠিতে পারে।

মেরি পতিভক্তির ছবি নহে। মেরি কৃতজ্ঞতার আদর্শ, পিতৃ-পাপের পরিণাম, অপত্য-স্নেহের প্রতিমা। মেরি মূর্তিমতী নীতি। মেরিকে উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে; এক মেরিতে দুইটী পদার্থের উপলব্ধি করা আবশ্যক। একটী রক্তমাংসময় শরীর, আর একটী আত্মা। মেরির শরীর পাপ পৃথিবী হইতে পরি-গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু মেরির আত্মা স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। তাই মেরির অস্তিত্বে এক অভিনব বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে। মেরির দেহ ও আত্মায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছে, আত্মার স্বর্গের জয়-পতাকা হস্তে অকালমৃত্যুও অলক্ষ্যে থাকিয়া বারংবার মেরির মুখ তাকাইতেছে।

মেরি কোথায় জন্মিয়াছিল, তাহার পিতার নাম কি, কেইবা তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার কিছুই বলে না। সে

স্বপ্নেও তাহার স্বামীকে নিন্দা করে না, কেহ নিন্দা করিলে, বরং সেই স্থান হইতে চলিয়া যায়।

ভিক্ষা করিতে করিতে একদিন মেরি কোন ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইল 'মহাশয়! আমাকে কিছু ভিক্ষা দি'ন।'

ভদ্রলোকটী যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াই বলিলেন, 'তুমি কে? আমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর হইল, আমি পারীতে তোমার স্থায় সুন্দরী রমণীকে কখনও ভিক্ষা করিতে দেখি নাই। তুমি কি বাস্তবিকই ভিখারিণী।

মেরি বলিল, হাঁ মহাশয়! ভিক্ষাই আমার একমাত্র উপ-জীবিকা। আমি অবশ্যই কোন ব্যক্তির পরিত্যক্তা স্ত্রী।'

গৃহস্বামী বলিলেন, 'সংপ্রতি কতিপয় মহাত্মা পারীতে পরিত্যক্তা স্ত্রীর আধিক্য দেখিয়া একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সেই সমিতি হইতে উহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইতেছে। তুমি সেই স্থানে যাও না কেন?

মেরি বলিল, 'মহাশয়, সেই স্থানে আমার কোন আশা নাই। পিতা ও স্বামীর নাম না বলিলে তাঁহারা কিছুই দেন না; আমি ত তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিব না।'

গৃহস্বামী কিয়ৎকাল গম্ভীরভাবে থাকিয়া মেরির হস্তে দশটী ফ্রাঙ্ক দিয়া বলিলেন, 'ভদ্রে! তুমি আগামী সপ্তাহে আমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিও, আমি দেখিব, যদি তোমার কোন উপকার করিতে পারি।'

মেরি গৃহস্বামীকে নমস্কার করিয়া বাহিরে আসিল। এই সময়ে পারীর দুর্গে মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনি হইতেছিল। মেরি

দেখিল, ঐ বিনীতবেশ গৃহস্থ মহাশয়ই মুহূর্ত্ত মধ্যে সামরিক বেশে সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইলেন। দেখিয়া মেরির বুক্ দুড় দুড় করিয়া উঠিল। সে বাষ্পোপরুদ্ধ কণ্ঠে দ্বারবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইনি কে?'

দ্বারবান্ বলিল, 'সার্জন ডিউবয়।'

এই স্থানে ডিউবয় সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। ইনি ফ্রান্সের অদ্বিতীয় চিকিৎসক। অধুনা সামরিক বিভাগে কর্ম্ম করিতেছেন। এই সময়ে সমগ্র ইউরোপে অস্ত্র-বিদ্যায় তাঁহার ন্যায় পারদর্শী আর কেহই ছিলেন না। চারিবৎসর পূর্ব্বে যখন সম্রাজ্ঞী মেরিয়া লুইশা প্রসব বেদনায় জীবন হারাইবার উপক্রম করিয়াছিলেন, তখন ইঁহার ও সম্রাটের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগিণীর পার্শ্ববর্ত্তী সম্রাট্ ডিউবয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি কিরূপ দেখিতেছেন? এত কষ্ট হইতেছে কেন? এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? এরূপ কি আর কখনও দেখেন নাই?'

ডিউবয় তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'প্রসব ব্যাপার এইরূপ কষ্টকরই হইয়া থাকে। বর্ত্তমান অবস্থাও তত সহজ নহে। এ অবস্থায় হয় প্রসূতি না হয় সন্ততি, একজনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। আমি এরূপ আরও দেখিয়াছি, এবং উভয়কেও রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু সে সকল স্থলে, আমার ডানদিকে ফরাসী সম্রাট্ বসিয়া ছিলেন না।'

নেপোলিয়ন অমনি গাত্রোত্থান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি বুঝিতে পারিয়াছি। রু সেণ্ট ডেনিসে অতি নিকৃষ্ট মুদীর স্ত্রীকে আপনি যেভাবে দেখিয়া থাকেন, ইঁহাকেও সেইভাবে দেখুন।

পরন্তু সন্তান অপেক্ষা প্রসূতির জীবন যে অধিক মূল্যবান্ তাহা আপনি জানেন।'

এই বলিয়া নেপোলিয়ন গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে, অল্প সময়ের মধ্যেই সন্তান নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, এবং প্রসূতিরও জীবন নষ্ট হয় নাই।

কিসের তোপ!

ঐ তোপধ্বনিতে ফ্রান্সের অনেক আশা ছিল। থাকিলে কি হয়, ঐ ভস্মাবশেষ ব্যাপারে মনুষ্যের কি উপকার হইতে পারে? ফ্রান্সে এমন এক সহস্র লোক আছেন, যাঁহারা নড়িলে চড়িলে তোপধ্বনি করিতে হয়। একটী মাত্র বার তোপধ্বনি করিতে দশটী ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন। যাঁহার শুভাদৃষ্টে ত্রিশ তোপের ব্যবস্থা আছে, তাঁহার আগমন মাত্রেই পারীর তিনশত ফ্রাঙ্ক উড়িয়া যায়। বৎসরে তিনবার আগমন হইলে, একজনের জন্যই জাতীয় ধনভাণ্ডারের সহস্র ফ্রাঙ্ক পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। এইরূপ এক সহস্র লোকের কল্যাণে ফ্রান্সকে অনশনে থাকিয়াও প্রতি বৎসর দশলক্ষ ফ্রাঙ্ক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হয়। সমস্ত সভ্য রাজত্বেই ধনের এই প্রকার সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে।

আজিকার তোপধ্বনিতে ফ্রান্সের অনেক আশা ছিল। কেন না আজি আগমন হইল অষ্ট্রীয়ার রাজকন্যা মেরিয়া লুইশার। ইনি অবশ্যই ফ্রান্সের সহিত অষ্ট্রীয়ার অবিচলিত বন্ধুতার সংবাদ

লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সে আশা বিফল হইল। যে তোপে বারুদরাশি ভস্মীভূত হইয়া গেল, সেই তোপেই ফরাসী জাতির শেষ আশা,—অষ্ট্রীয়ার বন্ধুত্ব,—শোক বাষ্পে পরিণত হইল। যে ব্যক্তি তোপধ্বনিতে শুভাকাঙ্ক্ষা করে সে মূর্খ।

মেরিয়া লুইশা নেপোলিয়নের বক্ষোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'আমার পিতা আমার সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।'

নেপোলিয়ন বলিলেন, 'সুন্দরি? আশ্বস্ত হও, তোমার পিতা পুনরায় ভিয়েন্নার দ্বারে আমার তোপধ্বনি শুনিতে পাইবেন।'

সম্রাট্ অবিলম্বে সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি এল্‌বা হইতে আসিয়াই যে সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব করত ইউরোপের সমস্ত রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলাফল লইয়া মহামতি কলেনকোর্ট তথায় তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কলেনকোর্ট যথা বিধি নমস্কার পূর্ব্বক আরম্ভ করিলেন;—

'ইউরোপের রাজনৈতিক গগনে পুনরায় মেঘমালা সজ্জিত হইতেছে। অষ্ট্রীয়া, স্পেন, পর্টুগাল, গ্রেট্‌ব্রিটেন, রুসিয়া, প্রসিয়া, এবং সুইডেন সকলেই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মিলন-প্রস্তাবে স্বাক্ষর করিয়াছেন। সম্মিলিত শক্তি সমূহের আট লক্ষ সৈন্য ফ্রান্সের সীমান্ত প্রদেশে কেন্দ্রীভূত হইবার চেষ্টা পাইতেছে। মিত্র-রাজগণের সাহায্য-কল্পে ইংলণ্ড পুনরায় দশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আপনার যাবতীয় সাধুচেষ্টাই বিফল হইয়াছে। প্রেরিত দূতগণ যথাস্থানে পৌছিতে পারে নাই। তাহারা সকলেই সীমান্ত-প্রদেশে ব্যাহত বা ধৃত হইয়াছে।'

সম্রাট্ কহিলেন, 'অষ্ট্রীয়া যদ্যপি ফ্রান্সের সহিত বন্ধুতা রাখিতে সাহসী হইত, তাহা হইলে ইউরোপের যাবতীয় শক্তিই এই দুই শক্তির নিম্নে অবস্থান করিত। কিন্তু অষ্ট্রীয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে। তথাপি আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি যে, ফ্রান্সের সিংহকে লৌহপিঞ্জরে পূরিতে ইউরোপের নিষাদগণকে আরও অধিক আয়োজন করিতে হইবে। আমি আমার জীবন কখনই অল্প মূল্যে বিক্রয় করিব না।'

সম্রাট্ এইরূপ বলিলে, সভাসদ্‌গণ ক্রমশঃ মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন, 'আমরা বৈদেশিকগণকে অণুমাত্রও ভয় করি না। আমাদের ভয় গৃহ-শত্রুর জন্য। এই যে ফ্রান্সময় রয়ালিষ্টগণ গোপনে সম্মিলিত শক্তি সমূহের সহিত যোগদান করিতেছেন, সর্ব্বাগ্রে ইহারই নিবারণ করা আবশ্যক। উপপ্লবের প্রারম্ভে ষোড়শ লুই নিহত হইলে যখন ক্রোধান্ধ অষ্ট্রীয়া সীমান্ত প্রদেশে লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল, তখন আমরা কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম? একমাত্র রয়ালিষ্ট-রুধিরেই তাহাদিগের হৃদয়ে এমন বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিলাম, যে তাহারা স্বপ্নেও স্বরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে সাহসী হয় নাই। আর আজ এই আসন্ন সময়ে যদি সম্রাট্ দয়া করিয়া এক ডজন রয়ালিষ্ট গিলোটিনে চড়াইবার আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলেও ফ্রান্সের সমস্ত আপৎ চুকিয়া যায়।'

এই অভিনব বক্তৃতা শুনিয়া সম্রাট্ হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু নিমেষের মধ্যেই তাঁহার নেত্রযুগল রোষ-কষায়িত ভাব ধারণ করিল। তিনি ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'কে বলিল, ফরাসী উপপ্লব অনুকরণের

সামগ্রী। নীতির বক্ষে পদাঘাত করিয়া কে কবে অব্যাহতি পাইয়াছে? ঔপপ্লবিক শাসন-কর্ত্তারা নরহত্যার দ্বারা কোন ফললাভ করিয়াছিলেন? আমার শাসননীতির মূলমন্ত্র দান, হরণ নহে। দেশের জন্য নিজের প্রাণ দান কর, অপরের প্রাণ হরণ করিও না। ফ্রান্সের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গের জন্যও যেন কোন ব্যক্তি রোবস্পায়ার হইতে চেষ্টা না করে।'

অনেক বাদানুবাদের পর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াই সমুচিত বলিয়া বোধ হইল। ফ্রান্সের সর্ব্বশুদ্ধ দুই লক্ষ আশি হাজার সৈন্যের মধ্যে, মাত্র একলক্ষ বিশ হাজার লইয়াই নেপোলিয়ন বিপুল শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হইতে চলিলেন।

সমস্তই পরার্থে।

জিন ব্যবসার পথ পাইয়াছে। সে অধিক বিদ্যা শিক্ষা করে নাই বটে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি সাতিশয় তীক্ষ্ণ। জিনের হৃদয়ে মানব হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-নিচয়ের অভাব নাই, কিন্তু দারিদ্র্য ও নির্য্যাতনের প্রভাবে সে সমস্ত এতদিন চিরনিদ্রিতবৎ হইয়াছিল। পরম কারুণিক বিশপের অনুগ্রহে তাহারা যেন আবার জাগিতেছে।

জিন দরিদ্রের সন্তান। তাহার পিতা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বাল্যকালেই জিনের মাতা-পিতৃবিয়োগ হয়। সে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিল। জিন প্রাপ্তবয়স্ক হইতে না হইতেই তাহার ভগিনীর

বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়, এবং অবস্থা অনুসারে ছয়টী শিশু সন্তান সমন্বিত বিধবা ভগিনীর প্রতিপালনের ভার তাহারই উপর পড়ে। জিন সারাদিন পরিশ্রম করিয়া এক ফ্রাঙ্ক উপায় করিত, এবং মধ্যে মধ্যে আপনি উপবাসে থাকিয়াও শিশু দিগকে খাওয়াইত।

এই সময়ে সে একদিন কিছুই উপায় করিতে না পারিয়া রাত্রিযোগে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে, একটী শিশু ক্ষুধার যন্ত্রণায় অনবরত চীৎকার করিতেছে। দুই পয়সা মূল্যের একখানি রুটী হইলে এ বিপদে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দরিদ্রদিগের সে দিবস তাহারও সংস্থান ছিল না। জিন অনন্যোপায় হইয়া সমীপবর্ত্তী রুটীর দোকানে গিয়া, 'আমাকে একখানা রুটী ধার দাও,' বলিয়া অনেক চীৎকার করিল, কিন্তু তাহাতে রুটীওয়ালার নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া, সে পরকলা ভাঙ্গিয়া একখানি রুটী লইয়া চলিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী সুচতুর দোকানদার আর দুইজন লোক সহ অন্য পথে মোড়ের মাথায় আসিয়া জিনকে ধরিয়া ফেলিল, এবং অবিলম্বে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিল। জিন আর ইহ জন্মে গৃহে ফিরিয়া গেল না।

প্রথমতঃ জিনের এক বৎসর কারাবাসের হুকুম হইল। জিন এগারমাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা-বাস করিয়া, এক মাস থাকিতে জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইল। দেশের আইনকেও ধন্যবাদ, জেল ভাঙ্গিলেই দ্বিগুণ দণ্ড। এইবার জিন পুনরায় দুই বৎসর খাটিতে চলিল। জিন অম্লান বদনে দেড় বৎসর কারাবাস করিয়া ছয়মাস থাকিতে পুনরায় প্রহরীদিগকে ছলনা

করিল। আচ্ছা, তাহার জন্য চিন্তা নাই। আমাদের আইনে দুই বৎসরের স্থানে চারি বৎসরের কথা লিখিত আছে। আমরা যখন বে-আইনি করিতেছি না, তখন তুমি না হয় একখানা রুটীর জন্য সারা জীবনই আমাদের ঘানি টানিলে, তাহাতে দোষ কি? আমরা দণ্ডের পরিমাণ কমাইয়া দুর্ব্বলতার পরিচয় না দিই। এই ভয়ঙ্কর নীতিতে আঠার বৎসর কারারুদ্ধ থাকিয়া জিন অবশেষে জেল ভাঙ্গিয়া যে বাহির হইয়াছে, তাহার পর আর ধরা পড়ে নাই। সে লিয়ন্স হইতে সম্রাটের অভিযানে যোগ দিয়া কি ভাবে পারী পর্য্যন্ত আসিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা পাঠক অবগত আছেন।

সেই জিন আজি, পারীর নিকটে লি-নামক ক্ষুদ্র সহরে ফাদার মেডেলাইন নাম ধারণ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা করিতেছে, অথবা ব্যবসা উপলক্ষ মাত্র, মনুষ্যের হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, বিসপের ছয় শত ফ্রাঙ্কের উপর, সেই মহাজনের মূলধনের উপর, যে অর্থ আমার হস্তগত হইবে, সমস্তই পরার্থে উৎসর্গ করিব। পণ্ডিতেরা বলেন, 'নির্ধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ,' জিন যেন এই মহাজন-বাক্যও উল্টাইয়া ফেলিয়াছে। নির্ধন জিন দৈনিক শত ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জন করিয়াও জগৎকে তৃণজ্ঞান করিতেছে না, বরং সমাগত দরিদ্র-সন্তানদিগকে সাদরে কোলে তুলিয়া লইতেছে। আবার তাহার ভাগ্যলক্ষ্মীও প্রাবৃট্ কালের জাহ্নবীরন্যায় উত্তরোত্তর স্ফীত হইতেছেন। আজি ন্যূনাধিক এক শত লোক জিনের নিকটে অন্ন বস্ত্র পাইতেছে।

বাল্য ঋণ পরিশোধ।

আসন্ন আহবে নেপোলিয়নের দুইটী মাত্র উপায় আছে। প্রথমতঃ রাজধানীর নিকটে ফ্রান্সের সমগ্র সেনা কেন্দ্রীভূত করা, দ্বিতীয়তঃ শত্রুদিগকে, মিলিত হইবার পূর্ব্বেই, স্বতন্ত্র ভাবে একে একে নিধন করা। মহাবীর নেপোলিয়ন এই শেষোক্ত উপায়ই অবলম্বন করিলেন। ১২ই জুন দিবা তিন ঘটিকার সময় টুইলারি হইতে অবতরণ কালে তিনি অনুচর-বৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়গণ, আমরা মরিতে অথবা জয়লাভ করিতে যাইতেছি।' একবার চতুর্দ্দিকস্থ পুষ্পিত ও ফলিত রমণীয় উদ্যান-শ্রেণীর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর গলদশ্রু-নয়না মেরিয়া লুইশার বিদায় গ্রহণ এবং শিশুপুত্রের মুখচুম্বন করিয়া শকটারোহণ করিলেন। এক বিন্দু অশ্রু তাঁহার গণ্ডদেশ সিক্ত করিয়া প্রবাহিত হইল। তিনি সেই সময়ে কদাচিৎ ভাবিয়াছিলেন যে, জীবিত থাকিয়াও তাঁহাদিগকে আর ইহ জীবনে দেখিতে পাইবেন না।

সুদীর্ঘ অভিযান চলিল। ফ্রান্সের সেই গৌরবের অভিযান,—বিধাতা যাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিবার পরিবর্ত্তে বরং অবিনশ্বর কীর্ত্তিতেই সুশোভিত করিতে প্রীত হইয়াছিলেন,—জাতীয় সঙ্গীত, রণবাদ্য, এবং 'ভাইভ এল এম্পারার' ধ্বনিতে দশদিক মাতাইয়া চলিল। রু সেণ্ট ডেনিস্ হইতে নগরের প্রান্ত পর্য্যন্ত

সর্ব্বস্থানে ভাবী ওয়াটার্লু'র বীরগণের মস্তকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

বাল্যকালে নেপোলিয়ন ব্রিন নামক স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। আজি ত্রিশবৎসর পরে পুনরায় সেই ব্রিন কলেজের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি যেন মুহূর্ত্তের জন্য সমর-চিন্তা হইতে অবসর পাইলেন। তিনি শকট হইতে অবতরণ করিয়া প্রসন্ন বদনে কলেজের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেন। এক বৃদ্ধা পথপার্শ্বে কাঠ কুড়াইতেছিল। সেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সম্রাট্ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কলেজে বোনাপার্ট নামক একটী ছাত্র পড়িত, তাহাকে কি তুমি চিনিতে?'

বৃদ্ধা কহিল, 'হাঁ চিনিতাম। আমি সেই সময়ে কলেজের বালকদিগের নিকট ফল বিক্রয় করিতাম।'

'তুমি বোনাপার্টের নিকট যে ফল বিক্রয় করিতে, মনে করিয়া দেখ, তাহার নিকট তজ্জন্য তোমার কিছু পাওনা আছে কি?'

'কি পাওনা থাকিবে? তিনি সমস্ত ফলেরই মূল্য দিতেন, তাহার উপর আবার মধ্যে মধ্যে পুরস্কার দিতেন, এবং যে সকল দুষ্ট বালক ফল লইয়া দাম দিত না, তাহাদিগের নিকট হইতেও আদায় করিয়া দিতেন। তাঁহার নিকট আমার কিছুই পাওনা নাই।'

'দেখ, তুমি বৃদ্ধা হইয়াছ, বোধ হয়, সকল কথা তোমার মনে নাই। বোনাপার্টের খাতায় তোমার নিকট তাঁহার ঋণের কথা লেখা আছে, এবং সেই নিমিত্ত তিনি তোমার জন্য এই মোড়কটী পাঠাইয়াছেন, তুমি ইহা লও।'

বৃদ্ধা হাত বাড়াইয়া মোড়কটী লইল। নেপোলিয়ন শকটে আরোহণ করিলেন। বৃদ্ধা মোড়ক খুলিয়া দেখিল, তন্মধ্যে কুড়িটী স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে।

কোয়ার্টার ব্রাস্।

মার্শাল নে প্রথম এবং মার্শাল সুলট দ্বিতীয় সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন। ১৪ই জুন সম্রাট্ কার্লেরি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে প্রসিয়ার সেনাপতি ব্লুকারের দশ সহস্র সৈন্য ছিল। তাহার এক চতুর্থাংশ ফরাসীদিগের হস্তে নিহত হইল।

এই স্থান হইতে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রসেল্‌স ত্রিশ মাইল। ডিউক অব ওয়েলিংটন এই শেষোক্ত নগরী হইতে লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। এদিকে ব্লুকারও নামুর দুর্গ হইতে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ ডিউক মহাশয়ের সহিত মিলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। নেপোলিয়ন অমনি মধ্যবর্ত্তী কোয়ার্টার ব্রাস্ নামক স্থানে চল্লিশ সহস্র সৈন্য সহ মার্শাল নে-কে প্রেরণ করিয়া উল্লিখিত মণি-কাঞ্চন যোগের বিঘ্ন ঘটাইয়া ফেলিলেন।

তিনি কোয়ার্টার ব্রাস্ এবং নামুর এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী লিগ্‌নি নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া অকস্মাৎ ব্লুকারের দেখা পাইলেন। ব্লুকার রীতিমত যুদ্ধ দিলেন না। তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে করিতে দুর্জ্জয় ফরাসীগণ প্রসিয়ার বিশ সহস্র এক কালে

সমাধা করিয়া ফেলিল, এবং অন্যূন দশ সহস্র বন্দী করিয়া লইল। সেই সময়ে যদ্যপি মার্শাল নে সম্রাটের আদেশ অনুসারে অন্য দিক্ হইতে আসিয়া ব্লুকারের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, তাহা হইলে প্রসিয়ার এক প্রাণীও ফিরিয়া গৃহে যাইত না। ভীষণ ওয়াটার্লুর যুদ্ধও সংঘটিত হইত না। ব্লুকার অনায়াসে ওয়েভার নগরে সরিয়া পড়িলেন।

নে কোয়ার্টার ব্রাস্ ছাড়িতে পারেন নাই কেন? ১৫ই জুন অপরাহ্নে নে উল্লিখিত সন্ধিস্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন দেখিলেন যে উহার চতুঃপার্শ্বে কোথায়ও কোন শত্রুর সমাগম নাই, তখন তিনি সম্রাটের নিকট উক্ত স্থান অধিকৃত হইয়াছে বলিয়াই সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু তখনও তিনি উহার দুই মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিশাগমে মেঘারম্ভ হওয়াতে চারিদিক ঘোর অন্ধকারাবৃত হয়, এবং সৈন্যগণও সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, বলিয়া মার্শাল তাহাদিগকে সেই রাত্রির জন্য সেই স্থানেই বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহারাও তিন দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর অনতিবিলম্বে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ফ্রান্সের সেই দুর্জ্জয় বীর-পুত্রগণ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে তাহাদের সেই নিদ্রাই অচিরে ফরাসী-সাম্রাজ্যের চিরনিদ্রায় পরিণত হইবে।

সেই রজনীতে সানুচর ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ব্রসেল্‌স নগরে নিমন্ত্রণ খাইতেছিলেন। তিনি ডিউক অব ব্রান্‌স-উইকের সহিত কথোপকথনে ব্যাপৃত আছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন যে, নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সীমা অতিক্রম করিয়া ব্রসেল্‌স অভিমুখে আসিতেছেন। শুনিবা মাত্র ডিউক মহাশয়ের মুখমণ্ডল

প্রভাত সময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল। ব্রান্‌স-উইকও চেয়ার হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিলেন। তাঁহার কোলে একটী শিশু সন্তান নিদ্রা যাইতেছিল; সে অগত্যা ভূমিতে পড়িয়া কতদূর গড়াইয়া গেল, এবং তাহার জীবন-সংশয় হইয়া উঠিল। ব্রান্‌স-উইকের ন্যায় আর একটী গৰ্দ্দভ মেলা সুকঠিন।

ক্ষণকালের মধ্যেই ওয়েলিংটন কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। তিনিও সর্ব্বাগ্রে কোয়ার্টার ব্রাস অধিকার করাই সমুচিত বোধ করিলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার বিপুলবাহিনী তদভিমুখে ধাবিত হইল।

প্রাতঃকালে মার্শাল নে কোয়াটার ব্রাসের দিকে একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন, ডিউকের সৈন্যগণ রাত্রিযোগেই সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। নে এককালে স্তম্ভিত হইলেন। এই সময়ে সম্রাটের নিকট হইতে একজন দূত আসিয়া পড়িল। সম্রাট্ লিখিয়াছেন, 'ফ্রান্সের ভাগ্য তোমার হস্তে নির্ভর করিতেছে। যদ্যপি কোয়াটার ব্রাস্ অধিকৃত হইয়া থাকে, তথায় কিয়দংশ সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ ব্লুকারের পলায়ন পথে অগ্রসর হও।' মার্শাল মহাশয় এই সংবাদে সাতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আর চিন্তার সময় ছিল না। ইংরাজের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ডিউক মহাশয়ের গোলা আসিয়া মার্শালের সৈন্যব্যূহের মধ্যে নিপতিত হইল। নে সমীপস্থ কেলার-মান নামক সেনাপতির প্রতি অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। কেলারমান অমিত বিক্রমে ডিউকের সৈন্য দিগকে আক্রমণ করিলেন। গোলাগুলির শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। অসংখ্য

ইংরাজ সৈন্য ধরাশায়িত হইল বটে, কিন্তু নে আত্ম-কৃত দোষের সংশোধন করিতে পারিলেন না, কোয়াটার ব্রাস তখন ফরাসী দিগের অধিকারে আসিল না।

নেপোলিয়ন এই সংবাদ পাইলেন। মার্শালের শৈথিল্যে সমস্ত কার্য্যই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে দেখিয়াও তিনি কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না, বরং তাঁহাকে প্রিয়বাক্যে বলিয়া পাঠাইলেন, 'হতাশ হইও না, আমি তোমার সাহায্যার্থ আসিতেছি।' তিনি অনতি-বিলম্বে গ্রাকি নামক পরাক্রমশালী সেনাপতিকে ত্রিশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ব্লুকারের অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং কোয়াটার ব্রাস যাত্রা করিলেন।

এদিকে নেপোলিয়ন আসিতেছেন শুনিয়া, ডিউক মহাশয়ের উল্লিখিত সন্ধিস্থলে থাকিতে আর ভরসা হইল না। তিনি ক্রমে হটিতে লাগিলেন। ব্রসেল্‌সের দিকে ছয় মাইল হটিলেই ওয়াটার্লুর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এই স্থানের ভূবৃত্তান্ত ওয়েলিংটনের কণ্ঠস্থ ছিল। স্থানটী সুবিধাজনক দেখিয়া তিনি তথায় দেড় মাইল ব্যাপী উচ্চ ভূমির উপর সমগ্র সেনা-সন্নিবেশন করত সতৃষ্ণনয়নে ব্লুকারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নেপোলিয়ন সসৈন্যে ওয়াটার্লুর প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। উন্নত ভূভাগ শত্রুকরতল-গত, সুতরাং অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশেই তাঁহার সেনা সন্নিবিষ্ট হইল। এই সময়ে অস্তাচল-শিখরাবলম্বী ভগবান্ মরীচিমালীর প্রতি প্রগাঢ় দৃষ্টিপাত করিয়া নেপোলিয়ন গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, 'ভবদীয়

অস্তগমনের আর দুই ঘণ্টা কাল বিলম্ব থাকিলে, অদ্যই ইউরোপের ইতিবৃত্ত ভাবান্তর পরিগ্রহ করিত।'

অভিনব মুখচ্ছবি।

সন্ধ্যাগমে মেঘারম্ভ হইল। কে জানিত ফরাসী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব কয়েক খানি মেঘের উপরে নির্ভর করিতেছিল। সেই ১৭ই জুন রাত্রিতে বারিবর্ষণ না হইলে, পরদিন সূর্য্যোদয়ে যুদ্ধারম্ভ হইয়া দিবা দুই ঘটিকার মধ্যেই তাহার শেষ হইত, সম্ভবতঃ ব্লুকার আসিয়া যোগদান করিবার পূর্ব্বেই ডিউক মহাশয়ের সামরিক অস্তিত্বের অবসান হইত। কিন্তু সেরূপ হইল না। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে সেই নিম্ন ভূমিতে এত জল ও কর্দ্দম জমিয়া গেল, যে প্রাতঃকালে কামান টানা গেল না, চাকা বসিয়া যাইতে লাগিল। মনুষ্য সমস্ত বাধাই অতিক্রম করিতে পারে, কিন্তু দৈব বাধার উপর তাহার কোন হাত নাই।

মেঘারম্ভ হইতেই নেপোলিয়ন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সমস্ত যুদ্ধেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কামানের উপরই অধিক নির্ভর করিতেন। কামান পরিচালনা বিষয়ে কোন জেনারেলই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধাস্ত্রে তিনি এক প্রকার সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শত্রু-সৈন্যের দুর্ভেদ্য স্থল লক্ষ্য করিয়া অজস্র গোলা বর্ষণ করাই তাঁহার বিশ্ব-বিজয়ের মূল সূত্র-স্বরূপ ছিল। আসন্ন সমরে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা শত্রুসৈন্যের অর্দ্ধেক মাত্র

ইলেও তাঁহার কোন শঙ্কার কারণ ছিল না, কেন না তাঁহার হস্তে দুই শত চল্লিশটী কামান ছিল, যৎকালে ডিউক মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও এক শত উনষাটিটীর বেশী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু নিদারুণ আকাশই সমস্ত কার্য্য নষ্ট করিতে চলিল।

বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ন অশ্বারোহণে সেনা পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইলেন। সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তিনি যে স্থানেই গমন করিলেন, সেই স্থানই ভাইভ্ এল্ এম্পারার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বর্ষাসার-সিক্ত সেনা-মণ্ডলী স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া শীতার্ত্ত দেহের উষ্ণতা সম্পাদন করিতেছিল। একজন সৈনিক ভরসা করিয়া কম্পিতকলেবর সম্রাট্‌কে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অগ্নির পার্শ্বে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিল। নেপোলিয়ন তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, 'দয়ার্দ্রচিত্ত সৈনিক, তোমার সস্নেহ বাক্যে যাদৃশ উষ্ণতা বিধান করিতেছে, অগ্নিসেবায় ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ সেও অধিক দিনের কথা নহে, যখন আমি যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে তোমাদের সহিত একাসনে বসিয়া শূন্যমনে অগ্নি সেবা করিতাম। তদবধি সময়ের দারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছি, এক্ষণে বিদায় হইলাম।'

এইরূপে অশ্রুতপূর্ব্ব অমায়িকতা সহকারে সৈন্যসমূহ পরিদর্শন করিয়া নেপোলিয়ন অদূরবর্ত্তী হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে সার্জন জেনারেল ডিউবয় অসংখ্য শিবির সন্নিবেশ-পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার অধীনে শতাধিক সার্জন, এবং এক সহস্র নার্স (ধাত্রী) যেন আসন্ন সমরে রুধিরার্ণব

তরণের একমাত্র নৌকারূপে বিরাজিত। সম্রাট্ আসিতেছেন শুনিয়া সকলে যখন শিবিরের বাহিরে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন পাঠক কি বলিতে পারেন, সেই নরনারী-বিনির্ম্মিত সুন্দর সুদীর্ঘ মালিকায় দ্যুতিমান্ মধ্যমণি সদৃশী মুক্ত-কেশী ঐ কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ঐ আমাদের দুঃখিনী মেরি! দুঃখিনীর দুঃখ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত ডিউবর উঁহাকে ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া ওয়াটার্লুতে আনিয়াছেন। মেরি দৈনিক দশফ্রাঙ্ক করিয়া বেতন পাইতেছে। আজি দশ দিন তাহার নিয়োগ হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহার একশত ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জন হইয়াছে। যে অনাথিনী রমণী সারাদিন প্যারীর রাজপথে ভিক্ষা করিয়া দশটী পয়সা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, সেই আজি দৈনিক দশ ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জন করিতেছে, তাই কি মেরির সতত চিন্তা-ভারাক্রান্ত মলিন মুখখানি নিরতিশয় প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছে? সম্ভব নহে, কারণ যে বালিকা চিরদিন ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়াছে, এই সামান্য অর্থ তাহার কি প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে? বস্তুতঃ মেরির প্রীতি সেজন্য নহে। মেরির হৃদয়ে আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, সম্রাট্কে দেখিবে বলিয়া। ভাল, সে আনন্দ, সে হৃদয়স্ফূর্ত্তি-বিধায়িনী কৌতূহল-মাত্রা কি সমবেত সহস্র রমণীর মধ্যে আর কাহারও হইতেছে না? অবশ্যই হইতেছে, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপরের কৌতূহল এবং মেরির প্রীতি-মাত্রায় অনেক প্রভেদ, পাঠক তাহা পরে জানিতে পারিবেন। ঐ দেখুন সম্রাট্ নিকটবর্ত্তী হইতেছেন দেখিয়া চকিত হরিণী-প্রেক্ষণা মেরির নয়ন যুগল হইতে মুক্তা ফলক সদৃশ দুই বিন্দু অশ্রুর উদ্ভব হইতেছে। দেখুন দেখুন, অশেষরহস্য-সম্বলিত

সেই পবিত্র বারি-বিন্দু আবার দুঃখিনীর শ্বেত–সরোজ–সন্নিভ মনোহর গণ্ডদেশ বাহিয়া পতিত হইতেছে।

মেরির নিকটে আসিয়া সম্রাটের অশ্ব-রশ্মি সংযত হইল। অপরাপর গুণের মধ্যে সেই অসাধারণ পুরুষের এই এক মহৎ গুণ ছিল যে, যেস্থানে কোন প্রকার বিশেষত্ব বিদ্যমান আছে, সেই স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে নিপতিত হইত। তিনি শত শত রমণীকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছেন, কেহই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কিন্তু মেরি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। তিনি যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন, মেরি ততই ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দুর্ব্বল বালিকা পূর্ব্ব-স্মৃতিবায়ু বিতাড়িত কদলীর ন্যায় প্রকম্পিত দেহযষ্টি সংবরণ করিতে পারিল না, সেই হর্ষ-বিষাদ পরিপ্লুত ভাবও গোপন করিতে পারিল না, ছল ছল নেত্রও লুকাইতে পারিল না।

নেপোলিয়ন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সুন্দরি! কিসে তোমাকে ব্যাকুলিত করিতেছে? তুমি কি গৃহে স্নেহের পুতলী সন্তান ফেলিয়া আসিয়াছ? না তোমার প্রিয়তম স্বামী তোমাকে কষ্টে বিদায় দিয়াছে?'

মেরি কিছুই প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না। সে এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে সম্রাটের মুখপানে তাকাইয়াছিল। সম্রাট্ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতেই মস্তক অবনত করিল।

বুদ্ধিমান গর্দ্দভ সর্ব্বদেশেই আছে। মেরি যখন কিছু বলিতে পারিল না, তখন একজন বডিগার্ড সম্রাটের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার ভার আপন স্কন্ধেই গ্রহণ করিলেন, 'ইহা যদি আপনার মহানুভবতার প্রীতি উৎপাদন করে, তবে আমি অনুমান

এই রমণী নিজে রয়ালিষ্ট বা কোন রয়ালিষ্টের কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে। তাহাই ইহার ব্যাকুলতা ও সন্ত্রস্ত ভাবের অন্যতম কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে।,

সম্রাট্ বলিলেন, 'সম্ভব, কিন্তু ইহার সপ্রতিভ মুখমণ্ডল নির্ব্বিঘ্নতা বা অপরাধিতার পরিচয় দিতেছে না।'

তখন অন্যতম বডিগার্ড গম্ভীরস্বরে প্রস্তাব করিলেন, 'এই রমণী যদি রয়ালিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহাকে এই মুহূর্ত্তেই ধৃত করা হইবে না কেন? ছদ্মবেশিনি! তুমি কি কোন গূঢ় মন্ত্র সাধন করিবার জন্য ধাত্রী-শিবিরে প্রবেশ করিয়াছ? তুমি পরিচয় দাও, নচেৎ নিশ্চিত জানিও আমরা তোমাকে সার্লোট ডি কর্ডে বলিয়া মনে করিব।

মেরি তথাপি কোন কথা কহিতে পারিল না। সেই বজ্র-নিনাদ আকর্ণন করিয়া পুনরায় মাথা তুলিয়া সম্রাটের মুখের দিকে তাকাইল মাত্র।

নেপোলিয়ন মেরির রাকাশশধরপ্রতিভ মুখমণ্ডলের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'আপনারা উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন। এই রমণী আমাদিগকে ছলনা করিতে আইসে নাই। ইহার ব্যাকুলতা কৌতূহলাধিক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার চক্ষুতে যেন ধৃতি ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। ইহার নাতি-প্রফুল্ল অধরে কৃতজ্ঞতা, ও অশ্রু-সমূহে ব্যথিত স্মৃতির আভাস পাওয়া যাইতেছে। বোধ হইতেছে, এই অভিনব নীরব মুখ-ছবিতে যেন ফরাসী ইতিহাসের এক অধ্যায় চিত্রিত রহিয়াছে।'

সম্রাট পুনরায় মেরির দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! প্রাণ-পণে নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবে। আহত সৈনিকেরা যখন

তোমাদের নিকটে আনীত হইবে, তখন তোমরা অনন্যমনা হইয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিবে। দেখিও যেন তাহারা এই শিবিরে মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, বা তনয়ার অভাব উপলব্ধি করিতে না পারে। তোমাদিগের সাধু ব্যবসায়ের পুরস্কার নিশ্চিতই তোমরা গবর্ণমেণ্টের বা মনুষ্যের নিকট প্রত্যাশা কর না; তোমাদিগের পুরস্কার কেবল সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের হস্তেই রক্ষিত আছে।"

বজ্র-পুরুষ।

দেখিতে দেখিতে সেই কালরাত্রির অবসান হইল। প্রত্যূষে নেপোলিয়ন সেনাপতি দিগকে যুদ্ধার্থে আদেশ প্রদান করিলেন। বেলা আট ঘটিকার সময় আকাশে মেঘমালা অপসৃত হইল। সূর্য্য সমুজ্জ্বলভাবে উদিত হইলেন। দুই ঘণ্টার মধ্যেই কর্দ্দমাকীর্ণ রণভূমির শিথিলতা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল। ফরাসী সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহিগণ স্থানে স্থানে চতুরস্র নির্ম্মাণ করিয়া দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ফরাসী গোলন্দাজ সকল স্ব স্ব আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যথাস্থানে উপবিষ্ট হইল। প্রসিদ্ধ ইংরাজ সেনাপতি ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের সম্মুখে দেড়মাইল স্থান ব্যাপিয়া দুর্জ্জয় ফরাসীগণ জাতীয় অস্তিত্ব সমরে এই শেষবার দণ্ডায়মান হইল।

নেপোলিয়ন প্রকাণ্ড শ্বেতাশ্ব-পৃষ্ঠে সৈন্য শ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার বামহস্তে অশ্বরশ্মি, দক্ষিণ হস্তে দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এমন সময়ে মার্শাল নে পশ্চাদ্ভাগ হইতে দ্রুত-বেগে আসিয়া বলিলেন, 'আমার বোধ হইতেছে, ডিউক সসৈন্যে হটিতেছেন।' নেপোলিয়ন বলিলেন, 'মার্শাল তুমি ভুল দেখিয়াছ। ডিউক যে প্রকার সুবিধা জনক স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন ক্রমেই ছাড়িতে পারেন না। তিনি কি অবগত নহেন, এই সময়ে এক অঙ্গুলী পরিমিত স্থান ভ্রষ্ট হইলে সমূল বিনাশে পতিত হইবেন? ইংরাজ তত মূর্খ বা অব্যবস্থিত-চিত্ত নহে। তথাপি তাহার পাশা করচ্যুত হইয়াছে। এখন আমা-দের জয় সম্ভাবনা শতকরা নব্বইটী। যাও অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ কর। ঐ ক্ষুদ্র ইংরাজটীকে একটু শিক্ষা দেওয়ায় আবশ্যক হইয়াছে।' নে 'যে আজ্ঞা,' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

সৈন্যশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া গমনকালে প্রত্যেক সৈন্য হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল, 'ঈশ্বর তোমাকে চির-জীবী করুন।' সেই সময়ে নেপোলিয়নের প্রতি ফরাসীরা যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল জগতে সেরূপ অনুরাগের দৃষ্টান্ত আর প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ রয়ালিষ্ট লেখক লামার্টিন বলেন, সেই সময়ে নেপোলিয়নের ও ফরাসী সৈন্যের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। উভয়ের হৃদয় একই সুরে বাজিয়াছিল। উভয়ের চিন্তা ও চেষ্টায় এতই ঐক্য সংসাধিত হইয়াছিল, যে ক্ষণকালের জন্য কোন ব্যক্তি নেপোলিয়ন, এবং কেই বা তাঁহার সেনা এরূপ কোন পার্থক্যের উপলব্ধি হইল না। মুহুর্মুহুঃ কেবল ইহাই প্রতীয়মান হইতে

লাগিল যেন সমগ্র প্রান্তরব্যাপী একই নেপোলিয়ন অতি প্রকাণ্ড বজ্র-পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

ওয়াটার্লু।

১৮ই জুন রবিবার বেলা এগারটার সময় ওয়াটার্লুর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী যোদ্ধৃগণ জ্ঞানপূর্ব্বক সেই পবিত্র পর্ব্বদিনের অবমাননা করিলেন। ফরাসী গোলন্দাজগণ যখন সর্ব্ব প্রথম কামান আওয়াজ করিল, তখন ইংরাজের অন্যতম জেনারেল পিক্‌টন ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন, এগারটা বাজিয়া পঁয়ত্রিশ মিনিট হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে গোলাগুলির শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে স্থান অবাত-বিক্ষোভিত স্থির সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল, সেই স্থান এক্ষণে ভীষণ রণতরঙ্গে আকুল হইয়া পড়িল। ভীষণ হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইল, চতুর্দ্দিকে রুধিরধারা প্রবাহিত হইল। আহত জনগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে, ততোধিক অশ্বকুলের বিকট চীৎকারে, কর্ণে অসহ্য পীড়া উপস্থিত; কিন্তু চিন্তা নাই, অবিশ্রান্ত কামান-গর্জ্জনে সে কর্ণের বধিরতা সম্পাদিত হইতেছে।

কর্ণের পাপ ত এক প্রকার মিটিয়া গেল। এখন রহিলেন চক্ষু। ঐ যে ছিন্নগ্রীব, লূনবাহু, চূর্ণপদাস্থি, ভগ্নপঞ্জর, বিবৃতজঠর, রুধির-রঞ্জিত মনুষ্য ও পশুকুল, কেহ ঘূর্ণ্যমান, কেহ

পলায়মান, কেহ ধরাশায়িত, পদদলিত, চক্রমর্দ্দিত, মর্ম্মরায়িত ও নিষ্পিষ্ট, চক্ষু ত আর সহ্য করিতে পারেন না। না, তাহারও উপায় হইতেছে। কামানের মুখোত্থিত প্রভূত ধূমরাশি কুজ্ঝটিকার ন্যায় দিক্‌দিগন্তর বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে। কামান যেন তাহার নিদারুণ হত্যাকাণ্ড লোক-লোচনের অন্তরালে লইয়া যাইতেছে। কষাই যেমন নিরপরাধ পশুকে হত্যা করিবার সময় গৃহদ্বারের আবরণ টানিয়া দেয়, কামানসকলও সেইরূপ ধূমরূপ আবরণ বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে বিশ্বনৈষ্ঠুর্য্যের অভিনয় করিতেছে।

এখন চক্ষুঃ ও কর্ণ উভয়েরই পাপ মিটিয়া গেল, রহিলেন কেবল স্মৃতি। রহিলেন বিবেক। আচ্ছা, কালে তাঁহাদেরও শান্তি হইতে পারে।

যুদ্ধমাত্রেই বর্ণনাতীত ব্যাপার। তাহাতে আবার যে যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ কুড়াইয়া কালান্তক-যমোপম অস্ত্র সকল আহৃত হইয়াছিল, তাহার আবার বর্ণনা কি? সে ত মূর্ত্তিমান্ ধ্বংস, ভীষণ দাবদহন, নিরবচ্ছিন্ন মহাপ্রলয়। কে কোথায় মরিল, কখন মরিল, কাহার হস্তে মরিল, কি ভাবে মরিল, কিছুরই স্থিরতা নাই। কে কি বলিল, কে কি করিল, কে আদেশ দিল, কে প্রতিপালন করিল; কেমন করিয়া এক গোলায় এক রেজিমেণ্ট উজাড় হইল, কেমন করিয়াই বা তিন শত গোলার মধ্য হইতে একটী লোক বাঁচিয়া আসিল, কেহই ইহার যথাযথ প্রত্যুত্তর দান করিতে পারে না। এই নিমিত্তই স্বয়ং 'নেপোলিয়নকে কোনও যুদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কেবল এই কথাই বলিতেন, 'আমি বিশেষ কিছু অবগত নহি। প্রত্যেক সৈন্য যদি আপনার নিজের

জীবনী লিখিয়া মরিতে পারিত, তাহা হইলে আপনারা প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিতেন।'

ইংরাজ-সেনার কেন্দ্রস্থলে প্রিন্স অব্ অরেঞ্জ সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, 'হটিওনা, কখনও হটিওনা, হটা বলিয়া যদি কোন কথা থাকে তাহা ভুলিয়া যাও।'

ইংরাজ সেনার দক্ষিণ পক্ষে লর্ড হিল, তাঁহার সম্মুখে ডি এরলন, এবং বাম পক্ষে পিক্‌টন, তাঁহার সম্মুখে রেলি ভীমপ্রতাপে যুদ্ধ করিতেছেন।

নেপোলিয়ন্ লা হে সেণ্ট নামক স্থানে ইংরাজের অন্যতম কেন্দ্র আক্রমণ করিলেন। নে পাপি-লোটের দিকে অগ্রসর হইলেন্। হিউগোমণ্ট ফরাসী বহ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল। পিক্‌টনের মস্তকের ভিতর দিয়া ফরাসী দিগের গুলি চলিয়া গেল। পিক্‌টন ধরাশায়ী হইলেন। পাপিলোট বিধ্বস্ত হইল। বেলা চারিটার সময় লা হে সেণ্টও অধিকৃত হইল। সেই স্থানে জর্ম্মান সৈন্য গণের মধ্যে মাত্র ৪২জন জীবিত ছিল। কর্ম্মচারী দিগের মধ্যে পাঁচজন ব্যতীত আর সকলেই নিহত হইয়াছেন। বেয়ারিং স্থান ভ্রষ্ট এবং এ্যাল্‌টেন নিপতিত। পন্‌সন্‌বির অধীনস্থ বারশত অশ্বসেনার ছয়শত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে। হ্যামিলটন আহত, মেটার নিহত, এবং পন্‌সন্‌বি সাতটী আঘাতে ধরাশায়িত হইয়াছেন। গর্ডন মরিয়াছেন, মার্শ মরিয়াছেন। ওয়েলিংটনের পঞ্চম ও ষষ্ঠ বিভাগের সামরিক অস্তিত্ব জগতের স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পুনরায় ইংরাজ সৈন্যের কেন্দ্র হইল মণ্টসেণ্ট জিন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ডিউক নানাস্থানে অপদস্থ হইয়া কেন্দ্র স্থলেই সমগ্র

নিপতিত হইল। ভয়ানক কর্দ্দমে অশ্বের পা দাবিয়া যাইতে লাগিল, তদুপরি ইংরাজ সৈন্যগণ অবিশ্রান্তগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে অশ্বে ও মনুষ্যে এক অপূর্ব্ব সেতু প্রস্তুত হইল, সেই সেতুপথে আর এক সহস্র অশ্ব মরিবার জন্য পার হইল। মার্শাল নে তৃতীয় সহস্র লইয়া অগত্যা হটিয়া আসিলেন।

এই ফরাসীদিগের পরাজয়ের সূত্রপাত হইল। কিন্তু তাহারা সহজে হটিবার লোক নহে। এক দিকে ভগ্নোদ্যম হইলে কি হয়? এক্ষণে তাহারা সমস্ততঃ বল প্রয়োগ করিতে লাগিল। ইংরাজের সর্ব্বদিক যুগপৎ আক্রান্ত হইল। মার্শাল সুল্ট ভীম পরাক্রম প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ডিউকের সৈন্যগণ দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়মান হইল। ব্রান্‌স্‌উইকের সেনা বিভাগ "ইংরাজের পরাজয় হইয়াছে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ব্রসেল্‌সের দিকে চলিয়া গেল। ইংরাজের সৈন্যগণ ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। কম্পান্বিত কলেবর ডিউক সমর ক্ষেত্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'হয় রাত্রি, না হয় ব্লুকার, ইহা ভিন্ন পরিত্রাণের উপায়ান্তর দেখিতেছি না।'

এই সময়ে পশ্চিম গগন-প্রান্তে যেন মেঘের উদয় হইল। ক্ষণকালের মধ্যেই প্রতীত হইল, মেঘারম্ভ নহে, কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য আসিতেছে। নেপোলিয়ন আশা করিলেন, 'গ্রাকি'। ওয়েলিংটন আশা করিলেন 'ব্লুকার'। ডিউকের আশা ফলবতী হইল। ব্লুকারের অগ্রবর্ত্তী সেনাবিভাগ সহ জেনারেল বুলো আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফরাসীরা দারুণ নৈরাশ্যে পতিত হইল।

গ্রাকি আসিতেছেন না কেন? তিনি দশ মাইলের মধ্যে অবস্থান করিয়া মুহূর্মুহুঃ ঘোরতর কামান ধ্বনি শুনিতেছেন, তথাপি তাঁহার চৈতন্য নাই। জেনারেল এক্‌সেল্‌ম্যান, কাউন্ট জিরার্ড প্রভৃতি মাননীয় সেনানীগণ গ্রাকিকে পুনঃ পুনঃ ওয়াটার্লুর দিকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন, তথাপি গ্রাকি স্বস্থান পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সমস্ত দিন এই ওজর করিয়া কাটাইতেছেন, সম্রাট্ আমাকে ব্লুকারের অনুসরণ করিতেই আদেশ দিয়াছেন, ওয়াটার্লুতে যাইতে বলেন নাই।' ব্লুকার যে তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া ওয়াটার্লু যাত্রা করিয়াছেন, তাহা কি গ্রাকি জানিতেন না? ফলতঃ গ্রাকির এই দিবসের ব্যবহার জগতের ইতিবৃত্তে চিরান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে।

ব্লুকারের ষাট সহস্র সৈন্য ফরাসীদিগের পশ্চাদ্‌ভাগ ছাইয়া ফেলিল। এই সময়ে গ্রাকির ত্রিশ সহস্র আসিলে আর কাহাকেও গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইত না। কিন্তু সমস্তই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে প্রসিয়ার সৈন্যগণ ফরাসীদিগের দক্ষিণ ভাগে এবং ইংরাজ সৈন্যগণ সম্মুখভাগে সংস্থিত হইল। নির্ভীক ফরাসীগণ উচ্চৈঃস্বরে 'ভাইভ এল্ এম্পারার' বলিয়া নিনাদ করিতে করিতে সম্রাট্‌কে বেষ্টন করিল। নেপোলিয়ন অবিলম্বে ইম্পিরিয়াল গার্ড নামক অশ্ব সেনা লইয়া ব্লুকারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। প্রধান প্রধান সেনানীগণ অবস্থানুসারে তাঁহাকে স্বয়ং অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। সকলের অনুরোধে ফ্রান্সের গৌরব স্বরূপ সেই মহতী অশ্ব-সেনা পরিচালনার ভার নের প্রতি অর্পিত হইল।

ব্লুকার অনবরত গোলা বর্ষণ করিতে ছিলেন। মার্শালের চারিটী অশ্ব নিহত হইল, এইবার তিনি পঞ্চম অশ্বে আরোহণ করিলেন। অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণে তাঁহার সৈন্য সমূহ ক্রমাগত ধরাশায়িত হইতে লাগিল। তথাপি উৎসাহের ভঙ্গ নাই, গতির নিবৃত্তি নাই। একটা ভয়ঙ্কর গোলা আসিয়া তাঁহার অশ্বটীকে কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। তিনি ভূপতিত হইয়াও সজোরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত, সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত, হস্তে ভগ্ন অসি, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে ফেন উদ্গীর্ণ হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, 'সৈন্যগণ আইস, মার্শাল নে কি প্রকারে প্রাণত্যাগ করে, তাহা দেখিয়া যাও। ইংরাজের গুলি তোমাদিগেই লাগিতেছে, আমাকে লাগিতেছে না কেন? হায়! সমস্তই বৃথা হইল, ফ্রান্স গেল, কিন্তু নে এখনও মরিল না! হে ইংরাজের উপাদেয় গুলি সকল! আমি তোমাদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছি।' হতভাগ্য মার্শাল! তুমি ফরাসী গুলির জন্য রহিলে।

মেরির ঘরে।

নেপোলিয়নের স্বহস্ত-গঠিতা মহাবলশালিনী অশ্বসেনা ওল্ড গার্ডনামে অভিহিত ছিল। ইহার ন্যায় তেজস্বিনী সেনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কখনও সংগঠিত হয় নাই। তাহার সেনাপতি ক্যাম্ব্রোন নেপোলিয়নের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'আপনি ত এখনও মরিলেন না, ব্লুকার এবং ওয়েলিংটন উভয়েই

অর্দ্ধমাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সম্ভবতঃ আপনার অনুসরণ করিবে। আপনি বডিগার্ড সহ এই বেলা অশ্বকে কষাঘাত করুন। আমি অবশিষ্ট দশসহস্র সৈন্য লইয়াই সময়লাভের চেষ্টা করিতেছি।

নেঁপোলিয়ন মাথা নাড়িলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর ধারায় অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, বলিতে কান্না পাইল, বলিতে পারিলেন না। সেই একদিন সাতবৎসর বয়সে কর্সিকা হইতে, বিদ্যাশিক্ষার্থে ফ্রান্স-যাত্রাসময়ে স্নেহময়ী জননী লিটিসিয়া র‍্যামলিনীর অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিয়াছিলেন, আর আজি এই সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে ওয়াটার্লু পরিত্যাগ কালে প্রভূত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া কাঁদিলেন। মধ্যবর্ত্তী চল্লিশ-বৎসরকাল সম্পদে বিপদে কেহ কখনও সেই মহা পুরুষের চক্ষে বারিবিন্দু সন্দর্শন করে নাই।

নেপোলিয়ন তেরজন বডিগার্ড সহ সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীষণ কোলাহলের মধ্যে 'গ্রাকি···রিটারন' এইরূপ আওয়াজ অনেকের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার বোধ হয় অর্থ এই যে, যদি গ্রাকির সাক্ষাৎ পাই, ফিরিয়া আসিব।

অবিলম্বে ওয়েলিংটন ও ব্লুকার পরস্পর রক্তাক্ত করমর্দ্দন করিলেন। অচিন্ত্য-পূর্ব্ব জয়োল্লাসে কিয়ৎক্ষণ উভয়ের বাক্য-স্ফূর্ত্তিই হইল না। অনন্তর ডিউক বলিলেন, 'আমার সৈন্যগণ সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আমি আর শত্রুসৈন্যের অনুসরণ করিতে পারি এমন বোধ হয় না।' ব্লুকার বলিলেন, 'আপনি যথেষ্ট করিয়াছেন, যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা আমিই নির্ব্বাহ করিতেছি।'

এইরূপ বলিয়া ব্লুকার ভীত সন্ত্রস্ত ও পলায়মান ফরাসী সৈন্যের উপর অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আদেশ দিলেন একজন ফরাসীও আর যেন জীবিত না থাকে। সেই বৃদ্ধ ও নিষ্ঠুর ব্লুকার বন্দীদিগকেও বধ করিতে লাগিলেন, এমন কি যাহারা আত্মসমর্পণ করিল, তাহারাও সেই পাষাণ-হৃদয় কসাইএর হস্তে অব্যাহতি পাইল না। ডিউক মহাশয় এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড দেখিয়া মনে মনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু সেই বিপত্তির মধুসূদন ব্লুকারকে ভরসা করিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

ক্যাম্ব্রোন অশ্বপদাতি সম্বলিত পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া ওয়াটার্লু প্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। লক্ষাধিক লোকের সম্মুখে এই মুষ্টিমেয় সৈন্য দেখিয়া ডিউক মহাশয়ের হৃদয়ে করুণার উদয় হইল। তিনি অবিলম্বে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তোমরা আর বৃথা প্রয়াস পাইতেছ কেন, আত্ম-সমর্পণ কর।' প্রত্যুত্তরে তেজস্বী ক্যাম্ব্রোন জলদগম্ভীর-স্বরে যে কথা কহিলেন, যে কথা জগতের ইতিবৃত্তে অনন্তকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, সে কথা এই— 'আমরা কখনও আত্মসমর্পণ করিতে শিখি নাই, মরিতে শিখিয়াছি।'

অমনি দুই দিক্ হইতে কামান গর্জিয়া উঠিল। ক্যাম্ব্রোনের অশ্বসেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শত্রুসৈন্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইল। ফরাসীদিগের গুলি বারুদ পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়াছিল। এই ইংরাজের কামান গর্জিল। ঐ প্রসিয়ার অগ্নিবৃষ্টি হইল। ফরাসীরা আদৌ তাহার উত্তর দিতে পারিল না। অব্যাহত ও অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণে দশ মিনিটের মধ্যেই ফ্রান্সের ওল্ড গার্ড

জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ধূমরাশি অপসারিত হইলে দৃষ্ট হইল, তাহাদের এক ব্যক্তিও আর নড়িতেছে না, একটী অশ্বও আর পদ-সঞ্চালন করিতেছে না, সকলেই যেন ধরার অঙ্কে নিশীথ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে।

পাঠক, এই গুল্ড গার্ডের অনেক আহত সৈন্য রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সমরাঙ্গনে পড়িয়াছিল। রুকার যখন স্বদলবলে শত্রু-সৈন্যের অনুসরণ করিলেন, তখন ডিউক মহাশয় অনন্য-মনে, সমরক্ষেত্রে কে কোথায় আহত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। শত্রুমিত্র-নির্ব্বিশেষে এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। পরাভূত শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহার ইংরাজ জাতির স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। কি ইংরাজ কি ফরাসী, সকলের প্রতিই সমান দয়া বিতরিত হইতে লাগিল। ডিউকের সৈন্যেরা মশাল হস্তে উল্লিখিত আহত সৈন্যের নিকট উপস্থিত হইল। সঙ্গীনের আঘাতে তাহার একটী চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, অপরটীরও অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ শুশ্রূষা করিতেই তাহার জ্ঞানোদয় হইল। সে তাহার নাম বলিল কর্ণেল হেবার্ট। হেবার্টকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'তুমি কোন হাসপাতালে যাইতে ইচ্ছা কর?' সে কহিল, 'কেন? জাতীয়।' দুই জন ইংরাজ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া অদূরবর্ত্তী ফরাসী হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিল। হেবার্টকে মেরির ঘরে দেওয়া হইল।

তবে তুমি মেরি নহ।

জগতের পরিণাম শান্তি। জলে লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর, তরঙ্গ উঠিবে, কিন্তু আবার তখনই দেখিতে পাইবে, কে যেন তাহাকে

শান্তির দিকে লইয়া যাইতেছে। প্রবল ঝটিকা-বেগে সমুদ্র বিচলিত হয় বটে, কিন্তু তাহাও পরিণামে শান্ত হইয়া থাকে। সমুদ্যত মেঘমালা অবিরত বজ্রধ্বনি-সহকারে সৃষ্টি-বিলোপের উপক্রম করে, আবার কে যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকেও শান্ত করিয়া দেয়। রোগ ভোগ শোক তাপ বন্ধন ব্যসনাদি প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব ধারণ করিয়া কতই বিভীষিকা বিস্তার করে, কিন্তু কালে তাহারও শান্তি বিহিত হয়। তাই বলিতেছি জগতের পরিণাম শান্তি। শান্তিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য পদার্থ, শান্তিই জীবের গতি, শান্তিই জীবের ঈশ্বর।

নিশীথ সময়ে সেই ভীষণ ওয়াটার্লু ও শান্তভাব ধারণ করিল। যে স্থানে সমস্ত দিন কালান্তক বজ্রনিনাদ হইতেছিল, সেই স্থানে এখন ধাত্রীগণের মৃদু মধুর আশ্বাস বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। যে স্কন্ধে অবিরত অসির আঘাত হইতেছিল, সেই স্কন্ধই এখন স্নেহময়ী রমণীগণের সুকোমল বাহুবল্লী বেষ্টন করিয়া ধরিল। যে স্থানে বন্দুকের গুলি ছুটিতেছিল, সেই স্থানেই আবার বন্য পুষ্পরাজী প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে মনোহর সৌরভ ছুটাইতে লাগিল। যে গগন বিকট গন্ধক-ধূমে আচ্ছাদিত হইয়াছিল, সেই গগনে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য সহকারে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া যেন প্রীতি বিস্ফারিত নেত্রে বলিতে লাগিলেন, 'মানব ভুলিয়া যাও, এই পাপ সমরের কথা ভুলিয়া যাও, ওয়াটার্লুর বিশ্বনৈষ্ঠুর্য্যের কথা পাশরিয়া যাও। এই সুগভীর রুধির-সমুদ্রের অন্তস্তলে যে সুবিমল নীতি-রত্ন পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাই কুড়াইয়া লও।'

রাত্রি তিনটার সময় হেবার্ট বিষম চীৎকার করিয়া উঠিয়া বসিল। পার্শ্ববর্ত্তিনী ধাত্রী মেরি তাহাকে সাপটিয়া ধরিল, এবং ধীরে ধীরে

পুনরায় শয়ন করাইল। 'মনসিওর কর্ণেল, আপনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন কেন? আপনার কেমন ঠেকিতেছে বলুন।'

হেবার্ট বলিল, 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কেহ যেন আমাকে পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠাইয়া তথা হইতে অনন্ত অগাধ অন্ধকারময় গহ্বরে ফেলিয়া দিতেছে, এমন সময়ে আমার পরিত্যক্তা স্ত্রী মেরি আসিয়া আমাকে সাপ্‌টিয়া ধরিল। আমি পড়িনাই, রক্ষা পাইয়াছি।'

মেরি সঘনে মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। কর্ণেলের ভয়ানক জ্বর আসিয়াছিল, এখন দাহ উপস্থিত হইল। মেরি সস্নেহে তাহার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে লাগিল। সার্জনেরা তাহার দুইটী চক্ষুই বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। হেবার্ট বলিল, 'নার্স! আমার দক্ষিণ চক্ষুটী একেবারে নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু অপরটীর জ্যোতিঃ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই। তুমি যদি দয়া করিয়া সেইটীকে খুলিয়া দাও।'

মেরি বলিল, 'সার্জনের আদেশ লইয়া আমি প্রভাতে আপনার চক্ষু খুলিয়া দিব। এখন খুলিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে পারে। আপনি এক্ষণে ঘুমাইয়া থাকুন।'

হেবার্ট বলিল, 'আমি আর নিদ্রা যাইতে পারিব না, অনেক কথা আমার মনে পড়িতেছে। আমি স্বপ্নে মেরিকে দেখিলাম কেন? আবার দেখ, তোমার কণ্ঠস্বর মেরির মত শুনিতেছি। আমি অনেক দিনের পর সেই বীণাবিনিন্দিত মনোহর ঝঙ্কার পুনরায় আমার কর্ণে সুধাধারা ঢালিয়া দিতেছে। একবার ভাবিতেছি তুমিই মেরি, আবার ভাবিতেছি তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়। আচ্ছা, তুমি যদি আমার চক্ষু খুলিয়া না দাও, তবে তোমার কেশপাশ আমার হস্তোপরি বিন্যস্ত কর। তাহা হইলেও আমি

বুঝিতে পারিব তুমি মেরি কি না। মেরির মনোহর কেশরাশি ময়ূরপুচ্ছ অপেক্ষাও চিক্কণ এবং রেশম অপেক্ষাও কোমল ছিল। আমি ঘোর অন্ধকারে শত রমণীর মধ্যে, কেবল কেশস্পর্শ করিয়াই মেরিকে চিনিতে পারিতাম।'

সেইস্থানে ব্যাণ্ডিস্ বাঁধিবার এক গোছা সূত্র পড়িয়াছিল। মেরি শশব্যস্তে তাহাই লইয়া কর্ণেলের হস্তোপরি বিন্যস্ত করিল। রোবার্ট বলিল, 'না, তবে তুমি মেরি নহ।'

ম্যাজেষ্টির ভূত।

রাত্রি একটার সময় নেপোলিয়ন কোয়ার্টার ব্রাসে উত্তীর্ণ হইলেন। এই স্থানে কতিপয় ছিন্নভিন্ন রেজিমেণ্ট পুনর্গঠন করিবার আদেশ দিতে তাঁহার এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। সেই সময়ে অনুসরণকারী শত্রুর কামান ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল।

মধ্যাহ্ন সময়ে নেপোলিয়ন জিরার্ড নামক জনৈক সুচতুর সৈনিককে গ্রাকির অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ইউরোপে জিরার্ডের ন্যায় অশ্বারোহী আর কেহই ছিল না। জিরার্ড প্রথম, এবং নেপোলিয়ন দ্বিতীয়, কেন না সম্রাট্ ঘোড়ার বগ্ জানিতেন না।

জিরার্ড ডিউকের সৈন্যব্যূহের পার্শ্বদিয়া এমন বেগে চলিয়া গেল, যে তাহারা গুলি করিবার অবসর পাইল না। বহুদূর যাইয়া জিরার্ড এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় একোন প্রাচীন বৃক্ষের কোটরে একটী লোক দাঁড়াইয়া ছিল। সে জিরার্ডকে দেখিয়া বলিল, 'অশ্বসাদী ভূত, তুমি কোথায় যাইতেছ?' জিরার্ড কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, 'তুমি কি বনের অপর পার্শ্বে প্রসিয়ান রেজিমেণ্ট দেখিতেছ না? যদি প্রাণ বাঁচাইতে চাহ,

শীঘ্র ঐ সরাইএ প্রবেশ কর।' এই ব্যক্তি বেলজিয়ান বটে, কিন্তু ফরাসীদিগের সহিত উহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

জিরার্ড সরাইএ প্রবেশ করিল। সরাই-ওয়ালা পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যদলে কার্য্য করিত। নেপোলিয়নের লোক বলিয়া সে জিরার্ডকে বিমুখ করিল না। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই পথে ব্লুকারের ষষ্টি সহস্র সেনার অভিযান চলিল। জিরার্ড রাস্তার ধারে দ্বিতল গৃহে বসিয়া সমস্তই দেখিতে লাগিল। তাহার ভারি সুবিধা হইল।

তাহার আরও সুবিধা হইল যে সরাইটা সাতিশয় পুরাতন ছিল। তাহার ছাতে এক স্থানে একখানি টালি সরিয়া গিয়াছিল। যে সকল প্রসিয়ান সরাইএ ঢুকিতে লাগিল, তাহারা কে কি বলে, জিরার্ড তাহারও তদ্বির করিতে সমর্থ হইল।

তিনজন পীড়িত সৈনিক লইয়া একজন সার্জন তথায় প্রবেশ করিলেন। 'সরাই ওয়ালা, আমাকে এক বোঝা খড় দাও, আমার রোগীরা মেজেয় পড়িয়া রহিল।'

গৃহস্বামী বলিল, 'আমার খড় নাই।' পীড়িত সৈন্যেরা চীৎ হইয়া শুইয়া ছিল। একজন উল্লিখিত রন্ধ্র দিয়া দেখিল যে উপরে বিস্তর খড় রহিয়াছে। সে সার্জনকে সে কথা বলিয়া দিল। সার্জন সিঁড়ির দিকে গেলেন। সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী জিরার্ড অমনি নিষ্কোষিত অসি হস্তে দরজা চাপিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে ভয় নাই, বরং উৎসাহ হইল। 'সিঁড়ির দ্বারে ত আর কামান চালাইতে পারিবে না! আমি গ্রেপ্তার হইবার পূর্ব্বে এইখানে অন্ততঃ এক রেজিমেণ্ট নির্ব্বাহ করিব।' উদ্যোগী লোকের বিপদই সম্পদ্।

সার্জনের পদাঘাতে সেই জীর্ণদ্বার ভগ্ন হইল। সম্মুখে কালান্তক যমের ন্যায় জিরার্ড। সার্জন চকিত হইয়া কহিলেন, 'ফরাসী শার্দ্দূল! তুমি আমার প্রাণ লইবে কেন?'

'তুমি যদি অগ্রেই আমার প্রাণ লও।' সার্জন কহিলেন, 'গর্দ্দভ, প্রাণ লওয়া আমার ব্যবসা নহে, আমার ব্যবসা প্রাণ দান করা। আমি তোমার রহস্যের উদ্ভেদ করিতে যাইতেছি না। তুমি আমাকে খড় লইতে দাও।' জিরার্ড নিজেই খড় পাড়িয়া দিল।

ক্ষণকাল পরে সেইস্থানে ব্লুকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টেবলের উপরে ম্যাপ বিস্তার করিয়া, তিনি জেনারেল দিগকে আদেশ করিলেন, 'অবিলম্বে কুড়িজন অশ্বারোহী পারীর পথে প্রেরণ কর। সম্ভবতঃ আমরা সন্ধ্যার পর ওয়াটার্লু হইতে নেপোলিয়নের অনুসরণ করিব। তাহারাও যেন ঐ সময়ে ওয়াটার্লুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহা হইলে ফরাসী সম্রাট্ পথিমধ্যেই ধৃত হইবেন।'

জিরার্ড এই গুপ্ত মন্ত্র শুনিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার অবিলম্বে ফরাসী শিবিরে আসা কর্ত্তব্য হইলেও, যতক্ষণ ব্লুকারের শেষ সৈন্যটী পর্য্যন্ত সেই পথ দিয়া চলিয়া না গেল, ততক্ষণ সে বাহির হইতে পারিল না। পীড়িত সৈনিকেরা আপন আপন পোষাক দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। চারিটার সময় জিরার্ড উহার একসেট্ আত্মসাৎ করিয়া লম্ফ প্রদানে বাহির হইল। সৈনিকেরা 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দুই একজন প্রহরীও দৌড়িয়া আসিল। চোর তখন অর্দ্ধমাইল চলিয়া গিয়াছে। পোষাকের গুণে জিরার্ড পথে আর কোন বিপদে পড়িল না।

নেপোলিয়ন যখন কোয়াটার ব্রাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, তখন পার্শ্বদেশে অকস্মাৎ জিরার্ডকে দেখিতে পাইলেন। প্রকৃত বড়লোকের চরিত্রে কোন ভাবেরই অভাব হয় না। তাঁহারা যেমন গুরু তেমনই লঘু হইতে পারেন। যে স্থানে গম্ভীর হইবার প্রয়োজন, সে স্থানে নেপোলিয়ন এমন গম্ভীর হইতেন যে, লোকে তাঁহাকে পাষাণ-প্রতিমা বলিত। আবার কৌতুকের সময় পাইলে, তিনি কৌতুকও করিতেন। তিনি জিরার্ডকে কহিলেন, 'আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি মরিয়াছ। আমি বোধহয় জিরার্ডের ভূত দেখিতেছি।' জিরার্ডও ছাড়িবার পাত্র নহে। সে কহিল, 'আমিও বোধ হয় ম্যাজেষ্টির ভূত দেখিতে যাইতেছি।'

সকলে অশ্বকে কষাঘাত করিলেন। প্রত্যূষে দিঙ্মণ্ডলে কতিপয় অশ্বারোহী দৃষ্ট হইল। নেপোলিয়ন বলিলেন, 'উহারা ফ্রেঞ্চ।' জিরার্ড বলিল, 'উহারা প্রসিয়ান।' সম্রাট সে কথা উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, জিরার্ড তাঁহার অশ্বের বল্গা চাপিয়া ধরিল। ক্রমে অশ্বারোহিগণ নিকটবর্ত্তী হইলে, সকলেই উহাদিগকে প্রসিয়ান বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি জিরার্ড অমনি বলিল, 'ইওর ম্যাজেষ্টিস হাট এণ্ড কোট।' নেপোলিয়ন হাটকোট খুলিয়া দিলেন। একখানা ভগ্ন শকটের অন্তরালে জিরার্ড সম্রাট্ সাজিল। সম্রাট্ও জিরার্ডের লম্বাকোটে আচ্ছাদিত হইলেন। জিরার্ড সম্রাটের দিকে চাহিল। সম্রাট্ বলিলেন, 'তুমি বোধ হয় ম্যাজেষ্টির ভূত দেখিতেছ।' জিরার্ড অভিবাদন করিয়া যেমন অগ্রসর হইল, প্রসিয়ানগণ অমনি 'ঐ সম্রাট' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জিরার্ড লম্ফপ্রদানে রাস্তার পার্শ্বস্থিত পয়ঃপ্রণালী পার হইল। শত্রুরাও তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইল।

জিরার্ড দুর্গম প্রান্তর পল্লী দিয়া যাইতেছে। কেবল যাওয়া নহে। আলেয়া যেমন পথিককে ভুলাইয়া বিপথে লইয়া যায়, প্রতিভাশালী জিরার্ডও সেইরূপ প্রসিয়ার বর্ব্বর দিগকে ধ্বংসে লইয়া যাইতেছে। যাহাদের নিতান্ত পরমায়ুঃ ছিল, তাহারা অল্পেই নিবৃত্ত হইল। কিন্তু যিনি একেবারে আসন্নশমন, তিনি জিরার্ডের অশ্বলাঙ্গুল স্পর্শ করিয়াই চলিলেন। সম্মুখে এক প্রাচীর পড়িল। জিরার্ডের গতিরোধ হইল দেখিয়া প্রসিয়ান বলিল, 'ম্যাজেষ্টি বোধ হয় এইবার আত্মসমর্পণ করিলেন।' জিরার্ড গম্ভীরস্বরে কহিল, 'সৈনিক, তুমই কৃতকার্য্য হইলে। ইতিহাসে তোমার নাম ফরাসী সম্রাটের পার্শ্বেই লিখিত থাকিবে। এই আমার অসি লও।' নির্ব্বোধ প্রসিয়ান আনন্দবিস্ফারিতনেত্রে সম্রাটের অসি ধরিতে গেল। জিরার্ড বিদ্যুৎবেগে তীক্ষ্ণধার অসি তাহার কক্ষে বসাইয়া দিল। হতভাগ্যের ভবলীলা সাঙ্গ হইল। শুনিতে পাওয়া যায় ঐ দলের আরও দুইজন প্রসিয়ান সেই দিন জিরার্ডের হস্তে নিহত হইয়াছিল।

আমরা তোমার সহিত মরিব।

ব্লুকার আসিয়া সর্ব্বাগ্রে পারী অবরোধ করিলেন। ক্রমশঃ ওয়েলিংটন, রুষ সম্রাট্, এবং অষ্ট্রিয়াধিপতিও আসিয়া জুটিলেন। সপ্তাহের মধ্যেই অবরোধকার্য্য সম্পন্ন হইল। শত্রুসৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় পারীর উপকণ্ঠ ছাইয়া ফেলিল। সম্রাট্ অদূরবর্ত্তী ইলাইসি প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পারীতে তাঁহার অন্যতম সহোদর লুই বোনাপার্টের অধীনে ত্রিশ সহস্রের অধিক সৈন্য ছিল না।

কোসাকগণ বর্ব্বর্তা করিতে আরম্ভ করিল। নগর মধ্যে কামানের গোলা পতিত হইতে লাগিল। পুরবাসিগণের প্রাণ-সংশয় হইয়া উঠিল। লুই অবস্থানুসারে সম্রাটের বিনা অনুমতি-তেই আত্ম সমর্পণ করিলেন।'

শত্রুগণ পারী প্রবেশ করিল। টুইলারি অধিকার করিল। অধি-বাসীরা অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক, কেহ কেহ বা সঙ্গীনের ঘা খাইয়া, বাসস্থান ছাড়িয়া দিল। দুরন্ত কোসাকগণ স্থানে স্থানে অকথ্য বিভীষিকা বিস্তার করিতে লাগিল। সম্মিলিত শক্তিগণ প্রচার করিলেন, 'যে পর্য্যন্ত নেপোলিয়ন সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফ্রান্স ছাড়িয়া না যান, সে পর্য্যন্ত আমরা পারী ছাড়িয়া নড়িব না।'

এ দিকে ইলাইসির প্রান্তরে লোক ধরিতেছে না। গ্রাকি চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া উপস্থিত। আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন? মার্শাল নেও পুনরায় বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। গোলন্দাজ সেনাও পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। তাহার উপর আবার লক্ষ লক্ষ রব 'ভাইভএল এম্পারার' ধ্বনিতে দিগন্ত কম্পিত করিতে লাগিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে রমণীগণ পর্য্যন্ত সকলেই পুনরায় ফ্রান্সের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সেই বিস্তীর্ণ ইলাইসি প্রান্তরে মুহুর্মুহুঃ এই অশ্রুতপূর্ব্ব নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল, 'আমরা তোমার সহিত মরিব, ফ্রান্স তোমার সহিত মরিবে।' নেপোলিয়ন শত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও যত বড় না হইয়াছিলেন, এক ওয়াটার্লুর পরাজয়ই তাঁহাকে তত বড় করিয়া তুলিল।

নেপোলিয়নের ন্যায় বীরের পক্ষে উল্লিখিত দৃশ্য সামান্য প্রলোভন জনক নহে। যিনি এক লক্ষ সৈন্য লইয়াই প্রায় দশ

শুদ্ধ শত্রু-সৈন্যের বিনাশে উন্নত হইয়াছিলেন, সে ও গ্রাকির ত্রুটি না হইলে, যিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যও হইতে পারিতেন, তিনি এক্ষণে ইঙ্গিত মাত্রেই দশ লক্ষ লোক শত্রু-সৈন্যের সম্মুখীন করিয়া অবরুদ্ধ পারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, ইহা কখনই সামান্য উৎসাহের বিষয় হইতে পারেনা। কিন্তু বড় লোকেরা পতনে আরও বড় হইয়া থাকেন। ওয়াটার্লু'র পরাজয়ে মহৎ নেপোলিয়ন আরও মহত্তর হইয়াছিলেন। পার্থিব সমৃদ্ধির পরা-কাষ্ঠা লাভের পর সেই মহানুভবের অন্তঃকরণে এখন বৈরাগ্যের উদয় হইতেছিল। বহুদিনের তামসিক ও রাজসিক ভাব অতিক্রম করিয়া যেন চিত্তক্ষেত্রে সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে রুধিরাতঙ্কও উপস্থিত হইল। 'না, আর রক্তপাতের প্রয়োজন নাই।'

তিনি এই বলিয়া দৌত্যবিশারদ কলেন কোর্টের প্রতি আদেশ করিলেন, 'তুমি আমার শত্রুদিগকে বল, আমি সিংহাসন পরিত্যাগ করিতেছি, তাহারাও ফ্রান্স ছাড়িয়া চলিয়া যাউক। নচেৎ জন-সাধারণ যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই রক্তপাত হইবার সম্ভাবনা। আমিও প্রভাতে সমুদ্রতীরে যাইতেছি।

'কলেনকোর্ট শুনিও, তাহারা আমাকে কোথায় যাইতে বলে, অথবা সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি আমে-রিকায় যাইতে ইচ্ছা করি, অথবা আমি ইংলণ্ডেই যাইব। আমাকে বোধ হয় ইংলণ্ডেই যাইতে হইবে। অপরের উপর নির্ভর করিতে হইলে, আমি ব্রিটিস রাজের উপরই নির্ভর করিব, কারণ তিনি শত্রু হইলেও সদুদারনীতিতে রাজ্য শাসন করেন। পতিত শত্রুর প্রতি ও ইংরাজের উদারতা চির প্রসিদ্ধ।'

এই বলিয়া নেপোলিয়ন ব্রিটিস-রাজের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া কলেনকোর্টের হস্তে দিলেন।

'রয়াল হাইনেস্,

মতবৈষম্যে পীড়িত এবং ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তি কর্তৃক অত্যাচরিত হইয়া আমার রাজনৈতিক জীবনের অবসান হইয়াছে। আমি থেমিষ্টক্লিসের ন্যায় ইংরাজ জাতির অতিথি হইতে আসিতেছি। আমি ইংলণ্ডের আইনের শরণাপন্ন হইলাম, কারণ তাদৃশ রক্ষণশীল, দৃঢ় এবং সহৃদার নীতি আমার অপরাপর শত্রু দিগের মধ্যে বিদ্যমান নাই।'

পরদিন প্রাতঃকালে ইলাইসির বহু বিস্তৃত ময়দানে পুনরায় জনতা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আজি তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার উত্তেজনার লক্ষণ লক্ষিত হইল না। সকলেই যেন 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট' ভাব ধারণ করিল। 'যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদিদং চেষ্টতে জগৎ।' যতদিন নেপোলিয়ন জাগরিত ছিলেন, ততদিন ফ্রান্সের চেষ্টা ছিল, আজি সেই দেবের নিদ্রাগমনে ফ্রান্সও যেন ঘুমাইয়া পড়িল। নেপোলিয়ন নীরবে শকটারোহণ করিলেন। কাউণ্ট বারট্রাণ্ড, মহামতি লাস্ কাসাস্ এবং কাউণ্ট মন্থলন প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম বন্ধুগণ তদীয় আসন্ন কারাবাসের সঙ্গী হইতে চলিলেন। সেই নীরব নিস্তব্ধ নরসমুদ্রের মধ্যদিয়া গমনকালে প্রত্যেক ব্যক্তি ভক্তিভরে তাঁহাকে অভিবাদন করিল, প্রত্যেক চক্ষু হইতে অবিরলবেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহার শকট অদৃশ্য হইল।

নেপোলিয়নের পরোপকার প্রবৃত্তি প্রবাদ-স্বরূপ। তিনি লোকের উপকার করিবার পথ পাইলে তাহা কখনই ছাড়িতেননা।

তিনি মরিতে মরিতেও পরের উপকার করিতেন। তাঁহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য সমুদ্র তীরে বেলেরোফোন নামক একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ প্রস্তুত ছিল। তিনি বন্ধু কর্ম্মচারী ও ভৃত্য সর্ব্বশুদ্ধ উনষাটটী লোক লইয়া তাহাতে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন সময়ে সুপার্বনাম্নী ৭৪টি কামানবিশিষ্ট প্রকাণ্ড রণতরীর এ্যাডমিরাল হথাম আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, 'আপনাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার জন্য আমিও আদিষ্ট হইয়াছি। এই ক্ষুদ্র জাহাজে আপনার সন্তোষ হইবে না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সুপার্বে আগমন করুন।'

নেপোলিয়ন কহিলেন, 'আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই। আপনি নৌ-সেনা বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু মেট্‌ল্যাণ্ড এখনও ক্যাপ্টেন রহিয়াছেন। আমাকে নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ড পৌছাইতে পারিলে, অবশ্যই তাঁহার পদোন্নতি হইবে।'

ফ্রান্সের অমূল্যনিধি বক্ষে ধারণ করিয়া বেলেরোফোন সাবধানে তরঙ্গ পথে ছুটিল। বোধ হইল যেন দুর্বৃত্ত কোসাক-কংস-ভয়ে দৈবকীহৃদয়নন্দন লইয়া বসুদেব যমুনা-পার হইতেছেন। তীরে দণ্ডায়মান অসংখ্য অসংখ্য লোকের দৃষ্টি আঁধার করিয়া ফ্রান্সের সেই মহাপ্রতাপশালী সূর্য্য ক্ষণ কালের মধ্যেই দৃষ্টি দিঙ্ মণ্ডলে অস্তমিত হইলেন। সূর্য্য ত অস্তমিত হইয়া পুনর্বার উদিত হইয়া থাকেন, কিন্তু তাদৃশ মনুষ্যসূর্য্য-গণের পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করিবার কথা নাই।

চরিত্র-রত্নাবলী।

অপত্য-স্নেহ।

মেরি।

ফরাসী ইতিহাসের এক অধ্যায়।

নেপোলিয়নের অনুভব-শক্তি সাতিশয় প্রবল ছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে ধাত্রী-শিবিরে মেরির হর্ষ-বিষাদ-পরিপ্লুত ভাব দেখিয়া তিনি যে বলিয়াছিলেন, 'এই অভিনব নীরব মুখচ্ছবিতে যেন ফরাসী-ইতিহাসের এক অধ্যায় চিত্রিত রহিয়াছে,' বর্ত্তমান প্রস্তাবে পাঠক তাহারই যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

হেবার্টের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। মেরি প্রাণপণে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে বটে, কিন্তু কোনই ফল হইতেছে না। হেবার্ট মৃদুমন্দ-স্বরে বলিতেছে, 'নার্স, আমি বোধ হয় আর বাঁচিব না। তাহাতে আমার কোন ক্ষোভ নাই। কিন্তু জীবনে মেরিকে আর দেখিতে পাইলাম না, এই আমার ক্ষোভ রহিল।'

নার্স বলিল, 'মনসিওর কর্ণেল, আপনি অবশ্যই প্রতীকার লাভ করিবেন। আর দেখুন, মেরি আপনার পরিত্যক্তা স্ত্রী, তাহাকে স্মরণ করিয়া আপনার নিরর্থক ব্যথিত হইবার প্রয়োজন কি?'

হেবার্ট বলিল, 'নার্স', যে ব্যক্তি যাহার নিকট অপরাধী থাকে, মৃত্যুকালে তাহাকে তাহারই কথা স্মরণ করিতে হয়। আমি ত ঈশ্বরের নাম মনে করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমার মনে পড়িতেছে কেবল মেরি। মেরিই অজ্ঞাতসারে আমার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইতেছে।'

নার্স বলিল, 'যাহার সঙ্গে যাহার বনিবনাও না হয়, সে তাহাকে পরিত্যাগ করে, এই প্রথা ত চিরদিনই আছে। অনেকেই ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আপনি মেরিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ কি অপরাধ করিয়াছেন আমি তাহা বুঝিতে পারি না।'

হেবার্ট বলিল, 'নার্স আমার অপরাধ গুরুতর। তুমি যদি বিরক্ত না হও, তাহা হইলে আমি তোমার নিকট বলিতে পারি।'

নার্স বলিল, 'না আমি বিরক্ত হইব কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, আমি অবহিত চিত্তেই শ্রবণ করিব।'

হেবার্ট বলিল, 'পারীতে বেঞ্জামিন নামে এক অতি দুর্দ্ধর্ষ লোক বাস করিতেন। উপপ্লবের সময় তিনি জেকবিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি রোবস্পায়ারের অন্যতম অনুচর। তাঁহার ক্রূরতারও ইয়ত্তা ছিলনা। নিদারুণ ঔপপ্লবিক ধর্ম্মাধিকরণে যে সকল রমণীর প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইত, বেঞ্জামিন তাঁহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিবার ভার লইয়াছিলেন। একদা কোন সম্ভ্রান্ত রমণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আমার গ্রীবাচ্ছেদনেরই আদেশ হইয়াছে, আমার কেশচ্ছেদনের ত আদেশ হয় নাই। আপনি আমাকে জীয়ন্তে শ্রীহীন করিবেন কেন?' রমণী এইরূপ বলিলে নিষ্ঠুর বেঞ্জামিন তাঁহার কেশচ্ছেদন

ত করিলেনই, অধিকন্তু মুষ্ট্যাঘাতে তাঁহার সম্মুখের দুইটী দন্ত ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে আরও শ্রীহীন করিয়া দিলেন।

অনন্তর রোবস্পায়ারের পতন হইলে বেঞ্জামিন রয়ালিষ্ট হইয়া উঠেন। তাহাতে তাঁহার বড় দোষ দিই না, কারণ সেই সময়ে অনেক জেকবিনই রয়ালিষ্ট হইয়াছিলেন।'

মেরি বলিল, 'জেকবিনগণ একবার যে রাজবংশ ধ্বংস করিলেন, পুনরায় আবার তাহার ভক্ত হইয়া উঠিলেন কেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।'

হেবার্ট বলিল, 'রাজবংশ ধ্বংস করিয়া যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, রাজদণ্ড তাঁহাদের হস্তে আসিল না, ক্রমে ক্রমে নেপোলিয়নের হস্তে চলিয়া গেল, তখনই তাঁহাদের নবীকরণের পিপাসা মিটিয়া গেল। তাঁহারা পুনরায় প্রাচীনতার দিকে দৃষ্টি পাত করিলেন। কেবল দৃষ্টিপাত নহে, যে কোন প্রকারে প্রাচীন রাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। যে বেঞ্জামিন এক দিন মেরি এণ্টয়িনেটের শিরোমুণ্ডন করিয়াছিলেন, তিনিই আবার অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসনে বসাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ফ্রান্সে যাঁহারা স্বভাবতঃ রয়ালিষ্ট, তাঁহারা তত মারাত্মক নহেন; কিন্তু জেকবিন সম্প্রদায় হইতে আগত অভিনব রাজভক্তগণ কি ভয়ঙ্কর ভাবই ধারণ করিয়াছিলেন!

'নেপোলিয়নের প্রতি বেঞ্জামিনের বিদ্বেষ, তদীয় পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সুতরাং যখন ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি মরু, গণিত শাস্ত্রাধ্যাপক পিকেগ্রু, ডিউক ডি অঙ্গিও, জর্জেস কডুডাল, এবং জেনারেল লাজোলে প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সম্রাটের জীবনের বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়্‌যন্ত্র

করিলেন, বেঞ্জামিন তাহাতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

'সমর-ক্ষেত্রে মরু নেপোলিয়নের সমকক্ষ ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, নেপোলিয়ন নিহত হইলেই আমি সম্রাট্ হইতে পারিব। পিকেগ্রু বাল্যকালে নেপোলিয়নকে অঙ্কশাস্ত্র-শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বোধহয় মনে করিলেন, প্রতিভাশালী ছাত্রকে বধ করিতে পারিলে নরকে যাইতে পারিব। ফলতঃ তিনি বোর্বনদিগের জন্য না করিতে পারিতেন এমন কার্য্যই ছিল না। অর্ত্তিয় আশা করিলেন, এই উপায়ে পৈত্রিক রাজ্যের উদ্ধার করিব। জর্জ্জেস কডুডাল এবং লাজোলে ভাবিলেন এইবার সম্মিলিত রাজগণের নিকট অনেক টাকা পুরস্কার পাইব। কিন্তু বেঞ্জামিনের মনে কোন কামনা ছিল তাহা আমি বলিতে পারিনা।

ষড়্‌যন্ত্র পাকিয়া উঠিল। নেপোলিয়ন প্রতিসপ্তাহে একবার মেলমেসন প্রাসাদে গমন করিতেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে কডুডাল একশত ইংরাজ গুণ্ডা লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। ষড়্‌যন্ত্র কারীরা আপনাদিগকে এই বলিয়া আপ্যায়িত করিলেন যে, 'আমরা ত আর কাপুরুষের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছি না, রীতিমত যুদ্ধ করিয়াই নেপোলিয়নকে সংহার করিতেছি। তাঁহার সঙ্গেও যখন সশস্ত্র বডিগার্ড থাকিবে, তখন আমরা কখনই গুপ্তহত্যার দোষে দোষী হইবনা।' দেখ নার্স, স্বার্থান্ধ লোকে এইরূপেই বিবেককে ঠাণ্ডা করিয়া লয়।

ফলে কিন্তু কিছুই হইলনা। নেপোলিয়নের প্রতি স্বর্গদূতের দৃষ্টি ছিল। উল্লিখিত গুপ্তমন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। ডিউক

মহাশয় ধৃত হইলেন। মরু ধৃত হইলেন। পিকেগ্রু ধৃত হইলেন। কডুডাল ধৃত হইবার সময়ে তিনজন পুলিস কর্ম্মচারীর প্রাণ বিনাশ করিলেন। লাজোলে এবং বেঞ্জামিনের উদ্দেশ নাই।

ষড়্‌যন্ত্র কারীদিগের বিচারের নিমিত্ত বারজন জজের কমিসন বসিল। বলা বাহুল্য সকলেরই প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইল। লোকে বলিত, নেপোলিয়ন তদীয় ব্যক্তিগত অঘাতে কখনই প্রতিঘাত করেন না। এই সময়ে আমরা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইলাম। ডিউক ডি অঙ্গিয় নেপোলিয়নের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ন ক্ষমা করিলেন, যদিচ ঘটনাক্রমে এইসংবাদ পৌছিবার পূর্ব্বেই তিনি নিহত হইয়াছিলেন। মরু ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, মরু ক্ষমা পাইলেন। পিকেগ্রু কোন মুখে ক্ষমা চাহিবেন। কিন্তু সহৃদার-প্রকৃতি নেপোলিয়ন তাঁহাকেও ক্ষমা করিয়া গোপনে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ পঞ্চাশ সহস্র ফ্রাঙ্ক পাঠাইতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি জানিতেন না বীরচূড়ামণি পিকেগ্রু প্রাণদণ্ডের ভয়ে ইতিমধ্যেই কারাগারে আত্মহত্যা করিবেন।

লাজোলের সাহসিনী কন্যা কিভাবে টুইলারিতে প্রবেশ করিয়াছিল। সে সম্রাটের পায়ে পড়িয়া পিতার জন্য ক্ষমা লইয়া গেল। সম্রাট্ কডুডালকে ক্ষমা করিলেন না, এবং বেঞ্জামিনকে ধরিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।

একদিকে পরোপকার অন্য দিকে স্বার্থ।

বেঞ্জামিনের নিস্তার কিছুতেই ছিল না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহার নামে আরও কতকগুলি নৃশংসতার অভিযোগ হইয়াছিল।

তিনি পারী হইতে দূরে এক নিভৃত পল্লী নিবাসে গোপনে বাস করিতেছিলেন। আমি রজনীযোগে সেই স্থান ঘেরোয়া করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলাম।

বেঞ্জামিনের একটী পরমরূপবতী কন্যা ছিল। তাহারই নাম মেরি। মেরির বয়ঃক্রম তখন ষোল সতের বৎসর হইবে। কোনও ঐশ্বর্য্যশালী কাউণ্ট তাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই সহিত অচিরে উহার বিবাহ হইবার কথা ছিল।

পিতা ধৃত হইলে মেরি আমার নিকটে আসিয়া সজল নয়নে কহিল, 'মনসিওর কর্ণেল, আপনি দয়া করিয়া আমার পিতাকে ছাড়িয়া দিন।'

মেরি যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখন রাত্রি দুই প্রহর। সেই গভীর নিশীথে আমার অনুচর বর্গ বাহিরে নিদ্রা যাইতেছিল। বেঞ্জামিন গৃহান্তরে অবরুদ্ধ ছিলেন। আমি মেরির কথায় উত্তর না দিয়া তাহার অনন্যসাধারণ রূপরাশির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম। আমাকে মৌন দেখিয়া মেরির যেন ভরসা হইল। সে ধীরে ধীরে আরও অগ্রসর হইল। আমি একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলাম। মেরি আমার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সুকোমল বাহুবল্লী দ্বারা আমার পা জড়াইয়া ধরিল। 'মনসিওর কর্ণেল, আপনি আমার পিতাকে রক্ষা করুন।'

আমি বলিলাম, 'সুন্দরি! যে ক্ষেত্রে সকলেই ক্ষমা পাইল, সে ক্ষেত্রে তোমার পিতা ক্ষমার যোগ্য হয়েন নাই, ইহাতেই বুঝিতে পার তাঁহার অপরাধ কত গুরুতর। আমি তাঁহাকে কি প্রকারে রক্ষা করিব? আর বিশেষ তিনি যখন

সর্ব্বসমক্ষে ধৃত হইয়াছেন, আমি কি প্রকারেই বা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব ?'

মেরি বলিল, 'মনসিওর কর্ণেল, তাহা আমি জানিনা, তাহা আপনি জানেন। আমি প্রাণান্তেও আপনার চরণ ছাড়িয়া দিব-না।' এই বলিয়া মেরি আমাকে আরও চাপিয়া ধরিল।

এই সময়ে, নার্স, সহসা গগনে মেঘারম্ভ হওয়াতে নৈশ প্রকৃতি গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করিয়াছিল। চারিদিক ঘোর অন্ধকারময়। দিগন্ত নীরব, কেবল মধ্যে মধ্যে গগনে গুরুগুরু ধ্বনি শ্রুত হইতে ছিল। মৃদুল মেঘগর্জ্জনে ক্ষণকালের মধ্যেই আমার হৃদয়ের কোমলতা সম্পাদিত হইল। মেরির আলুলায়িত কেশপাশের মনোহর আঘ্রাণে, ততোধিক গাত্রে তদীয় কান্ত কলেবরের নিরন্তর সংস্পর্শে আমার হৃদয়তন্ত্র নিরতিশয় শিথিল হইয়া পড়িল। আমার একদিকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, অন্যদিকে মোহ; একদিকে পরোপকার, অন্যদিকে স্বার্থ, আমি এই বিষম সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলাম।

আমি ভাবিলাম, বেঞ্জামিন পাপী, তাহার প্রাণদণ্ড করিতে আমাদের অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু এই নিরপরাধ বালিকার কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে জগতে কাহারও অধিকার নাই। কর্ত্তব্যও সম্পাদন করা হয়, মেরিও ব্যথিত না হয়, এমনত আর কিছুতেই হইতে পারিত না। আমি মেরির উপকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সঙ্কীর্ণ কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে বিদায় করিয়া দিলাম। তখন কিন্তু ভাবিলাম না, যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যভ্রংশরূপ একটী অপরাধ স্বীকার করে, স্বার্থ-সাধন-রূপ আর একটী অপরাধ স্বীকার করিতেও তাহার অধিক বিলম্ব হইবে না। আমি মেরিকে

জিজ্ঞাসা করিলাম ; 'সুন্দরি, তোমার পিতাকে মুক্তিদান করিলে, তজ্জন্য তুমি আমাকে কি প্রতিদান করিতে পার?'

মেরি বলিল, 'মনসিওর কর্ণেল, আমার পিতার অনেক ঐশ্বর্য্য ছিল, কিন্তু নানাবিধ দুঃসাহসিক ব্যাপারে তিনি তাহার সমস্তই নষ্ট করিয়াছেন। আপনি দয়া করিয়া আমার পিতাকে ছাড়িয়া দিলে, আমি চিরদিন আপনার গুণগান করিব।'

আমি কহিলাম, 'সুন্দরি, আমি তোমার নিকট অর্থ চাহিতেছি না। জগতে এতৎ পরিমাণ ধন নাই যাহাতে একজন বোনাপার্টিষ্টকে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে। আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি। তুমি কেবল তোমার কৌমার্য্য মূল্যেই তোমার পিতার জীবন ক্রয় করিতে পার, অন্য কোন প্রকারে নহে।'

এই কথা শুনিবামাত্র, মেরি আমার চরণ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে মৃদু মধুর হাসি, গণ্ডদেশ লজ্জায় আরক্তিম, নয়ন-যুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। একাধারে তাদৃশ আশা ও নৈরাশ্য, প্রীতি ও বিষাদ, উত্তেজনা ও অবসাদের ছবি আমি আর জীবনে কখনও দেখি নাই। আমি মেরির হাত ধরিয়া কোলের উপর বসাইলাম, বামন হইয়া সে চাঁদে হাত দিলাম। সে সুরূপা, আমি কদাকার, সে বিদুষী আমি মূর্খ, সে সম্ভাবিত ঐশ্বর্য্যশালিনী, আমি সামান্য বেতনোপজীবী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মেরি বোধ হয় কাউণ্টের কথা ভাবিতেছ, তাই কথা কহিতেছ না।'

মেরি বলিল, 'কাউন্ট আমার কে? আমিও কাউণ্টের কেহ নহি। আমি আমার পিতার, আমি আমার পিতার কার্য্যেই লাগিব।'

হেবার্টের এই পর্য্যন্ত বলা হইলে সার্জ্জনেরা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রোগী কি বলিতেছে, রাত্রিতে কেমন ছিল, নিদ্রা গিয়াছিল কি না, নার্সের নিকট এইরূপ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। নার্স তাহার যথাযথ উত্তর দান করিলে তাঁহারা রোগীকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিলেন, এবং যাইবার সময়ে নার্সের নিকট গোপনে বলিয়া গেলেন, যে সমস্ত ব্যবস্থা করিলাম, ইহাতে রোগীর জ্বরের পুনরাক্রমণ নিবারণ করিবে। কিন্তু যদি তাহা না করে, যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই রোগীর পুনরায় জ্বর আইসে, তাহা হইলে আর আশা নাই জানিবে।

মহানুভবতার লক্ষণ।

হেবার্ট জিজ্ঞাসা করিল, নার্স, সার্জনেরা কি বলিয়া গেলেন।

নার্স বলিল, মনসিওর কর্ণেল, আপনি এক্ষণে ভাল আছেন, পুনরায় জ্বর না আসিতে পারে এই জন্য তাঁহারা নানা প্রকার ঔষধি দিয়াছেন।'

হেবার্ট বলিল, 'জ্বর ত আমার আসিবেই, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এবং আসন্ন মৃত্যুর জন্যও প্রস্তুত' আছি। এক্ষণে তোমর নিকট মেরির উপাখ্যানটি শেষ করিয়া যাইতে পারিলে হয়। কেননা আমার স্বর্গ ও নরক সমস্তই মেরির সঙ্গে।

নার্স বলিল, 'মনসিওর কর্ণেল, আপনি অবশ্যই স্বর্গে যাইবেন, কেননা আপনি মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দিতেছেন।'

হেবার্ট বলিল, 'মেরি নীরবে আমার হাঁটুর উপর বসিয়া রহিল। আমি তাহার মুখ চুম্বন করিলাম, সে মুখ খানি টানিয়া লইল না বটে, কিন্তু আমকেও প্রতিচুম্বন করিতে আসিলনা।

আমি মেরিকে পাষাণ প্রতিমার ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া কহিলাম; 'মেরি তুমি নিশ্চিতই কাউণ্টের কথা ভাবিতেছ," নচেৎ আমার সহিত প্রীতি প্রকাশ করিতেছ না কেন?' মেরি বলিল, 'মনসিওর কর্ণেল, আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আমি আর কোন কথা ভাবিতেছি না। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার পিতা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বন্ধন-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছেন, আমি কি প্রকারে আপনার সহিত প্রীতি প্রকাশ করিব?

মেরি এইরূপ বলিলে আমি অবিলম্বে বেঞ্জামিনকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলাম। তিনি প্রাণদণ্ড ভয়ে এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, সেই মুহূর্ত্তেই দুইজন বন্ধুর সহিত দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সুইজরলণ্ড যাত্রা করিলেন।

পিতার অচিন্ত্য-পূর্ব্ব মুক্তিলাভে মেরির মুখমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। সে যেন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে 'মনসিওর কর্ণেল, তুমিই আমার বন্ধু. তুমিই আমার বন্ধু,' এইরূপ বলিতে বলিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। সে আমার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া কর-জোড়ে কহিল, 'আপনি আমার যে উপকার করিলেন, আমি তাহা জীবনে ভুলিবনা, জীবনে ভুলিব না।' আমি মেরির হাত ধরিয়া তুলিলাম। মেরি আমার বুকের উপর মস্তক দিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। 'মনসিওর কর্ণেল, আমার পিতা এতক্ষণ তিনি চারি মাইল পথ গিয়াছেন, যান নাই কি?

সুইজরলণ্ড পৌছিতে তাঁহার ক'দিন লাগিবে? পথে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই ত?' মেরি আমার নিকট এইরূপ কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন রাত্রি একটা বাজিয়াছিল। সেই সময়ে মেরির ইঙ্গিত অনুসারে পরিচারিকা গৃহান্তরে আমার শ্মশান-শয্যা প্রস্তুত করিতেছিল।

নার্স বলিল, 'মনসিওর কর্ণেল, আপনি এমন কথা বলিলেন কেন? যে শয্যায় মেরির ইঙ্গিত ছিল, সে ত পবিত্র পুষ্প শয্যা। তাহার স্মৃতি আপনাকে এত পীড়া দিতেছে কেন?'

হেবার্ট বলিল, 'নার্স, যে স্থানে আমি কৃতোপকারের মূল্য গ্রহণ করিলাম, তাহাকে শ্মশান-শয্যা না বলিয়া আর কি বলিব? সে শয্যা মেরির পক্ষেই কুসুম-শয্যা হইয়াছিল, কেন না মেরি সেই স্থানে আমার ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল।

প্রভাতে প্যারী হইতে দূত আসিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ করাইল। সম্রাটের প্রাইভেট্ সেক্রেটারি আমাকে লিখিয়াছেন, 'যেহেতু কুমারী কন্যার অনুরোধে সম্রাট্ লাজোলের মুক্তিবিধান করিয়াছেন, এবং যেহেতু বেঞ্জামিনের কুমারী কন্যার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তিনি তদনুরোধে বেঞ্জামিনকেও ক্ষমা করিলেন। পরন্তু অপরাধিগণের প্রতি সাধারণের ঘৃণা যে রূপ উদ্দীপিত হইয়াছে, তাহাতে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া সম্রাট্ আদেশ করিয়াছেন যে, বেঞ্জামিন যাহাতে নির্বিঘ্নে সুইজরলণ্ড পৌছিতে পারেন, তুমি তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিবে।'

আমি পত্রখানি মেরিকে দেখাইলাম। ভাবিলাম ইহাতে না জানি সে কতই অনুশোচনা করিবে। কিন্তু নার্স সেই দৃঢ়সৌহৃদা মহামনাঃ বালিকা কিছুমাত্র অনুতাপ করিল না, বরং প্রীতি গদ্

গদ্ গদ্ স্বরে কহিল, 'সম্রাট্ দীর্ঘজীবী হউন, দীর্ঘজীবী হউন। তিনি আমার পিতা ও স্বামী দুই জনকেই রক্ষা করিয়াছেন।'

নার্স জিজ্ঞাসা করিল, 'মনসিওর কর্ণেল! মেরি এ কথা বলিল কেন? সম্রাটের আদেশে তাহার পিতারই রক্ষা হইল, তাহাতে তাহার স্বামীর কি উপকার হইয়াছিল?'

হেবার্ট বলিল, 'নার্স, মেরি সাতিশয় বুদ্ধিমতী ছিল। আমি তাহাকে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও, সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহার পিতাকে ছাড়িয়া দিয়া আমি কি বিষম বিপদেই পড়িতে যাইতেছি। প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিলে, ফ্রান্সে সেই সময়ে মুক্তি-দাতার প্রাণদণ্ড না হইয়া যাইত না। মেরি তাহা জানিত। পিতার মুক্তিলাভে তাহার অশেষ আনন্দ হইলেও উপকারী ব্যক্তির আসন্ন বিপৎ-পাতের আশঙ্কা করিয়া সে মুহুর্মুহু ম্রিয়মাণ হইতেছিল। তাই সম্রাটের আদেশ শ্রবণে তাহার মুখমণ্ডল মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে নার্স, পিতা এবং উপকর্ত্তার হিত-চিন্তা ব্যতীত মেরির হৃদয়ে অন্য কোন ভাবনা স্থান পায় নাই। সে যে আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া অশেষ গুণালঙ্কৃত কাউণ্টকে হারাইল, তাহা বলিয়া তাহার মনে অণুমাত্রও ক্ষোভ পরিলক্ষিত হইল না। সেই সুযোগ্য মিলন, সেই রাজ-সম্মান লাভ, সেই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই মেরি সমস্ত আশার জলাঞ্জলি দিল। মেরির হৃদয় যেমন একদিকে কুসুম অপেক্ষাও কোমল, অন্যদিকে তেমন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন ছিল। একাধারে কোমলতা ও কাঠিন্যের পরাকাষ্ঠাই বোধ হয় মহানুভবতার লক্ষণ।

আমি প্রতিগ্রহ করিব না।

হেবার্ট বলিল, 'নার্স, মেরির দৃঢ়তা দেখিয়া আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। আমি তখন বুঝিলাম, আমি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমার জন্য মেরি কাউণ্টকে একেবারে মুছিয়া ফেলিল, অথচ আমারও গৃহ সংসার করিবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা ওল্‌ড গার্ডের সেনা,—একদল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী,—আমাদের আশ্রম সমরক্ষেত্র, ধ্যানজ্ঞান ফ্রান্সের স্বাধীনতা, তপস্যা স্বজাতির অভ্যুত্থান। আমাদের জীবন মাতৃভূমির জন্যই উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা আর কাহাকেও দিবার উপায় ছিল না।

আমি মেরিকে বলিলাম, 'সুন্দরি, ভুলিয়া যাও, সেই মেঘাচ্ছন্ন ঘোরা রজনীর কথা চিত্তক্ষেত্র হইতে জন্মের মত অপসারিত কর।' মেরি যেন তাহা শুনিয়াও শুনিল না।

আমি মধ্যে মধ্যে মেরির সহিত দেখা করিতে যাইতাম। দূরে বসিয়া সংযতভাবে তাহার সহিত কথোপকথন করিতাম। মেরির বিশ্বস্ত পরিচারিকা ব্যতীত আর কেহই আমাদের আকস্মিক পরিণয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিত না। কাউণ্ট তখনও তাহার জন্য যত্নবান ছিলেন। ইচ্ছা করিলে মেরি তখনও সসম্মানে কাউণ্টেস হইতে পারিত। আমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ সেই কথাই বলিতাম। মেরি তাহা শুনিয়া হাসিত, কিন্তু বিচলিত হইত না। সে আমাকে পামর-কৃপণ জানিয়াও আমাকে অবজ্ঞা করিত না, বরং প্রবীণার ন্যায় আদর করিত। কিন্তু লোকের সহিষ্ণুতার সীমা আছে। আমার ব্যবহার একদিন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সেইদিন মেরি আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কর্ণেল, তুমি কি-প্রকৃতির

লোক! কদাচিৎ যদিবা আমার কাছে আইস, আমাকে কেবল কথায় জ্বালাতন করিয়া মার, আমার অঙ্গস্পর্শ কর না, যথেষ্ট দূরে অবস্থান কর, যেন প্রভু-পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছ। আমি প্রতারণা জানি না। আমি তোমাকে যাহা-দিয়াছি তাঁহাও আর ফিরাইয়া লইতে পারি না।'

মেরি এইরূপ বলিলে, আমি খিন্নমনে তাহার নিকট শেষ বিদায় লইলাম। আমি তাহাকে মাসিক কিছু কিছু বৃত্তি দিতাম। তাহা বন্ধ করিয়া দিলাম, মনে করিলাম এই উপায়ে সে বাধ্য হইয়া কাউণ্টের শরণাপন্ন হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সাংঘাতিক উপায়ই মেরিকে কাউণ্ট ভবনে লইবার পরিবর্ত্তে একেবারে ভিখারিণী বেশে পারীর রাজপথে লইয়া আসিল।

নার্স, জগতে আমার ন্যায় পাষণ্ড আর কে আছে? আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, এবং তাহারও আর অধিক বিলম্ব নাই। মেরির জন্য আমি যে দুর্ব্বিসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, পরম কারুণিক পিতা অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা হইতে মুক্তিদান করিবেন, ইহা আমার পক্ষে পরম মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে। এখন আমি কি বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব, সেই চিন্তা আমাকে অভিভূত করিতেছে।"

নার্স বলিল, 'সেজন্য আপনার চিন্তা কি? আপনি নিজে বিপন্ন হইয়া মেরির উপকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য স্বর্গে আপনার স্থান হইবে। আর মেরিকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি যদি কোন দোষ করিয়া থাকেন, তাহাও বোধ হয় মেরি অম্লান বদনে ক্ষমা করিবে।'

হেবার্ট একটু হাসিয়া বলিল, 'নার্স, ব্যাপার তত সহজ নহে। মেরি আমার পরিত্যাগাপরাধ ক্ষমা করে করুক, না করিলেও

ক্ষতি নাই, কেন না আমার ক্ষত সে স্থানে নহে। আমি যে মেরির উপকার করিয়া হাতে হাতে তাহার মূল্য লইয়াছিলাম, সেই আমার প্রকৃত অপরাধ, সেই আমার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। ঈশ্বর যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—তুমি মেরিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে কেন?—তখন আমি স্পষ্টাক্ষরে উত্তর করিতে পারিব, কৃতোপকারের মূল্য আর গ্রহণ করিব না বলিয়া, মোহ বশতঃ যাহা একবার হইয়াছে, তাহা আর দ্বিতীয়বার হইবে না বলিয়া। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা হইবে,—উপকার করিয়া তাহার মূল্য গ্রহণ করিয়াছিলে কেন?—তাহার আর আমি কোনই উত্তর করিতে পারিব না। নার্স, জগতে কৃতোপকারের মূল্য গ্রহণের ন্যায় গর্হিত কার্য্য আর নাই। স্বার্থের জন্য পরোপকার করা অপেক্ষা না করাই ভাল। অথবা তাদৃশ উপকারকে কেবল স্বার্থ সাধন নামে অভিহিত করাই উচিত। যে ব্যক্তি অপরের বিপদে, উপকারের ছলনা করিয়া স্বার্থ-সাধনের সুবিধা অন্বেষণ করে, জগতে তাহার ন্যায় নরাধম কে? আমিই সেই নরপিশাচের জ্বলন্ত ছবি। জগতে আমার অবতারণা বোধ হয় মনুষ্যকে এই কথা বলিবার জন্য যে, যদি কেহ কখনও কাহারও উপকার কর, সর্ব্বথা স্বার্থশূন্য হইয়া করিও, নচেৎ আমার ন্যায় অনুতপ্ত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

হেবার্টের নিকট মেরির পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল। তবে যে সে প্রথমে আত্ম-গোপন করিয়াছিল, তাহারও কারণ দুরন্দমের নহে। মেরি হেবার্টের স্বাস্থ্য-লাভের প্রতীক্ষা করিতেছিল মাত্র। মেরি যখন দেখিল কর্ণেলের মৃত্যু ক্রমেই সন্নিকট হইতেছে, তখন তাহার হৃদয়ে পরিচয় দিবার প্রবৃত্তি আর একবার বলবতী হইয়া

উঠিল। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হেবার্টকে সম্ভাষণ করিয়া কহিল, 'মনসিওর কর্ণেল, শিবিরের দ্বারে একটী দুঃখিনী রমণী আসিয়া মেরি বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আপনি ওয়াটার্লুতে আহত হইয়াছেন শুনিয়া সে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া হেবার্ট ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, পরে কহিল, 'নার্স তাহাকে গৃহান্তরে বিশ্রাম করিতে দাও। সে আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বস্থানে চলিয়া যাইবে। আমি এক সময়ে তাহার উপকার করিয়াছিলাম। সে আমাকে অসময়ে দেখিতে আসিয়াছে। তাহাকে আমার শয্যার পার্শ্বে আনিও না। আমি তাহার নিকট এই প্রত্যুপকার গ্রহণ করিব না।'

সার্জনেরা মধ্যে মধ্যে হেবার্টের চক্ষু খুলিয়া দিতেন। সেই সময়ে মেরি একটু অন্তরালে থাকিত, হেবার্ট তাহাকে দেখিতে পাইত না। আজি এই আসন্ন সময়ে হেবার্ট যখন বলিল, 'নার্স, এইবার আমার চক্ষু খুলিয়া দাও, আমি স্বর্গের আলোক দেখিয়া মরিব, তখন মেরি ধীরে ধীরে তাহার চক্ষু উন্মুক্ত করিল বটে, কিন্তু আর অন্তরালে গেল না, সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিল। হেবার্ট বলিল, 'মেরি আসিয়াছ! তোমার পিতার সুইডর্নও গমনাবধি তোমার অনেক কষ্ট হইয়াছে। এইবার তিনি আসিবেন। নার্স কোথায়? আমার ভয়ানক পিপাসা পাইতেছে।' এই বলিয়া হেবার্ট, নার্স নার্স, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মেরি পানীয় লইয়া অগ্রসর হইল। হেবার্ট বলিল, 'না, আমি একদিন তোমার উপকার করিয়াছিলাম, আমি তোমার নিকট তাহার প্রতিগ্রহ করিব না।'

মেরি বলিল, 'মনসিওর কর্ণেল, ইহার কিছুই আমার নহে, সমস্তই গবর্ণমেন্টের।'

হেবার্ট বলিল, 'মা, তুমি হাতে করিয়া দিলেও চলিবে না। তুমি বোনাপ টিষ্ট দিগের নিঃস্বার্থ পরোপকার ও নিষ্কাম ধর্ম্মের বিষয় কিছুই অবগত নহ। আমরা যাহার উপকার করি, তাহার আর ছায়াও দর্শন করি না। নার্স, শীঘ্র আমাকে জল দাও।'

মেরি বিষম বিপদে পড়িল। সে হেবার্টকে মৃত্যুকালীন পিপাসায় জল দিতে না পারিয়া সাতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। সে করজোড়ে মিনতি করিয়া কহিল, 'মনসিওর কর্ণেল, উপকর্ত্তা ও উপকৃত সম্বন্ধে আপনি যে কথা বলিলেন তাহা সত্য, কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন আর সে সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই। আমরা অন্য কোন পবিত্র সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ হইয়াছি। আমি সেই সম্বন্ধের বশবর্ত্তিনী হইয়া অবশ্যই আশা করিতে পারি, আপনি আমার শুশ্রূষা গ্রহণ করিবেন।'

হেবার্ট মাথা নাড়িল। মেরি পানীয় লইয়া পুনরায় অগ্রসর হইল। পিপাসায় হেবার্টের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাহার আর কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না! সে নানাবিধ ইঙ্গিতদ্বারা মেরিকে নিষেধ করিতে লাগিল। মেরি তাহা শুনিল না, পানপাত্র একেবারে হেবার্টের ওষ্ঠে সংলগ্ন করাইল। হেবার্ট মেরির হাত চাপিয়া ধরিল। জল ঢালিয়া পড়িল। মেরি পুনরায় জল আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হেবার্ট যে বজ্রমুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়াছিল, তাহা আর সে ছাড়াইয়া লইতে পারিল না মেরি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, 'কর্ণেল, আমাকে ছাড়িয়া দাও।' হেবার্ট ছাড়িয়া দিল না, অনবরত 'জল জল' রব করিতে লাগিল। মেরি অগত্যা 'সার্জ্জন ডাকিতে পাঠাইল। সার্জ্জনেরা আসিতে আসিতে হেবার্ট মেরির অশ্রুজলাভিষিক্ত

মুখমণ্ডলের প্রতি অনিমিষ-নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

নেপোলিয়নের সেণ্ট হেলেনা যাত্রা।

প্রতিকূল বায়ুতে ইংলণ্ড পৌঁছিতে বেলেরোফোনের দশ দিন লাগিল। এই সময়ে সানুচর ক্যাপটেন মেট্‌ল্যাণ্ড নেপোলিয়নের প্রতি যে রূপ সম্মান ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই চিত্তৌদার্য্যের পরিচয় প্রদান করে। সুসভ্য ইংরাজ জাতির গুণগ্রাহিতা প্রবাদ স্বরূপ। বেলেরোফোন প্লাইমাউথে নঙ্গর করিলে, সহস্র সহস্র লোক নৌকাযোগে সম্রাট্‌কে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। নৌকা সকল গবর্ণমেণ্টের আদেশে বেলেরোফোন হইতে তিনশত গজ দূরে থাকিয়াও, 'ঐ ব্যক্তি প্রজাসাধারণের বন্ধু,' বলিয়া হৃদয় খুলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। শিক্ষিত ইংরাজ মহিলাগণ রুমাল দুলাইয়া পতিত সম্রাটের প্রতি স্ব স্ব সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অনেক বার পাটাতনের উপর আসিয়াছিলেন। প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অসংখ্য অসংখ্য নরনারী সংবলিত অন্যূন এক সহস্র তরণী বেলেরোফোনের চতুর্দ্দিকে অবিরত বিদ্যমান থাকিয়া সেই নদীমুখে যে অনুপম শোভাবিস্তার করিয়াছিল, ভূমণ্ডলে আর কখনও তাহা কাহারও নয়ন গোচর হয় নাই।

গবর্ণমেণ্টের চিন্তা হইল। বেলেরোফোনের তিন দিকে অন্ততঃ দশ মাইল পর্য্যন্ত যুদ্ধ জাহাজ সজ্জিত হইল। প্রসিদ্ধ ইংরাজ

লেখকগণ বলেন, দুই খানি দ্রুতগামী রণতরী গার্ডস্বরূপ অনবরত বেলেরোফোনের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল, এবং প্রহরীদিগের সংখ্যাও দিবা-রজনীতে দশ গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের রাজা হইতে আসিয়াছেন জানিলেও ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট বোধহয় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতেন না।

ইংরাজ জাতিটী যেমন সমুদার-প্রকৃতি, গবর্ণমেণ্টটী তেমন নহে। যে সকল তরণী কৌতূহলাধিক্য বশতঃ উল্লিখিত তিনশত গজের পবিত্র গণ্ড অতিক্রম করিতে উদ্যত হইল, তাহারা গবর্ণমেণ্টের গুলি খাইবার যোগ্য হইল। গার্ডবোটের মহাত্মগণ দেখিতে দেখিতে দর্শকবৃন্দের দুই খানি তরণী জলমগ্ন করিলেন, তাহাতে কতগুলি মূল্যবান্ জীবনও বিনষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গুণলুব্ধ দর্শকগণ তাহাতে কিছু মাত্র পশ্চাৎপদ হইল না।

লোকের উপকার করিলে, তাহা কখনও বিফলে যায় না। নৌ-বিভাগের কর্ত্তা এডমিরাল কিথ্ মেট্‌ল্যাণ্ডকে পত্র লিখিলেন, 'আপনি সম্রাট্‌কে বলিবেন, আমি তাঁহার প্রীতি ও সন্তোষ বিধান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, এবং কোন প্রকারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলে সুখী হইব। ওয়াটার্লুতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আহত হইয়া বন্দীভাবে তাঁহার সম্মুখে নীত হইলে, তিনি তাহার প্রতি যে রূপ সদয়ব্যবহারের আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি।'

নেপোলিয়নের প্রতি সাধারণের অনুরাগ, ততোধিক নৌ-সেনাধ্যক্ষের ভক্তিভাব দেখিয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রমাদ গণিলেন।

'ইহারা আমাদের সাগর-ছেঁচা ধন লইয়া যুক্তরাজ্যে সরিয়া পড়িবে না কি ?' এইরূপ সন্দিহান হইয়া সেণ্টজেম্‌সের ক্যাবিনেট বিচারে বসিলেন। তথায় অনেক মহাত্মাই সম্রাট্‌কে হত্যা করিবার পক্ষে ছিলেন, তাঁহাদের নাম করিয়া ফল কি ? পরিশেষে ডিউক অব্ সমর্‌সেটের একান্ত চেষ্টায় তাঁহার জীবনটী রক্ষা হইল· মহানুভব সমর্‌সেট চিরজীবী হউন।

৩০শে জুলাই সন্ধ্যার সময়ে, অণ্ডার সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্ সর হেনরি ব্যানবেরি এবং এডমিরাল কিথ সম্রাটের সমক্ষে গবর্ণমেন্টের আদেশ পাঠ করিলেন, 'জেনারেল বোনাপার্টকে পুনরায় ইউরোপের শান্তি ভঙ্গ করিতে সুবিধা প্রদান করিলে, মিত্ররাজগণের এবং স্বদেশের প্রতি ব্রিটিস-রাজের কর্ত্তব্য ভঙ্গ হয়। এই নিমিত্ত ব্রিটানিক ম্যাজেষ্টি বোনাপার্টের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত বোধকরেন। সেণ্টহেলেনা দ্বীপ তাঁহার বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই স্থানের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। তিনি তথায় একজন চিকিৎসক, তিনজন সামরিক কর্ম্মচারী, এবং বারজন ভৃত্য লইয়া যাইতে পারিবেন। সকলকেই বন্দীভাবে ব্যবহৃত হইতে হইবে।

আদেশ শুনিয়া নেপোলিয়ন বন্ধুদিগকে বলিলেন, 'আমি সেণ্টহেলেনাকে টাইমুরের লৌহ পিঞ্জর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর মনে করি। সেই স্থান চির-নিদাঘ দগ্ধ, এবং সভ্যজগৎ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। ইহারা আমাকে বোর্বনদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন না কেন ? আমি ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া ঠকিয়াছি। ইহারা আমাকে জেনারেল বলিলেন, আর্কবিসপও বলিতে পারিতেন, কেন না আমি কেবল মাত্র সেনার কর্তৃত্ব করিতাম না,

গীর্জার কর্তৃত্বও আমার হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহারা যদি এককালে আমার মৃত্যু পরোয়ানা বাহির করিতেন, তাহা হইলেও অধিকতর অনুদারতার পরিচয় দিতেন না।

সর জর্জ ককবারন্ বন্দীদিগকে সেণ্টহেলেনায় পৌঁছাইয়া দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ৭ই আগষ্ট তারিখে লর্ড কিথ এবং সর জর্জ বেলেরোফোনে আসিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগের উপর সম্রাটের খানাতালাসি করিবার হুকুম ছিল। তাঁহারা অনেক কষ্টে সে কথা প্রকাশ করিলেন। নেপোলিয়নের ভ্যালে-ডি-চেম্বার মার্কণ্ড তাঁহাদিগকে ট্রঙ্ক সকল খুলিয়া দেখাইতে লাগিল। একলক্ষ ফ্রাঙ্ক পরিমিত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেল। নানাবিধ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বাসন, হীরক ও দলীলাদিতে সম্রাটের সহিত প্রায় চল্লিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ছিল। সমস্তই ককবারনের হস্তগত হইল। সম্রাটের পাথেয় নির্ব্বাহের জন্য মাত্র বারহাজার পাঁচশত ফ্রাঙ্ক মার্কণ্ডের হস্তে প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট সম্পত্তি সেণ্টহেলেনায় পৌছিয়া সম্রাটের হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার কথা রহিল। সম্রাট বোধ হয় এখন নাবালক ছিলেন, সেণ্ট হেলেনায় পৌছিতে পৌছিতে সাবালক হইতেন। বর্ত্তমান ব্যাপারে কিথ ও ককবারন সম্রাটের পকেট অনুসন্ধান করেন নাই, কিন্তু সে আদেশও তাঁহাদের উপর ছিল।

আর একটী কার্য্য বাকী রহিল। নেপোলিয়নের তরবারি খানি কাড়িয়া লওয়া হইল না। লর্ড কিথের উপর সেই ভার ছিল। কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাকে সেই কথা মনে করিয়া দিলেন। কিথের সে কথা মনে ছিল, কিন্তু তিনি সম্রাটকে ঐরূপ অবমান করিতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভদ্রলোক-

দিগকে বলিলেন, 'মহাশয়গণ, আমার কর্ত্তব্যের প্রতি আপনা-দিগের দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন কি? আপনারা বরং আপন আপন চরকায় তৈলদান করুন।'

১৮১৫ খৃঃ অব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে সর অর্জ ককবারন, দশখানি যুদ্ধজাহাজ সমন্বিত নর্থাম্বরল্যাণ্ড নামক সুবৃহৎ অর্ণবযানে ষষ্টিসহস্র সৈনাসহ সুপ্রসিদ্ধ বন্দীদিগকে লইয়া মহা সমারোহে সেণ্টহেলেনা যাত্রা করিলেন। দূরে ফ্রান্সের উপকূল দৃষ্ট হইল। ফরাসী ভদ্রলোকেরা 'ঐ ফ্রান্স ঐ ফ্রান্স বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নেপোলিয়ন কেবিন হইতে বাহির হইয়া তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, সজল নয়নে নমস্কার করিলেন, এবং কহিলেন বীরপ্রসবিনী ফ্রান্স, বিদায় হইলাম।

দুষমন চেহারা লোক।

সেণ্ট হেলেনা অতি বিচিত্র স্থান। বিধাতা সৃষ্টিকালে ইহার সৃষ্টি করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে সমুদ্র-গর্ভস্থিত ভয়ঙ্কর আগ্নেয় গিরি হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে। দূর হইতে কৃষ্ণবর্ণ শিলাস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। দীর্ঘে দশ মাইল এবং প্রস্থে ছয় মাইল, এই দ্বীপ ইউরোপ হইতে ছয় সহস্র, এবং আফ্রিকার নেদিষ্ঠ উপকূল হইতে বারশত মাইল দূরে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে সহস্র ফুট উচ্চ দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। আটলাণ্টিক মহাসাগরে যেন এক অতি ভীষণ ও অনধিগম্য গিরি-দুর্গ। প্রচণ্ড রৌদ্র প্রবল ঝটিকা এবং গগনে অবিশ্রান্ত

মেঘোদয় এই স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা। জলবায়ু অতি অস্বাস্থ্যকর। যকৃতের দোষ এবং আমাশয় পীড়ার একাধিপত্য। কাউণ্ট মন্থলন বলেন, 'ইউরোপীয়গণের কথা দূরে থাকুক, এই স্থানের আদিম অধিবাসিগণও কেহই পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বয়স প্রাপ্ত হয় না।

১৬ই অক্টোবর সম্রাট চব্বিশজন আনুযাত্রিক লইয়া সেণ্ট হেলেনায় অবতরণ করিলেন। স্থানীয় শাসনকর্ত্তা সর হডসন লো তাঁহার প্রতি কোনই সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। সেই গর্ব্বিত ইংরাজ নানা প্রকারে সম্রাটের উদ্বেগ জন্মাইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন অনধিশ্রয় নিবাসের ভাগী হইয়াছিলেন। সেই পবিত্র জগন্নাথক্ষেত্রে ফরাসী যাত্রীর রন্ধন করিয়া খাইবার বিধি ছিল না। সর হডসন দিনান্তে যাত্রিদিগের আটকে প্রেরণ করিতেন—কতিপয় কৃষ্ণ বর্ণের রুটী, স্পর্শ করিতেও ঘৃণা হয়,—তাহাতেই কোনরূপে ইউরোপ-বিজয়ীর ভৌতিক অস্তিত্ব রক্ষা হইত। বন্দীদিগের ভরণ-পোষণের জন্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক নির্দ্ধারণ করিলেও তাঁহারা আহারের সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ ও চিনি পাইতেন না। বস্তুতঃ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দয়ার অঙ্ক খাতাপত্রে স্থূল-কলেবর থাকিয়া যখন ক্ষুধার্ত্তের সম্মুখস্থিত শালপত্রে বা কদলীপত্রে উপস্থিত হয়, তখনই আর উহাকে অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অত্যুন্নত গিরি-শিখর সদৃশ সেই গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রচুর বারিধারা প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ নিম্ন পথে যে সকল অতলস্পর্শ গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তাহারাই উহার অধিকাংশ টানিয়া লয়, প্রান্তরবাসীর অদৃষ্টে ছিটেফোটার বেশী কোন কালেই জুটে না। কেবল

আহার, বলিয়া নহে বন্দীগণের বিহার, বিশ্রম্ভালাপ, সমস্ত বিষয়েই সর হড্‌সন নিদারুণ হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মনুষ্য অভ্যাসের দাস। কালে ফরাসী বীরগণের সমস্তই সহিতে লাগিল। কিন্তু একদিকে যেমন অভিনব জলবায়ু, লঙউডে সঙ্কীর্ণ একতল গৃহে বাস, অপকৃষ্ট ভোজন তাঁহাদের সহ্য পাইল অন্যদিকে সর হড্‌সনের রুক্ষ ব্যবহার, সগর্ব্ব চাহনিও কর্কশ বচন সাতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি নিত্যই লঙউডে আসিতেন এবং জেনারেল বোনাপার্টের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। ফরাসী ভদ্রলোকেরা কেহই তাঁহার কথায় জবাব দিতেন না। গবর্ণমেণ্টের ডাক্তার ও-মিয়ারা অনিচ্ছাক্রমে দুই এক কথা কহিতেন মাত্র। সর হড্‌সনকে দেখিবামাত্র সম্রাটের সর্ব্বশরীর লক্ষণীয়-ভাবে কম্পিত হইত, এবং তিনি চলিয়া যাইবার পরেও কিয়ৎক্ষণ তাঁহার অস্থিরতা থাকিত। নেপোলিয়ন বলিতেন, বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এমন দুষমন চেহারা লোক তিনি আর কখনও দেখেন নাই। নেপোলিয়ন যদি একবার ভারতে আসিতেন, আমরা তাঁহাকে ঐরূপ অনেক সুচেহারার লোক দেখাইতে পারিতাম। অশেষ-গুণালঙ্কৃত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মহৎ দোষ এই যে, ইহারা সরকারি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার সময় উপরটাই দেখেন, ভিতরটার প্রতি আর একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। কতকগুলি হৃদয়হীন লোক আনিয়া শরণাগত লোক-দিগের ঘাড়ে চড়াইয়া দেন। আবার সেই সকল লোকেরা যখন ভ্রম করে, তখন তাহাই ঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান, নচেৎ প্রেষ্টিজ্‌ থাকে না, বিবেক থাকুক না থাকুক ?

মেরুদণ্ডের বলই প্রকৃত বল।

লি-নগরে একটী মোক্তার বাস করিতেন। দেশে তাঁহার ন্যায় পসারে মোক্তার দুইটী মিলিত না। তাঁহার মাসিক আয় পনের ফ্রাঙ্ক বা সাড়ে সাত টাকা। তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, কেন না সেই মহা-পুরুষের উপবাসে আলস্য ছিল না। কুকার বা ফিরিওয়ালার কার্য্য করিলে তাঁহার আয় অন্ততঃ দ্বিগুণ হইতে পারিত। কিন্তু তাহা তাঁহার ভাল লাগিত না, উপবাস ভাল লাগিত।

মোক্তার মহাশয়ের একটী মহৎ গুণ বা দোষ ছিল। তিনি আপনাকে বিশেষ আইনজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। গবর্ণমেন্ট প্লিডারই হউন, আর এ্যাডভোকেট জেনারেলই হউন, তিনি কাহাকেও বড় বলিয়া স্বীকার করিতেন না, কারণ 'আমরা সকলে একই আইন পড়িয়াছি, একই গ্রন্থ, একই ব্যবহার, তবে যে আয়ের ইতর বিশেষ হয়, তাহার কারণ কেবল পসার, এবং পসার মাত্র গাড়ীঘোড়ার উপর নির্ভর করে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মোক্তার মহাশয় অনন্যমনে গাড়ী-ঘোড়ার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষা করিয়া কয়েক খানি চাকা সংগ্রহ হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল গুলির পরিধি সমান হইল না। দুইটা ভাঙ্গা বাক্স, কয়েকখানি জরাজীর্ণ তক্তা, কতকগুলি মরিচা-ধরা পেরেক, অভাবে দড়াদড়ি প্রভৃতি উপাদানে অবিলম্বে এক অপূর্ব্ব রথ প্রস্তুত হইল। এখন ইহা টানে কে? এক শত ফ্রাঙ্ক না হইলে একটা অশ্ব মিলে না।

মোক্তার মহাশয় একটী অশ্বতরের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাহাও তাঁহার অদৃষ্টে ভাল রকম জুটিল না। একটা গাধারকমের জুটিল। সেও প্রথমতঃ আসিতে চাহে নাই। পরে বোধ হয় স্বজাতির উপকার হয় ভাবিয়াই উল্লিখিত বিমানে আসিয়া সংলগ্ন হইল।

শকট রাস্তায় বাহির হইল। উহার দুইটি বিশেষ গুণ হইয়াছিল। প্রথমতঃ ডানিদিকের চাকার পরিধি অপেক্ষাকৃত কম হওয়াতে শকট সরল-রেখাক্রমে চলিত না, দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিতে চেষ্টা করিত। তখন আরোহীকে নামিয়া পুনরায় উহাকে ঠেলিয়া সোজা করিয়া লইতে হইত। দ্বিতীয়তঃ উর্দ্ধভাগ অধিকতর ভারী হওয়াতে শকট যেন যৌবনভারাক্রান্তা নিবিড়-নিতম্বিনীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া গমন করিত। ফলে মোক্তার মহাশয় শকটারোহণে বহির্গত হইলে, সাধারণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতই হইত। আবার দশ বিশ জন লোক বডিগার্ড স্বরূপ অনবরত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত।

একদিন সায়াহ্নে উল্লিখিত দক্ষিণাবর্ত্ত গতিতে শকটখানি রাস্তার ধারে কর্দ্দমময় স্থানে সরিয়া পড়িল। মোক্তার মহাশয় গাড়ীর নীচে চীৎ হইয়া পতিত হইলেন। লৌহময় অক্ষদণ্ড তাঁহার বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইল। গাড়ীর চাকা কর্দ্দমে যতই বসিতে লাগিল, তাঁহার হৃৎপিণ্ডে ততই গুরুতর চাপ অনুভূত হইতে লাগিল। মোক্তার মহাশয় চীৎকার করিতে লাগিলেন। চারিদিক হইতে বহুতর লোক দৌড়াইয়া আসিল বটে, কিন্তু কিরূপে তাঁহার পরিত্রাণ হইতে পারে, কেহই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, সকলেই স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময়ে ফাদার মেডেলাইন তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি অবস্থানুসারে সমাগত লোকদিগকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, 'বৎসগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই ব্যক্তিকে বাঁচাইতে পারিবে, তাহাকে আমি একশত ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দিব।'

কেহ কথা কহিল না। 'বৎসগণ, কেহ সাহস করিয়া অগ্রসর হও, আমি পাঁচশত ফ্রাঙ্ক দিতেছি।'

লোকেরা তথাপি কেহ নড়িল না। আপাততঃ বোধ হয় যেন গাড়ীখানির দুই পার্শ্ব ধরিয়া উচু করিলেই সকল আপৎ চুকিয়া যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সেই গভীর কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া কেহই সেরূপ জোর দিতে পারিত না। সেই নিমিত্তই মেডেলাইন পুনঃ পুনঃ পারিতোষিক দানের প্রস্তাব করিলেও, কেহই সে কার্য্যে অগ্রসর হইল না।

তথাপি মেডেলাইন পুনরায় সকলকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, 'পুত্রগণ! কেহ অগ্রসর হও। শীঘ্র এই ব্যক্তিকে পরিত্রাণ কর। আমি উপায় বলিয়া দিতেছি। এস্থলে গাড়ীর পার্শ্ব ধরিয়া উচু করিলে কিছুই হইবে না। তোমরা দশজনেও তাহা পারিবে না। একটী মাত্র লোককে হামা দিয়া গাড়ীর নীচে যাইতে হইবে। কর্দ্দম সরাইয়া অক্ষ-দণ্ডের নীচে ঐ ব্যক্তির পার্শ্বে উপুড় হইয়া শুইতে হইবে। এবং পিঠ দিয়া গাড়ীখানি ঢাগাইয়া তুলিতে হইবে। তোমাদের মধ্যে যাহার মেরুদণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, সেই ব্যক্তি অগ্রসর হউক। আমি এক সহস্র ফ্রাঙ্ক দিতেছি।'

এইবার অনেকে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা দুই চারি পদ অগ্রসরও হইল। কিন্তু কার্য্যের দুরূহতা দেখিয়া

আবার মুহূর্ত্তের মধ্যেই পশ্চাৎপদ হইল। এদিকে মোক্তার মহাশয়ের চীৎকার উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাব ধারণ করিল। বোধ হইল যেন তিনি এইবার যমের সঙ্গে সওয়াল-জবাব আরম্ভ করিয়াছেন। ফাদার মেডেলাইন শশব্যস্তে তাঁহার লম্বা কোট ছাড়িলেন। গাড়ীর নীচে উপুড় হইয়া শুইয়া, দুই হাতে কাদা সরাইতে সরাইতে, বুকে হাঁটিয়া অক্ষদণ্ডের তলে মাথা গলাইলেন। ক্রমে ঘাড়, ক্রমে মেরুদণ্ড অক্ষদণ্ডের নিম্নে ব্যবস্থাপিত করত, অমানুষিক বলে পিঠে করিয়া গাড়ীখানী চাগাইয়া তুলিলেন। 'লং লিভ্ ফাদার মেডেলাইন' বলিয়া চরিদিকে হাততালি পড়িয়া গেল। মোক্তার মহাশয়কে টানিয়া বাহির করা হইল। মেডেলাইন বাহিরে আসিয়া তাঁহার কর-মর্দ্দন পূর্ব্বক 'মনসিওর সিটিজেন, আপনি পুনরায় এইরূপ শকটে আরোহণ করিবেন না,' বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যাঁহারা মনে করেন, অর্থ না থাকিলে পরোপকার করা যায় না, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের ভ্রম কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইতে পারে। অর্থবল, লোকবল, কিছুই কিছু নহে। স্বকীয় মেরুদণ্ডের বলই প্রকৃত বল।

অপূর্ব্ব ফটো।

রু ডি সেন্ট হনোরে মেরি একখানা আয়না দর করিতেছে। কেন? দরিদ্রার আবার এ সাধ কেন? বিশেষতঃ যে রমণী মনের দুঃখে গত দশবৎসরকাল আয়নার ব্যবহার করে নাই, সে আজি এই নব বৈধব্যে পুনরায় মুখ দেখিবে কেন,—সেই মৃগ তৃষ্ণার

আবিষ্কার করিবে কেন? মেরি বোধ হয় ওয়াটার্লু হইতে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছে।

না তাহাও নহে। ধাত্রীর কার্য্য করিয়া মেরি যাহা কিছু পাইয়াছিল, তাহার সমস্তই সে হেবার্টের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। হাসপাতালে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থা থাকে, তাহাতে রোগীর মোটামুটি চলে, বিশেষ তদ্বির আবশ্যক হইলেই রোগীকে নিজের পয়সা ব্যয় করিতে হয়। হেবার্টের জন্য মেরি তাহা করিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার ধনমাত্রা নিঃশেষিত হয় নাই।

ওয়াটার্লুতে মৃত সৈনিকদিগের যেরূপ অন্ত্যেষ্টির বিধান হইয়াছিল, তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হিউগোমণ্টের গীর্জার সম্মুখস্থিত ইন্দারার মধ্যে তিনশত মৃত দেহ সমাহিত হয়। কথিত আছে, সেইদিন সমস্ত রাত্রি সেই স্থান হইতে হৃদয়-বিদারক কাতর-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল।

সেই নিমিত্ত মেরি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হেবার্টের মৃত দেহ ছাড়িয়া দিবে না, সঙ্কল্প করিয়াছিল। দিবা দুই ঘটিকার সময় হেবার্টের মৃত্যু হয়। সেই নিবিড় শ্মশানে উপবাসিনী মেরি নিশীথ পর্য্যন্ত হেবার্টের মৃতদেহ কোলে করিয়া একাকিনী বসিয়াছিল। এইবার যেন সাবিত্রীর সম্মুখে যমের আবির্ভাব হইল। দুইজন ভয়ঙ্কর গোরা। তাহারা নিমেষের মধ্যে 'পিক্‌আপ্‌ পিক্‌আপ্‌' বলিয়া শবদেহ ধরিতে আসিল। মেরি কি বিষম বিপদেই পড়িল! সাবিত্রীর যম কথায় রাস্ত হইয়াছিলেন, তিনি চাহিয়াছিলেন বিনয়, চাহিয়াছিলেন ধাত্বর্থ-সমন্বিত ভক্তিমাখা কথা। মেরির যম বিনয়-বধির, কথায় রাস্ত হইবার নহে, সে চাহে ধাতুনির্ম্মিত অর্থ-সমন্বিত থলিয়া। মেরি শশব্যস্তে যথা-

সর্ব্বস্ব দিয়া হেবার্টের মৃতদেহ আর বার ঘণ্টা কাল রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মেরি রিক্তহস্তেই পারী ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার দেহ-লতা শুষ্ক, মুখশ্রী মলিন, এবং হৃদয় চিন্তায় পরিপূর্ণ। সে যে পতিশোকে অধীরা হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু হেবার্টকে মৃত্যুকালীন পিপাসার জল দিতে না পারিয়াই তাহার বড় কষ্ট হইয়াছে। মেরি জগতে সে কষ্ট, সে বেদনা রাখিবার স্থান পাইতেছে না। 'হায় আমি পরিচয় দিয়াছিলাম কেন? একে আমার উপকারী ব্যক্তি 'জল জল' করিয়া আমার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহাতে আমার গবর্ণমেন্টের নিকটও আমার কর্ত্তব্য ভঙ্গ হইল।'

মেরির হৃদয়ে কত কথার তোলপাড় হইতেছে। 'হায় যদি পরিচয়ই দিলাম, তবে অগ্রেই বা আত্মগোপন করিলাম কেন? প্রথমদিন পরিচয় দিলে যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেন, নিশ্চিতই অন্য নার্সের বন্দোবস্ত হইত, মৃত্যুকালে পিপাসার জলও পাইতেন। অথবা আমি কেমন করিয়া বুঝিব। কর্ণেলের চরিত্র ত আমি একেবারেই বুঝিতে পারিলাম না। এই আমার পিতাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না, এই আবার করুণার উৎস উথলিয়া উঠিল, নিজে গিলোটিন স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। একদিন আমি কাউণ্টকে ভালবাসি বলিয়া ঈর্ষা জানাইলেন। আবার অন্যদিন বলিলেন, মেরি তুমি কাউণ্টেস্ হইলে আমি সুখী হইব। হায় সেইদিন আমি তাঁহাকে কতই না ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম! মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও ত বলিয়াছিলেন, জীবনে মেরিকে আর দেখিতে পাইলাম না, এই আমার ক্ষোভ রহিল। আবার যখন সত্য সত্যই মেরি আসিল, 'তুমি

আমার শয্যার পার্শ্বে আসিও না, আমাকে হাতে করিয়াও জল দিও না, আমি একদিন তোমার উপকার করিয়াছিলাম, তোমার নিকট তাহার কোনও প্রত্যুপকার লইব না।'

দোকানদার আয়না হাতে করিয়া মেরির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। মেরির সে কথা মনে ছিল না। মেরি আপন চিন্তায় বিব্রত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। 'ম্যাডেময়সিলি ডি মেরি, আপনি নিশ্চিতই গীর্জাঘরে আগমন করেন নাই।' তিরস্কার শুনিয়া মেরি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় মাথা তুলিয়া কহিল, 'মহাশয়, ইহার যে মূল্য হয়, বলুন, আমি লইব। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দিবেন, যেন ইহাতে ঠিক দেখিতে পাই।'

নাস্তি শোকসমং তমঃ।

মেরি আয়না কিনিয়া, পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া চলিল। হেবার্টের ব্যবহারে তাহার মাথা ঠিক ছিল না। ইউরোপের কন্যারা বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীর মন জানিয়া লয়, কিন্তু মেরি বৈধব্যের পরে স্বামীর মন জানিতে বসিল,—হেবার্ট তাহাকে ভাল বাসিত কিনা। সে নার্স-ভাবে হেবার্টের মুখে অনেক আদরের কথা শুনিয়াছিল সত্য, কিন্তু তদীয় মৃত্যুকালীন প্রত্যাখ্যানে তাহার হৃদয়ে অনুক্ষণ নৈরাশ্যের আনয়ন করিতেছিল। তবে জগতে কিছুই নিরবচ্ছিন্ন নহে। আশার সঙ্গেও নৈরাশ্য থাকে, আবার যেখানে দারুণ নৈরাশ্য, অনুসন্ধান করিলে, সেইখানেও আশার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মেরির নৈরাশ্যেও একবিন্দু আশার সমাগম হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, 'কর্ণেল আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এক দৃষ্টিতে পাঁচমিনিট চাহিয়া

রহিলেন। আমার হাত ধরিয়া মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি কি দেখিলেন? আমার মুখে এমন কি ছিল যে তিনি আর চোক্ ফিরাইলেন না?' এইরূপ ভাবিয়া মেরি আয়না খানি খুলিল।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই মেরির অধর-পল্লব অর্দ্ধবিকসিত ভাব ধারণ করিল। তাহার হৃদয়ান্ধকারও যেন কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইল। সে যতই দর্পণে মুখ দেখিতে লাগিল, ততই তাহার প্রতীতি হইতে লাগিল যে, জগতে যেন কেহই সে মুখের অনাদর করিতে পারিত না। হেবার্টই বা করিবে কেন? হবে.. যে সে প্রত্যাখ্যান করিল, সে তাহার নিষ্কাম ধর্ম্ম। সে যে তাহাকে কাউণ্ট ভবনে যাইতে বলিয়াছিল, সে তাহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা। সে যে তাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়া দিয়াছিল, সে তাহার প্রণয়-পরীক্ষা। মেরির বিশ্বাস হইল, হেবার্ট তাহাকে ভাল বাসিত। সে আয়নার দিকে মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 'মনসিওর কর্ণেল, লোকে যখন দূরদেশে যায়, প্রিয়জনেরপ্রতিকৃতি সঙ্গে করিয়া লয়। তুমিও কি সেইরূপ মহাপথে যাইবার সময়ে চক্ষুঃ-ক্যামেরায় হতভাগিনীর ফটো তুলিয়া লইতেছিলে? ভাগ্যে আমি তোমার কথায় কাউণ্ট ভবনে যাই নাই। আমি তোমারই, আমি তোমারই। আমি আর কাহারও হইব না।' শোকাকুলা বালিকা মোহে নিপতিত হইল। খ্রীষ্ট সমাজে মৃত-ভর্ত্তৃকার পত্যন্তরের আশ্রয়ে দাঁড়াইবার যে একটু পথ ছিল, হতভাগিনীর সে পথেও কণ্টক পড়িল।

অথবা মেরির অপরাধ কি? সে হেবার্টকে চিনিবে কি প্রকারে? জগতে ক'জন লোক হাবার্টকে চিনে? যে ভগবান্

মেঘে বিদ্যুৎ কিংবা সমুদ্রে বাড়বানল সৃষ্টি করিয়াছেন, হেবার্ট তাঁহারই সৃষ্টি। সে করুণা-সাগর একদিন উথলিয়া উঠিয়াছিল, তাই তাহার সৌন্দর্য্য। সেই মহাসমুদ্র একদিন মাত্র কামাগ্নি উদ্গিরণ করিয়া জন্মের মত নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, তাই তাহার গাম্ভীর্য্য। সে নিষ্কাম ধর্ম্ম জীবনে একবার মাত্র প্রতিগ্রহ করিয়াছিল, আর করিল না, তাই সে কৃতজ্ঞা রমণীর ক্ষোভের হেতু। সেই কালান্তক প্রান্তর চরম সময়ে আবার কি মৃগতৃষ্ণা বিস্তার করিয়া গেল, তাই সে সরলপ্রাণা হরিণীর মৃত্যু-নিদান। হেবার্টের চরিত্র কি দুর্জ্জেয়!

জাতীয় উন্নতির মূলে নিঃস্বার্থতা।

একদিন লঙ্ উড়ে গ্রীষ্মাধিক্য বশতঃ ফরাসী বীরগণের নিশীথকাল পর্য্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। তাঁহারা নেপোলিয়নের সম্মুখভাগে উপবিষ্ট হইয়া জাতীয় উত্থান পতন সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন করিতেছিলেন। সম্রাট্ কিয়ৎকাল তাঁহাদিগের বাগ্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'কি বীর্য্য, কি ঐশ্বর্য্য, কিছুই জাতীয় অভ্যুত্থানের হেতু হইতে পারে না; জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলে নিঃস্বার্থতা। আবার স্বার্থপরতা দোষে জাতি মাত্রেরই পতন হইয়া থাকে। বীর্য্য যদি জাতীয় অভ্যুত্থানের হেতু হইত, তাহা হইলে পার্ব্বত্য জাতিরাই সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীর রাজদণ্ড ধারণ করিত। আবার কেবল ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভ্যুত্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ইটালীয় ধনকুবেরগণই বা কি জন্য এতকাল অষ্ট্রীয়ার পদ সেবা

করিতেছিলেন ? জাতীয় অভ্যুত্থানে যে পরিমাণ বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন, তাহা সকল জাতিরই আছে, নাই কেবল নিঃস্বার্থতা। অতএব আপনারা যখন বলিতেছেন যে, আপনাদিগের বাহুবলের উপর কিংবা ইটালীর ঐশ্বর্য্যের উপর, ফরাসী সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখন একটী দরিদ্র ফরাসী সন্তান আমাকে মনে করিয়া দিতেছে যে, তাহারই নিঃস্বার্থ দানের উপর ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রথম বনিয়াদ্ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আমি এতকাল পরে আপনাদিগের নিকট সে রহস্যের উদ্ভেদ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সেই সময়ে আমি পারীর কোন হোটেলে থাকিয়া সাময়িক কর্ম্মের উমেদারী করিতাম। একদিন এমন হইল যে, পরদিবস কি আহার করিব, তাহার আর কোন সংস্থান নাই। হোটেল-ওয়ালা আমাকে নোটীশ দিল, পুনরায় টাকা জমা না দিলে, কল্য হইতে বোনাপার্টের আহার প্রস্তুত হইবে না। আমি চিন্তান্বিত ভাবে বসিয়া আছি, এমন সময়ে জননীর পত্র পাইলাম, "আমি তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া এখন তোমার ভ্রাতা ভগিনী-গুলিকে লইয়া যার পর নাই কষ্টে পড়িয়াছি, তুমি আমাকে সাহায্য করিতেছ না কেন ?"

আপনারা শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এই উভয়বিধ অভাব নিবারণের জন্য আমার নিকট সেই সময়ে সম্পূর্ণ দুইটী ফ্রাঙ্কও ছিল না। আমি কিয়ৎক্ষণ গভীর ভাবে চিন্তা করিলাম। অর্থের অভাব চিন্তায় মিটে না। কি করি, তখনও ফ্রান্সে উপপ্লব চলিতেছিল। অর্থ দিয়া কেহ কাহারও সাহায্য করা দূরে থাকুক, সেই সময়ে কেহ কাহারও সহিত ভাল করিয়া আলাপও করিত না। কোথায় যাই, কাহার কাছেই বা যাই, লোকে যখন পুরাতন

বন্ধুর শশব্যস্তে মুছিয়া ফেলিতেছে, নূতন বন্ধুত্ব আর কে করিবে? সেই নিদারুণ সময়ে, উপস্থিত অভাব নিবারণের যতই উপায় চিন্তা করিলাম, সমস্তই কেবল অনুপায়ে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। একমাত্র আত্মহত্যা ব্যতীত বর্ত্তমান সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইবার অন্য পথ রহিল না।

পারীতে একমাস ধারে আহার করা যায়, এমন অনেক হোটেল ছিল। সেই স্থানে যাইয়া কিংবা এক কালে ভিক্ষুকে পরিণত হইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে পারিতাম বটে, কিন্তু তাহাতে জননীর ত কোনই উপকার হইতনা। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিজের অভাব অপেক্ষা জননীর অভাবই আমাকে অধিক বিব্রত করিয়াছিল, এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আমার কোনই উপায় ছিল না। যতই ভাবিতে লাগিলাম, আমার জননী বুঝি তদীয় শিশুসন্তান গুলিকে লইয়া অনশনে রহিয়াছেন, ততই এই অকৃতার্থ জীবন নিঃশেষ করিবার সঙ্কল্প দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ভাব ধারণ করিতে লাগিল।

কি প্রকারে মন্ত্রণা সিদ্ধ করা যায়। আমার নিকট কোনও মারাত্মক অস্ত্র ছিলনা, বা আমার এমন কোনও নিভৃত স্থানও ছিলনা, যে স্থানে উদ্বন্ধন করিতে পারা যায়। সীন-সলিলে ঝম্প প্রদানই প্রশস্ত উপায় বলিয়া বোধ হইল, কারণ আমি সন্তরণ জানিতাম না। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সীন নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম, এবং একমাত্র অন্তরায় জল-পুলিসের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। সীনের জলকল্লোল যেন আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিল। তদীয়

তীরপ্লাবী তরঙ্গ সকল যেন নবাগত অতিথির প্রত্যুদ্‌ গমনার্থেই প্রকম্পিত হইল। আমার ঝম্প-প্রদানের আর অধিক বিলম্ব নাই, এমন সময়ে কে যেন পশ্চাৎ দিক্‌ হইতে আসিয়া বলিল, 'ভাই নেপোলিয়ন, তুমি এখানে বসিয়া কি করিতেছ?' আমি চকিতের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, আমারই পূর্ব্ব পরিচিত ডিমাসী, কিন্তু কোন কথা কহিলাম না।'

ডিমাসী বলিল, 'ভাই, তিন চারি বৎসর পরে অকস্মাৎ তোমার সহিত দেখা হইল। তুমি কোথায় আনন্দ প্রকাশ করিবে, না, একেবারেই কথা কহিতেছ না! আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছিনা।'

আমি বলিলাম, 'ভাই, আমার মাথা ধরিয়াছে, সেই জন্য কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছেনা।'

ডিমাসী বলিল, 'নেপোলিয়ন, তুমি কি ঠিক কথা কহিলে? তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? এ কেবল মাথা ধরা নহে, ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা আমাকে বলিতে হইবে।'

আমি ডিমাসীকে প্রকৃত কথা না বলিয়া পারিলাম না। ডিমাসী যখন শুনিল যে, আমি কেবল অর্থের অভাবেই মরিতে যাইতেছি, তখন সে পকেট হইতে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক পরিমিত ব্যাঙ্ক নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করত কহিল, 'ভাই, ইহাতে তোমার জীবন রক্ষা হইতে পারে কি না দেখ?'

আমি সাগ্রহে নোটগুলি ধরিলাম, এবং কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ডিমাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ডিমাসী বলিল, 'ভাই তুমি ইহা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ কর। ইহার কিয়দংশ তোমার পূজনীয়া জননীর নিকট প্রেরণ কর, এবং অবশিষ্ট নিজের জন্য

রাখিয়া দাও। তুমি জগতে বড়লোক হইবে এই আমার বিশ্বাস। যখন বাল্যকালে তোমায় আমায় ব্রিন কলেজে পড়িতাম, তখন হইতে আমার এই প্রকার ধারণা হইয়াছিল। যদি তুমি বাস্তবিকই বড়লোক হও, আমার এই সামান্য ঋণ অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিবে। না হয়, ইহাদ্বারা একজন বন্ধুর জীবন রক্ষা হইল, বা বন্ধু-জননীর অভাব দূর হইল, ইহা অপেক্ষা এই ধনের আর কি সদ্ব্যবহার হইতে পারিত?' এই বলিয়া ডিমাসী চলিয়া গেল।'

এইরূপ বলিয়া নেপোলিয়ন পুনরায় কহিলেন, 'আপনারা এই ডিমাসী সম্বন্ধে কি মনে করেন? সীন-তীরে ডিমাসী যে দাতব্যের হস্ত বিস্তার করিয়াছিল, আপনারা কি সেই হস্তে বিধাতার হস্ত সন্দর্শন করেন না? ডিমাসী কি বিশুদ্ধ বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছিল না? তাহার ধারণা ও বিশ্বাস কি নিশার স্বপ্নেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল? তাহার নিঃস্বার্থ দানের উপরেই কি ফরাসী সাম্রাজ্য গঠিত হয় নাই? ডিমাসীর সাত হাজার ফ্রাঙ্কে সীন-পুলিনে সেই দিন যে ভয়ঙ্কর অগ্নির সূচনা হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত করিতে কি ইংলণ্ডকে সাত কোটী স্বর্ণমুদ্রাও ব্যয় করিতে হয় নাই? লোকে অবশ্যই বলিয়াছিল ডিমাসী দেউলিয়া হইল। সে এমন আশ্চর্য্যের বিষয়ও নহে। জগতে ডিমাসীর ন্যায় কত শত লোক নিত্যই উঠিতেছে, এবং জলবুদ্বুদের ন্যায় জলেই মিশাইয়া যাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই দরিদ্র ফরাসী সন্তান ভবের বাজারে একাকী দেউলিয়া হইল না, সঙ্গে সঙ্গে অশেষ-ধনরত্নসমন্বিত, স্ফীত ও গর্ব্বিত ইংলণ্ডের জাতীয় ধনভাণ্ডারকেও দেউলিয়া করিয়া গেল। ডিমাসীর

নিঃস্বার্থ দানে এমনই কি মহাশক্তি নিহিত ছিল! তাই বলিতেছি যে দেশে ডিমাসী নাই, সে দেশে নেপোলিয়নও নাই। যে জাতির মধ্যে নিঃস্বার্থ দাতা নাই, সে জাতির অভ্যুত্থানও কদাচ সম্ভবে না।'

পরশ্রীকাতরতা।

বোনাপার্টিষ্টদিগের পতনে পারীর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্বার্থপর বোর্বনরাজের সংস্পর্শে যেন ব্যক্তিমাত্রেই স্বার্থপর হইয়া উঠিল। না হইবেই বা কেন? প্রজার চরিত্র রাজ-চরিত্রেরই অনুকরণ করে। যতদিন সমুদার-প্রকৃতি নেপোলিয়ন রাজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, ব্যক্তিমাত্রেই দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিত। এখন সঙ্কীর্ণচেতাঃ অষ্টাদশ লুই সিংহাসনে বসিলেন। প্রকৃতি-পুঞ্জ তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া লইল।

রাজপথে আর সে জনতা নাই। সে আনন্দধ্বনি নাই। সে আমোদ নাই। বন্ধুর সহিত বন্ধুর সে প্রেমালিঙ্গন নাই, হৃদয় খুলিয়া সে কুশল-জিজ্ঞাসাও নাই। কাহারও প্রতি কাহারও সস্নেহ দৃষ্টিপাত নাই, আদর নাই, সাদর সম্ভাষণ নাই। পারীর সে মধুরতা, সে আনন্দ, সে স্ফূর্ত্তি সমস্তই যেন নেপোলিয়নের সহিত চলিয়া গিয়াছে। সমস্তই যেন ওয়াটার্লুতে ইংরাজের কামানে উড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজের প্রভাবে মনুষ্যত্বের শেষ ছায়াও যেন আর নরসমাজে বিদ্যমান নাই। আছে কেবল দশটা আর পাঁচটা।

এত গেল বাহিরের কথা। ভিতরের কথা আরও শোচনীয়। দেশের বড় লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা সুকঠিন। তাঁহারা চীনসম্রাটের ন্যায় সপ্ত প্রাচীরের মধ্যে বাস করেন। তাঁহাদের প্রথম প্রাচীর দ্বারবান্, দ্বিতীয় কার্ডদান, তৃতীয় সন্দিহান, চতুর্থ কম্পমান, পঞ্চম ম্রিয়মাণ, ষষ্ঠ দণ্ডায়মান্, এবং সপ্তম প্রত্যাখ্যান। যথাক্রমে এই সাতটী প্রাচীর অতিক্রম করিতে না পারিলে একজন বড় লোকের মুখারবিন্দ দর্শন হয় না। তা তিনি আবার সকল কথায় কর্ণপাতও করেন না। পরোপকারিতা, সরলতা, সাধুতা, ঔদারতা, দানশীলতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, স্বজাতি-প্রিয়তা ও সমদুঃখতা, ইহার যে কোন প্রস্তাব তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত কর, কিছুতেই তাঁহার প্রীতি-বোধ হয় না, তিনি কিছুরই প্রত্যুত্তর করেন না, করেন কেবল নিজের ডিস্‌পেপসিয়ার আলাপ।

গরিব দুঃখীরা পারী ছাড়িতে লাগিল। তাহারা সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিতে পারে, কিন্তু সঙ্কীর্ণভাবে বাস করিতে পারে না। যে রাস্তায় বা পার্কে অনবরত 'অর্ডার,' 'অর্ডার,' 'ডিসিপ্লিন,' এইরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছে, তথায় তাহারা চলা ফেরা করিতে ভাল বাসে না। তথায় বেড়াইতে ভাল বাসেন ঐ সকল লোক, যাঁহারা ভিতরে কানমলা খাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিতে পারেন, আমি হাকিম হইয়াছি।

কতিপয় দরিদ্র লোক লি-নগরে আসিয়া ফাদার মেডেলাইনের কারখানায় চাকুরী করিতে লাগিল। মেরিও সেই সঙ্গে আসিল। লি আসিবার সময় মেরি পথিমধ্যে মণ্ট ফার্মিল নামক স্থানে এক সরাইএ তাহার কন্যাটীকে রাখিয়া আসিয়াছিল। হতভাগিনী জীবনে আর তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

পাঠক জানেন ফাদার মেডেলাইন এক সময়ে চাকুরীর অভাবে কি দুর্গতিই ভোগ করিয়াছিলেন। একটী পয়সার জন্ত তাঁহাকে আঠার বৎসর জেল খাটিতে হইয়াছিল। মনুষ্য সর্ব্বতন্ত্রে না খাটিলে বুঝি সম্পূর্ণতা লাভ করে না। মেডেলাইনের কারখানার দ্বার সর্ব্বদা অবারিত। তথায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, 'যে কে বেকার অবস্থায় থাক, এই কারখানায় আসিয়া কার্য্য করিতে পার। আমি সকলকেই মাসিক দশ ফ্রাঙ্ক করিয়া দিব।'

মেরি তথায় প্রবেশ করিল। মেরি প্রথমতঃ যে দশ ফ্রাঙ্ক করিয়া পাইতে লাগিল, তাহার ছয় ফ্রাঙ্ক তাহাকে কন্যাটীর ভরণ-পোষণার্থে মণ্টফার্ম্মিলে সরাইওয়ালার নিকট পাঠাইতে হইত। অবশিষ্ট চারি ফ্রাঙ্কে তাহার নিজের এক বেলা করিয়া চলিত।

কারখানার দুইটী বিভাগ ছিল। এক বিভাগে পাঁচশত পুরুষ কার্য্য করিত, অন্য বিভাগে পাঁচশত স্ত্রীলোক। এক বিভাগের সহিত অপর বিভাগের কোনই সংস্রব ছিল না। ফাদার মেডেলাইন সকলকেই কঠোর নীতির বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছিলেন। মেরি যে বিভাগে কার্য্য করিত, সেই বিভাগে, প্রতি পঞ্চাশটী স্ত্রীলোকের উপর এক এক জন কর্ত্রী ছিলেন। তিনিই অধীনস্থ স্ত্রীলোকদিগের কাজকর্ম্ম দেখিতেন, এবং গুণানুসারে বেতনের তারতম্য করিয়া দিতেন। মেরির কর্ত্রী মেরির কাজকর্ম্ম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দুই তিন মাসের মধ্যেই মেরি মাসিক কুড়ি ফ্রাঙ্ক করিয়া পাইতে ছিল।

মেরি এতদিন মেজোয় নিদ্রা যাইত। এইবার সে একখানি খাটিয়া কিনিয়া আনিল। ক্রমশঃ একখানি চেয়ার ও একটী টেবিল তাহার ক্ষুদ্র কুটীরের শোভা সংবর্দ্ধন করিল। আমাদের

দেশে স্ত্রীলোকেরা অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে গহনা প্রস্তুত করে; ইউরোপে তাহা করে না, ফর্ণিচার (গৃহের আসবাব) ক্রয় করে।

অল্প দিনের মধ্যেই মেরি অবস্থার একটু উন্নতি করিয়া লইল দেখিয়া সমীপবর্ত্তিনী কোন দয়াশীলা রমণীর দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল। 'এ্যাঁ! সে দিন এই স্ত্রীলোকটীকে ভিখারিণী বেশে লিতে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, সে ইতোমধ্যেই বেশ গুছাইয়া লইল! আমি এই প্রকার আকস্মিক উন্নতি ভাল বাসি না। উহাতে আমার মর্ম্মে বড় বেদনা লাগে। কোথায় মলিন বসনে আচ্ছাদিত হইয়া থাকিবে, না, কোথায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া বাতায়নে বসে। তা আবার চেয়ারে বসে, বেল (১) সাজিয়া বসে, কেতাব হাতে করিয়া বসে, চুল ছাড়িয়া দিয়া বসে। কেন? মানুষের এত সুখ স্বচ্ছন্দতা কেন?'

মেরির কর্ত্রীর সহিত এই পরশ্রী-কাতরা রমণীর আলাপ ছিল। সুতরাং মেরির অন্ন মারিতে তাঁহাকে আর অধিক দূর যাইতে হইল না। তিনি একদিন কর্ত্রীর নিকট বলিলেন, 'আপনাদের কারখানার জিনিস পত্র এখন আমরা বেশ সুবিধা দরেই পাইতেছি, অনেক সময়ে অর্দ্ধমূল্যেও কিনিয়া থাকি।'

কর্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করিল, দয়াবতী কহিলেন, 'কেন? আমরা মেরির নিকট হইতে কিনি, মেরি অর্দ্ধ মূল্যেই ছাড়িয়া দেয়। আপনারা বোধ হয়, উহাকে ঐ সকল দ্রব্য পুরস্কার দিয়া থাকেন।'

(১) বেশবিন্যাসপ্রিয়া সুন্দরী রমণী।

কর্ত্রী বলিলেন, 'আমরা লোক দিগকে যখন যে পুরস্কার দিই, তাহা নগদই দিয়া থাকি, দ্রব্যের দ্বারা কখনই দিই না। মেরি কেমন করিয়া কারখানার দ্রব্য আপনাদের নিকট অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করে, তাহা আমি বলিতে পারি না। হয়ত চুরী করিয়া লয়। সে যাহা হউক, আপনি আর ও বিষয়ের আন্দোলন করিবেন না। আমিই মেরিকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, আমিই উহাকে ছাড়াইয়া দিতেছি। এবিষয় কোন প্রকারে ফাদারের কর্ণে না যায়।' মেরির চাকুরী গেল। পাঠক! মেরির ন্যায় হতভাগিনী মেয়ে আর দেখিয়াছেন কি?

লোকের উপকার করাই কঠিন, অপকার করা এক নিমেষেরও কর্ম্ম নহে। জগতে যে পরিমাণ সরলতা ও সদাশয়তা বিদ্যমান আছে, তদ্দ্বারাই জগতের কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত, যদি স্বার্থপরতা ও পরশ্রী-কাতরতা পদে পদে ব্যাঘাত না ঘটাইত। জগতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাই গো-মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট হইত, যদি পঙ্গপাল আসিয়া বর্ষে বর্ষে তাহার হানি না জন্মাইত। তথাপি ইহাদের জবাব আছে। যাহারা স্বার্থের জন্য অপরের অনিষ্ট করে, তাহারা একদিন অন্ততঃ সিংহশার্দ্দূলের ন্যায়ও এই বলিয়া ভগবানের সম্মুখে দাঁড়াইবে যে, আমরা নিজের উদর পূর্ত্তির জন্যই অপরের ঘাড় ভাঙ্গিয়াছিলাম। কিন্তু হে ভুজঙ্গ রূপিণি পরশ্রীকাতরতে, তুমি কি বলিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমি জানি না। তুমি যাহাকে দংশন কর, তাহার রক্ত মাংস কিছুই ত তুমি গ্রহণ করনা। তুমি নিশ্চিতই কোন পার্থিব অভিপ্রায় সাধনের জন্য দংশন করনা, দংশনের জন্যই দংশন করিয়া থাক, ঈশ্বরের নিকট তোমার জবাব কি?

রাজার উপকার।

বেঞ্জামিনের আনন্দের সীমা নাই। এইবার তিনি সুইজর্লণ্ডের নিভৃত গহ্বর হইতে বাহির হইলেন। ফ্রান্সে তাঁহার বিস্তর আশা ছিল। যাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই লুই এক্ষণে রাজাসনে উপবিষ্ট। বেঞ্জামিনের সবিশেষ পুরস্কার ও সম্মান-পদবী লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু যে স্নেহের পুত্তলী মেরিকে তিনি আজি দশবৎসর দেখেন নাই, অচিরে সেই মাতৃহীনা একমাত্র কুমারী কন্যার দর্শন পাইবেন, এই আনন্দও তাঁহার হৃদয়কে সামান্য উদ্বেল করে নাই।

বেঞ্জামিন মেরির বিষয়ে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সুইজর্লণ্ড হইতেই সেই পল্লী নিবাসে মেরির নামে যথেষ্ট টাকা পাঠাইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে সময় হইতে তিনি টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করেন, তৎপূর্ব্বেই মেরি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। গ্রামের কতিপয় ধূর্ত্তলোক একটি বালিকাকে মেরি বলিয়া দাঁড় করাইয়া, ঐ সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করিত। তাহারা মধ্যে মধ্যে বেঞ্জামিনের নিকট মেরির জবানি কুশল সংবলিত পত্র লিখিত, এবং নির্ব্বিবাদে ঐ ধন উপভোগ করিত। শাস্ত্র-কারেরা বলেন, পাপাত্মার ধন সন্তানের ভোগে আইসে না, সে কথা মিথ্যা নহে।

মেরির জন্য বেঞ্জামিনের কোন উদ্বেগ ছিলনা। এই জন্য তিনি ফ্রান্সে আসিয়াও অগ্রে গৃহে গমন করিলেন না। পারী

প্রবেশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পারীতে তাঁহার নিমিত্ত যে সকল পারিতোষিকাদি প্রস্তুত আছে, তাহা লইয়াই একেবারে গৃহে যাইবেন। মেরির জন্য ত কোন ভাবনা নাই। 'সে দিনও মেরির পত্র পাইয়াছি। সে দিনও মেরিকে একশত ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়াছি। মেরি ভাল আছে। একেবারে পারীর কাজটা সারিয়া যাই। সম্ভবতঃ আমাকে কোন বিভাগের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করা হইবে। তা হোক, দশদিনের ছুটী লইয়া মেরিকে দেখিয়া আসিব।'

১৮০৪ খৃঃ অব্দে লুইকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য যে ভীষণ ষড়যন্ত্র করা হয়, তাহাতে বেঞ্জামিনের ন্যূনাধিক পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক ব্যয়িত হইয়াছিল। সেই অবধি তিনি নিঃস্ব। যে দিন তিনি সুইজর্লণ্ডে গমন করেন, সেই দিন তাঁহার সেই বিপুল সম্পত্তির শত ফ্রাঙ্কও অবশিষ্ট ছিল না। তিনি সেই দেশে যাইয়া ক্রমে ক্রমে উপজীবিকার সংস্থান করিয়া লয়েন, এবং নিজে কষ্টে থাকিয়াও মেরির জন্য অথবা গ্রামস্থ লোকদিগের জন্য টাকা পাঠাইতে থাকেন। এক্ষণে যে লুইএর হিতকল্পে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, তিনিই রাজা, তাঁহারই নিকট বেঞ্জামিন পুরস্কার বা প্রত্যুপকারের প্রার্থী। কেন না তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের কিছুই আর অবশিষ্ট নাই, অধিকন্তু যে একটী কুমারী কন্যা আছে, তাহাকে সৎপাত্রস্থা করিতে হইলে নমঃ নমঃ করিয়াও তাঁহার দুই লক্ষ ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন।

লুইএর প্রাইভেট সেক্রেটারি বেঞ্জামিনের প্রমুখাৎ সর্ব্ব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মনসিওর সিটিজেন, আমি আপনার

আবেদন আহ্লাদ সহকারেই ম্যাজেষ্টির গোচর করিব। আপনি এক সপ্তাহ পরে পুনরায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

বেঞ্জামিন পারী হইতে মেরির নিকট পত্র লিখিলেন, 'আমি পারীতে আসিয়া রাজাদেশের অপেক্ষা করিতেছি। আমি অগ্রেই তোমাকে দেখিতে যাই নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না, কারণ যাহাতে এক সপ্তাহের মধ্যেই তুমি তোমার পিতাকে প্রাদেশিক গবর্ণর রূপে দেখিতে পাও, আমি তদ্রূপ চেষ্টা করিতেছি।' এই সংবাদে কৃত্রিম মেরি ও সহকারী ধূর্ত্তগণের বিশেষ সুবিধা হইল। তাহারা পিতা আসিতেছেন শুনিয়া বনে জঙ্গলে মাথা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা বেশ জানিত যে, পিতা মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শ্রীঘরে গমন করিতে হইবে।

এক সপ্তাহ পরে বেঞ্জামিন পুনরায় প্রাইভেট্ সেক্রেটারির সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, 'মনসিওর সিটিজেন, আপনার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। ম্যাজেষ্টি তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত কোনও অবৈধ উপায় অবলম্বন করেন নাই। যদি কেহ তাঁহার হইয়া তাদৃশ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, তজ্জন্যও তিনি দায়ী নহেন। ম্যাজেষ্টি আপনার সাধু উদ্দেশ্য, আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির জন্য শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছেন যে, আপনার সাহায্যকল্পে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় ধনাগার হইতে এক কপর্দ্দকও অন্তরিত করিতে পারেন না। অপিচ প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি দায়িত্ব-পূর্ণ পদ, যাহা কেবল বহুদর্শী ও পারদর্শী লোকদিগকেই প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা

আপনাকে অর্পণ করিয়া ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেও গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নাই।'

এই কথা শুনিয়া বেঞ্জামিন বজ্রাহত পথিকের ন্যায় স্তম্ভিত হইলেন। 'মহাশয় আমি একবার ম্যাজেষ্টির সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি কি?'

'বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে পারেন।'

'কাহাকে আপনি বিশেষ প্রয়োজন বলেন?'

'আপনি যদি কোন দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, কিংবা কোন নবাবিষ্কৃত খনির সংবাদ লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ প্রয়োজন বলিতাম। ব্যক্তিগত উপকার-প্রত্যাশীদিগের সহিত ম্যাজেষ্টিরা প্রায়ই সাক্ষাৎ করেন না। বেঞ্জামিন বিষণ্ণবদনে ছলছলনয়নে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

বেঞ্জামিনের দুঃখে কাহারও সহানুভূতি হইবে না কারণ তিনি অতি পাপাত্মা ও দুরাচার, তাঁহার ক্রূরতা ও নৃশংসতার কথা ইতিপূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তথাপি এই বেঞ্জামিন পারী হইতে চলিয়া যাইবার সময় নাতি পরিস্ফুট স্বরে যে কয়েকটী কথা বলিয়া গেলেন, আমরা তাহা এককালে উপেক্ষা করিতে পারি না। বনমল্লিকা-অপকৃষ্ট স্থলে প্রস্ফুটিত হইলেও তুল্য সৌরভদান করিয়া থাকে। দুর্জ্জনের মুখে উচ্চারিত নীতিও তদ্রূপ। বেঞ্জামিন বলিতেছিলেন, 'যে ব্যক্তি রাজার হিত চেষ্টা করে, তাহার ন্যায় মূর্খ আর নাই। প্রজা যখন রাজার হিতচেষ্টা করে, তখন সে এই বলিয়াই করিয়া থাকে যে, আমি রাজাকে ঋণী করিতেছি। কিন্তু রাজা যখন প্রজার নিকট উপকার প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি এই মাত্রই মনে করিয়া থাকেন যে, প্রজা তাঁহার

অলৌকিক শাসন প্রণালীর নিকট যে ঋণী আছে, ধন প্রাণ দিয়া কেবল তাহাই পরিশোধ করিতেছে। যে স্থলে উপকার করিয়া পরিণামে পরিতাপ করিতে হয়, সে স্থলে উপকারমাত্রকেই পাপাচরণ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। কেন না একমাত্র পাপাচরণেই অনুতাপ আসিয়া থাকে। লোকে পরোপকার-ভ্রমে এই প্রকার কত পাপাচরণ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি সংসারে কেহ কাহারও উপকার করিতে ইচ্ছা কর, তবে আপনার অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ব্যক্তির উপকার করিও, তাহাতে কোন পার্থিব লাভ হউক বা না হউক, কদাচ অনুতাপ করিতে হইবে না ইহা সত্য।

ঐ বুঝি মেরির সমাধি

বেঞ্জামিন পারী হইতে মেরির জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন ও সুন্দর সুন্দর দ্রব্য লইয়া চলিলেন। পথি মধ্যে অন্য কোন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি ভাবিতে ছিলেন, 'মেরি বোধ হয় আমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিবে। সে দূর হইতেই উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিবে। অথবা মেরি তত অধীরা হইবেনা। আমি যখন সুইজল´ও যাই, তখন তাহার বয়স ষোল বৎসর ছিল, সেও আজি দশ বৎসরের কথা। মেরি এখন আর বালিকা নাই, তাহাকে পূর্ণবয়স্কাই বলিতে হইবে। সে বোধ হয় যৌবন-সুলভ লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া আদৌ চঞ্চলতা প্রকাশ করিবেনা। মেরি কাছে আসিবে বটে, কিন্তু তফাৎ দাঁড়াইয়া থাকিবে। কথা কহিবে বটে, কিন্তু প্রতিবারই যেন জিজ্ঞাসার অপেক্ষা করিবে। বাল্য কালে পারী হইতে বহুদিন পরে বাড়ী

গেলে মা যেমন ফটক পর্য্যন্ত এগিয়া আসিতেন বটে, কিন্তু দৌড়িয়া আসিতেন না, ছল ছল নেত্রা হইতেন বটে, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিতেন না, মা বলিয়া ডাকা পর্য্যন্ত কোনই কথা কহিতেন না, এত কাল পরে আজি মেরিও সেই রূপ করিবে দেখিতেছি। কোচ্‌ম্যান, থোড়া জোরসে হাঁকাও, বক্‌সিস্ মিলেগা।

অপত্যস্নেহের কি বর্ণনাতীত প্রভাব! যদ্দ্বারা ঘোর দুরাচার ও একান্ত নৃশংস বেঞ্জামিনও মুহূর্ত্তের জন্য বালকের ন্যায় কোমলপ্রাণতা লাভ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ রুক্ষ ব্যবহারের কথাও যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন। অথবা যখনই বোর্বন্‌রাজের অকৃতজ্ঞতার কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল, তখনই তিনি যথোচিত ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, 'ছোট লোক, ছোট লোক, মনে করিয়াছে যে উহার সাহায্য না হইলে আমার আর উপায় নাই। মেরি যদি বাঁচিয়া থাকে, আমার কিসের দুঃখ।' এক মাত্র অপত্যস্নেহই যেন সেই ভীষণ প্রান্তরে ক্ষণকালের জন্য ক্ষমা ও শান্তির মনোহর ছায়া বিস্তার করিল।

পথে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে বেঞ্জামিন নিজপল্লীতে প্রবেশ করিলেন। অনেক দিনের পর পল্লীর পথ ঘাট গুলি তাঁহার নিকট একটু অপরিচিত, অথচ ভাবময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কেননা তাহারা মেরির বিচরণস্থল। সম্ভবতঃ গত কল্যও মেরি সেই পথে বেড়াইতে আসিয়াছিল, আজিও আসিতে পারে, পথেই মেরির সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা; বেঞ্জামিন গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া চলিলেন।

সেই পল্লীতে অতি অল্পসংখ্যক লোকের বাস ছিল। বেঞ্জামিন দেখিলেন সেইদিন প্রাতে প্রায় সকলেই ভ্রমণ করিতে

বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মেরি নাই। তাহার কারণ আছে, 'সে আমার আগমন প্রতীক্ষায় অদ্য প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হয় নাই।'

শকট খানি বাড়ীর ফটকে গিয়া লাগিল। ফটকের দ্বার অনাবৃত। বেঞ্জামিন গাড়ী হইতে নামিয়া গৃহদ্বারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মেরি এখনও আসিতেছেনা কেন?

বাড়ীতে জন প্রাণীর সমাগম নাই। অথচ চারি দিক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখ স্থিত উদ্যানে নানাজাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। মেরি যেন পিতার অভ্যর্থনার্থ গৃহদ্বার সুন্দর ও সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

বেঞ্জামিন গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। তিনি মেরি মেরি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেন। কেহই দ্বার খুলিয়া বহির্গত হইলনা। বেঞ্জামিনের চিন্তা হইল, মেরি কোথায় গেল? তিনি অপরাপর দ্বারে উপস্থিত হইয়া মেরিকে ডাকিলেন। কোনই উত্তর পাইলেন না। মেরি কোথায় গেল?

বেঞ্জামিন চতুঃপার্শ্বস্থ উদ্যানে মেরির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'এই বৃক্ষ হইতে গতকল্য ফল আহৃত হইয়াছে; এখনও জীবন্ত পত্র পল্লব ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে,—মেরি কোথায় গেল। এই স্থানে পুষ্পিত লতাসমূহ সম্প্রতি লতাপ্রতানে উদ্গ্রথিত হইয়াছে দেখিতেছি, মেরি কোথায় গেল। কোনও স্থানে জীবকুলের জল-পানের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কোথায়ও বা ধরাবিকীর্ণ শস্য সমূহ জীবানুকম্পার পরিচয় দিতেছে। আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, সর্ব্বত্রই মেরির সুকুমার হস্তের কার্য্য কলাপ দেখিতেছি, মেরিকে দেখিতেছিনা কেন?'

বেলা দশটা বাজিয়া গেল। মেরির সহিত দেখা হইবার সকল আশাই দূরীভূত হইল। বেঞ্জামিন ভাবিতে লাগিলেন' 'তবে মেরি বুঝি আর জীবিত নাই। ঐ যে অদূরে উইলো-বৃক্ষের ছায়ায় মৃত্তিকা স্তূপ দৃষ্ট হইতেছে, ঐ বুঝি মেরির সমাধি। এই বলিয়া বেঞ্জামিন সেই স্থানে গিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, 'মা উঠ মেরি উঠ, তোমার হতভাগ্য পিতা এত দিন পরে তোমাকে দেখিতে আসিয়াছে, একবার দেখা দাও। সেই স্বর্ণবর্ণাভ সুদীর্ঘ কেশ গুচ্ছ পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত করিয়া একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও মা, সেই মুক্তাপংক্তি-সদৃশ মনোহর দশন-পংক্তিতে বিম্বাধরের শোভা পরিবর্দ্ধিত করিয়া একবার আমার সহিত কথা কও।'

বেঞ্জামিন এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী বৃদ্ধা নিকটে আসিয়া বলিল, 'মহাশয় আপনি কবে দেশে আসিয়াছেন?

বেঞ্জামিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি বলিতে পার আমার মেরি কবে মরিয়াছে, কি হইয়াই বা মরিয়াছে?'

বৃদ্ধা কহিল, 'মেরি চিরজীবিনী-হউক, সে মরিবে কেন?'

'তবে মেরি কোথায়?'

'তাহা আমি বলিতে পারিনা, সে বহুদিন এস্থান ছাড়িয়া গিয়াছে।'

'সে কি? আমি যে সে দিনও তাহার পত্র পাইয়াছি, বরাবর তাহার নিকট এই ঠিকানায় টাকাও পাঠাইতেছি।'

বৃদ্ধা বলিল, 'মহাশয়, সে রহস্য আপনি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন। আমি আপনাকে নিশ্চিত বলিতেছি, যে বৎসর আপনি সুইজল'ও যান, তাহার পর বৎসরেই মেরি এস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল।'

পুলিসের অত্যাচার।

ম্যাজেষ্টির একটী বিশেষ গুণ আছে। ম্যাজেষ্টি নরমের বাঘ, গরমের শৃগাল। শান্ত ও শরণাগতের প্রতিই ম্যাজেষ্টির যত নিগ্রহ আর ভ্রূকুটী, কিন্তু যাহারা অস্থির ও দুর্বিনীত, ম্যাজেষ্টি তাহাদিগকে ভয় করেন। যাহার অস্ত্র নাই, অথবা যে ব্যক্তি আত্মরক্ষায় অসমর্থ, ম্যাজেষ্টি তাহার হৃদয় রুধির পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া-পান করেন, কেবল রুধির কেন, সেই নিরুপায় ও নিরবলম্ব জনের রক্ত মাংস, অস্থি, মজ্জা, ওজঃ পর্য্যন্ত টানিয়া সেবন করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করিতে জানে, তাহার কাছে ঘেসেন না। অপিচ যাহারা অলক্ষিতভাবে দুই একটা গুলি চালাইতে পারে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহও প্রকাশ করিয়া থাকেন। ফরাসী উপপ্লবের মিরাবো সেই ভাবের লোক ছিল; মহাপ্রতাপশালী ষোড়শ-লুইও অশ্রুজলে তাহার চরণ অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বাবা আমায় রক্ষা কর, তুমি কি চাও, বল, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।'

বেঞ্জামিনকে বিমুখ করিয়া দিয়া লুইএর চিন্তা হইল। 'আমি ভাল করিলাম না। বেঞ্জামিনের অসাধ্য ব্যাপার নাই। ষড়্‌যন্ত্র ও গুপ্তহত্যায় সে এক প্রকার সিদ্ধ-হস্ত। সে যদি রাগের বশীভূত হইয়া আমার এই নধর ভুঁড়িটী গালিয়া দেয়, তবে 'কোথায় রবে ঘরদরজা পুত্র পরিজন।' লুই অনতিবিলম্বে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে আদেশ করিলেন, 'বেঞ্জামিনকে পুলিসের একটা বড় চাকুরী দাও।'

এদিকে বেঞ্জামিন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অপত্য-স্নেহের অধ্যায় শেষ হইয়াছে। তিনি আর মেরির আশায় রাখেন না। যে কন্যা পিতার বিনা অনুমতিতে গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে দিয়া তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। 'সে কেন গৃহের ফর্ণিচার গুলি বিক্রয় করিয়া আরও কিছুদিন থাকিল না?" এক্ষণে যে সকল ধূর্ত্তলোক তাঁহার টাকা ফাকী দিয়া লইয়াছে, তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য অকৃতজ্ঞ লুইকে শিক্ষা দান করা। অর্থ না হইলে কিছুই হয় না। বেঞ্জামিন উভয় মন্ত্র সাধন করিবার জন্য বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া পারী গমন করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক রাজদূত আসিয়া তাঁহাকে ম্যাজেষ্টির অনুগ্রহ জ্ঞাপন করিল। 'আপনি মধ্য বিভাগের পুলিসের কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।' বেঞ্জামিন যে প্রকার নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, তাহাতে পুলিসের কার্য্য স্বভাবতঃই তাঁহার প্রীতিকর হইত। বিশেষতঃ যখন লোকনির্য্যাতনকল্পনা মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, তখন আর তাদৃশ পদ গ্রহণে অনভিরুচি হইবে কেন? বেঞ্জামিন পুলিসের কর্ত্তা হইয়া লি নগরে আসিয়া বসিলেন।

লুই যে কেবল ভয়ের বশীভূত হইয়াই বেঞ্জামিনকে সরকারি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, তাহা নহে। তদীয় নিয়োগে তাঁহার আরও একটী বিশেষ মৎলব ছিল। লি-বিভাগে যে সকল বোনাপার্টিষ্ট বাস করিত, তাহাদিগকে ত নির্য্যাতন করা চাই। অথচ সেই সময়ে ফ্রান্সে এমন নীচাশয় লোক অতি অল্পই ছিল, যাহারা রাজার অনুরোধে বিনা অপরাধে ঐ সকল ধর্ম্ম-প্রবণ নিরীহ ও স্বজাতি-বৎসল লোকদিগের গাত্রে হস্তক্ষেপ বা অস্ত্রাঘাত করিতে

পারিত। বেঞ্জামিনের ন্যায় দুরাচার লোক ব্যতীত আর কেহই ঐ জুগুপ্সিত কর্ম্ম গ্রহণ করিত না ইহা সত্য। আবার বেঞ্জামিন ঐ কর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হইলে, বোর্বন-ভূপতি ইংলণ্ড হইতে মনের মত লোক আনাইয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন, তাহাও মিথ্যা নহে।

লি নগরের লোকেরা বেঞ্জামিনকে চিনিত। তিনি পুলিসের বড় সাহেব হইয়াছেন শুনিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইল। রাজপথে 'অর্ডার,' 'অর্ডার' ধ্বনি উত্থিত হইল। 'ধর মার' শব্দে চারিদিক কম্পমান। শান্তিরক্ষক পুলিসের আবির্ভাবে পুরবাসিগণের সর্ব্ব-প্রকার শান্তিরই তিরোভাব হইল। সকলেই রাজপথে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিহারের আশায় জলাঞ্জলি দিল। তথাপি ভগবান্ নিরুপায় লোক দিগের একটা উপায় করিলেন। এই সময়ে পরম কৃপালু ফাদার মেডেলাইন লির মেয়র বা নগরপাল নির্ব্বাচিত হইলেন।

এই সময়ে মেরি সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট আয় না থাকিলেও, তাহাকে স্বীয় তনয়ার ভরণ পোষণের নিমিত্ত মাসিক দশ ফ্রাঙ্ক পাঠাইতে হইত। এই কর্ত্তব্য সাধনের জন্য সেই স্নেহময়ী জননীকে যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। মেরি ভিক্ষা করিত, মোট বহিত, জল তুলিত, এবং নরদমা সাফ করিত। ইহাতে সে যাহা পাইত, সমস্তই সন্তানটীর জন্য রাখিয়া দিত, নিজে এক পয়সা খাইত না, খাইলেও চলিত না। ক্ষুধা পাইলে হোটেলে হোটেলে ঘুরিয়া বেড়াইত, যদি কেহ দয়া করিয়া তাহার দিকে রুটীর খোসাটা ফেলিয়া দেয়।

এইরূপ কষ্টের সময় মেরি একদিন রাস্তার ঠিক মধ্য দিয়া গমন করিতেছিল। এমন সময়ে পুলিস সাহেবের গাড়ী আসিয়া পড়িল। গাড়ী মাত্রেই সরল রেখা ক্রমে যাইতে ভাল বাসে; বক্র রেখায় যাইতে হইলে শকট চালকের রক্ত গরম হইয়া উঠে। তা হইবারই কথা, কেন না শকট চালক এবং রাজা এ উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য অতি সামান্যই। উভয়েরই আসন উচ্চে সংস্থিত, উভয়েই পাশব বলে অনুপ্রাণিত। উভয়েই আবার চক্রী, যে চক্রের অনুগমন করাও সাধারণের সাধ্যাতীত। মেরি সাতিশয় চিন্তাকুলা ছিল বলিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে আগত শকটের বিষয় অগ্রে কিছুই টের পায় নাই। একেবারে আসন্ন সময়ে রাস্তার দুই পার্শ্বের লোকেরা যখন 'সার' 'সার' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া একবার এদিক্ একবার ও দিক্ করিতে করিতে গাড়ীর ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল। নির্দ্দয় পুলিস সাহেব তাহার উপর আবার সবলে দুই কষাঘাত করিলেন। মেরি চাহিয়া দেখিল তাহারই পিতা, তাহারই সেই পিতা বেঞ্জামিন, যাঁহাকে সে একদিন আত্ম-বলিদান করিয়া শ্মশান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। মেরি অনায়াসেই চিনিল, কিন্তু বেঞ্জামিন যে স্বীয় তনয়াকে চিনিতে পারিলেন না, সে দোষ অন্য কাহারও নহে, সে দোষ তাঁহার। মেরির পূর্ব্ব হইতেই তাহার সম্মুখে ছিল, এবং সেই অসাধারণ সুদীর্ঘ কেশরাশিও তাহার পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত ছিল। ভিখারিণী বলিয়াই বুঝি মদগর্ব্বিত পিতা তনয়াকে চিনিতে পারিলেন না। অথবা সে বিষয়ের আলোচনায় ফল কি? ... দূরদর্শী লোকেরা অনুমান করেন, বেঞ্জামিন মেরিকে চিনিতে পারিলেও কষাঘাত করিতেন, কারণ তিনি যে পুলিস

চক্রধরের চক্র।

মেরির শেষ আশা অন্তর্হিত হইল। সে এতদিন ভাবিতেছিল, পিতার নিকট পরিচয় দিবে, এবং পিতার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া নিদারুণ দারিদ্র্যের হস্তে অব্যাহতি পাইবে। বেঞ্জামিনের আচরণে মেরি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল।

এই সময়ে দারুণ শীত পড়িয়াছিল। মেরির তনয়াটীর শীত-বস্ত্র ছিল না। মণ্টকার্মিলের সরাইওয়ালা লিখিয়াছিলেন, গরম জামার অভাবে কুসী অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে'। সংবাদ পাইয়া মেরি সাতিশয় চিন্তান্বিতা হইয়াছিল। দশ ফ্রাঙ্ক না হইলে একটী শীতের জামা হয় না। সে তাহা কোথায় পাইবে। সে সমস্ত মাস পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু পাইয়াছিল, দুই তিন দিন পূর্ব্বে কুসীর খোরাক বাবত সমস্তই পাঠাইয়া দিয়াছিল, এখন তাহার নিকট আর একটা পয়সাও ছিল না। মেরি ভাবিতেছিল, 'পিতার কাছে যাইব, যাইয়া দুঃখ জানাইব।' মেরি সময় ও সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিল। তাহার মনে কত কথা উঠিতেছিল। 'পিতা যদি না চিনিতে পারেন, যদি ভিখারিণী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। আবার যদি কুসীকে কোথায় পাইলাম, এইকথা জিজ্ঞাসা করেন, তবেত লজ্জায় মরিয়াই যাইব। আমি কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে বুঝাইব, আমি কুলটা নহি, কিন্তু বিধাতাই আমার দুইকুল নষ্ট করিয়াছেন।' এই সমস্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রাজপথে যাইতে যাইতে যখন সে পুলিস পিতার নিদারুণ বেত্রাঘাত খাইয়া আসিল, তখনই তাহার সমস্ত চিন্তার অবসান

হইল। তাহার চিন্তাভারাক্রান্ত মুখমণ্ডল সহসা ভাবন্তর পরিগ্রহ করিল। সে যেন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার দায় এড়াইল। পিতা যে তাহাকে চিনিতে পারিয়াও বেত্রাঘাত করিয়াছেন সে এমন মনে করিল না বটে, কিন্তু তথাপি ঐ আঘাতেই যেন তাহার পিতৃদর্শনের সমস্ত আশা ও উৎসাহ জন্মের মত ভাঙ্গিয়া গেল।

ফ্রান্সে রমণীদিগের মাথার চুল বিক্রয় হয়। দরিদ্র রমণীরা পাঁচ হইতে দশ ফ্রাঙ্ক পাইলেই এই দুর্লভ বস্তু ও মনোহর সৌন্দর্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে। দারিদ্র্যের ত নিয়ম নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, একখানি রুমাল, একটী শার্ট, বা তিনখানি রুটীর সহিত এই প্রাকৃতিক উপহারের বিনিময় হইয়া থাকে। কেশ-ব্যবসায়ীরা দরিদ্রার মস্তক মুণ্ডন করিয়া, ঐশ্বর্য্য-শালিনীর মস্তকের শোভা সংবর্দ্ধন করে। প্রতি বৎসর বসন্তকালে ফ্রান্সের দরিদ্র মহল হইতে আড়াই হাজার মণ চুল সংগৃহীত হয়।

কথিত আছে, পূর্ণ বয়স্কা রমণীর মস্তকে এক লক্ষ দশ হাজার গাছি চুল থাকে। ইহার প্রত্যেক গাছির জন্য রমণীদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে যত্ন করিতে হয়। বিশ বৎসরের অধ্যবসায়-ফলে এক গোছা দর্শনীয় চুল জন্মে। তাহার আবার বিঘ্ন পদে পদে। কঠিন রোগে চুল যায়, দুর্ভাবনায় চুল যায়, অপকৃষ্ট আহারেও চুলের অপচয় ঘটিয়া থাকে। দেশ বিশেষে, জল বিশেষে, পরিবার বিশেষে, এবং ধাতু-বিশেষে, চুলের তারতম্য হয়। এই নিমিত্ত সুন্দর, সুচিকণ ও সুদীর্ঘ কেশের সংখ্যা জগতে অতি বিরল।

মাথার চুল স্ত্রীলোকের অতি আদরের বস্তু। শিরশ্ছেদ বা শিরোমুণ্ডন ইহার অন্যতমের ব্যবস্থা হইলে, রমণীরা শিরশ্ছেদকেই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করে। কিন্তু দারিদ্র্যের কি প্রবল প্রতাপ,

যাহার আদেশে এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তুও তাহাদিগকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়।

মেরি একজন কেশ-ব্যবসায়ীর দোকানে গিয়া বলিল, মহাশয়, আপনারা আমার মাথার চুল ক্রয় করিয়া লইবেন কি?'

দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি মূল্যে বিক্রয় করিবে? দীর্ঘে কত ইঞ্চি আছে?'

মেরি বলিল, 'তাহা আমি জানিনা। আপনারা যে মূল্য বিবেচনা করেন, তাহাতেই আমি স্বীকার করিব।''

দোকানদার বলিল, 'সুন্দরি চুল খুলিয়া দাও।' মেরি চুল খুলিয়া দিল। 'মেরির অনন্য-সাধারণ সুন্দর সুদীর্ঘ কেশ গুচ্ছ এই শেষবার তাহার পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িল। দোকানদার মাপিয়া দেখিল, চুল প্রায় পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি লম্বা রহিয়াছে। সুন্দরি, তোমার চুলের মূল্য দশফ্রাঙ্ক হইতে পারে।'

মেরি স্বীকার করিল। দোকানদার অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইল। হায়! সেইসময়ে ফ্রান্সে এমন কি কেহ ধনী ছিলেন না, এমন কি কেহ মহাত্মা ছিলেন না, যিনি দশটী ফ্রাঙ্ক দিয়া এই দরিদ্রা ফরাসী বালিকার অতি যত্ন ও আদরের সামগ্রী, প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার, সেই মনোহর কেশ গুচ্ছ রক্ষা করিতে পারিতেন? তা অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সে রূপ ছিলনা। সেই চক্রধরের চক্র তখন মনুষ্য দৃষ্টির বিপরীত দিকে ঘুরিতেছিল। দোকনদার মেরির হাতে দশটী ফ্রাঙ্কদিয়া তাহার মাথার চুল কাটিয়া নামাইল। মেরিও একটী গরম জামা কিনিয়া কুসীর জন্য পাঠাইল। সমস্তই যেন চুকিয়া গেল, কিন্তু কাজ কিছুই মিটিল না, এক অতি ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়া রহিল মাত্র।

কর্ম্ম-কেন্দ্র।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে মেরি কুসীর কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইল। সরাইওয়ালা লিখিয়াছেন, তোমার কন্যাটী যে রূপ পীড়িত, তাহাতে তুমি অবিলম্বে ডাক্তার ও ঔষধি বাবত কুড়ি ফ্রাঙ্ক না পাঠাইলে, তাহার জীবন রক্ষা হওয়া সুকঠিন। এই সংবাদে মেরি একেবারে পাগলিনীর ন্যায় হইল। কোথায় যায় কি করে। সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যে কুড়ি পয়সার মুখ দেখে না, সে এই মুহুর্ত্তেই কুড়ি ফ্রাঙ্ক কোথায় পাইবে। মেরি ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইল। কোন দিকে যাইতেছে, কাহার কাছেই বা যাইতেছে, কিছুরই স্থিরতা নাই। অথচ চরণ তাহাকে অজ্ঞাতসারে ক্রমশঃ দূর হইতে দূরতর প্রদেশে লইয়া চলিল। সম্মুখে একজন ডেণ্টিষ্টের (দন্ত ব্যবসায়ীর) সাইনবোর্ড মেরির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

আজি কালি যেমন রাসায়নিক উপায়ে দন্ত প্রস্তুত হয়, ১৮২০ খৃঃ অব্দে তেমন হইত না। তখন কোন অবস্থাপন্ন লোকের দন্ত-হীনতা দোষের প্রশমন করিতে হইলে, অপরের দন্ত তুলিয়া লইতে হইত। সাইনবোর্ডে লিখিত ছিল, 'জীয়ন্ত মনুষ্যের সম্মুখের দুইটী দন্তের মূল্য দশ হইতে কুড়ি ফ্রাঙ্ক পর্য্যন্ত অর্পিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞাপন পড়িয়া শোকাকুলা মেরির দেহে যেন প্রাণ আসিল। 'আমি এখনই আমার দন্ত বিক্রয় করিব।'

মেরি বলিল, 'মনসিওর ডেণ্টিষ্ট, আমি আমার সম্মুখের দুইটী দন্ত বিক্রয় করিব, আপনি লইবেন কি?'

ডেণ্টিষ্ট বলিলেন, 'কেন লইবনা? আমরা যখন ঐ ব্যবসা করিতে বসিয়াছি, তখন জিজ্ঞাসা অধিকন্তু। তুমি কি মূল্যে তোমার দন্ত বিক্রয় করিবে।'

মেরি বলিল, 'মনসিওর ডেণ্টিষ্ট, আপনি কি আমাকে কুড়ি ফ্রাঙ্ক দিতে পারেন না? আমার কুড়ি ফ্রাঙ্কের প্রয়োজন। আমার কন্যাটী বড় পীড়িত, আমার এমন সঙ্গতি নাই যে তাহার চিকিৎসা করাই। কুড়ি ফ্রাঙ্ক হইলে তাহার চিকিৎসা হয়।' এই বলিয়া মেরি কাঁদিয়া ফেলিল।

ডেণ্টিষ্ট বলিলেন, 'ভদ্রে! আমি তোমাকে কুড়ি ফ্রাঙ্কই দিব। তোমার দাঁত যেরূপ সুন্দর, তাহাতে তুমি আরও অধিক পাইবার যোগ্য। কিন্তু সে আমাদিগের নিকটে নহে। আমরা ব্যবসা করিতে বসিয়াছি, এবং কুড়ি ফ্রাঙ্কই আমাদের শেষ দর।'

মেরি বলিল, 'মনসিওর ডেণ্টিষ্ট, আপনার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে। আপনি আমার কন্যাটীর ঠিকানা লিখিয়া লউন। দেখিবেন যেন অবিলম্বে তাহার নিকট কুড়িটী ফ্রাঙ্ক প্রেরিত হয়।'

সহৃদয় পাঠক! মেরির এই প্রকার প্রস্তাব শুনিয়া আপনি কি মনে করেন না যে, মেরি অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া কেবল দন্ত দিতেছিল না, তাহার জীবনও দিতেছিল, অন্ততঃ তাহার সেই প্রকার বিশ্বাস হইয়াছিল। জীয়ন্ত মনুষ্যের দন্ত খুলিয়া লইলে সে আর জীবিত থাকে না, এই ভাবিয়াই মেরি ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল। ডেণ্টিষ্ট তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমার ভয় নাই, তোমার জীবন যাইবে না। আমরা

বৈজ্ঞানিক উপায়ে তোমার দন্ত খুলিয়া লইব, তুমি অধিক কষ্ট অনুভব করিবে না।' এই বলিয়া ডেণ্টিষ্ট ক্লোরোফরম করিয়া মেরির দন্ত তুলিয়া লইলেন।

মেরির জ্ঞান হইল। অনেক পরিমাণে রক্ত নিঃসরণ হওয়ায়, সে সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ডেণ্টিষ্ট তাহাকে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করাইলেন, এবং বলকারক ঔষধ পত্রাদি দিলেন। মেরি অবিলম্বে পীড়িতা কন্যার চিকিৎসার্থে কুড়িটী ক্রাঙ্ক পাঠাইয়া অপত্য-স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল।

অপত্য-স্নেহ সংসারচক্রের কেন্দ্রস্বরূপ। এই কেন্দ্র হইতে জগতের যাবতীয় শুভাশুভ কর্ম্মের উদ্ভব হয়। অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া লোকে দান-যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে, আবার পরধন-হরণাদি অবৈধ কর্ম্মেও লিপ্ত হয়। অপত্যের অনুরোধে লোকে পরহিতব্রত হইতে যেমন পরাঙ্মুখ হয়, আবার পরহিংসা পরদ্বেষ হইতেও তেমন বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। অপত্য-স্নেহের ন্যায় সমতা বিধায়িনী বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই।

পাপ ও পুণ্য উভয়ের পরিণামেই অপত্য দেবতা উৎপন্ন হইয়া থাকেন। পুণ্যলব্ধ অপত্য স্বকীয় জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা পিতাকে সুখী করিয়া সুপুত্র নামে অভিহিত হয়েন। এবং পাপ প্রসূত অপত্য দুষ্টতা জড়তা ও অবাধ্যতা দ্বারা পিতার অশেষ যন্ত্রণার কারণ হয়েন। লোকে তাঁহাকে কুপুত্র বলিয়া উপহাস করে। কিন্তু বস্তুতঃ তিনিও সুপুত্রের ন্যায় আদর ও সম্মানের যোগ্য। কেননা পার্থিব সুখ দুঃখের কথা দূরে রাখিলে, উভয় প্রকার অপত্যেই আমরা কেবল ঈশ্বরের হস্তই সন্দর্শন করি।

চরিত্র-রত্নাবলী।

সৎসাহস।

জিরার্ড।

খুলি উল্টাইয়া দিব।

চেষ্টা না করিলে কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না,—যেরূপ সত্য, চেষ্টা করিবার সামর্থ্য থাকিতেও কোনও কর্ম্মে সফলতা লাভ করা যায় না, ইহাও তদ্রূপ সত্য বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ দ্রৌপদীর চেষ্টা ছিল, সেই নৃশংস কুরুসভাতলে দুঃশাসন কর্ত্তৃক বস্ত্র হরণ সময়ে, যতক্ষণ কৃষ্ণা বাম হস্তে বস্ত্রগ্রন্থি ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক দীননাথকে ডাকিতেছিল, ততক্ষণ তাহার কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই, সেই দীনার প্রতি দীননাথের কৃপাদৃষ্টি নিপতিত হয় নাই। পরে যখন লজ্জানিবারণকল্পে যাবতীয় চেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণা বস্ত্রগ্রন্থিও ছাড়িয়া দিয়া এককালে দুই হস্ত উত্তোলন করত দীননাথকে ডাকিতে লাগিল, তখনই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল, তখনই দুঃশাসন দেখিতে পাইল, সেই অনন্যগতি পাণ্ডব রমণীর বস্ত্র হরণ করা তাহার সাধ্যাতীত; সে যতই আকর্ষণ করে, সে বস্ত্র আর কিছুতেই ফুরায় না, সেই লজ্জাশীলা কুলকামিনীর বস্ত্র যেন কোনও অনন্ত, অপরিসীম ও অনির্ব্বচনীয় পদার্থের সহিত সংপৃক্ত রহিয়াছে।

মেরির আর চেষ্টা নাই। সন্তান রক্ষা করে মনুষ্য যাহা কিছু করিতে পারে, মেরির আর কিছুই বাকী নাই। ভীষণ দারিদ্র্য-সমরে আর তাহার তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই। পুনরায় মণ্ট কার্মিলে টাকা পাঠাইবার দিন আসিল, তাহার সে ভাবনা নাই। সে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে। সেই দীনা যেন দীননাথের উপর নির্ভর করিয়া দিনের নাগাল পাইয়াছে। সে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছে, গুন গুন স্বরে গান করিতেছে। তাহার গায়ের জামাটী লম্বালম্বি ভাবে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক পদবিক্ষেপে হয় তাহার পৃষ্ঠদেশ, না হয় বক্ষঃস্থলের কিয়দংশ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। মেরি যৌবন-দৃপ্ত পয়োধর-যুগলের আচ্ছাদন-কল্পে বাম হস্তে জামাটী ধরিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে।

পথে বরফ পড়িয়াছে। অনিয়ম পরিশ্রম, অপকৃষ্ট স্থানে বাস, শীত-বস্ত্রের অভাব, অনাহার বা অল্পাহার প্রভৃতি কারণে মেরিকে ইতিপূর্ব্বেই কাস-রোগে ধরিয়াছিল। তাহাতে আবার নগ্নপদে বরফের উপর দিয়া গমন, ও অনাবৃত পৃষ্ঠে নিদারুণ উত্তর-বায়ুর অবিশ্রান্ত দংশন যেন মর-শরীরে সহিষ্ণুতার শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করিতেছিল। একজন সচ্চরিত্র রয়ালিষ্ট যুবকের ইচ্ছা হইল, মেরি জামাটা ধরিয়া আছে কেন; ছাড়িয়া দিক। তিনি রাস্তা হইতে এক অঞ্জলি বরফ লইয়া সজোরে মেরির পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। মেরিও যার পর নাই কষ্ট অনুভব করিয়া বজ্র-সঞ্চালিতের ন্যায় ফিরিয়া সেই গর্দ্দভের হাত কামড়াইয়া ধরিল।

নিকটে পুলিস ছিল, রয়ালিষ্টের চীৎকারে দৌড়িয়া আসিল। জনতা হইল। সকলেই দেখিল, মেরি কামড়ে তদ্দূর সুবিধা করিতে পারে নাই, কেন না তাহার সম্মুখের দুইটী দন্ত ছিল না।

রক্তপাত হয় নাই। তথাপি ব্যাপার বড় গুরুতর বলিয়া ইনস্পেক্টর জেভেয়ার আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

জেভেয়ার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, একজন বোনাপার্টিষ্ট স্ত্রীলোক পথিমধ্যে একজন রয়ালিষ্টকে আক্রমণ করিয়াছে, জগতে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কি হইতে পারে? তিনি আদেশ করিলেন, 'ব্রিগেডিয়ারগণ, এই লুটেরা স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার কর।'

মেরি বলিল, 'মনসিওর ইনস্পেক্টর, এই ভদ্রলোক অগ্রে আমার পৃষ্ঠে বরফ নিক্ষেপ করেন, পরে আমি তাঁহার হাত কামড়াইয়া ধরি। আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম, কাহার কি অনিষ্ট করিয়াছিলাম? আমি হাফানি কাসে কষ্ট পাইতেছিলাম, ইনি আমার অনাবৃত পৃষ্ঠে বরফ ছুঁড়িয়া মারিলেন কেন?'

'চুপ্ চুপ্' বলিতে বলিতে প্রহরীরা মেরির হাত বাঁধিল, রুল উঁচাইল, মেরিকে থানায় লইয়া চলিল। তাহার এক হস্ত তখনও খোলা ছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা সে আর দেহ ঢাকিবার প্রয়াস পাইতেছিল না। একজন প্রহরী তাহার প্রতি সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতেছিল, 'আমি ইহাকে ওয়াটার্লুতে দেখিয়াছিলাম।'

মেরির শ্বেত-পঙ্কজ-প্রতিম পীন পয়োধরের প্রতি ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি সমাকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া, জেভেয়ার শশব্যস্তে তাহার দিকে একটী জামা ফেলিয়া দিলেন। মেরি তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, 'আমার ইহাতে কোনও প্রয়োজন নাই,' বলিতে বলিতে জামাটী দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহা দেখিয়া পুলিসের লোকেরা 'লজ্জাহীনা লজ্জাহীনা, বার নারী বার নারী,' এইরূপ বলিয়া উঠিল। তাহারা বুঝিতে পারিল না, যে ব্যক্তি লজ্জা-

নিবারণ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, এ জগতে তাহার আবার লজ্জা কি? মূর্খেরা স্বপ্নেও ভাবিল না যে, তাহাদের অত্যাচার ও অবিচারে মেরি তাহাদিগকে একদল পশু ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতেছে না। মনুষ্যকে দেখিয়াই মনুষ্যে লজ্জা সম্ভ্রম করিয়া থাকে, পশুকেও সম্ভ্রম করিয়া চলিবে, মেরি এমন লজ্জা-শীলা বাস্তবিকই ছিল না?

থানায় গিয়া মেরি আর দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। ফ্রান্সে বিচার কেবল আদালতে হয় না, থানাতেও হইয়া থাকে। পুলিস ইনস্পেকটরই বিচারক। বিচার আরম্ভ হইল। আশামীর দাঁড়ান আবশ্যক, কিন্তু সে বসিয়া পড়িয়াছে। আচ্ছা, সে জন্য কোন চিন্তা নাই, আমাদের রুল আছে। দুই তিনটা গুতা মারিলেই উঠিয়া দাঁড়াইবে।

সাক্ষীরা সকলেই এক বাক্যে বলিল, মেরি অগ্রে কোনও দোষ করে নাই। তাহাতে কি হইল, পরে ত করিয়াছে! সে ও কিছু যেমন তেমন দোষ নহে। বোনাপার্টিষ্ট কর্তৃক রয়ালিষ্টের অবমাননা, পঞ্চ-মহাপাতকের অন্যতম। বিচার আবার এমন সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও চলে। মেরির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয়মাস কারা-বাসের হুকুম হইল।

মেরি কাঁদিতে লাগিল, 'হায় আমার কুসীর কি উপায় হইবে? মনসিওর ইনস্পেক্টর, আমি মিনতি করি, আপনি আর একবার বিচার করুন। আমি দুই তিন মাস যাবৎ হাঁপানি রোগে কষ্ট পাইতেছি। আমার পৃষ্ঠে বস্ত্র ছিল না। আমি আজি দুই দিন কিছুই খাই নাই। এক খানি রুটী কিনিতে রাস্তায় বাহির হইয়াছিলাম। কাহারও কোনও অনিষ্ট করি নাই।

কিছুই জানিনা, সহসা আমার পৃষ্ঠে যেন কিসে দংশন করিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, এই ভদ্রলোকটী আমাকে বরফ ছুঁড়িয়া মারিতেছেন। আমি যদি উঁহার হাত কামড়াইয়া ধরিয়া থাকি তাহা আমার মনে নাই। আপনি দয়া করিয়া আর একবার বিচার করুন।'

জেভেয়ার মেরির কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, বরং তাহাকে অবিলম্বে জেলে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

মেরি যাইতে চাহিতেছে না, প্রহরীরা তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, রুল উঁচাইতেছে, ঘুসি মারিতেছে, এমন সময়ে ফাদার মেডেলাইন সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন চিকিৎসকের হস্তে একটা টেথিস্কোপ ছিল। তিনি উহা মেরির পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে সংলগ্ন করত তাহার হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিয়া মেডেলাইনকে চুপে চুপে কি কহিলেন। অনন্তর মেডেলাইন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'মনসিয়র ইনস্পেক্‌টর, এই স্ত্রীলোকটীকে ছাড়িয়া দিন।'

ইনস্পেক্‌টর বলিলেন, 'মেয়র মহাশয়, অগ্রে অবস্থা শুনুন, পরে তাদৃশ অনুরোধ করিবেন।'

মেয়র বলিলেন, 'আমি ঘটনা স্থান হইয়া আসিতেছি, অবস্থা আমার অজ্ঞাত নহে। ব্যাপার অতি তুচ্ছ। বিশেষতঃ এই দরিদ্রা রমণী বহুদিন হাঁপানি রোগে কষ্ট পাইতেছে। আপনারা কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই স্থানে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর তাহার ফিট্ হইতেছে। আমার প্রিয় বন্ধু ডাক্তার ইলো এইরূপ বলিতেছেন। যখন ফিট হইতেছে, তখনই সে বসিয়া পড়িতেছে। আবার আপনারা রুলের গুতা মারিয়া তাহাকে দাঁড়

করাইতেছেন। আমার বোধ হইতেছে, যখন ইহার অনাবৃত পৃষ্ঠে বরফ নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তখনই ইহার প্রথম ফিট্ হয়, এবং সেই ফিটের ধমকেই সে আততায়ীকে কামড়াইয়া ধরে, জ্ঞাতসারে ধরে নাই। এই বালিকাটী প্রকৃতই কোন অপরাধ করে নাই, ইহাকে ছাড়িয়া দিন।'

ইনস্পেকৃটর বলিলেন, 'আপনি যে সমস্ত কথা কহিতেছেন, তাহার কিছুই আমার নিকট প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। পক্ষান্তরে এই স্ত্রীলোকটী যে একাধিক বার লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার প্রমাণ ইহার শরীরেই বিদ্যমান আছে। এই লুটেরা আর কোনও ব্যক্তিকে অবমান করিয়াছিল, সে ইহার চুল কাটিয়া দিয়াছে, আর কাহাকেও কামড়াইয়াছিল, সে ইহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আপনি এই নগরের মেয়র হইতেছেন, আমি ইনস্পেকৃটর। আমি ন্যায়তঃ আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইলেও এইরূপ স্থলে বাধ্য কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয় রহিয়াছে।'

মেয়র বলিলেন, 'আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি এই রমণী লুটেরা নহে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, ইহার একটী কন্যা আছে, এবং তাহার ভরণপোষণের নিমিত্তই ইহাকে কেশ ও দন্ত পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছে। আপনারা নিরর্থক তিলকে তাল করিতেছেন। ব্যাপার কিছুই নহে, দয়া করিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিন।'

ইনস্পেকৃটর বলিলেন, 'ব্যাপার অন্যের সম্বন্ধে হইলে তুচ্ছ হইতে পারিত, কিন্তু যখন বোনাপার্টিষ্ট ও রয়ালিষ্ট সম্বন্ধে হইতেছে, তখন কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।'

মেয়র গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, 'সে জন্য কিছু চিন্তা নাই। আইনে সর্ব্বত্রই 'মনুষ্য' শব্দ লিখিত আছে, কোনও স্থানে রয়ালিষ্ট কিংবা বোনাপার্টিষ্ট বলিয়া কিছুই কথিত হয় নাই। আমি শপথ করিতে পারি, যখন ফরাসী দণ্ডবিধি সঙ্কলিত হয়, তখন বোনাপার্টিষ্টের কথা দূরে থাকুক, নেপোলিয়নের প্রপিতামহও জন্ম গ্রহণ করেন নাই।'

এইরূপ বলিতে বলিতে ফাদার মেডেলাইন নিজের লম্বা কোটে মেরিকে আচ্ছাদিত করিয়া স্কন্ধে উঠাইলেন। জেভেয়ার 'কি কি, কোথায় কোথায়, ধর ধর,' বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কতিপয় কনষ্টেবল ফাদারকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। ফাদার রোষকষায়িত নেত্রে তাহাদিগের প্রতি তির্য্যক্ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'সাবধান, ব্রিগেডিয়ারগণ, সাবধান! আমার কার্য্যে কেহ বাধা দিও না। আমি কোনও অন্যায় কার্য্য করিতেছি না। তোমরা এই নিঃস্ব, নিরাশ্রয় ও রুগ্ন বালিকাটীর উপর অত্যাচার করিতেছিলে, আমি ইহাকে শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে লইয়া যাইতেছি। ন্যায় ও ধর্ম্ম আমার দিকে, ঈশ্বর আমার সহায়। তোমরা কোন ক্রমেই আমার গাত্রে হস্তার্পণ করিতে পার না। তথাপি যদি কেহ দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা কর, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এই মুষ্টির, এই বজ্রমুষ্টির আঘাতে তাহার মাথার খুলি উল্টাইয়া দিব।'

এইরূপ বলিতে বলিতে মেরিকে স্কন্ধে করিয়া ফাদার থানার বাহিরে আসিলেন। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ 'ব্রেভো (সাবাস্) ফাদার মেডেলাইন' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

লুইশা-ফর্ণু সংবাদ

বহুদিন পরে ক্যাপটেন ফর্ণুর হৃদয়ে স্বজাতিপ্রেম উদ্দীপিত হইয়াছে। তিনি এতদিন মহাসুখে ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্বজাতির কথা তাঁহার মনে ছিল না। এক্ষণে ঘটনাক্রমে (১) পতিত ফরাসী জাতির দুরবস্থা তাঁহার নয়নগোচর হইলে, তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'জীবনের প্রথম ভাগ যেমন স্বজাতির জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলাম, জীবনের শেষ ভাগও তেমন তদর্থে বিনিযুক্ত করিব। আমি সেণ্ট হেলেনা হইতে নেপোলিয়নকে আনিয়া পতিত ফরাসী জাতিকে আর একবার উঠাইব।'

ফর্ণুর মনে এই সঙ্কল্প উদিত হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহা ফ্রান্সে কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি বহু কাল ফ্রান্স ছাড়িয়া ছিলেন, কে শত্রু কে মিত্র, তাহা বুঝিবার সম্ভাবনা তাঁহার সামান্যই ছিল। তিনি অবিলম্বে অষ্ট্রীয়ার

(১) ১৭৯৮ খৃ অব্দে মহাবীর নেপোলিয়ন এল ওরিয়েণ্ট নামক অর্ণবযানে মিসর দেশে সমরাভিযান করিয়াছিলেন। তিনি নাইল নদীমুখে রণতরী সকল রাখিয়া মিসর প্রবেশ করিলে, ইংরাজ নৌ-সেনাধ্যক্ষ নেলসন কৌশলক্রমে সে সমুদায় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। সেই জলযুদ্ধে ফ্রান্সের অন্যতম ক্যাপটেন ফর্ণু ধৃত ও ইংলণ্ডে নীত হইয়াছিলেন। তিনি সেই স্থানে ছয় বৎসর কারাবাস করিয়া যখন মুক্তিলাভ করেন, তখন কোন ধনাঢ্য ইংরাজ মহিলা তাঁহার রূপের ও গুণের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া উঠেন। ফর্ণু তাঁহাকে বিবাহ করিয়া এ যাবৎ কাল ইংলণ্ডেই অবস্থিতি করিতেছিলেন, সংপ্রতি বৃদ্ধা জননীর দর্শনাভিলাষে ফ্রান্সে আসিয়াছিলেন।

রাজকন্যা মেরিয়া লুইসার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভিয়েনা যাত্রা করিলেন।

পাঠক অবগত আছেন, মেরিয়া লুইশা নির্ব্বাসিত সম্রাট্ নেপোলিয়নের মহিষী। ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর হইতে ইনিও স্বকীয় পিতৃ-ভবনে এক প্রকার বন্দিনীর ন্যায় বাস করিতেছিলেন। কোন ফরাসী ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার অধিকার ছিল না। ফর্ণু ইংরাজ বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

মহামতি ফর্ণু সম্রাজ্ঞীকে যথাবিধি নমস্কার করত কহিলেন, 'মাতঃ, আমি ইংরাজ নহি, আমি ফরাসী, বোনাপার্টিষ্ট। আমি আপনার নিকট জানিতে আসিয়াছি, ফ্রান্সে আপনাদিগের এমন বিশ্বস্ত ও সৎসাহসী বন্ধু কে আছেন, যিনি আমার সহিত সেণ্ট হেলেনায় যাইতে প্রস্তুত হইবেন? আমি সম্রাট্কে আনিতে যাইব।'

সম্রাজ্ঞী বলিলেন, 'অগ্রে আপনি নিজ পরিচয় প্রদান করুন, পরে আমি সমস্ত বলিতেছি।'

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ক্যাপ্টেন ফর্ণু আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, 'আমার ইংরাজ শ্বশুর যৌতুক স্বরূপ আমাকে যে একখানি জাহাজ দিয়াছিলেন, আমি স্বয়ংই তাহার অধ্যক্ষতা করি। আমি বাণিজ্য-ব্যপদেশে প্রতি বৎসরই আফ্রিকার গিনি-উপকূল পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকি। সেই স্থান হইতে সেণ্ট হেলেনা অধিক দূর নহে, বারশত মাইলের মধ্যে। কতিপয় সাহসী ও বিশ্বস্ত লোকের সাহায্য পাইলে, আমি বোধ হয় সহজেই সম্রাট্কে ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছাইতে পারি।'

এই কথা শুনিয়া মেরিয়া লুইশা প্রীতি গদ্ গদ্ স্বরে কহিলেন, 'ক্যাপটেন, আপনার সাধু প্রস্তাবের জন্য আমি আপনাকে শত সংস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ফ্রান্সে এখনও আমাদের এমন অনেক বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন, যাঁহারা প্রস্তাবিত কার্য্যে আপনার সহায়তা করিতে পারেন। নাম করিতে হইলে আমি সর্ব্বাগ্রে আপনার নিকট জিরার্ডের নাম করিতে পারি। কিন্তু আমি জানিনা সেই সাহসী কর্ণেল আজি কালি কোথায় কি অবস্থায় বাস করিতেছেন। ওয়াটার্লু হইতে সম্রাটের পারী প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি যে প্রকার যোগ্যতা ও বন্ধুতার পরিচয় দিয়াছিলেন, আমি জীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারিব না। তিনি সম্রাট্কে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করেন। সম্রাটের পরিচালিত ফরাসী সেনার বিক্রমে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু জিরার্ডের সাহস ও প্রতিভা একদিন সে ফরাসী সেনাকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল। উপস্থিত বিপদ্সঙ্কুল বিষয়ে আপনি জিরার্ডের সাহায্য অবলম্বন করুন।'

ফর্ণ্ ইতিপূর্ব্বে কখনও জিরার্ডের নাম শুনেন নাই। তিনি বিদেশে থাকিয়া নে, ম্যাক্ডোনাল্ড, মেশিনা, জুনো, স্থলট প্রভৃতি বড় বড় মার্শালের নামই শুনিয়াছিলেন, এবং মনে করিয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগের কাহারও নাম করিবেন। সে বিষয়ে হতাশ হইয়া ফর্ণ্ বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতঃ, যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ জেনারেলের বাহুবলে সম্রাট্ সমগ্র ইয়ুরোপ ভূমি জয় করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদিগের নাম করিলেন না কেন? আমি কি বর্ত্তমান উদ্যমে তাঁহাদের কাহারও সাহায্য পাইতে পারিব না?'

সম্রাজী বলিলেন, "ক্যাপ্টেন, আপনি নিশ্চিতই যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন না। জেনারেলগণ আপনার কোন উপকারে আসিবেন ? আপনি জিরার্ডের সাহস ও প্রতিভার বিষয় কিছুই অবগত নহেন, সেইজন্ত ঐরূপ বলিতেছেন। আমি আপনাকে জিরার্ডের অন্যতম সাহসিকতার কথা বলিতেছি. মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, প্রস্তাবিত কার্য্যে জিরার্ডের সহায়তা কতদূর স্পৃহণীয় হইতে পারে।

'১৮১০ খৃঃঅব্দে সম্রাট্ স্পেন ও পর্টুগাল জয় করিলেন। টরেস্ নোভাস্ এবং সিরা ডি ওসা নামক দুইটী স্থানে ফরাসী শিবির সন্নিবেশিত হইল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ মাইল। প্রথমোক্ত স্থানে সেনাপতি মেশিনা ত্রিশ সহস্র, এবং শেষোক্ত স্থানে সেনাপতি ক্লজেল চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্ত লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র ফ্রান্সের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল, এবং অধিবাসিগণ ক্রমে আমাদিগের বশে আসিতে লাগিল।

ফ্রান্সের এই অভ্যুদয় ইংরাজের চক্ষে অসহ্য হইল। ইংরাজেরা স্বয়ং অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না বটে, কিন্তু অন্য কাহাকেও অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে দেখিলে আর স্থির থাকিতে পারেন না। অমনি তাঁহাদের সহানুভূতি উথলিয়া উঠে। সেণ্ট জেম্‌সের ক্যাবিনেট্ স্পেনের সাহায্য করে প্রভূত পরিমাণে সৈন্ত ও রশদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। স্বভাবতঃ দুর্দ্দান্ত স্পেনবাসিগণ প্রশ্রয় পাইয়া পুনরুত্তেজিত হইয়া উঠিল।

সমগ্র অন্তরীপ বিদ্রোহ বহ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল। দলভ্রষ্ট ফরাসী-গণ দেশমধ্যে যথা তথা নিহত হইতে লাগিল। স্পেনবাসিদিগের নৃশংসতার সীমা নাই। তাহাদের অধ্যক্ষ ম্যাহুয়েলো নানাস্থানে

এরূপ কৌশলে সৈন্য সমাবেশ করিল, যে ফরাসীদিগের শিবির হইতে শিবিরান্তরে সংবাদাদি-প্রেরণও এককালে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সৈন্যব্যূহ ছাড়িয়া বিশ গজ ভূমি অতিক্রম করিতে না করিতেই, ফরাসীরা নিদারুণ স্প্যানিস্ গুলিতে বিদ্ধ হইতে লাগিল। বহুতর মূল্যবান্ জীবন বিনষ্ট হইল। খাদ্যাদির একান্ত অসদ্ভাব হইল। খাদ্যাভাবে আমাদের সুন্দর অশ্বসেনা ধ্বংসমুখে পতিত হইল। ফরাসীদিগের সদলে স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না।

তাহাও নিতান্ত সহজ নহে। মেশিনা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ক্লজেলের উপায় কি? যদি উভয় সেনাপতি প্রত্যাবর্ত্তন করত নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরস্পর মিলিত হইতে পারেন, তবেই রক্ষা, নচেৎ একের প্রত্যাবর্ত্তনে, অন্যতমের বিনাশ অপরিহার্য্য। কি উপায়ে এক যোগে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়? যখন শিবিরের কয়েক গজ মাত্র দূরে গমন করিলেই কোনও ফরাসীর আর ফিরিয়া আসিবার কথা নাই, তখন মেশিনা কি প্রকারে পঞ্চাশ মাইল দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবেন? মেশিনা ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন।

মেশিনার তিনজন এডিকং ছিলেন। কর্টে, ডিউপ্লেসিস্, এবং জিরার্ড। প্রথম দিন মেশিনা কর্টেকে কোথায় পাঠাইলেন, কর্টে অশ্বারোহণে শিবিরের বাহিরে গমন করিলেন, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিলেন না। দ্বিতীয় দিন ডিউপ্লেসিস্ প্রেরিত হইলেন, তাঁহারও সেই গতি হইল। তৃতীয় দিন মেশিনা অশ্রুভারাক্রান্ত-নয়নে জিরার্ডের হাত ধরিয়া কহিলেন, 'জিরার্ড, আমি তোমাকে মরিতে পাঠাইব, যাইবে কি?'

এই বলিয়া মেশিনা জিরার্ডকে জানালার কাছে লইয়া পূর্ব্বাভিমুখে নিরীক্ষণ করিতে বলিলেন। 'জিরার্ড, কি দেখিতেছ?'

জিরার্ড বলিল, 'পর্ব্বতের চূড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।'

মেশিনা বলিলেন, 'ঐ স্থানের নাম সিরা ডি মেস্নো ডাল। উহার উপরিভাগে কোনও দ্রব্য কি তোমার নয়ন-গোচর হইতেছে না?'

জিরার্ড বলিল, 'না।'

তখন মেশিনা স্বকীয় দূরবীক্ষণ যন্ত্র জিরার্ডের হস্তে দিয়া কহিলেন, 'এইবার কি দেখিতেছ বল?'

জিরার্ড বলিল, 'ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরিভাগে একটা জ্বালানি কাষ্ঠের স্তূপের ন্যায় দেখিতে পাইতেছি।'

মেশিনা কহিলেন, 'অদ্য নিশীথ সময়ে তোমাকে ঐ কাষ্ঠ স্তূপে অগ্নি-সংযোগ করিতে হইবে। কেন না আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে টেগস্ নদীর অপর পারে সেনাপতি রুজেল চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য সহ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। ঐ কাষ্ঠস্তূপের মর্ম্ম তিনি অবগত আছেন। ঐ সকল স্থান যখন আমাদের অধিকারে ছিল, তখন আমি তাঁহার সহিত ঐকমত্যে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, যদি কখনও আমাদিগকে যুগপৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, এবং লোকের দ্বারা সংবাদ প্রেরণ অসম্ভব হইয়া উঠে, তাহা হইলে নিশীথ কালে ঐ কাষ্ঠরাশি প্রজ্বালিত করা যাইবে। মার্শাল রুজেল যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সিরা ডি ওসা নামক পর্ব্বত-শিখরেও এইরূপ অগ্নি-প্রজ্বালনের ব্যবস্থা আছে। অদ্য নিশীথে তুমি এই স্তূপে

অগ্নি সংযোগ করিলে, যদি প্রত্যুত্তরে ক্লজেল সেই স্তূপ প্রজ্বালিত করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল, নচেৎ বিপৎপাতের আর অধিক বিলম্ব নাই।'

কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া জিরার্ডের মুখ প্রফুল্ল হইল। মেশিনা পুনরায় কহিলেন, 'এই স্থান হইতে ঐ পর্ব্বত-শিখর দশ মাইলের ন্যূন নহে। প্রথম দুই মাইল কোনও ভয়ের কারণ নাই, কেন না ফরাসী শিবির রহিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী আট মাইল পথ ঘোর বিপদ্-সঙ্কুল বলিয়া জানিবে। তুমি যদি তাহাও অতিক্রম করিতে পার, সিরা ডি মেরোডালে দুর্দ্ধর্ষ ম্যান্নয়েলোর দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে, কখনই এরূপ আশা করিতে পারি না। তথাপি তোমাকে প্রেরণ করা ভিন্ন আমার আর উপায়ান্তর বিদ্যমান নাই। যদি তুমি অদ্য নিশীথে ঐ কাষ্ঠরাশি প্রজ্বালিত করিতে পার, তাহা হইলে ফ্রান্সের কি উপকারই না করিলে!' এই বলিয়া মেশিনা সজল নয়নে জিরার্ডের করমর্দ্দন করিলেন।

পিপার মধ্যে অর্থ আছে।

জিরার্ড যাত্রা করিল। সে ইয়ুরোপে অদ্বিতীয় অশ্বারোহী হইলেও সঙ্গে অশ্ব লইল না। একাকী পদব্রজে চকমকি লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়াই দেখিতে পাইল, চতুর্দ্দিকে স্প্যানিস্ প্রহরীগণ এরূপ ঘন সন্নিবিষ্ট, সতর্ক ও সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সেই প্রান্তরে একটী মুষিকেরও অদৃশ্য ভাবে সঞ্চরণ করিবার সাধ্য

নাই। জিরার্ড বুঝিতে পারিল সম্মুখবর্ত্তী যে প্রশস্ত রাজপথ সরল রেখাক্রমে গন্তব্য পর্ব্বতের দিকে গিয়াছে, অশ্বারোহী কর্টে ও ডিউপ্রেসিস্ সম্ভবতঃ সেই পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। জিরার্ড সেই পথ যথাসম্ভব পরিহার করত দ্রাক্ষাবনের অন্তরাল দিয়া কতক দূর গমন করিল। সম্মুখে একখানি দোকান। তথায় কতিপয় স্প্যানিয়ার্ড দাঁড়াইয়া ছিল। আপাততঃ তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য জিরার্ড সমীপবর্ত্তী গর্ত্তে প্রবেশ করিল, এবং সেই স্থান হইতে উকী মারিয়া দেখিতে পাইল, দোকানে দুইখানি গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, উহাতে মদের খালি পিপা সকল বোঝাই হইতেছে, এবং জিরার্ড যে দিকে যাইবে, গরুগুলি সেই দিকে মুখ করিয়া গাড়ীতে যোজিত আছে। পিপাগুলির একমুখ আবৃত ও অন্য মুখ খোলা ছিল। কোন মতে উহার একটী পিপার ভিতর প্রবেশ করিতে পারিলে, নির্ব্বিঘ্নে কিছু দূর এগুইয়া পড়া যায়, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জিরার্ড গাড়ীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে, এমন সময়ে গাড়ী বোঝাই করা শেষ হইল, গাড়োয়ানেরা দোকানের ভিতর জল আনিতে গেল। আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে,—জিরার্ড দ্রুত লঘু পদে আসিয়া একটী পিপার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। শকট চালকেরা ইহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারিল না। তাহারা আসিয়া অতর্কিত ভাবে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। জিরার্ড পিপার ভিতর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিল। তাহার পথ কমিতে লাগিল।

এই ভাবে তিন চারি মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে, জিরার্ড পিপার ভিতর হইতে অদূরে শত্রুদিগের একটী আড্ডা দেখিতে

পাইল। ঐ স্থানে কতকগুলি অস্ত্রধারী লোক দেখিয়া তাহার একটু ভাবনাও হইল। সে এতক্ষণ আশা করিয়াছিল, সন্ধ্যা-সমাগমে আস্তে আস্তে গাড়ী হইতে নামিয়া চম্পট দিবে। কিন্তু তাহা হইল না। দুই তিন দণ্ড বেলা থাকিতেই গাড়ী থানায় উপস্থিত হইল। থানায় পৌছিতে না পৌছিতে শকট চালকেরা শকট হইতে নামিয়া পরস্পর হাসিয়া হাসিয়া কি কহিতে লাগিল। জিরার্ড তাহাদের কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিল যে তাহারা তাহারই কথা লইয়া জল্পনা করিতেছে।

তখন শকট থানায় এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, জিরার্ডের আর পলায়ন করিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহাতে আবার যখন শকট-চালকদিগের ইঙ্গিতে থানাস্থ লোকেরা দৌড়িয়া আসিয়া গাড়ীর চারিধারে দাঁড়াইল, তখনই সে আশা তিরোহিত হইল। জিরার্ড খুব দৌড়াইতে পারিত। সে একবার মনে করিল, গাড়ী হইতে এক লম্ফে ভূমিতে পড়িয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করি, কিন্তু পরিশেষে তাহা তাহার নিকট ভাল বোধ হইল না। কেন না সেরূপ করিলে একতঃ ফ্রান্সের কার্য্য উদ্ধার হয় না, অপরতঃ পৃষ্ঠদেশে গুলি খাইয়া কাপুরুষের ন্যায় মরিতে হয়। জিরার্ড অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে পিপার মধ্যে বসিয়া রহিল। প্রহরীরা কহিল, 'মহাশয়, সুপ্রভাত, অনুগ্রহ করিয়া বাহিরে আসিবেন কি?'

জিরার্ড ধীরে ধীরে পিপার ভিতর হইতে বাহির হইল। এত সলজ্জ ভাবে, বোধ হইল যেন বরপাত্র মহাশয় বিবাহের অঙ্গনে পদার্পণ করিতেছেন। শত্রুগণ তাহাকে সজোরে ধরিয়া

দলাধিপতির সম্মুখে আনিল। জিরার্ডের মুখে কথা নাই, সে যেন চোর ধরা পড়িয়াছে। সর্দ্দার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফরাসী ভদ্রলোক, কোন প্রকারের মৃত্যু আপনি পছন্দ করিবেন?'

জিরার্ড ভীত বা অপ্রতিভ হইবার লোক নহে। প্রত্যুত্তরে সেও জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদিগের তহবিলে, কয় প্রকারের মৃত্যু আছে, তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিবেন কি?'

সর্দ্দার বলিল, 'যে সকল ফরাসী নিরীহ, তাহাদিগকে আমরা গুলি করিয়া মারি। যাহারা গুপ্ত চর, তাহাদিগকে করাত দিয়া চিরি অথবা ক্রুস-বিদ্ধ করি। পরিশেষে যাহারা জিঘাংসু তাহাদিগের ঘাড়ের উপর প্রকাণ্ড সমতল পাষাণ খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া অপূর্ব্ব ফরাসী পিষ্টক প্রস্তুত করি। আপনি কি ভাবে আসিয়াছেন, তাহা সত্য করিয়া বলুন, এবং তদনুসারে দণ্ড গ্রহণ করুন।'

এইরূপ কথোপকথন সময়ে প্রহরীরা জিরার্ডের পকেট অন্বেষণ করিতেছিল। তাহারা তাহার পিস্তল ছোরা প্রভৃতি সমস্তই বাহির করিয়া লইল। তাহাতে জিরার্ড তত দুঃখিত হইল না বটে, কিন্তু তাহার আগুন জ্বালিবার সরঞ্জাম কাড়িয়া লওয়াতেই সে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল, কেন না তখনও তাহার হৃদয়ে সিরা ডি মেরোড়ালের উপরিস্থিত কাষ্ঠরাশি প্রজ্বালিত করিবার আশা বিদ্যমান ছিল। প্রকৃত সাহসী লোকের শ্মশানও হতাশ হইবার স্থান নহে। অথবা যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে স্বজাতির উপকারে অগ্রসর হয়, বিপদ্‌কালে সে কেবল ঈশ্বরের রক্ষণশীল হস্তই দর্শন করে। শত্রুর উত্থিত কৃপাণও, সে অনুভব করে, কে যেন উপর হইতে সজোরে চাপিয়া ধরিতেছে। নিদারুণ

শত্রুগণ জিরার্ডের সর্ব্বস্ব মোষণ করিয়া তাহাকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, আর অকুতোভয় জিরার্ড তখন সেই স্থানের স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শন করিতেছে। সেই উচ্চ স্থান হইতে ক্রম নিম্ন ভূমি, সমান গড়ান ভাবে দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত গিয়া একেবারে সিয়া ডি মেরোডালের পাদদেশে সংলগ্ন হইয়াছে। 'আহা! এই প্রকার নবদূর্ব্বাদল সমাচ্ছাদিত ঢালু প্রান্তর ত কখনই দৃষ্টিগোচর করি নাই। মরি মরি কেহ যেন প্রান্তরময় সুরম্য মখমল বিছাইয়া রাখিয়াছে।'

এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত শকট-চালকেরা মদের পিপাগুলি আনিয়া সেই স্থানে সাজাইয়া রাখিতেছিল।' আসন্ন-শমন জিরার্ড এক এক বার তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তাহার মৃত্যু একেবারে সন্নিকট হইয়াছিল, কিন্তু সে সে কথা না ভাবিয়া বালকোচিত ভাবনায় মগ্ন হইয়াছিল,— ইহার একটী পিপা এই ঢালু স্থানে গড়াইয়া দিলে নাজানি কতই দ্রুত বেগে গমন করে। প্রহরীরা তাহাকে বধ্য-ভূমিতে যাইবার জন্য ঠেলিতে লাগিল। জিরার্ড বলিল, 'আমি যে পিপাটীতে বসিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কিছু অর্থ রাখিয়া আসিয়াছি, আপনারা তাহা আনিতে দিবেন কি?' প্রহরীরা ধনের লোভে মুহূর্ত্তের জন্য জিরার্ডের হাত ছাড়িয়া দিল। জিরার্ডও অর্থ হরণ-ব্যপদেশে পিপাগুলিকে উল্টিয়া পাল্টিয়া একটীকে একেবারে ঢালু স্থানের কিনারায় লইয়া আসিল, এবং ইহার মধ্যেই আমার অর্থ আছে বলিয়া চক্ষুর নিমেষ তন্মধ্যে প্রবেশ করত এমন আবর্ত্তন দিল যে পিপাটী কিনারা হইতে ঢালু স্থানে সরিয়া পড়িয়া দ্রুতবেগে গড়াইয়া যাইতে লাগিল। প্রহরীরা 'কি কি, কোথায় কোথায়'

বলিতে বলিতে পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিন্তু আর কি হইবে? জিরার্ড তখন ঘণ্টায় বিশ মাইলের বেগে যাইতেছিল। শত্রুগণ মুহুর্মুহু গুলি করিতে লাগিল, কিন্তু তাহা পিপার সুদৃঢ় কাষ্ঠাবরণ ভেদ করিতে পারিল না। এক মিনিটের মধ্যেই জিরার্ড সবাহনে অদৃশ্য হইল।

সাধু-সন্ন্যাসীর ন্যায় মরিব।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে জিরার্ড সিয়া ডি মেরোডালের প্রান্তে উপনীত হইল। সে দশ মিনিটে তিন মাইল পথ আসিয়াছে। অভাবনীয় গতি, অচিন্ত্য-পূর্ব্ব পরিত্রাণ। তাহার হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরতিশয় অবসন্ন। সেই দৈব-প্রেরিত পুষ্পক রথের আভ্যন্তরিক উৎপাতে তাহার অস্থিগুলি যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অনবরত বমন-প্রবৃত্তি, দেখিতে দেখিতে দুইবার রক্ত-বমন হইয়া গেল। জিরার্ড পিপায় ঠেস দিয়া বসিয়া বিশ্রাম-লাভের চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে মাথার উপরে মনুষ্যের গতিবিধির শব্দ শুনিতে পাইল, বোধ হইল যেন পর্ব্বতের উপরিস্থিত শত্রুগণ, তাহাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে অবতরণ করিতেছে। জিরার্ডের আর বিশ্রাম করা হইল না, তাহাকে শশব্যস্তে সমীপবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে ঝাঁপ দিতে হইল।

এই স্থান হইতে মেরোডালের শিখরদেশ অধিক দূর নহে, এক মাইলের মধ্যে। জিরার্ড বনের গহনাংশ দিয়া যাইতে

লাগিল বটে, এবং রজনীর অন্ধকারও তাহার বিলক্ষণ সাহায্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ক্রমেই চারিদিক ঘোরতর বিপদ্-সঙ্কুল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোনও স্থানে মশাল জ্বলিতেছে, দুর্দ্দান্ত প্রহরীগণ পাহারা দিতেছে, কুত্রাপি বন্দুকের আওয়াজ হইতেছে, কুত্রাপি কামান গর্জ্জন করিতেছে। উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ায় পেচকের গম্ভীর রব যেন আসন্ন-মরণ ফরাসী বীরের অন্ত্যেষ্টি-কাল ঘোষণা করিতেছে।

বন অতিক্রান্ত হইতে না হইতে এক অভিনব শব্দ জিরার্ডের কর্ণগোচর হইল, 'মনডিউ' (হা জগদীশ্বর)। ফরাসী বয়ান শ্রবণে জিরার্ড সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল, শুষ্ক পত্রোপরি এক ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ ভাবে শয়ান রহিয়াছে। সে আরও নিকটে গিয়া বুঝিল, সেই ব্যক্তি অন্য কেহই নহে, তাহারই বন্ধু ডিউ-প্লেসিস্, মার্শাল মেশিনা যাহাকে তৎপূর্ব্বদিন সেই দুঃসাধ্য সাধনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে নির্ঝর বারির ন্যায় রুধির ধারা নির্গত হইতেছে। ডিউপ্লেসিস্ জিরার্ডকে দেখিবামাত্র ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, 'ভাই জিরার্ড, আমি ত চলিলাম, ভরসা করি, তুমি সে কার্য্য সাধন করিবে।'

জিরার্ড বলিল, 'তোমার যদি পাথর ও বাতি থাকে, আমাকে দাও, যদি নিশীথ পর্য্যন্ত ধৃত না হই, অবশ্যই অগ্নি প্রজ্বালিত করিব।'

ডিউপ্লেসিস্ বলিল, 'আমি তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম, তোমার নিকট পিস্তল আছে ত? যদি ধৃত হও, আমার অনুরোধ, তখনই আত্মহত্যা করিও। কদাচ কর্টের ন্যায় মরিও না।'

জিরার্ড জিজ্ঞাসা করিল, 'কর্টে কি ভাবে মরিয়াছে?'

ডিউপ্লেসিস্ কহিল, 'সে কথা বলিবার নহে। তাহার তুলনায় আমি অনেক সুখে প্রাণত্যাগ করিতেছি। তুমি ডি পম্ব্যালকে বিশ্বাস করিও। নিদারুণ শত্রু-শিবিরে তিনিই আমাদিগের একমাত্র বন্ধু।' এই কথা বলিতে বলিতে ডিউপ্লেসিসের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই সময়ে জিরার্ডের পশ্চাদ্দিকে একটা কৃষ্ণকায় লোক দাঁড়াইয়া ছিল। জিরার্ড ডিউপ্লেসিসের সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত ছিল বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। বন্ধুর মৃত্যুতে সে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যেমন উঠিয়া দাঁড়াইল, অমনি পার্শ্বদেশে সেই কৃষ্ণকায় পুরুষকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। 'ফরাসী ভদ্রলোক, ভয় নাই, আমি ডি পম্ব্যাল। আপনার বন্ধু আমাকেই বিশ্বাস করিতে বলিয়া গিয়াছেন। আমি স্মেরমুখ ম্যানুয়েলোর প্রধান কর্ম্মচারী হইলেও আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। এই বলিয়া ডি পম্ব্যাল আরক্ত নয়নে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে কহিল, 'রে দুর্ম্মতি ফরাসী, আমি তোকে কখনই ক্ষমা করিব না। তুই নিশ্চিতই গুপ্ত চর। অর্ব্বাচীন মেশিনার আদেশ ক্রমে আমাদের রহস্য উদ্ভেদ করিতে আসিয়াছিস। আমি এই শাণিত অসির আঘাতে এখনই তোর শিরশ্ছেদ করিব।'

জিরার্ড শুনিয়া অবাক্ হইল। দেখিতে দেখিতে কতিপয় প্রহরী আসিয়া জিরার্ডকে বন্ধন করিল। তাহারা ডিউপ্লেসিসের মৃত দেহটীও উঠাইয়া লইল। সকলে আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে স্মেরমুখ ম্যানুয়েলোর শিবিরে গমন করিল। নিষ্ঠুর প্রকৃতি ম্যানুয়েলো সর্ব্বদাই প্রহাস্য বদনে অবস্থান করিত বলিয়া

লোকেরা তাহাকে 'স্মেরমুখ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। সে জিরার্ডকে দেখিয়াই হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'আজি কালি ফরাসী বন্ধুরা আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা প্রায় প্রতিদিনই আমাদিগের সহিত দেখাশুনা করিতে আগমন করেন, এবং স্ব স্ব মর্য্যাদা অনুসারে চতুর্বিধ আতিথ্য লাভ করেন, আপনি বোধ হয় নিশীথের পূর্ব্বেই চির-নিদ্রার অভিভূত হইবেন, হি হি হি।

'প্রথম দিন মেজর কর্টে আসিয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিন কর্ণেল ডিউপ্লেসিস্, অদ্য আপনি, আগামী কল্য বোধ হয় মেশিনা স্বয়ংই মেরোভালের শীর্ষদেশ চরিতার্থ করিবেন, হি হি হি।'

'কিন্তু কর্ণেল জিরার্ড, আপনি অতিশয় সাহসী লোক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। সাহসী লোকেরা স্বভাবতঃ সত্যবাদী হয়। যদি আপনি মদীয় প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর দান করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে অনায়াস মরণে আপ্যায়িত করিব। অন্যথা আপনার দুর্গতির সীমা থাকিবে না, হি হি হি।

জিরার্ড বলিল, 'মহাশয় আমি অনায়াস মরণের অর্থ বুঝিনা। আপনি যদি আমাকে স্বাভিলষিত ভাবে মরিতে দেন, তাহা হইলে আমি সমস্তই সত্য বলিব, কিছুই গোপন করিব না।

ম্যানুয়েলো বলিল, 'কি প্রকার মৃত্যু আপনি ইচ্ছা করিতেছেন বলুন।

জিরার্ড বলিল, 'অগ্রে আপনি তাহা দিবেন কি না, শপথ করুন।'

ম্যানুয়েলো সমীপবর্ত্তী করাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 'তাহাও আবার আমাকে শপথ করিতে হইবে?'

জিরার্ড বলিল, 'আমি আপনার করাতের ভয়ে ভীত নহি। যখন আপনি নিশ্চিতই আমাকে বধ করিবেন, যে ভাবে করেন, সেই মঙ্গল। তবে যদি আমাকে ফরাসী শিবিরের গোপনীয় কথা সকল বলিতে হয়, তাহা হইলে আপনাকে অবশ্যই আমার নিকট শপথ করিতে হইবে। নচেৎ আমি আর-বাক্যব্যয় করিব না। আপনি যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে আমার প্রাণ লইতে পারেন, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই।'

সাহস-পূর্ণ বাক্যের শক্তি অপরিসীম। দুর্দ্ধর্ষ ম্যাসুয়েলো পার্শ্ব-স্থিত ক্রুস্ স্পর্শ করিয়া শপথ করিল, কর্ণেল জিরার্ড, আমি আপনার সত্যবাদিতার পুরস্কার স্বরূপ আপনাকে স্বাভিলষিত মৃত্যুই দান করিব। কিন্তু আপনাকেও শপথ করিতে হইবে যে আপনিও নিরবচ্ছিন্ন সত্য কথা বলিবেন।

জিরার্ড শপথ করিলে, স্মেরমুখ ফরাসী-সেনা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। যখন তাহার প্রতীতি হইল যে জিরার্ড সমস্তই সত্য বলিয়াছে, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিল, 'ফরাসী ভদ্র লোক, আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিই, আপনি আমাকে প্রতারিত করেন নাই। আপনার দত্ত বিবরণ প্রত্যুষে লর্ড ওয়েলিংটনের নিকট প্রেরিত হইবে। এক্ষণে আমি নিজ শপথ পালন করিতে বাধ্য হইলাম। আপনি বলুন, কি ভাবে মরিতে ইচ্ছা করিতেছেন।'

জিরার্ড বলিল, 'আপনি আদেশ করিয়াছেন, আমাকে রাত্রি বারটার পূর্ব্বেই সমাধা করিবেন, এখন আটটা বাজিয়াছে। আমি আপনার আজ্ঞানুসারে বারটার এক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি।'

ম্যান্নুয়েলো বলিল, 'জীবনের জন্ত এতাদৃশ মমতা ফরাসী বীরের উপযুক্ত নহে, তথাপি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আমার আপত্তি নাই।'

জিরার্ড বলিল, 'আমি এই ভাবে মরিতে চাহি, যেন চতুর্দ্দিকস্থ দূরবর্ত্তী জনমণ্ডলীও আমার মরণ দেখিতে পায়। মেরোডালের শিখরে ঐ যে কাষ্ঠরাশি সুসজ্জিত আছে, আমাকে তদুপরি স্থাপন করত, অগ্নি সংযোগ করা হউক, আমাকে জীয়ন্তে দাহ করিয়া মারা হউক। পূর্ব্বকালে সাধু সন্ন্যাসীরা এই ভাবেই মরিতেন। আমি তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি বলিয়াই এইরূপ বলিতেছি।'

ম্যান্নুয়েলো বলিল, 'তাহাতে আমাদের আপত্তি কি? মেশিনা সদ্যঃই তাহার নির্বুদ্ধিতার বা দুর্বুদ্ধিতার ফল অনুভব করিবে। ফরাসী বীর, আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমি আপনার জন্য ছাগমাংস ও মদিরা প্রেরণ করিব। মনে রাখিবেন, আপনার জীবনের আর সম্পূর্ণ চারি ঘণ্টা কাল অবশিষ্ট নাই, হি হি হি।'

যে গৃহে ডিউপ্রেসিসের মৃত দেহ রক্ষিত হইয়াছিল, সেই গৃহই জিরার্ডের বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে, বিশেষতঃ অনাহারে জিরার্ড সাতিশয় কাতর হইয়াছিল, গৃহে প্রবেশ করিয়াই মেজোয় শুইয়া পড়িল। অনেক চিন্তা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল বটে, কিন্তু মৃত্যু-ভয় তাহাকে কিছুমাত্র উৎপীড়িত করিল না। পরন্তু তাহার দ্বারা যে মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে চলিল, তন্নিমিত্তই সে ঈশ্বরকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ডি পব্‌ল্যান ছাগমাংস ও মদিরা লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ক্ষুৎপিপাসাকুল জিরার্ড অমনি

ভোজনে বসিল। আসন্ন-মৃত্যু ফরাসী বীরের ভোজনে কিছু মাত্র শৈথিল্য দৃষ্ট হইল না। সে ডি পম্ব্যালের চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারিয়াছিল না। সে তাঁহার মুখে বন্ধুতা ও বৈরিতা উভয় প্রকারের কথাই শুনিয়াছিল। সে তাঁহার নিকট কোনও উপকারের প্রত্যাশা করে নাই, কিন্তু এই আসন্ন সময়ে ভয়ে ভয়ে একটী অনুরোধ না করিয়া থাকিতে পারিল না, 'মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার মৃত্যু-বিবরণটী লিখিয়া ফরাসী-শিবিরে প্রেরণ করিবেন।'

ডি পম্ব্যাল কোনও উত্তর করিলেন না। বারটার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে ম্যানুয়েলো সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াআদেশ করিল, 'তোমরা অনতি বিলম্বে কর্ণেল জিরার্ডকে লইয়া ঐ কাষ্ঠ রাশির উপরে স্থাপন কর, এবং ডিউপ্লেসিসের শবদেহ নিম্নে ফেলিয়া দাও।' ম্যানুয়েলো নিক্রান্ত হইলে ডি পম্ব্যাল প্রীতি-প্রফুল্ল-মুখে জিরার্ডকে কহিলেন, 'আপনি অবিলম্বে ডিউপ্লেসিসকে আপনার স্থানে রাখিয়া, স্বয়ং ডিউপ্লেসিসের স্থানে মৃতবৎ শয়ন করুন।' জিরার্ড তাহাই করিল। প্রহরীগণ জিরার্ড ভ্রমে ডিউপ্লেসিসের মৃত দেহ লইয়া কাষ্ঠরাশির উপরে স্থাপন করত আগুন ধরাইয়া দিল। এদিকে ডি পম্ব্যাল জিরার্ডের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে নীচে নামাইয়া দিলেন।

জিরার্ড সমতল-ভূমিতে অবতরণ করিয়া ফরাসী শিবির উদ্দেশে যাইতে যাইতে দূরবর্ত্তী দিঙ্মণ্ডলে আলো দেখিতে পাইল। সে যখন বুঝিতে পারিল, ঐ আলো আর কিছুই নহে, মেরাডাল শিখরে আলো দেখিয়া প্রত্যুত্তরে মার্শাল ক্লজেল সিরা ডি ওসায় আলো জ্বালিয়াছেন, তখন তাহার আহ্লাদের সীমা

রহিল না। সে প্রভাত পর্য্যন্ত নিরুদ্বেগে অগ্রসর হইয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে শত্রু-সেনা দেখিতে পাইল। এক জন অশ্বারোহী জিরার্ডের নিকটবর্ত্তী হইল। জিরার্ড তাহাকে দেখিয়া প্রথমে বসিয়া পড়িল, পরে রোগের ভান করিয়া একেবারে শয়ন করিল। অশ্বারোহী তাহাকে ধরিবার জন্য যেমন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নিকটে আসিল, জিরার্ড অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল, অস্ফুট স্বরে দুই একটা কথা বলিতে বলিতে অশ্বের দিকে গিয়া, বিদ্যুৎবেগে আরোহণ করিল। স্প্যানিয়ার্ড তাহাকে ধরিতে গেল। জিরার্ড কষাঘাত করিতে করিতে বিদ্যুৎবেগে ছুটিল, এবং নির্ব্বিঘ্নে ফরাসী-শিবিরে উত্তীর্ণ হইল।'

সম্রাজ্ঞীর মুখে এই কথা শুনিয়া ক্যাপ্‌টেন ফর্ণু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, এই মাত্র কহিলেন, 'মাতঃ, জীবনে এই প্রকার সৎসাহস ও প্রতিভার কথা আর কখনও আমার কর্ণগোচর হয় নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি অভিজ্ঞান-পত্র প্রদান করুন, আমি জিরার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং তাঁহারই মত লইয়া সমস্ত কার্য্য করিব।'

বিশ পঁচিশ ঘা জুতা।

পুলিসের কর্ত্তারা আজি কালি বড় ব্যস্ত। তাঁহারা কি প্রকারে শুনিয়াছেন, সেণ্ট হেলেনা হইতে নেপোলিয়নকে আনিবার জন্য ভিতরে ভিতরে ষড়্‌যন্ত্র হইতেছে। হইতেছে ত বাস্তবিকই, কিন্তু কে সেই গভীর রহস্যের উদ্ভেদ করিবে? সে মন্ত্রণা ত পৃথিবী-পৃষ্ঠে হয় না। সে সমিতির অধিবেশন হয়

পঞ্চাশ ফুট মৃত্তিকার নিম্নে। যে স্থানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করে না, চন্দ্র তারকারও সমাগম নাই, ভুজঙ্গপিহিতদ্বার সেই পাতালপুরী পুরাকালে যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠানের জন্য পরিকল্পিত হইয়াছিল, অধুনা রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থান হইয়াছে, বোর্বন-রাজ তাহার কি করিবেন ?

ধূর্ত্ত বেঞ্জামিন কিন্তু একটু গন্ধ পাইলেন যে, ক্যাপ্টেন ফর্ণু এবং কর্ণেল জিরার্ড এই মন্ত্রণায় লিপ্ত আছেন। কিন্তু তিনি একথা কাহাকেও বলিলেন না। স্বয়ং ম্যাজেষ্টি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতেও তিনি কাহারও নাম করিলেন না, এই মাত্র বলিলেন, 'ষড়্‌যন্ত্রকারী দিগকে বন্ধন করিয়া যে দিন ম্যাজেষ্টির চরণে অর্পণ করিব, সেই দিন ম্যাজেষ্টি জানিতে পারিবেন। এক্ষণে ক্ষমা করুন।'

বেঞ্জামিন অনতিবিলম্বে লি-নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় আশাতে পরিপূর্ণ। জিরার্ড ও ফর্ণুকে ধরিয়া গিলোটিনে চড়াইতে পারিলে, তাঁহার যে পদবৃদ্ধি হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু বোর্বনরাজ তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ষড়্‌যন্ত্রকারী দিগকে ধরিবার জন্ম বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। বেঞ্জামিন অবিলম্বে একশত অশ্বারোহী ও পাঁচশত পদাতিক লইয়া ফ্রান্সের অশেষ উপকর্ত্তা স্বজাতিবৎসল জিরার্ডের পল্লীনিবাস অবরোধ করিতে মনস্থ করিলেন।

কুক্ষণে জেভেয়ারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বেঞ্জামিন তাঁহাকে লির শান্তি-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, 'প্রভো ! লি যদি মেডেলাইনের রাজ্য হয়, তাহা হইলে শান্তির অসদ্ভাব নাই।'

বেঞ্জামিন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, জেভেয়ার বলিলেন, 'কয়েক দিন পূর্ব্বে একটা বোনাপার্টিষ্ট স্ত্রীলোক, সম্ভবতঃ বারনারী, পথিমধ্যে জনৈক রয়ালিষ্টকে নিগৃহীত করিয়াছিল। আমি যথাবিধানে তাহাকে ধরিয়া জেলে দিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে নগরপাল মহাশয় আসিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেলেন। তিনি আইন মানিলেন না, ব্যবহার মানিলেন না, পুলিসেরও কোনও সম্মান রাখিলেন না, দম্ভ-সহকারে আপন উপপত্নীকে স্কন্ধে লইয়া সরিয়া পড়িলেন। আমরা অবস্থা অনুসারে তাঁহাকে ধরিতে সাহসী হইলাম না, কেননা সমাগত এক সহস্র বোনাপার্টিষ্ট সেই সময়ে তাঁহারই জয়ধ্বনি করিতেছিল। আপনি ইহার যে প্রতিবিধান হয়, তাহা করুন।'

শুনিবামাত্র বেঞ্জামিনের চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। বোনাপার্টিষ্টদিগের এতদূর বাড়াবাড়ি তাঁহার হৃদয়ে যেন তীব্র বজ্রাগ্নি জ্বালিয়া দিল। তিনি কিয়ৎকাল নীরবে অবস্থান করিলেন, পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করত কহিলেন, 'জেভেয়ার প্রস্তুত হও, আমি প্রত্যূষে মেডেলাইন ও তাঁহার উপপত্নীকে গ্রেপ্তার করিব।'

পরদিন প্রাতঃকালে বেঞ্জামিন জেভেয়ার প্রভৃতি মহাত্মগণ মেডেলাইনের ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে মেডেলাইন চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিতে যাইতেছিলেন, দ্বারে পুলিস দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট ভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বেঞ্জামিন বলিলেন, 'ফাদার মেডেলাইন, আপনি আপনার মেয়র পদের অপব্যবহার করিয়াছেন, করেন নাই কি ?'

ফাদার বলিলেন, 'কোথায় ?'

'আপনি কোনও দণ্ডাধীন বোনাপার্টিষ্ট রমণীকে বলপূর্ব্বক মুক্তিদান করেন নাই কি?'

'অবশ্য করিয়াছি, এবং মনুষ্য বলিয়া স্বভাবতঃ আমার যে ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তদ্দ্বারাই করিয়াছি। মেয়র পদের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।'

'আপনি যদি মেয়র-রূপে ঐ কার্য্য না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা আপনাকে এখনই গ্রেপ্তার করিতে পারি। আর আমি জিজ্ঞাসা করি, ঐ স্ত্রীলোকটী কি আপনার কন্কুবাইন নহে?'

'আপনি যদি সেরূপ বিশ্বাস করেন, আমার আপত্তি কি?'

জেভেয়ার বলিলেন, 'মনসিওর ইনস্পেকটর জেনারেল, প্রবিধান করুন, তিনি স্বীকার করিতেছেন।'

বেঞ্জামিন বলিলেন, 'ফাদার মেডেলাইন, আপনার সেই দণ্ডাধীনা কন্কুবাইনটী কোথায়? আমাকে একবার দেখাইতে পারেন কি?'

'কেবল আপনাকেই পারি, অন্য কাহাকেও পারি না। জেভেয়ারকে দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করি না, কেন না তিনি একবার দেখিয়াছেন। আর এই কনষ্টেবলদিগকে দেখাইতে পারি না, কেন না ইহারা তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, সে এখন পীড়িত, পাছে ইহাদিগকে দেখিয়া চাঞ্চল্য বশতঃ তাহার পীড়ার বৃদ্ধি হয়।'

এই বলিয়া ফাদার মেডেলাইন বেঞ্জামিনকে লইয়া চিকিৎসালয়ে চলিলেন। একেত মনুষ্য স্বভাবতঃই অন্ধ, ভবিষ্যতের কথা কিছুই জানে না, তাহাতে আবার সে যখন পদমদগর্ব্বিত হইয়া উঠে, তখন আর তাহার অজ্ঞতার ইয়ত্তাও থাকে না, সে

একেবারে পশুবৎ হইয়া পড়ে। বেঞ্জামিনেরও তাহাই হইল। তিনি যূপে নীয়মান ছাগপশুর ন্যায় কোথায় যাইতেছেন, কি করিতে যাইতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

মেরির প্রকোষ্ঠে উপনীত হইয়া, ফাদার দ্বারাবরণ উন্মুক্ত করত, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বেঞ্জামিনকে দেখাইলেন, 'মনসিওর ইনস্পেকৃটর জেনারেল, ঐ দেখুন, আমার পীড়িতা কন্তুবাইন পালঙ্কে নিদ্রা যাইতেছে।'

বেঞ্জামিন সাগ্রহে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হইল, তথাপি তনয়ার প্রম্লান-কুসুমোপম মুখ-মণ্ডল হইতে বজ্রাহত-প্রায় পিতার দৃষ্টি ফিরিল না। তিনি মৃদুমন্দস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফাদার মেডেলাইন, এই বালিকাটী কে? ইহাকে আপনি কোথায় পাইলেন, ইহার নাম কি?

মেডেলাইন বলিলেন, 'মনসিওর ইনস্পেকৃটর জেনারেল, নিজের চক্ষুর উপরে আর প্রমাণ নাই। স্বচক্ষেই ত দেখিতে-ছেন,—এই বালিকাটী কে। আমি ইহাকে জেভেয়ারের নিকট পাইয়াছিলাম, জেভেয়ার ইহাকে রাস্তায় পাইয়াছিল। ইহার নাম মেরি।'

বেঞ্জামিন ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, মহাশয়, আমি কি উহার নিকটে যাইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি না?

মেডেলাইন বলিলেন, 'তাহা অবশ্যই চিকিৎসকের সম্মতির অপেক্ষা করে। বালিকাটী ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহার কৃশ ও দুর্ব্বল দেহ-যষ্টি কোনও প্রকার হর্ষ-বিষাদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারিবে কি না সন্দেহ?'

বেঞ্জামিন স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বালিকাটী তাঁহারই। তথাপি যথাসম্ভব ভাব গোপন করিয়া মেডেলাইনের নিকট তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মেডেলাইনও মেরির মুখে তদীয় জীবন বৃত্তান্ত যতদূর শুনিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বিবৃত করিলেন,—কি প্রকারে মেরি পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, কেনই বা সে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিরূপেই বা দারিদ্র্যে পতিত হইয়া কেশ ও দন্ত বিক্রয় করিয়াছিল ইত্যাদি। কিন্তু দাম্ভিক বেঞ্জামিন তখনও পড়িলেন না। তিনি সাচ্চা পুলিস কর্ম্মচারীর ন্যায় মেডেলাইনের কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া লইয়া, সাত দিবস পরে পুনরায় মোকদ্দামার শুনানি হইবে, এইরূপ আদেশ দিলেন, এবং মেডেলাইনের দিকে তির্য্যক্ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'ইত্যবসরে এই বালিকার পিতা বা অভিভাবক কোথায় তাহা স্থির করা একান্ত আবশ্যক, এবং বালিকাটীকে অবিলম্বে তদীয় হস্তে ন্যস্ত করাও কর্ত্তব্য।'

প্রত্যুত্তরে ফাদার মেডেলাইন স্বকীয় সুদীর্ঘ পাদুকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বোধ হয় সেই পাদুকা লইয়া বেঞ্জামিনের পৃষ্ঠে অন্ততঃ বিশ পঁচিশ ঘা মারিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তিনি সে ভাব সংবরণ করিয়া কহিলেন, 'রোগিণীর পিতাকে খুঁজিবার ভার আমার উপর থাকিবে কি?'

বেঞ্জামিন বলিলেন, 'না, আপনার তজ্জন্য কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না, পুলিস তাহাকে খুঁজিয়া আনিবে।' এই বলিয়া পুলিস-চূড়ামণি সদলে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর মেডেলাইন বেঞ্জামিনের অভিপ্রায় বুঝিয়া মেরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মেরি, তোমার পিতা এস্থানে উচ্চ রাজকীয়

পদে অধিষ্ঠিত আছেন, আর তুমি দাতব্য চিকিৎসালয়ে কাল যাপন করিতেছ। ইহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। আমি মনে করিতেছি, তোমার পিতার নিকট সমস্ত বিষয় জানাই। 'তিনি যদি তোমাকে গৃহে লইয়া চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা করিতে পারিবেন।'

মেরি বলিল, 'ফাদার, আপনার হাসপাতালে এত লোকের চিকিৎসা হইতেছে, আমি কি আপনার এত ভারবোঝা হইলাম যে আপনি আমাকে বিদায় করিবেন? আপনি আমাকে বিদায় দিলেও আমি যাইব না। আমি আপনার কাছে থাকিব, আমি আপনার কাছে মরিব। আর আমার পিতাকে আমার পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? আমার কষ্ট দেখিয়া তিনি নিরর্থক কষ্ট পাইবেন মাত্র। তিনি আমার স্বাস্থ্যের আদর করিতেন, তাহা আমি হারাইয়াছি। তিনি আমার সৌন্দর্য্যের গৌরব করিতেন, তাহাও আমার নাই। তিনি আমাকে কুমারী বলিয়া জানেন, কিন্তু আমি বিধবা। আমি আর কোন মুখে তাঁহার কাছে যাইব, তিনিই বা আমাকে আদর করিবেন কেন? দয়াময় পিতঃ, আমি যে অবস্থায় পড়িয়াছি, এ অবস্থায় আদর পিতার কাছে নাই, স্বামীর কাছে নাই, সন্তানের কাছে নাই; এ অবস্থায় আদর কেবল ভবাদৃশ নিঃসঙ্গ পরিত্যাগীর নিকট।' মেরির কথা শুনিয়া মেডেলাইনের চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল। তিনি পুনরায় প্রিয় বাক্যের দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

মেরি ও ঈশ্বর।

মনুষ্য বাহিরে অপেক্ষা ভিতরে, পদে অপেক্ষা অপদে, দিবা ভাগ অপেক্ষা রাত্রিতে, অনেকটা মানুষের মত হয়। বেঞ্জামিন পদ-গৌরবে এতক্ষণ যাহা চাপিয়া ছিলেন, রজনীর অন্ধকারে তাহা পুনরায় জাগিয়া উঠিল। তিনি একাকী নিভৃত স্থানে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, 'উঃ পাপের কি ভয়াবহ পরিণাম! উপপ্লবের সময়ে আমি প্রাণদণ্ডার্হ রমণীগণের শিরোমুণ্ডন করিতাম, আমার মেরির শিরোমুণ্ডন হইয়াছে। আমি বিনা অপরাধে একটী রমণীর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলাম, আমার মেরিকে উদরান্নের জন্য দন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছে। মেরি যেন মৎকৃত সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে! উঃ কি ভয়ঙ্করী নীতি! কি দুর্জ্ঞেয় চক্র! কি সূক্ষ্ম বিচার! কে বলে ঈশ্বর নাই? কে বলে এই সমস্তের মূলে কোনও নিত্য বুদ্ধ পদার্থ নিহিত নাই? আমরা মনে করিতাম, জগতে সমস্তই আছে, কেবল ঈশ্বর নাই; এখন দেখিতেছি, জগতে কেবল ঈশ্বরই আছেন, আর কিছুই নাই।'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বেঞ্জামিন পুনরায় রাত্রিযোগে মেডেলাইন ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মেরির গৃহপার্শ্বে গমন করিয়া দেখিলেন, মেরির অবস্থা সাতিশয় শোচনীয়, একজন চিকিৎসক তাহার নিকটে উপবিষ্ট, দুইজন ধাত্রী অতি সাবধানে তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। মেরির রক্ত-বমন হইয়াছে। দেখিয়া বেঞ্জামিনের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল।

'আহা কে আমার মেরিকে এত কষ্ট দিতেছে! আমি না হয় পাপ করিয়াছিলাম, কিন্তু একের পাপে অপরের দণ্ড হওয়াই কি ন্যায়-সঙ্গত? হা বিধাতঃ এই পাপ শরীরে প্রযোজ্য অস্ত্র-সমূহ ঐ কুসুম-সুকুমার অঙ্গে প্রয়োগ করিতেছ, তুমি না দয়ার সাগর! না, তোমার কোন দোষ নাই, সম্রাট্ নেপোলিয়নই এই সমস্ত অনর্থের মূলীভূত। তিনি যদি আমায় ক্ষমা না করিতেন, যদ্যপি তিনি আমাকে যথা সময়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন, তাহা হইলে আমাকে আর এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিতে হইত না। অথবা নেপোলিয়ন ঠিকই করিয়াছিলেন। আমি বহুদিন ধরিয়া যে সকল পাপাচরণ করিয়াছিলাম, প্রাণদণ্ড তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। সংসারাশ্রমের সারভূত অপত্য-ধনের ঈদৃশ নিগ্রহ দর্শনই বোধ হয় মাদৃশ পাষণ্ডের প্রকৃত দণ্ড। তাই সেই সুচতুর শাসন-কর্ত্তা প্রাণদণ্ডে অব্যাহতি দিয়া আমাকে এই ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের ভাগী করিয়া রাখিয়াছিলেন।'

বস্তুতঃ হেবার্টই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। প্রতারক নিষ্ঠুর কর্ণেল! তুমি যদি এই কন্যাললামের মর্ম্মই না বুঝিবে, তবে কি জন্য তুমি তাহাকে ছলিয়াছিলে? যদি তাহার ভৌতিক দেহ তোমার কোনই প্রয়োজনে না লাগিবে, তবে কিজন্য তুমি তাহাকে দংশিয়াছিলে? রে কাল ভুজঙ্গ হেবার্ট! ভাগ্যে তুই দংশন করিয়া ভবনদী পার হইয়াছিস, নচেৎ তোর রুধিরে আজি মেরিকে স্নান করাইয়া এই বিষজ্বালার নিবৃত্তি করিতাম।

অথবা আমি হেবার্টকে দোষী করিতে পারি না। সমস্তই ঈশ্বরের কার্য্য, হেবার্ট উপলক্ষ মাত্র। আমার পাপই হেবার্টকে তাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণের পথ দিয়াছিল। আমি যে চিরদিন বিনা

কারণে নরনারী কুলের উপর নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছি, ঈশ্বর হেবার্ট দ্বারা তাহারই প্রতিফল দিয়াছেন। নচেৎ সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ণেলের তাদৃশ পতনের অন্য কোন কারণ অনুমান করা যায় না। সেই মহানুভব জিতেন্দ্রিয় ও তেজস্বী বোনাপার্টিষ্টের অভাবনীয় দুর্বলতারও হেত্বন্তর পরিদৃষ্ট হয় না। হেবার্ট মেরিকে ছলনা না করিলে, সে ভিখারিণী হইত না। সে ভিখারিণী না হইলে তাহার কেশ ও দন্তের অপচয় ঘটিত না। তাহার কেশ ও দন্তের অপচয় না ঘটিলে, আমার হৃদয়ে সে সনাতন নীতির আবির্ভাব হইত না, সে পবিত্র অনুতাপও জাগিত না। সমস্তই আমার জন্য, আমার প্রায়শ্চিত্তের জন্য, আমারই পারত্রিক মঙ্গলের জন্য। ঈশ্বরই কর্ত্তা, হেবার্ট যেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। হেবার্টের ব্যক্তিগত চরিত্রের কোনও দোষ নাই।

ফলতঃ, যে সমাজে আমি জন্মিয়াছিলাম, সেই সমাজকেই ধিক, যে অভিশপ্ত বর্ব্বর সমাজ আমাকে কেবল রাজনীতিই শিক্ষা দিয়াছিল, পিতৃপাপ সন্তানে সংক্রমিত হয়, এই ঐশনীতি শিক্ষা দেয় নাই। যদি তাহারা সময়ে আমাকে ঐ গভীর তথ্য বলিয়া দিত, আমার সম্মুখে ঐ বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটিত করিত, ঐ মূলমন্ত্রে আমাকে যথা সময়ে দীক্ষিত করিত, তাহা হইলে আমি কখনই তাদৃশ স্বেচ্ছাচার করিয়া মেরির সর্ব্বনাশ আনিতাম না। কিন্তু এখন আর অনুতাপ করিয়া কি হইবে?

হায়, পাপের কি ভয়ঙ্কর প্রভাব! কি বিদ্যা, কি কুলমর্য্যাদা, কি ঐশ্বর্য্য, কি খ্যাতি, কি প্রতিপত্তি, কিছুতেই ইহার ভয়াবহ পরিণাম রক্ষা করিতে পারে না। আমি অর্দ্ধকোটী ফ্রাঙ্কের অধীশ্বর, সম্ভ্রান্ত বংশীয়, উচ্চ-পদস্থ ও লোক-সমাজে বিচক্ষণ

বলিয়া পরিগণিত, তথাপি কি দুর্জ্ঞেয় চক্রে নিপতিত হইয়া আমার সন্তানটী দুর্গতির অতলে ডুবিতেছে। অবমাননা, লাঞ্ছনা, প্রতারণা শোক, নিগ্রহ ও রোগযন্ত্রণা, আমি মেরির কিছুই রক্ষা করিতে পারি নাই, আমি মেরির আসন্ন মৃত্যুও রক্ষা করিতে পারিব না। কেন না আমি কিছুই নহি। আমার কর্ম্মই সর্ব্বে সর্ব্বা, অথচ কর্ম্মসকল আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। বনোত্থ অগ্নি যেমন বনকেই দগ্ধ করে, মদুৎপন্ন কর্ম্ম সকলও তেমন আমাকেই দগ্ধ করিতেছে।

কিন্তু এই ভীষণ দাবদাহের মধ্যে আমার এক সান্ত্বনাও বিদ্যমান আছে। মেরিকে আমি আরও সুন্দরী দেখিতেছি। মেরি যখন সুস্থ ছিল, নবযৌবন-সম্পন্না মেরির মনোহর কেশপাশ ও দশনপংক্তি যখন দর্শক মাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত, তদপেক্ষা আমার এই লূনকেশা ভগ্নদশনা জীর্ণ শীর্ণ ও অবসন্না মেরিই যেন অধিকতর দর্শনীয়া হইয়াছে। সেই মেরিকে আমি না দেখিয়া থাকিতে-পারিতাম, কিন্তু আমার এই মেরিকে যতবার দেখিতেছি, ততবারই যেন দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। মাতঃ মেরি, এই মোহিনী-মূর্ত্তি তুমি কোথায় পাইয়াছ ? তোমার সে মনোহর শ্রীসৌন্দর্য্য ত এখন কিছুই নাই। তুমি এমন বিবর্ণ ও মলিন হইয়াছ যে, কোথায় তোমার দিকে চাহিতেও প্রবৃত্তি হইবে না, না কোথায় নয়ন ভরিয়া কেবল তোমাকে দেখিতেই ইচ্ছা হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন এমন বিশ্ব-বিমোহন রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কি? না, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। পূর্ব্বে আমি তোমার দিকে চাহিলে, দেখিতাম কেবল মেরি, আজি দেখিতেছি মেরি ও ঈশ্বর।'

ভৌতিক কাণ্ড।

সকল অবস্থাতেই লোকে একটা না একটা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে। বেঞ্জামিনও অবস্থোচিত কার্য্য পরিচ্ছেদ করিলেন, 'আমি এখন ধর্ম্মমন্দিরে গমন করিয়া মেরির আরোগ্য ও দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।' সঙ্কল্প স্থির হইল বটে, কিন্তু তিনি কোন গীর্জ্জায় গমন করিবেন? সকল গীর্জ্জার লোকেই তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া জানিত। তিনি ফ্রান্সের সেই দলের লোক, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিতেন না, গীর্জ্জার ধারও ধারিতেন না, বিজ্ঞম্মন্য যাঁহারা ঈশ্বরবুদ্ধি মনুষ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা ও অভ্যুত্থানের অন্তরায় বলিয়া জাতীয় অভিধান হইতে ঈশ্বর শব্দ তুলিয়া দিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মযাজকদিগের পবিত্র রক্তে ফ্রান্সকে কলুষিত করিতেও ত্রুটী করেন নাই।

আজি বেঞ্জামিনের চরিত্রে কি পরিবর্ত্তনই ঘটিল! এবং সম্ভবতঃ মঙ্গলের জন্য নহে। পরিবর্ত্তন মাত্রেই ভয়াবহ ব্যাপার। দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর পরিত্যাগ কালে অনেক রোগীরই ভবলীলা সাঙ্গ হয়। চরিত্র-ত্যাগেও ঐ রূপ ঘটে, তাহাতে সদসৎ বলিয়া কোন কথা নাই। সাধু ব্যক্তি অসাধু হইলে যেমন তাহার ধ্বংস সন্নিকট হয়, অসাধু লোক সাধুতার দিকে ঝুঁকিলেও তেমন নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রোবস্পায়ার দয়ালু হইতে ইচ্ছা করিয়া তিন দিনের মধ্যে গিলোটিন-প্রান্তে আনীত হইয়াছিল। দুরন্ত রাবণ রামের সীতা রামকে ফিরিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়া আর

অধিক দিন জীবিত ছিল না। ফ্রান্সের বিলাসী ও অর্থগৃধ্নু ধর্ম্ম-যাজকগণ যে দিন স্ব স্ব মণিকাঞ্চন বিক্রয় করিয়া অনশনক্লিষ্ট মবের অন্ন যোগাইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য তৎপরদিবসেই তাঁহারা সেই মবের হস্তে দীপস্তম্ভে ঝুলিবার যোগ্য হইয়াছিলেন। চরিত্রের পরিবর্ত্তন এমনই ভয়াবহ ব্যাপার।

অথবা ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ব্যক্তিগত আচরণের এক ও অভিন্ন ভাবই চরিত্র, ইহাতে সাধু ও অসাধু বলিয়া কোনও পার্থক্য বিদ্যমান নাই। সৎ ও অসৎ উভয় চরিত্রই মনুষ্যকে রক্ষা করিতে পারে, যদি জীবনে কখনও তাহার পরিবর্ত্তন করিতে না হয়। দ্বৈধভাবই মানুষের সর্ব্বনাশের কারণ। সাধুর সাধুতা যেমন তেজস্বিতার সূচক, সঙ্গত, ও ভক্তির আকর্ষক, অসাধুর সাধুতা তেমনই দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, অসঙ্গত, ও জিঘাংসার উদ্দীপক। রোবস্পায়ার যখন সীন-সলিলে তাহার রক্ত-তরঙ্গিত হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বলিয়াছিল আজি হইতে ফ্রান্সে আর রক্তপাত হইবে না, তখন সে সাধু বলিয়া গণ্য হয় নাই, বরং দুর্ব্বল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিল। তখন সকলেই বুঝিয়াছিল রোবস্পায়ারও মানুষ, দেবতা নহে। সকলেই ভাবিয়াছিল, এই ব্যক্তি প্রথম চার্লস্ কিংবা ষোড়শ লুইএর ন্যায় একদিন আমাদিগের হস্তেই নিহত হইবে। ব্যাঘ্র অসাধু বটে কিন্তু তাহারও চরিত্র আছে। সে যে দিন বলিবে আমি আর জীবহিংসা করিব না, সেই দিন লোকে তাহাকে গো কিংবা অশ্বরূপে গ্রহণ করিবে না, বরং সেই চরিত্রহীন দুর্ব্বল পশুকে সহজেই বিনাশ করিয়া ফেলিবে। অতএব রোবস্পায়ার যখন বলিয়াছিল, তোমরা এইবার আমার পূজা কর, কেন না আমি

সাধু হইয়াছি, প্রকৃতিপুঞ্জ সমস্বরেই উত্তর করিয়াছিল, আমরা এইবার তোমার সংহার করিব, কেন না তুমি চরিত্র হারাইয়াছ।

চরিত্র-ত্যাগ বিষম সঙ্কট। অতি অল্প লোকেই এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। রত্নাকর, সল্, জগাই মাধাই প্রভৃতিরা যে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ ছিল। তাঁহারা পূর্ব্বস্মৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় করিয়া হৃদয়ে নবানুভূতির স্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা জলোকার ন্যায় এক স্থান অবলম্বন করিয়া অন্য স্থান ছাড়েন নাই, ভেকের ন্যায় লম্ফ প্রদানে গন্তব্য স্থানে গিয়া পড়িয়াছিলেন। যেন লোক হইতে লোকান্তর, জন্ম হইতে জন্মান্তর, পথিমধ্যে অভিমানেরও বলি প্রদান হইয়াছিল। সংসারের মায়া তাঁহাদিগকে সঙ্কুচিত করে নাই, পূর্ব্ব স্মৃতি তাঁহাদিগকে ব্যথিত করে নাই, লোকলজ্জাকে তাঁহারা পদাঘাতেই প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। হতভাগ্য বেঞ্জামিনের কিন্তু সেরূপ ঘটিল না। তিনি অনন্ত সাম্য, শান্তি ও প্রীতির দ্বারে চলিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ব-স্মৃতি, অভিমান ও সংশয়কে কোথায়ও রাখিয়া যাইতে পারিলেন না, তাহারা প্রিয় বয়স্যের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিল। 'আমি এখন গীর্জায় যাইব? আমি বড়লোক, প্রসিদ্ধ পরমাণু-বাদী, আমাকে উপাসনা করিতে দেখিলে লোকেই বা কি মনে করিবে? আর আমি ত সামান্য পাপাচরণ করি নাই। সে নিষ্ঠুরতার কথা মনে করিলে নিজেই নিজেকে ক্ষমা করিতে পারি না, ঈশ্বর কি আমায় ক্ষমা করিবেন?' বেঞ্জামিন অবশ্যই জানিতেন না যে, ঐরূপ ভীরুতা, দুর্ব্বলতা ও দ্বৈধ, জঙ্গম প্রকৃতির কথা দূরে থাকুক, বায়ুভূত নিরাশ্রয় ভৌতিক অস্তিত্ব সকলেরও জিঘাংসা-বৃত্তি উত্তেজিত করে।

নিকটে একটী পরিত্যক্ত মন্দির ছিল। তথায় কেহই উপাসনা করিতে যাইত না। বেঞ্জামিন সেই মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্ম যাজক জনসন্ নিহত হইয়াছিলেন। প্রবাদ ছিল, তিনি সমীপাগত ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই জল চাহিতেন। বেঞ্জামিনের অবশ্যই তাহাতে কোনও ভয়ের কারণ ছিল না, কেন না তিনি ভূত মানিতেন না। ইতর লোকেরাই ভূতের ভয় করে। পণ্ডিত ওপদস্থ লোকের সম্মুখে ভূতেরা বোধ হয় ভরসা করিয়া বাহির হয় না। জনসন কিন্তু সেরূপ করিলেন না। তাঁহার পিপাসাও অধিক ছিল। যে সংখ্যক লোকে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ জল চাহিয়া চাহিয়া তিনি তাহার চতুর্গুণ লোককে ভবনদী পার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। তিনি আজি বেঞ্জামিনকে দেখিয়া বোধ হয় প্রকাশ্য ভাবেই জল চাহিয়া ছিলেন। ফলতঃ সেই রাত্রিতে বেঞ্জামিন সেই মন্দিরেই প্রাণত্যাগ করেন। প্রাতঃকালে যখন পুলিসের লোকেরা আসিয়া তাঁহার মৃত দেহ দেখে, তখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলিয়াছিল যে, বেঞ্জামিনের মৃত্যু সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ কিছুই জানে না, তবে রাত্রি বারটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত মন্দিরের মধ্যে অস্ফুট ধ্বনি, এবং এ গেট হইতে সে গেট পর্য্যন্ত ছুটাছুটির শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। বেঞ্জামিন বোধ হয় অনেক বিভীষিকা দেখিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়া ছিলেন।

সহৃদয় পাঠক! আপনি যদি ভূত বিশ্বাস না করেন, দেহে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিবেন। বিবেক পাপস্পৃষ্ট হইলে দৈহিক ভূতগণ যে সংহার মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

চরিত্র-রত্নাবলী

সত্যপ্রিয়তা।

মেডেলাইন।

পুনর্মূষিকো ভব।

একদিন প্রাতঃকালে ফাদার মেডেলাইন সংবাদ পত্রে পড়িলেন, 'জিন নামে এক ব্যক্তি চুরী করিয়া আঠার বৎসর কারা ভোগ করে, পরে জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হয়। তখনও সে তাহার অসৎ স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। পুনরায় কোনও বিসপের বাটীতে অতিথি ভাবে ঢুকিয়া নানাবিধ রৌপ্যের বাসন চুরী করে। ছয় সাত বৎসর কাল তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পুলিশের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ, সংপ্রতি সেই জিন ধৃত হইয়াছে। আগামী পরশ্ব আয়া-বিভাগে তাহার বিচার হইবেক।'

এই সংবাদ পাঠ করিয়া ফাদার মেডেলাইন কিয়ৎকাল গম্ভীর ভাবে অবস্থান করিলেন। তিনিই জিন, তিনিই আঠার বৎসর কারাবাস করিয়া পরে জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হন, এবং বিসপের বাটীতে চুরী করেন। এরূপ স্থলে পুলিস যে জিনকে ধৃত

করিয়াছে, সে অবশ্যই প্রকৃত জিন নহে। মেডেলাইন ভাবিতে-ছেন, 'আমার জন্ত একজন নিরপরাধ লোক দণ্ড পাইবে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। আমি অবশ্যই সত্যের উদঘাটন করিয়া সেই ব্যক্তিকে মুক্তিদান করাইব।'

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সত্যের উদঘাটন ও মৃত্যু এ উভয়ের মধ্যে অধিক প্রভেদ ছিল না। যে মুহূর্ত্তে তিনি স্বীকার করিতেন, 'আমিই প্রকৃত জিন,' সেই মুহূর্ত্তেই তিনি পুনরায় আঠার বৎসরের জন্ত কারাগারে প্রেরিত হইতেন, আইনও সেই, ব্যবহারও সেই। তিনি যে এখন চরিত্রের সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়াছিলেন, তিনি যে এখন সাধু উপায়ে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়া সাধারণের হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত করিতেছিলেন, অনাথের নাথ, বিপন্নের শরণ, পিতৃহীনের পিতা সেই মেডেলাইন যে এখন পরম ধার্ম্মিক ঋষি হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কোনই উপকার হইত না। তিনি যে কস্মিন্ কালে কোথায় একখানি রুটি চুরী করিয়াছিলেন, সেই কথাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইত। গবর্ণমেণ্ট, ইতর লোকের ন্যায়, লোকের সদ্‌গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হয় না, দোষের ছায়া মাত্র দর্শনেই বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে।

ফাদার মেডেলাইন সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। আবার তিনি ইহাও জানিতেন যে, তিনি লি ছাড়িয়া কারাবাসে গমন করিলে কতগুলি লোকের দুর্গতির একশেষ হইবে। তাঁহার দাতব্য চিকিৎসালয়ে শতাধিক নরনারীর চিকিৎসা হইত। তাঁহার অবৈতনিক বিদ্যালয়ে এক সহস্র বালক বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিত। তাঁহার কারখানায় সহস্রাধিক লোক প্রতিপালিত হইত। আবার নিত্য সমাগত শত শত দীন দুঃখীও তাঁহার নিকট যথেষ্ট

পরিমাণে অন্ন বস্ত্রের সাহায্য পাইত। একটী বিপন্ন লোকের উদ্ধার সাধন করিতে গেলে, এতগুলি লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত করা হয়, তাহাও তিনি পুনঃ পুনঃ বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

বেলা ক্রমশঃ দশটা বাজিল। পুনরায় কারখানা ও বিদ্যালয় গৃহ জনপূর্ণ হইল। মেডেলাইন দূর হইতে সেই উৎসাহপূর্ণ দলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, কেন না আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহাকে সেই স্বহস্ত-গঠিত কীর্ত্তি সমূহ হয় ত জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। তিনি ধীর-পদসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে কারখানা বাটী, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল পরিদর্শন করিলেন, কাহারও সহিত অধিক কথা কহিলেন না। রোগীদিগকে দেখিলেন, দুই একটা সান্ত্বনা বাক্য বলিলেন মাত্র। মেরির অবস্থা ভাল নহে। সে কাতর স্বরে প্রার্থনা করিল, 'ফাদার, মিনতি করি, আমি যেন মৃত্যুকালে আমার কুসীকে দেখিতে পাই।'

বেলা বারটার সময় মেডেলাইন গৃহে আসিয়া লোহার সিন্দুক খুলিলেন। উহার মধ্যে ছয় লক্ষ ফ্রাঙ্কের ব্যাঙ্ক নোট ছিল। তাঁহার কারবারে এত আয় হইত, যে নানাবিধ সৎকার্য্যে বার্ষিক দুই লক্ষ ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিয়াও, তাঁহার ঐ টাকা মজুত হইয়াছিল। তিনি উহা তদীয় সুদীর্ঘ কোটের নানাস্থানে সমাহিত করত, ম্যানেজারকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিতেছি, আমার কত দিন হইবে, তাহা এখন বলিতে পারি না। তুমি আমার অনুপস্থিতিতে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রভৃতির ব্যয়াদি যথা নিয়মে নির্ব্বাহিত করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহার

এক চতুর্থাংশ নিজে গ্রহণ করিবে, এবং অবশিষ্ট আমার নামে ব্যাঙ্কে আমানত করিয়া রাখিবে। জগতে দিবা ও রাত্রির ন্যায় সত্য ও মিথ্যা দুইটী পদার্থ বিদ্যমান আছে। প্রথমটীতে জাগরিত ও অপরটীতে নিদ্রিত থাকাই মনুষ্যের এক মাত্র ধর্ম্ম। তুমি সেই সনাতন ধর্ম্ম হইতে কখনও বিচ্যুত হইবে না। সত্যের সম্মান ও পূজা করিতে গিয়া যদি দেখিতে পাও সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছে, তাহাও অম্লান বদনে স্বীকার করিবে। তথাপি মিথ্যার আশ্রয়ে কদাপি সমৃদ্ধ হইতে চেষ্টা করিবে না।'

এইরূপ বলিয়া সেই সত্য-প্রিয় মহাপুরুষ সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বে যে কারাবাসী ছিলেন, সত্যের অনুরোধে পুনরায় সেই কারাবাসী হইতে চলিলেন।

আমার স্কন্ধে উঠুন না?

ফাদার মেডেলাইন রাত্রিযোগে আয়া যাত্রা করিলেন। একটী মাত্র অশ্বের সাহায্যে সেই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া উপযুক্ত সময়ে আদালতে উপস্থিত হওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তিনি শকট চালককে অনেক প্রকারে উৎসাহিত করিলেন, এবং পথিমধ্যে অন্য আর একটী অশ্ব ভাড়া করিয়া লইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। যখন ভাটক-দানে অশ্ব মেলা সুকঠিন দেখিলেন, তখন একটী ক্রয় করিয়া লইতেও সমুৎসুক হইলেন। অবস্থা অনুসারে কিছুই ঘটিয়া উঠিল না। তিনি উদ্বিগ্নভাবে তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আয়ায় উত্তীর্ণ হইলেন।

সৌভাগ্য ক্রমে তখনও কাছারি বরখাস্ত হয় নাই। জিনের মোকদ্দমা সাধারণের কৌতূহল উদ্দীপিত করিয়াছিল। ধৃত জিন সকল কথাই অস্বীকার করিতেছিল, অথচ পুলিস এমন ভাবে মোকদ্দমা সাজাইয়াছিল, যে তাহার আর কিছুতেই নিস্তার ছিল না। প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহে আদালতের অধিবেশন হইয়াছিল, যে গৃহে উপপ্লবের সময় দৈনিক অন্ততঃ এক শত লোকেরও শিরশ্ছেদের হুকুম হইত। উপরের জনতার কথা কি বলিব, সেই দিন সন্ধ্যাকালে তত্রত্য অঙ্গনে ও সিঁড়িতে তিল-ধারণের স্থানও ছিল না। মেডেলাইন অনেক কষ্টে সিঁড়ির গোড়া পর্য্যন্ত যাইয়া স্তম্ভ ধরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চেহারা কিংবা পরিচ্ছদ কিছুই ভদ্রলোকের মত ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া কেহই পথ ছাড়িয়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিল না। কতক্ষণ পরে একজন আসেসর মদগর্ব্বিত ভাবে সেই পথ দিয়া নামিতে ছিলেন। মেডেলাইন তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি সহসা 'কে তুমি' এইরূপ বলিয়া বেগে চলিয়া গেলেন। মেডেলাইন দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলেন ঐ ব্যক্তি পুনরায় উপরে যাইতেছেন। 'মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া আমার এই কার্ডখানি জজ্ সাহেবকে দিবেন কি?' জজ্ সাহেবের নাম শুনিয়া আসেসরের বাম হস্তখানি যন্ত্র-সঞ্চালিতের ন্যায়ও প্রসারিত হইল। মেডেলাইন তদুপরি কার্ডখানি ন্যস্ত করিলেন।

কার্ড পাইয়া জজ্ সাহেব বলিলেন, 'ফাদার মেডেলাইন! যাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকার সম্বন্ধে আমরা এত কথা শুনিয়াছি, তিনিই আসিয়াছেন? আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে

হইবেক। তিনি কোথায়? তাঁহাকে শীঘ্র এই স্থানে লইয়া আইস।'

আজ্ঞামাত্র আসেসর মহাশয় মেডেলাইনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, 'মহাশয়, আসিতে আজ্ঞা হউক। এই আমি লোকজন সরাইয়া পথ করিতেছি। এ— সরিয়া যাও, এ— তফাৎ যাও। আপনি মুরব্বি লোক। যদি পদব্রজে অসুবিধা বোধ করেন, আমার স্কন্ধেও আরোহণ করিতে পারেন।'

দ্বিমুখ সর্প।

মেডেলাইন এজলাসে উপস্থিত হইলে জজ্ সাহেব তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া চেয়ার দিলেন, এবং তিনি উপবেশন করিলে, তদীয় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মেডেলাইন বলিলেন, 'বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আমার কিছু শুনিবার বা বলিবার থাকিতে পারে। আমি তজ্জন্যই আসিয়াছি। মোকদ্দমা যেমন চলিতেছিল চলুক।'

সেই সময়ে আশামী কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ছিল, এবং গবর্ণমেণ্ট প্লিডার (সরকারী উকীল) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, 'তুমি একুশ বৎসর বয়সে সর্ব্ব-প্রথম রুটি চুরী করিয়াছিলে?'

'না।'

'তুমি প্রথমতঃ দুই বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলে?'

'না।'

'তুমি কি একাদি ক্রমে আঠার বৎসর মেয়াদ খাট নাই?'

'হুজুর আমি কিংবা আমার ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের মধ্যে কেহ কখনও একদিনের জন্যও মেয়াদ খাটে নাই।'

'তুমি চল্লিশ বৎসর বয়সে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের সাত আট বৎসর পূর্ব্বে কোনও বিশপের বাটিতে অতিথি হইয়াছিলে?'

'না।'

'তুমি কি কোনও বিশপের বাটি হইতে রৌপ্যের বাসন চুরী করিয়া লও নাই?'

'না।'

'অথবা প্রথমে চুরী করিয়াছিলে, পরে তিনি দয়া করিয়া তোমাকে সে সমস্ত অর্পণ করিয়া ছিলেন?'

'না, ইহার কিছুই নহে।'

'তুমি জীবনে ক'বার জেল ভাঙ্গিয়াছ।'

'হুজুর একবারও নহে। আমি জীবনে কখনও জেল দেখিও নাই।'

'আচ্ছা জিন, পুলিস বলিতেছে, তুমি একুশ বৎসর বয়সে সর্ব্ব প্রথম কারাগারে প্রেরিত হও, এবং তদবধি আঠার বৎসর কাল জেলে অবস্থান করিয়াছ। মধ্যে অনেক বার জেল ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছিলে, কিন্তু আবার দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই পুনরায় ধৃত হইয়াছ। তুমি কি প্রমাণ করিতে পার যে, ঐ আঠার বৎসর কাল তুমি জেলে না থাকিয়া কোনও গ্রামে বা নগরে সাধুভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছ?'

'না, তাহাও আমি পারিনা, আমার নাম জিন নহে, যোহন।

'আচ্ছা রোহন, কেন পার না, তাহা বলিতে পার কি ?'

'কারণ, ঐ সময়ে আমি কার্য্য বশতঃ দেশান্তরে বাস করিয়াছিলাম। আমি মেষপালক রূপে পাঁচ বৎসর সুইজর্লণ্ডে, ছয় বৎসর ইটালীতে, এবং সাত বৎসর হল্যাণ্ডে বাস করিয়াছিলাম।'

গবর্ণমেণ্ট প্লিডার এইবার আদালতকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, 'এই মোকদ্দমা পূর্ব্বেই যথেষ্ট রূপে প্রমাণিত হইয়াছিল, অনন্তর আদালতের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আসামীকে যে সকল প্রশ্ন করা হইল, তদ্দ্বারাও, যদি আমার ভ্রম না হয়, এই মোকদ্দমা বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইতেছে। এই ব্যক্তি সমস্ত কথাই 'না' করিতেছে। ইহাকে মূর্ত্তিমান্ অস্বীকার বলিলেও বলা যায়। ইহার কথার কোনও মূল্য নাই। আঠার বৎসর কালের মধ্যে নিজগ্রাম বা নগরের কোনও লোকের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয় নাই, অথচ আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ঐ সময়ে সে কারাগারে অবস্থান করে নাই, এবং ঠিক ঐ সময়ে, এক বৎসর পূর্ব্বেও নহে, এক বৎসর পরেও নহে, সে সুইজর্লণ্ড, ইটালী বা হল্যাণ্ডে বাস করিতেছিল। আমি কখনই এই রূপ বিশ্বাস করিতে পারি না। পক্ষান্তরে ঐ ব্যক্তি যে সকল লোকের সহিত একত্রে জেল খাটিয়াছিল, তাহারা সকলেই উহাকে একবাক্যে সনাক্ত করিয়াছে। সেই জবানবন্দী ইতি পূর্ব্বেই নথীভুক্ত হইয়াছে। অতএব আমি আশা করি এই ব্যক্তিকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে আদালতের আর ইতস্ততঃ করিবার কোনই কারণ বিদ্যমান নাই। এবং প্রার্থনা করি যে, এই অভিযুক্ত পুরাতন চোরকে আইনের সর্ব্বোচ্চ দণ্ড প্রদান করিয়া ন্যায়ের সম্মান, সুশাসন-প্রণালী এবং সদ্বিবেচনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে

জগতে সুনীতি, সদাচার ও সদ্ব্যবহারের প্রশস্ত মার্গ উন্মুক্ত করিতে মহামান্য আদালত কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না।'

সরকারি উকিলের প্রলাপ ক্ষান্ত হইল। জজ্ সাহেব রায় লিখিতে বসিলেন। বিস্তৃত আদালত গৃহ সুষুপ্ত নিশীথবৎ নীরব ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। রায় লেখা শেষ হইলে যখন জজ সাহেব মুখচন্দ্র উন্নমিত করিলেন, তখন সকলেরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এতক্ষণ লোকদিগের শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছিল, এইবার আদালতের হুকুম শুনিবার জন্য তাহাও যেন রুদ্ধ হইল। জজ্ সাহেব আশামীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'তুমি যে এক সময়ে চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলে, তৎপ্রতি আমার কোনই সন্দেহ নাই, কেননা তাহা তোমার সমসাময়িক কয়েদি দিগের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এবং তাহা প্রমাণিত হইলে, তোমার বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী সময়ের যে সকল গুরুতর অভিযোগ দৃষ্ট হইতেছে, তাহার একটিও মিথ্যা বা কৃত্রিম বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। তুমি চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তোমার চরিত্রের কিছু মাত্র সংশোধন করিতে পার নাই বলিয়া আমি তোমাকে আইনের সর্ব্বোচ্চ দণ্ড দিতে মনস্থ করিয়াছি। অতএব হুকুম হইল যে—

রায় এই পর্য্যন্ত প্রকাশ হইলে, ফাদার মেড্‌লোইন গম্ভীর স্বরে, 'জজ্ মহোদয়, এইস্থানে আমার কিছু বক্তব্য আছে,' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অমনি ব্যক্তি মাত্রের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। জজ্ সাহেব কতকটা বিস্মিতভাবে বলিলেন, 'আপনার কি বক্তব্য আছে বলুন।'

মেডেলাইন বলিলেন, 'যে হেতু আপনারা এই ব্যক্তিকে অপরাধী জিন বলিয়া কারাগারে প্রেরণ করিতেছেন, আমাকে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, এই ব্যক্তি প্রকৃত জিন নহে। আমিই প্রকৃত জিন। আপনারা উহাকে ছাড়িয়া দিন, এবং আমাকে গ্রেপ্তার করুন।'

ফাদার মেডেলাইন উল্লিখিত বাক্যে সমবেত ব্যক্তি-বৃন্দকে যাদৃশ স্তম্ভিত করিয়া তুলিলেন, সেই সময়ে আদালত গৃহে অশনিপাত হইলেও বোধ হয় কেহই তাদৃশ স্তম্ভিত হইতনা। সকলেই বজ্রাহত পথিকের ন্যায় দণ্ডায়মান, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কাহারও মুখে আর কথা সরিতেছেনা, এমন সময়ে প্রগল্‌ভ সরকারী উকীল উঠিয়া বলিলেন, 'আমি প্রস্তাব করি, ফাদার মেডেলাইনকে অবিলম্বে উন্মাদাশ্রমে প্রেরণ করা হউক, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।'

মেডেলাইন বলিলেন, 'মনসিওর গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, আমি শীঘ্রই আপনার ভ্রম প্রতিপন্ন করিব, আপনি সাক্ষীদিগকে পুনরায় তলপ করুন। আপনারা বুঝিতেছেন না যে, আমার সহিত ঐ ব্যক্তির আকৃতি-গত সৌসাদৃশ্য থাকাতেই, পূর্ব্বতন কয়েদীগণ উহাকেই জিন বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। আমাকে দেখিলে তাহারা নিশ্চিতই অন্যরূপ সাক্ষ্য দান করিবে।'

জজ্ সাহেব পুনরায় সেই সকল সাক্ষীদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'তোমরা এজলাসের দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমার ডানিদিকে এই যে দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, তোমরা ইহাকে কখনও দেখিয়াছ কি?'

সাক্ষীরা মেডেলাইনের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এককালে অধোবদন হইল।

'তোমরা অধোমুখ হইলে কেন ?'

'ধর্ম্মাবতার, আমাদিগকে অভয় দান করুন, আমরা পূর্ব্বে প্রকৃত কথা বলিতে পারি নাই ; কিন্তু যদি আদেশ হয়, এখন বলিতে পারি।

'হাঁ তোমরা সত্য কথা বল। সত্য কথা বলিতে তোমাদিগের কোনও ভয় নাই।'

'তবে হুজুর, যিনি এজলাসে দাঁড়াইয়া আছেন, তিনিই প্রকৃত জিন। তাঁহারই সহিত আমরা দশবার বৎসর একত্রে কারাবাস করিয়াছিলাম।'

মেডেগাইন বলিলেন, 'ইহাতেও যদি আদালতের তৃপ্তি না হয়, তবে আমি আরও প্রমাণ দিতেছি যে, প্রথম সাক্ষী আমার বন্ধু ইনগ্লিসের পৃষ্ঠে একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন আছে। এবং দ্বিতীয় সাক্ষী আমার বন্ধু রবার্টের দক্ষিণ বাহুমূলে 'মন ডিউ' বাক্য লিখিত আছে।

আদালত তাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন।

মেডেগাইন বলিলেন, 'অতএব আমি নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণ করিলাম যে, আমি বহুকাল এই কয়েদীদিগের সহিত একত্র কারাবাস করিয়াছি, এবং আমিই প্রকৃত জিন। নিরপরাধ যোহনকে মুক্তিদান করিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করাই এখন ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য হইতেছে। যোহন, তুমি কাঠগড়া হইতে বাহির হইয়া শান্তির সহিত চলিয়া যাও।'

যোহন বাহির হইল। জজ সাহেব হইতে সামান্য আরদালি পর্য্যন্ত সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই। প্রহরীরা যোহনকে বাধা দিল না। যোহন যাইতে যাইতে পড়িয়া গেল, পড়িতে পড়িতে দাঁড়াইল, এবং পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তর্হিত হইল।

মেডেলাইন বলিলেন, 'এখন কে আমাকে গ্রেপ্তার করিবে, কর।' আরও বলিলেন, 'মনসিওর গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, যদি জগতে সকলেই সত্যের সম্মান করিত, যদি সত্যের অনুরোধে সর্ব্বনাশকে আলিঙ্গন করিতে কেহ কুণ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে আপনার ন্যায় অনেক আইন ব্যবসায়ীকে উন্মাদাশ্রমে বাস করিতে হইত, তজ্জন্য চিন্তা নাই। কিন্তু আমি আর বৃথা সময় নষ্ট করিতে পারি না। আপনারা যখন এখনও আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন না, আমি এই চলিলাম।' এই বলিতে বলিতে ফাদার মেডেলাইন এজলাস হইতে নামিয়া ধীর ও দীর্ঘ পদবিক্ষেপে বাহিরে চলিলেন। সত্যপ্রিয়তার কি অসাধারণ প্রভাব! তাঁহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, সমবেত সহস্র লোকের মধ্যে কি সরকারি কি বে-সরকারি কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি করিবারও সামর্থ্য হইল না, সকলেই শশব্যস্তে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। আদালত ভাবিলেন, গ্রেপ্তার করা পুলিসের কার্য্য, পুলিস ত উপস্থিত আছেই। পুলিস ভাবিল আদালতের মধ্যে আদালতের হুকুম ব্যতীতই বা আমরা কি প্রকারে গ্রেপ্তার করিব। ফাদার মেডেলাইন একান্ত অস্পৃষ্ট ও পবিত্র ভাবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বোধ হইল যেন আদালত ও পুলিস নামক দুই মুখ-বিশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট-সর্প, কোন মুখে দংশন করিব, এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে, সেই সত্যানুরাগরঞ্জিত প্রভূত শিকার দূরে পলাইয়া গেল।

বরফ রগড়াও।

মেডেলাইন পুনরায় লি-নগরে উপস্থিত হইলেন। আজি মেরির সেই অনন্ত যন্ত্রণা-বিড়ম্বিত দুঃখশর্ব্বরীর অবসান হইল।

আজি মেরির জীবনের শেষ দিন। সেই অশেষ-দুঃখভাগিনী কন্যা স্ত্রী ও মাতার ভয়াবহ পার্থিব অস্তিত্বের শেষ মুহূর্ত। সেই সংসার-চক্রনিষ্পিষ্ট অপাপবিদ্ধ পবিত্র বালিকার অক্ষয় স্বর্গবাসের প্রথম দিন ঘোষণা করিয়া দিনমণি পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। করুণার্দ্রচেতাঃ মেডেলাইন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। মেরিরও দর দর ধারায় অশ্রু বিসৃষ্ট হইতে লাগিল। আজি চারি দিন মেরি তাঁহাকে দেখে নাই। সেই বিপন্না বালিকা রোগশোকোর্ম্মি-মালা-সমাকুল ভবার্ণবে ডুবু ডুবু দেহতরণী লইয়া আজি চারি দিন সেই দুর্দ্দিনের কাণ্ডারীকে ডাকিয়াছে, কোনও উত্তর পায় নাই, কিন্তু তথাপি সে হতাশ হয় নাই। ফাদারের আকস্মিক অনুপস্থিতিতে তাহার মনে বরং এই আশারই সঞ্চার হইয়াছিল যে, তিনি নিশ্চয়ই কুসীকে আনিতে গিয়াছেন। সে এখন অতি কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'ফাদার কুসী আসিয়াছে ?'

ফাদার বলিলেন, 'হাঁ আসিয়াছে।'

'কোথায় ?'

'আপাততঃ আমার আশ্রমে। পরে ডাক্তারের অনুমতি লইয়া তোমার কাছে আসিবে।'

'দয়াময় পিতঃ, আপনি দীর্ঘজীবী হউন, আমি শীঘ্র মরিব না, কুসীকে দেখিয়া মরিব।'

এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই ইনস্পেক্টর জেভেয়ার দুইজন কনষ্টেবল সহ গৃহদ্বারে আসিয়া কহিলেন, 'ফাদার মেডেলাইন, আপনার নামে একখানা ওয়ারণ্ট আছে।'

মেডেলাইন তাঁহার দিকে তির্য্যক দৃষ্টিতে চাহিলেন, কোন কথা কহিলেন না। পাছে পুলিসের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি মুমূর্ষু জনের হৃদয়ে কোনও প্রকার ভয় বা বিস্ময়ের উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে দ্বার ছাড়িয়া দাঁড়াইতে ইঙ্গিত করিলেন। অনন্তর ধীরে ধীরে জেভেয়ারের নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'আমি এই ওয়ারণ্টের বিষয় অবগত আছি, এবং ধৃত হইতেও কোনও প্রকার আপত্তি করিতেছি না। তবে ওই নিরাশ্রয়া রমণীর জীবনের যে আর দুই এক ঘণ্টা কাল অবশিষ্ট আছে, তাহা আমি এই স্থানে থাকিব।' জেভেয়ার কোন কথা কহিলেন না।

এক ঘণ্টা অতীত হইলে, জেভেয়ার পুনরায় দ্বারদেশে আসিয়া কহিলেন, 'ফাদার মেডেলাইন সত্বর হউন, কোনও পারিবারিক কারণে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য স্থগিত থাকিবে না।'

এই বলিয়া জেভেয়ার গাড়ী আনিতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে মেরির শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছিল। সে ক্ষণে ক্ষণে মুদিত নয়নে থাকিয়া এক এক বার চক্ষু মেলিতেছিল, এবং যখন চক্ষু মেলিতেছিল, তখনই শ্বাস পরিগ্রহ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'কুসী আসিয়াছে?'

নার্সেরা বলিতেছিল, 'হাঁ আসিয়াছে।'

মেরি, 'কুসীকে আমার কোলে দাও,' এই বলিয়া বাহু প্রসারণ করিতে করিতে পুনরায় চক্ষু বুজিতেছিল। স্পষ্টতঃই তাহার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব ছিল না। তথাপি নির্দ্দয় পুলিস ইনস্পেক্টর আশামীকে ধরিতে কনষ্টেবল নেলিয়া দিলেন। তাহারাও দুইজন কালান্তক যমের ন্যায় আশামীর দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মেডেলাইন তাহাদিগকে একটু সরিয়া যাইতে

বলিলেন। তাহারা গবর্ণমেণ্টের লোক, সরিয়া যাইবে কেন, একটু এগুইয়া দাঁড়াইল। মেডেলাইন অমনি রোষ-কষায়িত নেত্রে গাত্রোত্থান করিয়া বজ্রমুষ্টি প্রয়োগ করিতে করিতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন।

জেভেয়ার তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপারটা কি?'

কনষ্টেবলেরা বলিল, 'মহাশয়, বড্ড ঘুষি খাইয়াছি, ছাল উল্টিয়া গিয়াছে, রক্ত-নিবারণ হইতেছে না। আপনি বড় সাহেবকে খবর দিন। শীঘ্রই ইহার প্রতিবিধান হইবে।'

জেভেয়ার বলিলেন, 'তোমরা বুঝিতেছ না, তাহাতে আমাদের অকর্ম্মণ্যতার প্রমাণ হইবে মাত্র। কি জানি কোনও অপরাধই বা হয়। তাহা দিয়া আর প্রয়োজন নাই। আজি সকাল বেলায় রাস্তায় অনেক বরফ পড়িয়াছিল। দেখ যদি তাহার দুই এক টুকুরা পাও, শীঘ্র ক্ষত স্থানে রগড়াও, রক্ত বন্ধ হইতে পারে।'

কনষ্টেবলেরা মনে করিয়াছিল, তাহারা যেরূপ অচিন্তা-পূর্ব্ব বেদনা পাইয়াছে, তাহাতে বড় সাহেবকে বলিয়া দিলে শীঘ্রই মেডেলাইনের হয় গিলোটিন না হয় যাবজ্জীবন কারাবাসএকটা কিছু অবশ্যই হইত। জেভেয়ার তাহা করিলেন না বলিয়া, তাহারা মনে মনে তাঁহাকে, 'শালা শুয়ারের বাচ্চা' প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতে দিতে রাস্তার দিকে ছুটিল।

ব্যাঙ্কে আমার প্রয়োজন আছে।

দশ মিনিটের মধ্যেই মেরি স্বর্গে চলিয়া গেল। বনের ফুল বনে শুকাইল। সেই অপার্থিব শ্রী-সৌন্দর্য্য রাশি পুনরায়

অপার্থিবতায় বিলীন হইল। সেই ভবজন-মোহন অর্দ্ধ-বিকসিত অষ্টমীর চন্দ্র সহসা ভুবন আঁধার করিয়া অস্তমিত হইল। সেই মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা অশেষ বিষ্ঠা-মূত্র সমাকীর্ণ সংসার পথে অস্পৃষ্ট ও নির্লিপ্ত ভাবে বিচরণ করিয়া গেল। অশেষ রিপুকুল কল-কলায়িত সংসার ক্ষেত্রে সেই বীরা রমণী সম্মুখ সমরে দেহ-পাত করিল। সেই নিদারুণ ভাগ্যবায়ু-বিতাড়িত ক্ষুদ্র তরণী ভব-জলধির উত্তাল তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া নীরবে শান্তির উপকূলে গিয়া সংলগ্ন হইল। সেই মূর্ত্তিমতী নীতি জগতে পিতৃপরায়ণতা কৃতজ্ঞতা সাধুতা সরলতা স্নেহশীলতা ও সহিষ্ণুতার অভিনয় করিয়া লোকলোচনের অন্তরালে লুকাইল।

ফাদার মেডেলাইন মেরির সমাধির বন্দোবস্ত করিয়া অবিলম্বে পুলিসের শকটে আরোহণ করিলেন। কনষ্টেবলদ্বয় ছাতে বসিতে আদিষ্ট হইল। তাহাতে তাহাদের মনে কোনও প্রকার কষ্ট হইল না, কেন না তাহারা বজ্রমুষ্টি হইতে দূরে রহিল, অপিচ জেভেয়ারকে বজ্রমুষ্টির খুব নিকটে দেখিয়া তাহাদের আনন্দ হইল। তাহারা আশা করিতে লাগিল, যদি সৌভাগ্যক্রমে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়, তাহা হইলে জেভেয়ার শালা জানিতে পারিবে যে, ঐ মুষ্টির গভীরতাই বা কত, এবং তাহারাই বা কি পরিমাণ বেদনা পাইয়াছিল। জেভেয়ারও স্থির করিলেন তাঁহার খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক, কেন না অবরুদ্ধ স্থান, যদি কোনও কারণে মুষ্টি সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে পশ্চাতে ভক্কা, পুলিস মুণ্ড সাটে পড়িয়া সহসা চাক্তির আকার ধারণ করিতে পারে। অতএব সেই অকুতোভয় পুরুষ-প্রবরের সম্মুখে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর, উগ্র-প্রকৃতি শিক্ষকের সম্মুখে কৃতাপরাধ ছাত্রবৎ, হৃতসর্ব্বস্ব

গৃহস্থের সম্মুখে একাকী চোরবৎ, ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের সম্মুখে হরিণ-শিশুবৎ, অতি সংযত ও উৎকণ্ঠিত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্যাঙ্কের সমীপে উপস্থিত হইলে, মেডেলাইন 'রাখ রাখ' বলিয়া হুঙ্কার করিলেন। শকট চালক আশামীর কথায় গাড়ী রাখিবে কিনা একবার ভাবিল, অমনি মুষ্ট্যাঘাতের কথাও তাহার মনে পড়িল। সে গাড়ীই ভাড়া দিয়াছিল, মস্তক ভাড়া দেয় নাই। অক্ষুণ্ণ মস্তকে গৃহে ফিরিবার সাধ তাহার অবশ্যই ছিল। সে শশব্যস্তে গাড়ী রাখিল। মেডেলাইন অবতরণ করিতেই, জ্রেভেয়ার 'কি কি, কোথায় কোথায়' বলিতে বলিতে অবতরণ করিলেন। মেডেলাইন বলিলেন, 'মনসিওর ইনস্পেক্টর, আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। এই ব্যাঙ্কে আমার প্রয়োজন আছে। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।'

ফাদার মেডেলাইন মাতৃহীনা কুসীর নামে ত্রিশ সহস্র ফ্রাঙ্ক আমানত করিয়া পুনরায় শকটারোহণ করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস করিতে লাগিলেন।

সেই বস্তুটী কি?

দশ দিন কারাবাস করিয়া ফাদার মেডেলাইন জেল ভাঙ্গিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। জানালার গরাদে টানিয়া দেখিলেন, দুর্নমনীয় নহে। রাত্রিযোগে গরাদে দুমড়াইয়া

নিজের প্রকোষ্ঠ হইতে সহজেই বাহির হইতে পারা যায়, কিন্তু চতুর্দ্দিক্‌স্থিত উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। পরিশেষে তিনি গেট দিয়া বাহির হইবারই সঙ্কল্প করিলেন।

অনন্তর একদিন নিশীথসময়ে তাঁহাকে গেটের নিকট দেখিয়া তত্রত্য প্রহরী সবিস্ময়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। প্রত্যুত্তরে মেডেলাইন বলিলেন, 'ব্রিগেডিয়ার মহাশয়, আপনি এই স্থানে কি বেতনে চাকুরী করেন?' প্রহরী বলিল, 'কেন, পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক, আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?' মেডেলাইন বলিলেন, 'আপনি এই স্থানে দশ বৎসরে যত টাকা উপার্জ্জন করিবেন, এই মুহূর্ত্তেই যদি তাহা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে গেট খুলিয়া দিতে পারেন কিনা?'

দ্বাররক্ষক কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, পরে বলিল, 'আমি এই কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আপনাকে শপথ করিতে হইবে আপনি কোনও ছদ্মবেশী রাজপুরুষ কি না, নচেৎ আমি কোনই জবাব করিব না।'

মেডেলাইন তাহার প্রত্যয় জন্মাইয়া বলিলেন যে, তিনি সামান্য কয়েদী মাত্র, রাজপুরুষ নহেন। প্রহরী নীরবে হস্ত প্রসারণ করিল। ছয় সহস্র ফ্রাঙ্কের ছয় খানি ব্যাঙ্ক নোট তাহার করকমলে অর্পিত হইল। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। মেডেলাইন আর একবার স্বাধীন বায়ুসেবন-সুখানুভব করিলেন।

অনন্তর কারায় মেডেলাইন ফ্রান্সের অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, পারীতে পুলিসের উপদ্রব কম না হইলেও, তথায় লুকাইয়া থাকিবার স্থান আছে বলিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েক

দিন নিরুদ্বেগে কাটাইবার জন্য পারী যাত্রা করিলেন। দুর্গম পল্লী প্রান্তর ও অরণ্য দিয়া তাঁহাকে আসিতে হইল। এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি ভার্ণন পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে পথপার্শ্বে নিভৃত শ্মশানে একটী শীর্ণকায় যুবক ধ্যান-নিমগ্ন ভাবে উপবিষ্ট ছিল। মেডেলাইন তাহা দেখিয়া কৌতু-হলাক্রান্ত ভাবে তাহার নিকটে গমন করিলেন। যুবকের চক্ষুদ্বয় নিমীলিত, মস্তক আনমিত, জানু ভূমি-সংলগ্ন, এবং অঞ্জলি প্রফুল্ল কুসুম-দামে পরিপূর্ণ। সেই মুনিজনোচিত মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া, মর্ম্মজ্ঞ মেডেলাইন সমীপবর্ত্তী সমাধি স্তম্ভের অন্তরালে লুকাইলেন। যুবকও কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষুরুন্মী-লন করিয়া 'পিতঃ' এই প্রকার সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বর্গত পিতার উদ্দেশে মনোহর স্তব করিতে লাগিল।

অনন্তর ফাদার মেডেলাইন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীত হইয়া যুবকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অলক্ষ্যভাবে থাকিলেন। এবং পারীতে উত্তীর্ণ হইয়া গোপনে তাহাকে পিতৃভক্তির পুরস্কার দিতে চাহি-লেন। এই পিতৃ-পরায়ণ যুবকই যে মেরিয়স, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। মেডেলাইন পুরস্কার দানের প্রস্তাব করিলে, মেরিয়স্ কি ভাবে তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহাও পাঠকের অবিদিত নাই। তখন ফাদার মেডেলাইন মেরিয়সকে যে কথা বলিয়া বিদায় হইয়াছিলেন,—'তুমি এখন আমার এই অর্থরাশি লইলে না বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে আমি তোমার পিতৃভক্তির পুরস্কার স্বরূপ যে বস্তু আনিব, তাহা তুমি কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না,— সেই কথার অনুসারে, সেই বস্তুর অন্বেষণে তিনি অনতিবিলম্বে পারী পরিত্যাগ করিলেন।

সেই বস্তুটা কি,—তাহা সেই পরহিতব্রত মহাত্মাই জানিতেন। আমরা এখনও তাহার কিছুই বলিতে সমর্থ নহি, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, সেই বস্তুটা যদি ভূমধ্য-সাগরের উত্তাল নীল তরঙ্গের নিম্নেও লুকান থাকিত, তাহাও সেই সাধু ব্যক্তি তাদৃশ পিতৃপরায়ণ তপস্বীর জন্ত উদ্ধার করিতে পারিতেন, আবার যদি সেই বস্তুর আহরণ তাঁহার পক্ষে একান্তই অসাধ্য হইত, সেই অধ্যবসায়ী পুরুষ মন্ত্রের সাধনে দেহ-পাতও করিতে পারিতেন, অথবা জন্মের মত জেভেয়ারের হাত এড়াইয়া যাইতেন।

সে জগতে আজি না হয় মরিব

পারী ও লি এই দুই স্থানের মধ্যে একটী সুন্দর পর্ব্বতময় পল্লী আছে। উহার নাম মণ্ট ফার্ম্মিল। মণ্ট ফার্ম্মিল স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ, নানা জাতীয় বৃক্ষ-বল্লরী-সমাকীর্ণ হওয়াতে দূর হইতে অনধ্যুষিত নিবিড় অরণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অল্পসংখ্যক লোকের বাস নিবন্ধন ঐ স্থানে খাদ্যদ্রব্যাদি অতি সুলভ। মাসিক ছয় ফ্রাঙ্ক হইলেই একজন পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির জীবন যাপন হয়। জলের বিশেষ সুবিধা নাই। নিকটে কোন নদী বা কৃত্রিম জলাশয় নাই। দূরে দূরে গুটি কয়েক ঝরণা আছে, তদ্দারাই অধিবাসীদিগকে কষ্টে চালাইতে হয়।

পর্ব্বতের পৃষ্ঠে একটী সরাই আছে। থেনাডিয়ার পুরুষ ও স্ত্রী তাহার মালিক। তাহাদের কতিপয় শিশু-সন্তান সঙ্গে করিয়া ঐ যে একটী দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা বালিকা প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইতেছে, সহৃদয় পাঠক, উহার প্রতি একবার সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করুন।

উহার স্নেহময়ী জননী আপনি অনাহারে থাকিয়া যথা নিয়মে উহার আহার যোগাইয়াছে, তথাপি উহার অনশনক্লিষ্ট ভাব অবলোকন করুন। উহার দরিদ্রা মাতা আপন কেশপাশ বিক্রয় করিয়া যথাসময়ে উহার শীতবস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিল বটে, তথাপি উহার অঙ্গে শত গ্রন্থিময় ছিন্ন ও মলিন বসন ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। হায় সংসার কি ভয়ানক স্থান! মেরি প্রাণান্ত করিয়া কুসীর জন্য যে টাকা পাঠাইত, থেনাডিয়ার পুরুষ ও স্ত্রী তাহার সমস্তই আত্মসাৎ করিত, এবং যে সকল লোক সরাইএ আসিয়া আহার করিত তাহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট মাত্র কুসীকে খাইতে বলিত। সেই অনুগ্রহ-লাভও কুসীর পক্ষে সহজ ছিল না, তজ্জন্য তাহাকে দিবারাত্রি সমান খাটিতে হইত। সরাইএ দাসী রাখা হইত না। মেরি কুসীর জন্য যে জামাটী পাঠাইয়াছিল, তাহা থেনাডিয়ার-বালিকা গায়ে দিত, কেন না থেনাডিয়ার-দম্পতীর মতে, কুসী যে অবস্থার বালিকা, জামাটী তদপেক্ষা উচ্চতর ধরণের হইয়াছিল, এবং তাহা গায়ে দিলে কুসীকে তত ভাল দেখাইত না, কিন্তু তাহাদের তনয়া লুসী পেণ্টিকষ্ট গায়ে দিলে এককালে অপূর্ব্ব শ্রী হইত।

সেই স্বল্পজল পল্লীতে সকলকেই জলকষ্ট অনুভব করিতে হইত। কেবল থেনাড়িয়ার পরিবার জলের সচ্ছলতায় বাস করিত। তাহাদের গৃহ হইতে সর্ব্ব-নিকটবর্ত্তী ঝরণা অর্দ্ধ মাইল ব্যবহিত হইলেও তাহারা আজি তিন বৎসর মহা জল-সম্পোষ্যে বাস করিতেছে, কারণ কুসী জল আনে। ভোর পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ কলসী জল আনিতে, সেই অর্দ্ধাশনা, বালিকার অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাত যাইবেই, আমাদের সরাইএ যে

অনেক জল লাগে। বিশ কলসী জলের অর্থ বিশ মাইল পথ, ভারিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বার ঘণ্টা কালের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করাও ত দুঃসাধ্য, তা না হয়, যাইবার সময় দৌড়িয়া যাইবে, আসিবার সময় হাঁটিয়া আসিবে, নচেৎ আমাদের কাজ চলিবে কেন?

সেই দিবস মধ্যাহ্নে একজন অশ্বারোহী অতিথি আসিয়াছিলেন, তিনি রাত্রিতেও রহিলেন। রাত্রি দশটার সময় তিনি রুষ্ট ভাবে সরাই-ওয়ালীকে বলিলেন, 'তুমি এখনও আমার অশ্বকে জল দাও নাই কেন? এ কিপ্রকার সরাই, মনুষ্যের প্রতিই যত্ন করা হয়, তাহার জানোয়ারটা আর কিছুই নয়! তুমি কি অশ্বের জন্য আমার নিকট কিছু আদায় করিবে না? আমার মূল্যবান প্রাণীটীকে এইরূপ তাচ্ছিল্য করা তোমার অন্যায় হইয়াছে।'

সরাইওয়ালী বিনীত ভাবে বলিল, 'মহাশয় ক্ষমা করুন, আমাদের বস্তুতঃই ত্রুটী হইয়াছে। আমি এখনই আপনার অশ্বের জলপানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।'

অন্ধকার-ময়ী রজনী, দারুণ শীত। কুসী টেবিলের তলে বসিয়া কাঁপিতেছিল, আহুত হইল। 'হতভাগিনি বালিকা, জল আনিয়া রাখ নাই কেন? আমার অতিথি চটিয়া গিয়াছে, শীঘ্র এক বকেট জল লইয়া আইস। এই সিকিটা লইয়া যাও, আসিবার সময় দোকান হইতে একখানা রুটী লইয়া আসিও।'

কুসী সিকিটা লইয়া পকেটে ফেলিল, কিন্তু দাঁড়াইয়া রহিল। সে জল আনে বটে, কিন্তু রাত্রিতে কখনও আনে না। অন্ধকারে, অর্দ্ধ মাইল দূরে, পর্ব্বত পার্শ্বে, বনজঙ্গলের মধ্যে, সেই নিভৃত নির্ঝর

হইতে জল আনা তাহার পক্ষে কি প্রকার ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা অন্যের বুঝিতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র, তাহা কেবল তাহার অন্তরাত্মাই বুঝিয়াছিল। মহামতি বেকন বলিয়াছেন, মনুষ্য মৃত্যুকে যত ভয় করে, বালক বালিকারা অন্ধকারকে তত ভয় করিয়া থাকে। এস্থানে কেবল অন্ধকারই ভয়-হেতু নহে। যে পর্ব্বতের পার্শ্বে সেই নির্ঝর, সেই পর্ব্বতে ব্যাঘ্র থাকিবার কথা সে শুনিয়াছিল, এবং যে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-মূলে তাহাকে বকেট পূরিতে হইবে, সেই বহু শাখাপ্ররোহাদি-সমন্বিত প্রাচীন বৃক্ষে ভূত থাকিবার গল্প মণ্ট ফার্ম্মিলে বহুল প্রচলিত ছিল। অপিচ সেই অৰ্দ্ধ মাইল পথে কোথায়ও জনপ্রাণীর সমাগম ছিল না, পরন্তু উভয়-পার্শ্বস্থ অত্যুচ্চ বৃক্ষাবলী দিবাকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে নিশীথ এবং নিশীথকে সাক্ষাৎ অন্ধতমিস্র করিয়া রাখিয়াছিল।

কুসীর মৃত্যুর চারিগুণ ভয় হইল। সে আর কথাও কহে না, বকেটও লয় না, নিশ্চল ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। কর্ণিসের উপরে বেত থাকিত, সরাইওয়ালী একবার সেই দিকে চাহিয়া ঈঙ্গিত করিলেন। কুসী আর বিলম্ব করিল না, বকেট লইল, বেত্রের ভয়ে নহে, অন্য কোনও কারণে। সে জানিত সে জল আনিতে না গেলে সরাইওয়ালী তাহার কিছুই করিতে পারিত না, জোর দুই চারি ঘা বেত মারিত। তাহার প্রাণে যে ভয় হইয়াছিল, তাহাতে জল আনিতে না যাওয়া কল্পে বিশ পঞ্চাশ ঘা বেত তাহার নিকট কুসুম-সংস্পর্শের ন্যায় মৃদু ও কোমল বলিয়া বোধ হইত তাহার সন্দেহ নাই। ভয়ের এমনই প্রভাব, যদি সেই রাত্রিতে সেই নরপিশাচীর ক্রোধানলে নিজ সুকুমারাঙ্গ আহুতি প্রদান করি

য়াও কুসী উপস্থিত ভয়সঙ্কুল ব্যাপারে অব্যাহতি পাইত, তাহাও তাহার পক্ষে সামান্ত স্পৃহণীয় হইত না। তথাপি কুসী চলিল। বেত্রের ভয়ে চলিল, এমত নহে। সেই ঈঙ্গিতের মধ্যে এমন এক পদার্থ ছিল, যাহাতে তাহাকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিল; এমন এক তীব্র হলাহল ছিল, যাহার জ্বালায় সে ছটুফটু করিয়া বাহির হইল, সেই ঈঙ্গিতের অন্তস্তলে এমন এক সুধা নিহিত ছিল যাহাতে তরলমতি বালিকাকেও মুহূর্ত্তের মধ্যে বীরপ্রকৃতি-সম্পন্ন করিয়া তুলিল। একাকিনী কুসী সেই দুস্তর ভয়-সাগরে ঝম্প প্রদান করিল। সে ভাবিল অন্ধকারই হউক, ব্যাঘ্রই হউক, ভূতই হউক, কেহই তাহার প্রতি সরাইওয়ালী অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর হইতে পারিবে না। আরও ভাবিল, যে জগতে স্বার্থের জন্য মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি এইরূপ পশুবৎ ব্যবহার করে, সে জগতে আজি না হয় মরিব।

ঠিক সেইটাই।

কুসী চলিল। দুরন্ত শীতে রাস্তায় লোক ছিল না। কিছু দূর পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে দুই একখানা দোকান ছিল। কোনও কোনও দোকানে আলোও জ্বলিতেছিল, মানুষের দুই একটা কথাও শুনা যাইতেছিল। এইবার সে সুবিধাও গেল। এইবার ভয়ে কুসীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। যে স্থানে নিবিড় অন্ধকার কুসী চক্ষু মেলিয়া চলিল, যেথানে অল্প, চক্ষু বুজিয়া, পাছে কোনও বিকটাকার দর্শন হয়, যদিও প্রত্যেক পদবিক্ষেপে কে যেন তাহার পশ্চাতে হাঁটিতেছিল, কে যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, কে যেন

পার্শ্বদিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কখনও শরীর রোমাঞ্চিত, কখনও বিদ্যুৎ বেগে ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত, কখনও প্রাণ কণ্ঠাগত, এই ভাবে কুসী অশ্বত্থ মূলে উপস্থিত হইল। সেই স্থান হইতে যে ক্রমোচ্চ পথ পর্ব্বতে উঠিয়া গিয়াছে, সেই পথে কুসীর একটা চক্ষু রহিল, কেন না সেই পথে বাঘ আসিতে পারে, আর একটা চক্ষু সেই বিশাল মহীরুহের প্ররোহমণ্ডল, কেন না সেই পথে শন্ শন্ রবে ভূতসকল নামিয়া আসিতেছিল। সে হাতে জল পুরিতে লাগিল। হামাদিয়া বকেটে জল পুরিতে পকেট হইতে সিকিটা জলে পড়িয়া গেল, কুসী তাহা টের পাইল না।

বকেট পূর্ণ হইল। শীতে কুসীর হাত পা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে বকেট তুলিতে না পারিয়া হতাশার চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে ফাদার মেডেলাইন আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

তিনি পুলিসের ভয়ে দিবাভাগে প্রায়ই চলিতেন না। তাঁহার গমনাগমনের সময় ছিল রাত্রি। সমস্ত দিন পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে কোনও নিভৃত স্থলে লুকাইয়া ছিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে মণ্ট ফার্মিল যাত্রা করেন। তিনি যথা সম্ভব নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন অনুভব করিলেন, একটী বালিকা জলপূর্ণ বকেট লইয়া কষ্ট করিতেছে, তখনই অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, 'ভয় নাই, ভয় নাই, আমি তুলিয়া দিতেছি।'

কুসীর একটু ভরসা হইল। সে ক্ষীণ ও কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, আপনি কে হইতে পারেন।'

'আমি পারী হইতে আসিলাম, পথিক, এই স্থানে কোনও সরাইএ রাত্রি যাপন করিব। আমি তোমার জলপূর্ণ বকেট

লইয়া যাইব, তুমিও আমাকে একটা সরাই দেখাইয়া দিবে, দুই জনেরই উপকার হইবে, ভাল নয় কি ?'

কুসী বলিল, 'বকেট লইতে আপনার কষ্ট হইবে, আপনি যদি দয়া করিয়া আমার পৃষ্ঠে তুলিয়া দেন, আমি অনায়াসে লইয়া যাইতে পারিব। আর আপনি কি আমাদের সরাইএ আসিবেন ?'

'কেন যাইবনা ? তোমাদের সরাইএর নাম কি ?'

'থেনার্ডিয়ার।'

মেডেলাইন ইতি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, বালিকাটী মেরির। এত রাত্রিতে, মণ্ট ফার্ম্মিলে, এই ভয়ানক স্থানে একাকিনী জল লইতে আসিয়াছে, এই বালিকাটী সেই চিরদুঃখিনী হতভাগিনী মেরির ভিন্ন আর কার হইতে পারে। 'থেনার্ডিয়ার' নাম শুনিয়া তাঁহার অনুমান স্থিরবুদ্ধিতে পর্য্যবসিত হইল। তিনি তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি ?

'আমার নাম হেনরিয়েটা কুসী হেবার্ট।'

এইবার অনাথের নাথ অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। মৃত্যুকালে মেরি 'কুসীকে আমার কোলে দাও' বলিয়া যে পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রসারণ করিয়াছিল, সেই শোকদৃশ্য পুনরায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি অমনি সেই দরিদ্রের হৃদয়নিধি কোলে লইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু যে বালিকা কষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহাকে জলপূর্ণ বকেটও লইতে দিতেছে না, সে কি সহজে অপরিচিত লোকের কোলে উঠিবে। মেডেলাইন বলিলেন, 'বকেটটা ত আমাকে লইতেই হইল, বোধ হয় তোমাকেও বা কোলে করিয়া লইতে হয়।'

কুসী বলিল, 'কেন মহাশয় !'

'কেন, তা তোমায় বলিব? আমি যখন পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসি, একটা বাঘ আমার পিছনে পিছনে নামিতেছিল। সে এখন কোন্ দিকে গেল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। সম্মুখে যে সকল ঝোপ দেখিতেছি উহার কোনওটার আড়ালে লুকাইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। রাত্রিকাল, কিছুইত বলা যায় না। তুমি এইবেলা আমার কোলে উঠিয়া পড়।'

কুসী আর আপত্তি করিল না। মেডেলাইন দক্ষিণ হস্তে বকেট ও বাম ক্রোড়ে কুসীকে লইয়া সরাইএ উত্তীর্ণ হইলেন।

কুসী বকেট লইয়া ভিতরে ঢুকিল। 'মা, দরজায় একজন অতিথি আসিয়াছেন।' শুনিয়া সরাইওয়ালী বলিল, 'মহাশয়, কে আপনি ভিতরে আসুন না।'

মেডেলাইন ভিতরে গিয়া বসিলেন। তাঁহার পরন-পরিচ্ছদ দেখিয়া সরাইওয়ালীর ভক্তি চটিয়া গেল। সে মনে করিল এই ব্যক্তি অতি দরিদ্র, পয়সা দিতে পারিবে না। 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? এই সরাই কেবল ভদ্রলোকদিগের জন্য।'

মেডেলাইন বলিলেন, 'আপনি ভদ্র লোকের নিকট এক এক দিনের জন্য কত করিয়া লইয়া থাকেন?'

'তাহা শুনিয়া তোমার ফল কি? তুমি ত তাহা দিতে পারিবে না। তুমি কি কখনও চল্লিশ ফ্রাঙ্ক দেখিয়াছ।'

'হাঁ আমি নিশ্চয়ই দেখিয়াছি, এবং তুমি যদি আমাকে স্থান দাও, আমি তোমাকে চল্লিশ ফ্রাঙ্কই দিব।'

সরাইওয়ালী এক দিনের জন্য ভদ্র লোকের নিকট দুই বা তিন ফ্রাঙ্ক লইত। মেডেলাইনকে ভাগাইবার জন্য অত বেশী করিয়া বলিয়াছিল। কিন্তু তিনি যখন তাহাও দিতে স্বীকার

করিলেন, তখন তাহার মনে আর এক সন্দেহ উপস্থিত হইল, যদি না দেয়। এই জন্য সে কথঞ্চিৎ বিনয় সহকারে কহিল, 'মহাশয়, যদি অনুগ্রহ করিয়া অর্দ্ধেক টাকা অগ্রেই দেন, দিতে পারেন না কি ?'

মেডেলাইন বিশ ফ্রাঙ্ক দিলেন। সরাইওয়ালী আহ্লাদে অধীর হইয়া দৌড়িয়া তাহার স্বামীর নিকটে গেল। 'বড় অতিথি; বড় অতিথি, এই বিশ ফ্রাঙ্ক; প্রভাতে আর বিশ ফ্রাঙ্ক পাওয়া যাইবে, অথচ একজন, কেবল একজন।'

সরাইওয়ালী অতিথির ভোজ্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিল। মেডেলাইন আহারে বসিলেন। কুসীকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'রুটী কোথায় ?' কুসীর রুটীর কথা আদৌ মনে ছিল না। সে সপ্রতিভের মতই উত্তর করিল, 'রুটী পাই নাই, দোকান বন্ধ ছিল।' হায় নৃশংস অভিভাবকের অধীনে বালক বালিকারা এই রূপেই মিথ্যা কথা বলিতে শিখে। সরাইওয়ালী বলিল, 'কাল আমি রুটী ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিব, সত্য কি মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়, বেত লাগাইব, এখন সে সিকিটা দাও।

কুসী পকেটে হাত দিল, সিকি নাই। তাহার মুখেও কথা নাই। 'সিকিটা কি করিয়াছ, হতভাগিনি !' বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে, সরাইওয়ালী কর্ণিশের উপর হইতে বেত পাড়িল। বিনা অপরাধেই রক্ষা নাই, এই বার ত বাস্তবিকই অপরাধ হইয়াছে, সিকি সত্যই হারাইয়াছে, এইবার কুসীকে আর কে রক্ষা করে ? মেডেলাইন বলিলেন, 'মিসেস্ থেনাডিয়ার, এই দিকে দেখ, বালিকাটী যখন আমাকে চা দেয়, তখন এই স্থানে টুক করিয়া কি পড়িল ?

সরাইওয়ালী আলো লইয়া দেখিল, টেবিলের পায়ার কাছে, একটা রৌপ্যমুদ্রা পড়িয়া আছে। 'হাঁ পাইয়াছি, পাইয়াছি, সেইটার মতই।' হাতে করিয়া যখন দেখিল আধুলী, তখন বলিল 'হাঁ ঠিক সেইটাই, সেইটাই।'

শেয়ালের ভয়।

প্রত্যুষে মেডেল্লাইন কুসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মায়ের নাম কি বলিতে পার?'

কুসী অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল, 'মেরি ক্যাণ্টাইন হেবার্ট।'

'ভাল, 'তুমি কাঁদিতেছ কেন?'

'মহাশয়, আমার মা নাই, সংপ্রতি মারা গিয়াছেন, তিনি লি-নগরে থাকিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই।'

'তোমার পিতা?'

'তিনিও নাই। তিনি ওয়াটার্লুতে মারা পড়িয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখি নাই।'

'তাঁহার নাম কি?'

'কর্ণেল জোসেফ হেবার্ট।'

'তোমার খরচ পত্র কে দেয়?'

'মা থাকিতে মাই দিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর চারি পাঁচ মাস লি-ব্যাঙ্ক হইতে মাসিক দশ ফ্রাঙ্ক করিয়া আসিতেছে। কে দেয় তাহা বলিতে পারি না।'

'তোমাকে যদি আমি অন্য কোনও স্থানে লইয়া যাই, তাহা কি তুমি যাইবে?'

প্রশ্ন শুনিয়া কুসী যেন হতবুদ্ধি হইল, কোনও উত্তর করিতে পারিল না। জগতে যে তাহার অন্য কোনও স্থান আছে, এ বিশ্বাস তাহার ছিল না। সে জানিত থেনাডিয়ার পুরুষ স্ত্রীই তাহার একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্তা বিধাতা ছিলেন। তাহাকে হতবুদ্ধি প্রায় দেখিয়া মেডেলাইন ঐ প্রশ্নের পুনরুল্লেখ করিলেন, অথবা তিনি বিজ্ঞলোক হইয়াও যেন ভ্রম করিলেন। কুসী থেনাডিয়ারের রক্ষণাধীনে যে কষ্টে কালাতিপাত করিতেছিল, তাহাতে যদি সাক্ষাৎ যম আসিয়া বলিতেন, 'চল তোমাকে লোকান্তরে লইয়া যাই', তাহাও সে হাসিতে হাসিতে যাইত। মেডেলাইন ত মনুষ্য, ভয়ত্রাতা পিতা। কুসী তথাপি কোনও উত্তর করিতে পারিল না। ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিল, একবার অতিথির মুখ পানে তাকাইল, একটু হাসিল, এক বিন্দু অশ্রুপাত করিল, 'ঐ থেনাড়িয়ার আসিতেছে', বলিয়া চলিয়া গেল।

মেরি মৃত্যুকালে ফাদার মেডেলাইনকে তনয়ার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিল। তিনি এখন থেনাডিয়ার পুরুষকে সেই পত্র দেখাইলেন। থেনাডিয়ার বলিল, 'আপনি কুসীকে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু উহার চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের যে সমস্ত বিল আছে, তাহা কি আপনি পরিশোধ করিতে প্রস্তুত আছেন?'

'অবশ্যই আছি।'

'তবে আমার স্ত্রীর নিকট আপনি সে সমস্ত বিল পাইবেন, এবং টাকা দিবেন, আমি কিছু সময়ের জন্য বাহিরে যাইতেছি।'

ক্ষণ কালের মধ্যে থেনাড়িয়ার স্ত্রী এক বোঝা বিল আনিয়া মেড়েলাইনের সম্মুখে ফেলিল। তিনি বিলগুলি লইয়া তন্মূল্য পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক দিয়া কহিলেন, 'আমি এখন কুসীকে লইয়া যাইব। আপনারা মনে করিয়া দেখুন, আর যদি কিছু আপনাদের পাওনা থাকে।'

বিলগুলি সমস্তই মিথ্যা ছিল। কুসীর কোনও ব্যায়ামও হয় নাই, তজ্জন্য চিকিৎসকের দেনাও কিছু ছিল না। সরাই ওয়ালী অচিন্ত্য পূর্ব্বলাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'মহাশয় আমাদের আর কিছুই পাওনা নাই, আপনি ভাল লোক, ভদ্রলোক, দয়ালুলোক, বড়লোক, আপনি স্বচ্ছন্দে কুসীকে লইয়া যান।'

মেড়েলাইন কুসীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। থেনাড়িয়ার পুরুষ যখন বাটীতে আসিয়া শুনিল, অতিথি পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক দিয়া গিয়াছে, তখন সে তাহার স্ত্রীকে ধমকাইতে লাগিল, 'তুই দুই সহস্র ফ্রাঙ্কের বিল দেখাইলি না কেন?'

সরাই ওয়ালী বলিল, তুমি আমাকে মাত্র দুই শত ফ্রাঙ্কের বিল করিতে বলিয়াছিলে, সেই স্থানে আমি পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক আদায় করিয়া দিলাম, ইহাতেও তোমার মন উঠিল না। তবে জানিলাম আমার অদৃষ্টই মন্দ।'

থেনাড়িয়ার নিমেষের মধ্যে আর এক গাদা বিল প্রস্তুত করিয়া ছুটিল। পথে অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিল। অনেকেই দেখিয়াছিল, অনেকেই বলিল, 'হাঁ একজন দীর্ঘাকার পুরুষ একটী বালিকাকে লইয়া এই পথ দিয়া গিয়াছে।'

মধ্যাহ্ন সময়ে ক্লাদার মেড়েলাইন শ্রান্তি দূর করণার্থ কুসীকে লইয়া একটী বৃক্ষ-মূ.ল বসিয়াছেন, এমন সময়ে থেনাড়িয়ার

গিয়া তাঁহাকে ধরিল। কুসীর প্রাণ উড়িয়া গেল। সে ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ ফাদারের দিকে চাহিতে লাগিল। ফাদার বলিলেন, 'ভয় নাই।' থেনাডিয়ার নিকটবর্ত্তী হইয়া পকেট হইতে এক বাণ্ডিল বিল বাহির করিয়া কহিল, 'আমার স্ত্রী এই সমস্ত বিলের বিষয় জানিত না। আপনাকে এই গুলির টাকাও দিতে হইবে।'

'এই সকল বিলে কত টাকা হইতে পারে?'

'এক হাজার ফ্রাঙ্ক।'

মেডেলাইন বলিলেন, 'এ বড় আশ্চর্য্য কথা! এই বালিকার কাছে আমি জানিয়াছি, ইহার জন্য আপনাকে এক দিনও চিকিৎসক ডাকিতে কিংবা ঔষধ কিনিতে হয় নাই। তথাপি আপনাদিগের কথা মত আমি পাঁচ শত ফ্রাঙ্ক দিয়াছি। আমি আর দিতে পারিব না।'

'তাহা হইলে আপনি এই বালিকাকে লইয়া যাইতেও পারিবেন না,' এই বলিয়া থেনাডিয়ার অমনি কুসীর হাত ধরিল।

মেডেলাইন তাহা দেখিয়া একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন নিকটে একটা ডাল আছে, টাঙ্গাইবার উপায় আছে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পকেটে হাত দিয়া বলিলেন, 'আপনি এই দিকে আসুন, আপনার যাহা ন্যায্য পাওনা তাহা দিতেছি।'

'সমস্তই আমার ন্যায্য,' এইরূপ বলিয়া থেনাডিয়ার বিল বাহির করিতেছিল। নিমেষের মধ্যে ফাদার মেডেলাইন কোমর হইতে একগাছি রজ্জু বাহির করিয়া থেনাডিয়ারের হস্ত পদ বাঁধিয়া ফেলিলেন, এবং সেই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষ-শাখায়

টাঙ্গাইয়া রাখিলেন, বলিলেন, 'আপাততঃ এইভাবে থাকুন, এক ঘণ্টা পরে যখন ডাকওয়ালা এই পথ দিয়া যাইবে, তাহাকে এই ফ্রাঙ্কটী দিবেন, তাহা হইলে সে আপনার মুক্তি-বিধান করিবে।'

এই বলিয়া মেডেলাইন কুসীকে কোলে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। কুসীর মন যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে, সাহস ও ভয়ে পরিপ্লুত হইতেছিল। তাহার হর্ষ ও সাহসের কারণ এই যে, থেনাড়িয়ার তাহাকে লইতে পারিল না, পারিবেও না। বিষাদ ও ভয়ের কারণ এই যে, 'এই অপরিচিত ব্যক্তি যদি আমার প্রতি কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে আমাকেও ঐ ভাবে গাছে টাঙ্গাইতে পারেন।' সে জড়সড় হইয়া মেডেলাইনের কোলে লাগিয়া রহিল।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—মেডেলাইন থেনাড়িয়ারকে বাঁধিয়া ভূমিতে রাখিলেন না কেন?—তাহাকে গাছে টাঙ্গাইবার কি প্রয়োজন হইল? তাহার উত্তর এই যে, ঐ প্রদেশে অত্যন্ত শৃগালের ভয় ছিল। ভূমিতে রাখিলে, পাছে ডাকওয়ালা আসিবার পূর্ব্বেই শৃগালগণ উহাকে সমাধা করিয়া ফেলে, এই ভয়ে সেই জীব-কারুণ্যশালী মহাত্মা তাহাকে গাছে ঝুলাইয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নিরুপায়ের উপায়।

অনেক কষ্টে ফাদার মেডেলাইন পারীতে উত্তীর্ণ হইলেন। পারীর উপকণ্ঠে এমন অনেক ব্যারাক আছে, যে স্থানে সর্ব্বজাতীয় লোক একত্রে বাস করে। একটী সুদীর্ঘ দ্বিতল ভবনে

ন্যূনাধিক তিনশত কামরা ছিল। কামরা সকল একহারা, দেড়-শত ঘরের একই মাত্র দরদালান। এক দিকে একটী মাত্র সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া অপর দিকের শেষ কামরায় আসিতে হইলে প্রায় সিকি মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। দেখিয়া শুনিয়া মেডেলাইন সেই কামরাটী ভাড়া করিলেন। উহার পশ্চাদ্ভাগে একটী দরজা ছিল, সেই দরজা হইতে লম্ফ প্রদানে যে উদ্যানে নামা যাইত, সেই উদ্যান তিনশত গজের মধ্যেই ঘোর অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল।

মেডেলাইন কুসীকে লইয়া সেই স্থানে কথঞ্চিৎ নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু অদৃষ্টের এমনই ফের যে, ইনস্পেকৃটর জেভেয়ারও সেই সময়ে ঐ বিভাগে বদলী হইয়া আসিলেন। মেডেলাইন সতর্ক হইলেন। তিনি দিবাভাগে আদৌ বাহির হইতেন না। প্রায় সমস্ত দিনই ঘুমাইতেন, কুসী দরজায় বসিয়া থাকিত। তাহার প্রতি আদেশ ছিল, 'দালানে তিন জন লোক একত্র দেখিলেই আমাকে জাগাইয়া দিবে। নিজে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতেন।

একদিন সত্য সত্যই দালানে ত্রিমূর্ত্তির উদয় হইল। তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। ব্যারাকের সমস্ত লোক নিদ্রা যাইতেছিল। কেবল মেডেলাইন জাগিয়া ছিলেন। তিনজন পাশাপাশি হইয়া আসিতেছে দেখিয়াও তিনি প্রথমতঃ চঞ্চল হয়েন নাই। পরে যখন উহাদের পদশব্দ একটী মাত্র লোকের পদশব্দের ন্যায় শ্রুত হইল, তখনই বুঝিতে পারিলেন, উহারা পুলিস। তিনি অবিলম্বে গৃহ-প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। নিদ্রিত কুসীকে কোলে লইলেন, পিছনের দরজা দিয়া লম্ফ প্রদানে মাটীতে পড়িলেন।

কুসী চমকিয়া জাগিল। 'আমি পড়িয়া গিয়াছি,' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মেডেল্যাইন বলিলেন, 'চুপ কর আবার থেনার্ডিয়ার আসিয়াছে।' কুসী নীরবে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। তিনিও দ্রুতপদে উদ্যানের মধ্যদিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে জেভেয়ার দ্বার ভগ্ন করিয়া যখন দেখিলেন, লোক নাই, পিছনের দিকে দরজা আছে, তখন তিনি সহজেই অনুমান করিলেন, 'আশামী এই পথে নামিয়া বন-প্রবেশ করিয়াছে। বন অতিক্রম করিলেই সীন নদীর সেতু, সম্ভবতঃ আশামী সেই সেতু পথে পারান্তর যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ স্থির করিয়া সানুচর জেভেয়ার সেই সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন।

মেডেলাইন সেতু পার হইয়া একবার পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় বারটা। রাস্তায় আর অন্য লোক ছিল না। দুরন্ত শীতে অবিশ্রান্ত তুষারপাত হইতেছিল। জ্যোৎস্না-ময়ী রজনীতে সেতুর অপর প্রান্তে পুনরায় ত্রিমূর্ত্তির দর্শন হইল। মেডেলাইন তাহাদিগকে দেখিবা মাত্রই চিনিলেন, তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া আশামী ভিন্ন অন্য লোক বলিয়া মনে করে নাই। এখন তাঁহার বাঁচিবার উপায় কেবল দ্রুততর গতি, দ্রুততর গতি ব্যতীত বস্তুতঃই আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু তাহারও একটী ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, কোলের উপর কুসী প্রগাঢ়-রূপে নিদ্রিত হইয়াছিল। সেতু পথ বরাবর সরল রেখাক্রমে দুই তিন মাইল চলিয়া গিয়াছিল, এবং সংপ্রতি তিনি যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র গলি বিদ্যমান ছিল। মেডেলাইন শত্রুদিগকে ছলিবার জন্য গলি পথে না গিয়া রাজপথ দিয়া সরল রেখা ক্রমেই চলিলেন। শত্রুরা কিন্তু

তাহাতে প্রতারিত হইল না। সেই স্থানের অবস্থা তাহারা উত্তমরূপে অবগত ছিল। তাহারা জানিত যে ঐ দুইটী সরু পথ অদূরেই পুনরায় সেই রাজপথে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা সেই পথ পরিত্যাগ করিল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। মেডেলাইন পুনরায় পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া দেখিলেন শত্রুরা পূর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তিনি চলিতে চলিতে দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সমস্ত বাটীরই গেট বন্ধ, কোথায়ও মাথা দিবার বা লুকাইবার উপায় নাই। তিনি অনতিবিলম্বে কুসীকে কোমর বন্ধের দ্বারা পিঠের সহিত বাঁধিয়া হস্তদ্বয় মুক্ত করিয়া লইলেন। এইবার শত্রুদিগের পদশব্দ শ্রুত হইল, বোধ হইল তাহারা যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে। সঙ্গীনে সঙ্গীন বাজিল, সেই বিকট ধ্বনি মৃত্যুকালীন ঘণ্টা-নিনাদের স্থায় মেডেলাইনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আর উপায় নাই, আর উপায় নাই। অথবা যে স্থানে আর উপায় নাই, সেই স্থানেই প্রকৃষ্ট উপায় বিদ্যমান থাকে। বাম পার্শ্বে একটা দেওয়ালে কতকগুলি দাঁড়া বাহির করা ছিল। মেডেলাইন তাহাই ধরিয়া ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। তিনি যখন ছাতে গিয়া আলিসার আড়ালে দাঁড়াইয়াছেন, তখন শত্রুরা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। 'আমরা তাহাকে এই পর্য্যন্ত আসিতে দেখিলাম, তার পর সে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল, না শূন্সে উড়িয়া গেল? মানুষ না ভূত তাই বা কে বলিবে?' এইরূপ নানা বিধ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে সানুচর জেভেয়ার বিষণ্ণ বদনে গৃহে গমন করিলেন। মেডেলাইনও ভিতরের দিকে এক সুরম্য উদ্যানে অবতরণ করিলেন।

উদ্যানের একদিকে প্রশস্ত ভবন, অন্য দিক্ নানাজাতি বৃক্ষ বল্লরীতে সুশোভিত। মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ, পুষ্প-বাটিকা, শ্যামায়মান ওষধি সমূহ। মেডেলাইন সর্ব্বাগ্রে একটু আশ্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেন না কুসী শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড়, ডাকিলে উত্তর ছিল না, শ্বাস প্রশ্বাস ছিল না, তাহার দেহ হইতে ক্ষণকালের জন্য জীবনের সমস্ত লক্ষণই তিরোহিত হইয়াছিল। আশ্রয় মিলিল না। এখন অগ্নি ভিন্ন আর উপায় নাই।

মেডেলাইন নিজের লম্বা কোটে কুসীকে আচ্ছাদিত করিয়া লতা গৃহের মধ্যে রাখিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ খুঁজিতে ছুটিয়াছেন, এমন সময়ে সম্মুখে একটী লোক দেখিতে পাইলেন। দেখিবা মাত্র তাহার নিকট আগুন চাহিলেন। সে কণ্ঠস্বর শুনিয়া যেন তাঁহাকে চিনিতে পারিল, 'আমি কি আমার সম্মুখে ফাদার মেডেলাইনকে দেখিতেছি না ?'

'অবশ্যই দেখিতেছ, কিন্তু আমি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। অগ্নির অভাবে আমার বালিকাটী মৃতপ্রায় হইয়াছে, শীঘ্র তাহার উপায় করিতে হইবে।'

'আপনি কি প্রকারে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন! আপনার বালিকাটী কোথায় ? আমার গৃহে আগুন আছে, তাহাকে শীঘ্র সেই স্থানে লইয়া চলুন। ফাদার মেডেলাইন, আপনি যাহার উপকার করেন, তাহাকে শীঘ্রই ভুলিয়া যান, এই আপনার দোষ। আমাকে কি আপনি লি-নগরে গাড়ীচাপা হইতে রক্ষা করেন নাই ? আমি তদবধি মোক্তারি পরিত্যাগ করিয়া এই বালিকা-বিদ্যালয়ে দ্বারবানের কার্য্যে নিযুক্ত আছি।'

মেডেলাইন আহ্লাদ সহকারে মোক্তার মহাশয়ের করমর্দ্দন করত কুসীকে লইয়া তদীয় প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। তথায় অগ্নির উত্তাপে বালিকাটীর সংজ্ঞা লাভ হইলে, তিনি পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর নিকট আত্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। মোক্তার মহাশয় হর্ষবিষাদে পরিপ্লুত হইয়া কহিলেন, 'আপনি যতদিন ইচ্ছা ততদিন এই স্থানে থাকিতে পারিবেন। আমার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলে কর্ত্তৃপক্ষ কোনওরূপ আপত্তি করিবেন না। এস্থানে বিদ্যালয় সংক্রান্ত লোক ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। ভয়ের কোনও কারণ নাই। বিশেষ আমি যখন দ্বারবান্ নিযুক্ত আছি, তখন কেহই সহজে আপনার নিকটে আসিতে পারিবে না।'

মেডেলাইন সম্মত হইলেন। এই স্থানে তিনি দুইটী বিশেষ সুবিধা দেখিলেন। প্রথমতঃ বালিকা-বিদ্যালয়ে কুসীর রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা হইবে। দ্বিতীয়তঃ যদি তিনি পুনরায় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয়েন, তাহা হইলে মোক্তার মহাশয়কে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া যাইবেন। সংপ্রতি দ্বারবান্ তাঁহার ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া মাসিক পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক বেতন পাইতে লাগিল। তাহার বিশেষ সুবিধা হইল।

চরিত্র-রত্নাবলী।

ভালবাসা।

লুসী।

. আমার পল্লী-নিবাসে আইস।

মানুষ ভালবাসে। কিন্তু এমন কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তু নাই যাহা মানুষ ভাল বাসিবেই বাসিবে। কেহ ভালবাসে ধন, কেহ বন, কেহ আপন জন, কেহ বা পরের গণাগণ। তাই বোধ হয় মানুষ কাহাকেও ভাল বাসে না, মানুষ ভালবাসে আপনাকে।

ভালবাসার সহিত প্রয়োজনীয়তা সংস্পৃষ্ট থাকে। মানুষ শৈশবে ভালবাসে মাকে, কেন না তখন দুগ্ধের প্রয়োজন, যৌবনে স্ত্রীকে, কেন না তখন ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের প্রয়োজন, বার্দ্ধক্যে তনয়াকে, কেন না তখন শুশ্রূষার প্রয়োজন। যাহাতে মানুষের ভৌতিক অস্তিত্ব সুগম ও সুখকর হয়, তাহাই মানুষ ভালবাসে, মানুষ ভালবাসে নিজের দেহটীকে।

মানুষ নিজের মাকে ভালবাসিয়া পরের মাকে ভালবাসিতে শিখে। পরের মাকে ভালবাসিয়া জনন-পরিপালনাদি-ক্রিয়া-নিরত ভূত মাত্রকে ভালবাসিয়া ফেলে। সেই ভালবাসা প্রীতির

জন্য, দেহের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন বলিতে হয়, মানুষ ভালবাসে আত্মাকে।

অতএব ভালবাসা প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইতেছে, প্রথম দেহের, দ্বিতীয় আত্মার। তন্মধ্যে দেহের ভালবাসা মাটীতে মিশায়। আত্মার ভালবাসা স্বর্গে চলিয়া যায়। মানুষ ভালবাসে ঈশ্বরকে।

লি ব্যারন মেরিয়স্ পণ্টমার্সি দেহ অপেক্ষা আত্মাকে অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি নিজের পিতাকে ভালবাসিয়া পরের পিতাকে ভালবাসিতে শিখিয়া ছিলেন। সেণ্ট হেনোরে একটী পীড়িত লোক তিন দিন রাস্তার ধারে পড়িয়াছিল। সে সরকারী বে-সরকারী সকল লোকের নিকটেই সাহায্য চাহিয়াছিল। তাহার বসন্ত রোগ হইয়াছিল বলিয়া কেহই তাহাকে স্পর্শ করে নাই, কেহই সেই নিরুপায় দীন-জনের প্রতি করুণার হস্ত বিস্তার করে নাই। ব্যারন মেরিয়স্ তাহাকে দেখিবা মাত্র স্কন্ধে করিয়া নিজের আবাসে আনিলেন। এই সময়ে তাঁহার আর্থিক কষ্ট ছিল না, ওকালতী ব্যবসাতে মাসিক তিন শত ফ্রাঙ্ক উপার্জ্জন হইতেছিল। তিনি দাস দাসী সহ স্বতন্ত্র ভাবে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতেছিলেন। নিজ গৃহেই রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন।

পাঠক, এই রুগ্ন লোকটীকে চিনিতে পারেন নাই। ইনি মণ্টফার্মিলের সরাই-ওয়ালা সেই থেনাডিয়ার, ফাদার মেডেলাইন যাঁহাকে বৃক্ষ-শাখায় বন্ধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। তদবধি ইনি বৈরনির্য্যাতন কল্পে মেডেলাইনকে অন্বেষণ করিতেছেন। ইনি লি নগরে যাইয়া মেডেলাইন সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া

আসিয়াছেন। হায় মানুষ কি অকৃতজ্ঞ! লি-নগরে যে সমস্ত লোক ছয় সাত বৎসর যাবৎ কেবল মেডেলাইনের অন্নেই প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহারাই তাঁহাকে মেডেলাইনের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে, এবং আরও বলিয়াছে, 'মেডেলাইন দাগী চোর ফেরারী আশামী, অনেক বার জেল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়াছে, এইবার যাহাতে তাহার দ্বীপান্তর হয় সকলেরই সেইরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।' তাই থেনাডিয়ার দ্বিগুণ উৎসাহে ইনস্পেক্টর জেভেয়ারের সাহায্য করিতে পারী আসিয়াছিলেন। তাঁহার এই পাপ সঙ্কল্পে বাধা দিবার নিমিত্তই বোধ হয় তাঁহার প্রতি মা শীতলার তীব্র দৃষ্টি নিপাতিত হইয়াছিল। করুণাময়ী মাতা আবার যেন কি ভাবিয়া তাঁহাকে পায়ে মুছিয়া ফেলিলেন।

থেনাডিয়ার আরোগ্য লাভ করিয়া মেরিয়সকে কহিলেন, 'মনসিওর সিটিজেন, আমি আপনার আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। আমি অতি নিঃস্ব বটে, কিন্তু আপনার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়াও যাইতে পারিতেছি না। আমার এই হীরক অঙ্গুরীয়কটী আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।'

মেরিয়স্ বলিলেন, 'আপনি কি আমাকে কৃতোপকারের মূল্য দিতে চাহেন? আমি কি পুরস্কার লাভাশায় আপনার শুশ্রূষা করিয়াছি? আপনি পুনরায় আমাকে ঐ প্রকার অনুরোধ করিবেন না। আমি উহা কখনই লইব না। কিন্তু আমার কৌতূহল হইতেছে, এই মহামূল্য দ্রব্য আপনি কোথায় পাইয়াছেন?'

থেনার্ডিয়ার বলিলেন; 'আমি ওয়াটার্লুতে এই অঙ্গুরীটী পাইয়াছিলাম। একজন সৈনিক আমাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। তিনি দারুণ আহত হইয়া শবরাশির নিম্নে চাপা পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চৈতন্য ছিল না, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইত, এমন সময়ে আমি তাঁহাকে সেই দুর্গম স্থান হইতে টানিয়া বাহির করি। তাহাতেই তাঁহার সংজ্ঞালাভ ও প্রাণরক্ষা হয়। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই পুরস্কার দিয়াছিলেন।'

মেরিয়স্ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, সেই সৈনিক-পুরুষের নামটী আপনি বলিতে পারেন কি?'

থেনার্ডিয়ার কহিলেন, 'তিনি তাঁহার নাম বলিয়াছিলেন "কর্ণেল পণ্টমার্সি"।'

শুনিবামাত্র মেরিয়স্ ছল ছল নেত্রে কহিলেন, 'তাহা হইলে আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু হইতেছেন। আমি কর্ণেল পণ্টমার্সির পুত্র। আমি আপনার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। আজ্ঞা করুন, আমাদ্বারা আপনার কি উপকার হইতে পারে।'

থেনার্ডিয়ার কহিলেন, 'বৎস, তুমি আমার বিস্তর উপকার করিয়াছ। আমি তোমার পিতার জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, তুমিও আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ। আমার নিকট তোমার আর কিছুমাত্র ঋণ বিদ্যমান নাই। তথাপি যদি নিজগুণে আমাকে আরও উপকৃত করিতে চাহ, তবে অনুগ্রহ করিয়া একবার আমার পল্লী-নিবাসে আইস।'

মেরিয়স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নিবাস কোথায়? আপনার নাম কি? কি প্রকারেই বা আপনার জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়?'

থেনাডিয়ার কহিলেন, 'আমি মণ্ট ফার্ম্মিলে বাস করি। তথায় আমার একটী সরাই আছে, তদ্দ্বারাই আমি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি। আমার নাম চার্লস থেনাডিয়ার।'

মেরিয়স্ কহিলেন, 'আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে আমার আপত্তি নাই।'

আমি আবার আসিব।

অনন্তর ব্যারন মেরিয়স্ থেনাডিয়ারের সহিত মণ্ট ফার্ম্মিলে আগমন করিলেন। মণ্ট ফার্ম্মিলের স্বাভাবিক শোভা অতি মনোহর, তাহা পাঠক অবগত আছেন। সেই নিভৃত বনময় প্রদেশে প্রভূত চন্দ্র-কিরণ-বিধৌত শরৎ-যামিনীতে যখন শরন্থৎফুল্ল মল্লিকার মনোহর আঘ্রাণে দিগন্ত আমোদিত হইতেছিল, তখন একান্তে উপবিষ্ট মেরিয়সের সম্মুখে এক অতি অপূর্ব্ব দর্শনীয় পদার্থের সমাগম হইল—থেনাডিয়ারের কুমারী কন্যা লুসী পেণ্টিকষ্ট। মেরিয়স্ তাহার অসাধারণ শ্রী-সৌন্দর্য্য দর্শনে নিরতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, 'সুন্দরি, একতঃ এই পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা অতি মনোহর, তাহাতে আবার যতই তোমার অনন্য সাধারণ লাবণ্য-লীলা ইহাতে সংমিশ্রিত হইতেছে, ততই আমি কোন অভিনব পৃথিবীতে সমাগত বলিয়া বোধ করিতেছি। ফলতঃ মণ্ট ফার্ম্মিল তোমাকে

তাদৃশ সুন্দরী করিয়াছে, কিংবা তুমিই মণ্ট ফার্ম্মিলকে এত সুন্দর করিয়াছ, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারিতেছি না।'

পেণ্টিকষ্ট কহিল, 'মনসিওর ব্যারন, অবলার ধৃষ্টতা মাপ করুন। মণ্ট ফার্ম্মিলও তত সুন্দর স্থান নহে, আমিও তেমন সুন্দরী নহি। যেমন অরুণোদয়ে শিশির-সিক্ত সামান্য বৃক্ষ-পত্রও রক্ত কাঞ্চনের আভা বিকীর্ণ করে, আপনার শুভাগমনে আমরাও তেমন কোনও অভূত-পূর্ব্ব শ্রী-ধারণ করিয়া থাকিব।'

ব্যারন কহিলেন, 'সুন্দরি, এইদিকে দেখ সুস্নিগ্ধ নব মল্লিকা-কুল কেমন মনোহর সৌরভ প্রদান করিতেছে।'

পেণ্টিকষ্ট কহিল, 'দরিদ্র মণ্ট ফার্ম্মিলের লতাগুল্ম সকল আপনার সমক্ষে স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালন সময়ে পাছে কোন ত্রুটী প্রকাশ পায়, এই ভয়ে সন্ধ্যা-সমীরণে ঈষৎ কম্পিত ভাবও ধারণ করিতেছে।

ব্যারন কহিলেন, 'সুন্দরি, এইদিকে সুন্দর সুস্নিগ্ধ ও ক্ষুদ্রকায় পুষ্পগুলি মৃদুমন্দ বায়ু-বশে দশদিক্ আমোদিত করিয়া বৃক্ষ-তলের কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদন করিতেছে!'

পেণ্টিকষ্ট কহিল, 'প্রিয়সখী শেফালিকা স্বকীয় পুষ্প ভূষণ পরিত্যাগ করতঃ যেন তদ্দারা মালা গাঁথিয়া অতিথির শ্রীকণ্ঠ সাজাইতে আমাকে অনুরোধ করিতেছে।'

যে সময়ে লুসী এইরূপে অতিথির সংবর্দ্ধনায় নিযুক্ত ছিল, থেনাডিয়ার দম্পতী অন্তরালে থাকিয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। তাঁহাদের চরিত্র ভাল ছিল না, এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা তাঁহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল, স্বার্থপরতাই একমাত্র বৃত্তি। তাঁহারা কখনও স্বার্থকে পরিহার করেন নাই।

মেরিয়স্কে মণ্ট ফার্ম্মিলে আনয়ন করাতেও তাঁহাদের স্বার্থ ছিল, যদি সেই ব্যারন-সন্ততি কন্যাটীর রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। ইহাতে অবশ্যই দোষের বিষয় কিছুই ছিল না। পক্ষান্তরে থেনার্ডিয়ার দম্পতী ন্যায়তঃ ঐরূপ আশাও করিতে পারিতেন। কেন না তাঁহারা নিজে মন্দ লোক হইলেও তনয়াটী নানাবিধ সদ্গুণে ভূষিত ছিল। মণ্ট ফার্ম্মিলে তাহার বিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। কিন্তু কেহই বলিতে পারিত না, লুসী একদিন মিথ্যা কথা বলিয়াছে, বা কাহারও অনিষ্ট করিয়াছে। স্বার্থান্ধ মাতাপিতার অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়াও সেই বালিকা ক্রীড়াঙ্গনে অম্লান বদনে স্বার্থ পরিহার করিয়া আসিত, প্রাণান্তেও কাহারও সহিত বিবাদ করিত না। সকলেই বলিত, এমন শান্ত-প্রকৃতি সাধুশীলা বালিকা আমরা মণ্ট ফার্ম্মিলে কখনও দেখি নাই। লুসী অধিক বিদ্যা-শিক্ষাও করে নাই, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা ব্যক্তি মাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিত। তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্যও মানসিক সদ্বৃত্তি-নিচয়ের অনুরূপ ছিল। তাহার সুবিমল মুখচ্ছবিতে দাক্ষিণ্য শান্তি ও ত্যাগশীলতার ছায়া না দেখিত, এমন লোক মণ্ট ফার্ম্মিলে অতি অল্পই ছিল।

যৌবনের প্রারম্ভেই লুসীর মনে এক অভিনব চিন্তার উদয় হইয়াছিল, 'আমার গতি কি হইবে? মাতাপিতা ভাল লোক নহেন। আমি সাধুসঙ্গ কোথায় পাইব।' এই চিন্তায় লুসীর তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে, মণ্ট ফার্ম্মিলে মেরিয়সের পদার্পণ হইয়াছিল। মেরিয়স্ যে সাতিশয় সত্যনিষ্ঠ, উন্নতচেতাঃ ও ত্যাগশীল যুবক, তাহা লুসী পূর্ব্বেই পিতার মুখে শুনিয়াছিল, এবং কি প্রকারে তিনি সংপ্রতি থেনার্ডিয়ারের প্রাণ রক্ষা করিয়া-

ছিলেন, তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। মেরিয়সের প্রতি লুসীর প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ স্বতঃই উদ্দীপিত হইয়াছিল। 'আমি যেমন সাধু লোকের কথা ভাবিতাম, ঈশ্বর মণ্ট ফার্ম্মিলে তেমনই সাধু লোক মিলাইয়াছেন, এখন কেমন করিয়া ইহার মনের ভাব জানিব, কেমন করিয়াই বা ইহার সঙ্গিনী হইব।

লুসীর উৎকণ্ঠা বাড়িল, সে মালা গাঁথিতেছিল। মালা গাঁথা হইল না, হস্ত হইতে ফুল পড়িয়া যাইতে লাগিল, সূত্রও ঠিক রন্ধ্রে প্রবেশ করিল না। তাহাকে বৃথা চেষ্টমানা দেখিয়া ব্যারন কহিলেন, 'সুন্দরি! আর আয়াসে প্রয়োজন নাই। তুমি যেরূপ আগ্রহের সহিত মালা গাঁথিতেছ, তাহাতেই আমি সবিশেষ আপ্যায়িত হইয়াছি, চল, উদ্যানের অপরাপর অংশ দর্শন করা যাউক।

অতিথিকে সঙ্কল্পিত মাল্যদান করা হইল না দেখিয়া লুসীর প্রাণে ব্যথা লাগিল। 'ব্যারনের কণ্ঠে মালা অর্পণ করিবার সময় নিশ্চয়ই তাঁহার মন জানিতে পারিতাম, তাহা আমার হইল না।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লুসী চলিল, কিন্তু ব্যারনের সম্মুখে তাহার কোনও প্রকার দুর্ম্মনায়মানতাও প্রকাশ পাইল না।

অনন্তর ব্যারন মেরিয়স্ কয়েক দিন মণ্ট ফার্ম্মিলে অবস্থান করিয়া পারী যাত্রা করিলেন। বিদায় কালে যখন লুসীর শরদিন্দু-নিভ মুখখানি সহসা মলিন হইয়া উঠিল, তখন করুণার্দ্রচেতাঃ ব্যারন এ কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না, 'সুন্দরি? মণ্ট ফার্ম্মিলের ন্যায় রমণীয় স্থান, অপাপবিদ্ধ বিবেক, এবং তোমার ন্যায় সঙ্গিনী লইয়া কাহারও আদর্শ নিবাস গঠিত হইতে পারে। তুমি দুঃখিত হইও না, আমি আবার আসিব।'

ভরত-শক্রঘ্ন।

আফ্রিকার গিনি-উপকূল হইতে অপার নীল-জলধির উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া ঐ যে একখানি ক্ষুদ্র তরণী দক্ষিণাভিমুখে ছুটিতেছে, সহৃদয় পাঠক একবার উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তরণীর মধ্যে একখানি টেবিলের দুই পার্শ্বে দুইটী বীর গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট,—ক্যাপ্‌টেন ফর্ণু এবং কর্ণেল জিরার্ড। ইহারা নেপোলিয়নকে আনিতে সেণ্ট হেলেনায় যাইতেছেন। জগতে ঘটনার মত ঘটনা আছে, প্রাণের মত প্রাণ আছে। পাঠক একবার মনে করিয়া দেখুন, যে সময়ে ভারতে চরিত্রের আদর ছিল, প্রতিভার পূজা ছিল, স্বার্থের পরিহার ছিল, সেই সময়ে সূর্য্য-কুলমণি ভরত-শক্রঘ্নও এই ভাবে রাজ্যচ্যুত রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে গিয়াছিলেন। ভাল, ফরাসী বীরগণ, আপনারা অশেষ বিপদ্-সঙ্কুল ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিলেন কি প্রকারে? সেই স্থানে ব্রিটেনের নৌ-সেনাপতিগণ কি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া ছিলেন? যে কল্পনা দুই মাস পূর্ব্বে নিশার স্বপ্নেও স্থান পায় নাই, যে কল্পনা উচ্চার্য্যমাণ আকারে পরিণত হইলে জলেস্থলে শিরশ্ছেদ ভিন্ন অন্য পরিণাম ঘটিত না, সেই চিন্তার অচিন্ত্য কল্পনা আপনারা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন, আপনাদিগের সাহসও ত কম নহে! কোথায় আপনারা এই পরিণত বয়সে পরিবারবর্গের সুকোমল বাহুবল্লী পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিবেন, না কোথায় ভীষণ আটলাণ্টিকের উত্তাল-তরঙ্গ আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন! কোথায় আপনারা বার্দ্ধক্য-

বিকৃতরুচিতায় দুই একটা সুমিষ্ট ফলের মোরব্বা সেবন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিবেন, না কোথায় ইংরাজের নিদারুণ গুলি খাইয়া মরিতে চলিয়াছেন! না, আপনারা ঠিকই করিয়াছেন। যদিচ আপনাদের দেহে শক্তি নাই, সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র বিদ্যমান নাই, আত্মরক্ষার কোনও উপায় নাই, ঈশ্বরের প্রতি আপনাদিগের বিশ্বাস আছে, অপাপবিদ্ধ বিবেকই আপনাদের সহায়। স্বজাতির প্রেমই আপনাদিগের অস্ত্র। প্রীতিই আবার আপনাদিগকে ভৌতিক পিণ্ডের প্রতি একান্ত উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। আপনাদিগের সাহসই এখন প্রজ্ঞা। কেন না কবেই আপনারা ব্রিটেনের তুল্য নৌসেনা সংগ্রহ করিতেন, কবেই বা স্বদেশী বীরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে যাইতেন! প্রীতি কখনই সময় অসময় মানে না, যোগ্যতারও অপেক্ষা করে না। মনুষ্যের পরমায়ুঃ অল্প ও অনিশ্চিত। তাই আপনারা ঐ ক্ষুদ্র তরণীখানি লইয়াই ভালবাসা দেখাইতে আসিয়াছেন। আপনারা আর গৃহে ফিরিবেন না সত্য, কিন্তু ইহাও বেদবাক্য বলিয়া জানিবেন, যে স্থানে ব্রিটেনের ভীষণ নৌ-বাহিনী আসিয়া আপনাদিগের এই প্রেমের তরণীখানি ডুবাইয়া দিবে, সেই স্থান আর আটলাণ্টিক মহাসাগর নামে অভিহিত হইবে না, ফরাসী-প্রেমসাগর বলিয়া আখ্যাত হইবে। সেই অজ্ঞাত বারি-রাশি জগতের চক্ষে উদ্ভাসিত হইবে। সেই অতলস্পর্শ লবণাম্বু ইংরাজ-ভীষিত জাতি মাত্রের পরম পবিত্র তীর্থে পরিণত হইবে। তাই বুঝি মহান্ আটলাণ্টিক আজি আপনাদিগকে দেখিয়া আহ্লাদে স্বকীয় তরঙ্গ হস্ত উত্তোলন করত নৃত্য করিতেছে।

মি-লর্ড অভাব কেবল মৃত্যুর।

এদিকে সেণ্ট হেলেনায় তিন বৎসর হইতে না হইতেই নেপোলিয়নের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছে। তিনি বাহুবলে সমগ্র ইউরোপ জয় করিয়াছিলেন। তিন পতিত ফরাসী জাতিকে গৌরবের চরম সীমায় উন্নীত করিয়াছিলেন। তিনি জগতের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি জগতে সাধারণ্যের প্রতি আভিজাত্যের অত্যাচার ও উৎপীড়ন নিবারণ করিয়া কোটী কোটী লোকের আশীর্ব্বাদ ভাজনও হইয়াছিলেন। সুর্ব্ব বিষয়েই তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে অনেক সুতপস্যা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্রিটেনের করুণা-বারি-সিক্ত উপাদেয় বৃত্তি বহুকাল ভোগ করিতে হইলে যে সুকৃতির প্রয়োজন হয়, তাহা তাঁহার আদৌ ছিল না।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে ভারতীয় গবর্ণর লর্ড আমহর্ষ্ট ইংলণ্ড গমন কালে সেণ্ট হেলেনায় অবতরণ করেন, এবং বন্ধুদিগের সহিত সুপ্রসিদ্ধ বন্দীকে দেখিতে যান। নানাবিধ কথোপকথনের পর তিনি যখন বলিলেন, 'আমি ইংলণ্ডে যাইতেছি, আপনার যদি কিছু বলিবার থাকে,—কোনও অভাব বা অভিযোগ,—তাহা আমি আহ্লাদের সহিত ইংলণ্ডেশ্বরের গোচর করিব,' তখন প্রত্যুত্তরে নেপোলিয়ন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

'আপনার রাজা কিংবা জাতির নিকট আমার বলিবার কিছুই নাই, এ স্থানে আমার কোনও অভাবও নাই। আমি জগতে অনেক বিষয়েরই শেষ সীমা দেখাইতে আসিয়াছিলাম, কারা-

বাসেরও শেষ সীমা দেখাইতেছি। আমার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছে। এই দ্বীপের সর্ব্ব দিকেই আপনাদিগের অসংখ্য রণতরী বিদ্যমান, কুটীর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থানেই সশস্ত্র প্রহরী, কোথায়ও বিশ গজ ভূমিরও অবকাশ নাই। আমার পলায়ন সম্পূর্ণ অসম্ভব, তথাপি আমার অশ্বারোহণে বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। ব্যায়ামের অভাবে আমাকে নানাবিধ রোগে ধরিয়াছে। মাতা ভগিনী কিংবা স্ত্রীর নিকট আমার পত্র লিখিবার অধিকার নাই। তাঁহারা লিখিলেও তাহা আমার পাঠ করা নিষিদ্ধ। এক জন ইংরাজ গার্ডের সঙ্গ ব্যতীত আমি এক মিনিটের জন্যও এই অস্বাস্থ্যকর গহ্বর পরিত্যাগ করিতে পারি না।

এই সমস্ত নিরর্থক কঠোরতার আবশ্যকতা কি? কেনই বা আমার বহু কষ্টার্জ্জিত সম্রাট্ পদবী অপহরণ করা হইল? যেন আমাকে সম্রাট্ পদবী দানে ফরাসী জাতির কোনই অধিকার ছিল না। আমি নিজে অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছি বটে, কিন্তু ফরাসী জাতির অবমাননা, কিংবা তাহাদের নৈতিক অধিকারে অপরের হস্তক্ষেপ আমার একান্ত অসহ্য। আমি ইংলণ্ডেশ্বরের সহিত অগ্রে বিবাদ করিতে যাই নাই। আমি সর্ব্বদাই শান্তি ও সন্ধির প্রার্থী ছিলাম। তথাপি একটী লোকের বিরুদ্ধে দুই কোটী লোক দাঁড় করাইবার ঘৃণিত দৃষ্টান্ত ইংলণ্ডই দেখাইয়াছেন, আর এই স্থানে তাঁহার বৃত্তিভোগী জহ্লাদ সর হড্‌সন লো অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিতেছেন। আমি স্থূল রুটীর কথা বলিবনা, কেননা আমি ত বন্দী, অন্নদাতা ব্রিটেনের অধীনে কাহারও জঠর জ্বালা-নিবৃত্তি হইবার কথা নাই, যাহার অপত্য নির্ব্বিশেষে পালনীয় প্রজাকুলও অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আমার এই গৃহ

সম্বন্ধে বলিবারও কিছুই নাই। ইহার ছাত তক্তা নির্ম্মিত, রন্ধ্র-নির্গমের জন্য যে সকল পিচ্ ঢালা আছে, তাহা প্রচণ্ড নিদাঘ-সূর্য্য-তাপে গলিয়া যখন আমাদিগের মলিন বসনের মলিনতা বৃদ্ধি করে, তখনই তাহা ধৌত করিবার জন্য গৃহমধ্যে প্রচুর বৃষ্টিবারির সমাগম হইয়া থাকে। আমি সমগ্র ফ্রান্সে যত ইন্দুর না দেখিয়াছিলাম, এই স্বল্পায়ত গৃহে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যার দর্শন পাইতেছি। ইহারা রাত্রিতে আমার দুর্লভ নিদ্রাকে বিড়ম্বিত করে, দিবাভাগেও ইউরোপবিজয়ীর স্কন্ধে পদাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ইহাদের বিষয়েই বা কি অভিযোগ করিব, যখন দুর্দ্ধর্ষ দিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদাই গৃহ মধ্যে সর্পের আগমন সম্ভাবনা করিতেছি। আপনি ইংলণ্ডেশ্বরকে বলিবেন, পার্লিয়ামেণ্টও বলিবেন, যদি তাঁহারা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যেন পরবর্ত্তী জাহাজে একজন কুঠারহস্ত ঘাতক পাঠাইয়া দেন। আমার এ স্থানে কিছুরই অভাব নাই, মি-লর্ড, অভাব কেবল মৃত্যুর।'

লর্ড আমহর্ষ্ট ব্যথিত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি সর হড্‌সনকে নেপোলিয়নের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আমরা নেপোলিয়নের কথাতেই বলিতেছি, 'সর হডসনের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যাহাতে সে আমাকে নিরর্থক যাতনা দিবেই দিবে। ব্যাঘ্র যখন জানে যে তাহার শিকার আর কিছুতেই পলাইতে পারিবে না, তখনও সে মধ্যে মধ্যে উহার অঙ্গে নখরাঘাত করিতে থাকে, কেন না উহাকে ধড়ফড় করিতে দেখিলে তাহার পাশব-অন্তঃকরণে সুখের উদ্রেক হয়।'

সীতা-হরণ।

অযোধ্যার রাম বনবাসে আসিয়া সীতা হারাইয়াছিলেন। ফ্রান্সের গুণাভিরামও সেণ্ট হেলেনায় আসিয়া সীতা হারাইয়াছেন। তিনি ইউরোপের আভিজাত্য-রূপ হরধনুঃ ভঙ্গ করিয়া জনকোপম জনসাধারণের নিকট যে সীতা-রূপিণী সম্রাট্-পদবী লাভ করিয়াছিলেন, দ্বীপাধিপতি সুর হড্‌সন লো রাবণ-রূপে তাহা হরণ করিয়াছেন। মহাত্মগণের বাহিরটা ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু ভিতরটা সমস্তই এক রূপ।

লঙ্‌উডে সর হড্‌সনের একজন কর্ম্মচারী থাকিত। তাহাকে সম্রাটের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে দৈনিক রিপোর্ট করিতে হইত। সম্রাট্ পীড়িত হইলে তাহাকে তাঁহার সম্মুখে আসিতে দেওয়া হইত না। এক দিন সর হড্‌সন বলিয়া পাঠাইলেন, জেনারেল বোনাপার্ট যদি আমার এজেণ্টের সহিত প্রতিদিন দেখা না করেন, তাহা হইলে আমি সদলে যাইয়া তাঁহার গৃহদ্বার ভগ্ন করিব।'

এই কথা শুনিয়া ফরাসী ভদ্রলোকগণ সর হড্‌সনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে উল্লিখিত সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন। নির্দ্দয় হড্‌সন তাঁহাদিগের অনুনয় বিনয়ে কর্ণপাতও না করিয়া কতিপয় কনষ্টেবল সমভিব্যাহারে লঙউডে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জেনারেল বোনাপার্ট কোথায়?'

ফরাসী বীরগণ বলিলেন 'এস্থানে জেনারেল বোনাপার্ট নামক কোনও ব্যক্তি নাই।'

'এই গৃহের বাসিন্দা কে?'

'সম্রাট্ নেপোলিয়ন।'

সর হড্‌সন গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন, 'সম্রাট্ নেপোলিয়ন আবার কে, তাহা ত আমি জানিনা।'

ফরাসী বীরগণ সাহঙ্কারে বলিলেন, 'আপনি না জানিতে পারেন, কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডার, ফ্রান্সিস প্রভৃতি ইউরোপীয় সম্রাট্‌গণের জানা আছে সম্রাট্ নেপোলিয়ন কে, যিনি ইংলণ্ডকে থর থর কম্পান্বিত করিয়াছিলেন।

সর হড্‌সন ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন, 'সাবধান ফরাসী ভদ্রলোকগণ, স্মরণ রাখিবেন, আপনারা ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধির সহিত কথা কহিতেছেন। আমি আদেশ করিতেছি, আপনারা শীঘ্র দ্বার ছাড়িয়া দিন।'

মন্থলন বলিলেন, 'আপনার ইচ্ছাহয়, আমাদের শবের উপর দিয়া গৃহ প্রবেশ করুন, আমরা দ্বার ছাড়িতে পারি না।'

প্রমাদ ঘটিবার উপক্রম হইল। সর হড্‌সন সঙ্গীন চালাইতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার চিকিৎসক আর্ণট কৌশল করিয়া উভয়কুল রক্ষা করিলেন। তিনি ফরাসী ভদ্রলোক দিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন, 'আমি চিকিৎসা ব্যবসায়ী, আমার সাধু ও নিরপেক্ষ ব্যবসা স্বতঃই আমাকে আপনাদিগের পীড়িত বন্ধুর অবস্থা সন্দর্শনে নিয়োজিত করিতেছে। আপনারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমাকে এই নৈতিক কর্ত্তব্য পালনের অবসর প্রদত্ত হইতে পারে কি না?

না না শাস্ত্রজ্ঞ নেপোলিয়ন সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানের সমধিক আদর করিতেন। আর্ণটের সাধু প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করিলেন না।

তদবধি স্থির হইল, সর হড্‌সন কিংবা তাঁহার অপর কোনও কর্ম্মচারী সম্রাটের সম্মুখে আসিতে পারিবেন না, কেবল ডক্‌টর আর্ণট প্রতিদিন আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন।

পাঠক একবার হৃত-সর্ব্বস্ব নেপোলিয়নের বাক্যে কর্ণপাত করুন, 'ইংরাজেরা আমার সমস্তই কাড়িয়া লইলেন। রাজ্য সম্পদ্, স্বাধীনতা, সম্রাট্-পদবী, সমস্তই ; এখন আর আমার কি রহিল ? এই ভৌতিক পিণ্ড, ইহাও অচিরে লঙ্ উডের শৃগাল শকুনিগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে। তথাপি একটী বিষয় যে রহিয়া যাইবে, ইংরাজ তাহার কি করিবেন ? জগতে নেপোলিয়ন আসিয়াছিল, এ কথা ত তাঁহারা মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না। ইউরোপের চির-পবিত্র আভিজাত্য-মন্দিরে একদিন যে এক বিধর্ম্মী যবন ঢুকিয়াছিল, এ কথা তাঁহারা গোপন করিবেন কি প্রকারে ? তাঁহাদের সেই চির প্রোথিত গৌরব-তরুর মূলে মৎকৃত কুঠারাঘাতের গভীর চিহ্ন সকল কি কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে ? কখনই না। নেপোলিয়নের অধ্যবসায়ে একদিন জনসাধারণ অভিজাত বর্গের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিল, জগৎ তাহা ভুলিয়া যাইবে না, 'যোগ্যতার দ্বার অনাবৃত,' এই নীতির জন্যও কেহ প্রাণ দিতে কাতর হইবে না। তাহা হইলে আমার সমস্তই রহিল। আমি পদাতিক কি জেনারেল, কি রাজা, কি সম্রাট্, পরবর্ত্তী বংশাবলী সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে না, তাহারা আমার কার্য্যকলাপেরই পর্য্যালোচনা করিবে। বিদ্যালয়ে বালকেরা আমার সম্বন্ধে পাঠ লইবে ও পাঠাভ্যাস করিবে, আমি যেমন বাল্যকালে 'প্লুটার্কের জীবন চরিত' পাঠ করিতাম। তাহারা কি পুনরায় অভিজাতবর্গের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইতে

চাহিবে না? কালে সহস্র বৎসরের অত্যাচরিত নিষ্পিষ্ট হীনবীর্য্য অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি সকলও 'সাম্য সাম্য' বলিয়া অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতে থাকিবে। ইংরাজ তখন কি করিবেন? যে জগতে একবার মাদৃশ জ্যোতিঃ পদার্থের উদয় হইয়া গেল, সে জগতে জনসাধারণ কখনই চিরান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে না।

যেন আমার মা।

১৮২০ খৃঃ অব্দে ২৬শে অক্টোবর নেপোলিয়নের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। যকৃতে অসহ্য বেদনা, সঙ্গে দারুণ পিপাসা বর্ত্তমান ছিল। নেপোলিয়ন সমীপবর্ত্তী ভদ্রলোকদিগকে বলিলেন, 'মহাশয়গণ, এইবার বোধ হয় আমাদের কারাযন্ত্রণার অবসান হইতে চলিল।'

নেপোলিয়ন স্বহস্তে একটী চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে মাছ পুষিয়াছিলেন। এই সময়ে মৎস্যগুলির মড়ক লাগিল দেখিয়া বলিলেন, 'আমার এই সমস্ত প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ আমার আসন্ন মৃত্যু জ্ঞাপন করিতেছে। মনসিওর ডক্টর, আপনি কি ইহাদের মৃত্যুর কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না?' ডাক্তার অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির করিলেন, চৌবাচ্চার নিম্নে যে সিমেণ্ট দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তাম্রঘটিত পদার্থ ছিল। তদ্দ্বারা জল বিষাক্ত হওয়াতেই ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তদনুসারে অবশিষ্ট মৎস্যগুলি স্থানান্তরে রক্ষিত হইল।

এই সময়ে কয়েক দিন নিদ্রা না হওয়াতে নেপোলিয়ন সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি শয্যা হইতে আদৌ উঠিতে

পারিতেন না। উঠাইয়া দিলেও পুনরায় শুইয়া পড়িতেন। 'মনসিওর ডক্‌টর, আপনি কি দেখিতেছেন না জগতের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন অপেক্ষাও এই শয্যার মূল্য অধিক হইয়াছে। আমি অশ্বারোহণে ম্যাড্রিদ হইতে মস্কাউ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াও ক্লান্ত হইতাম না, কিন্তু এখন চক্ষু মেলিতেও শ্রম বোধ হয়। আপনি ঐ ঔষধ রাখিয়া দিন, উহাতে আমার কোনই উপকার হইবে না। ব্যায়ামের অভাবেই আমার এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। আমি যদি আর একবার স্বাধীনভাবে অশ্বারোহণে ইউরোপে ভ্রমণ করিতে পাইতাম, আমার স্বাস্থ্য কখনই আকাশ-কুসুমে পর্য্যবসিত হইত না।

যে সকল ফরাসী ভদ্রলোক ইচ্ছাপূর্ব্বক নেপোলিয়নের সহিত কারাবাস করিতে আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে কাউন্ট বারট্রাণ্ড সদারা-পত্য ছিলেন। এই সময়ে ম্যাডাম বারট্রাণ্ডের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। সম্রাট্ ঔষধ সেবন করেন নাই, এবং কেহই তাঁহাকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতেও সাহসী হয়েন নাই শুনিয়া তিনি নেপোলিয়নের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার পরিচারিকার স্কন্ধে ভর করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং সম্রাটের সম্মুখেও সেই ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'ম্যাজেষ্টি ঔষধ সেবন করেন নাই শুনিয়া আমি আসিয়াছি।' নেপোলিয়ন বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি আর একবার আমার সম্মুখে লিটিসিয়া র‍্যামলিনীকে (১) দেখিতে পাইতেছি। আপনি বিশ্রামার্থ গমন করুন, আমি ঔষধ সেবন করিতেছি, কিন্তু

(১) ইনি নেপোলিয়নের মাতা ছিলেন। বাল্যকালে নেপোলিয়ন আর কাহারও কথায় ঔষধ খাইতেন না, কেবল মার কথায় খাইতেন।

ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, লিটিসিয়ার পুত্রশোক- প্রাপ্তির আর অধিক বিলম্ব নাই।' ম্যাডাম বারট্রাণ্ড অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

এই সময়ে ইউরোপ হইতে কয়েকখানি খবরের কাগজ আসিল। পীড়িত অবস্থায় সম্রাট্ স্বয়ং কাগজ পড়িতে পারিতেন না, কাউণ্ট মন্থলন পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি এক দিন পড়িতে পড়িতে থামিলেন দেখিয়া নেপোলিয়ন কহিলেন, 'আমি আপনার থামিবার কারণ বুঝিতে পারিয়াছি, ঐ খানে ইংরাজেরা আমাকে রক্ত-পিপাসু রাক্ষস বলিয়া গালি দিয়াছে।'

কাউণ্ট বলিলেন, 'ম্যাজেষ্টি ঠিক বলিয়াছেন।'

নেপোলিয়ন কহিলেন, 'জগতে যত প্রকার প্রলাপ আছে, তন্মধ্যে ভয়ের প্রলাপই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। আমি ইংলণ্ডের হৃদয়ে যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলাম, তাহা কি সহজেই অপনীত হইবে? আমি এখন মাত্র দুই সহস্র মাইল দূরে, যখন কবরে সমাহিত হইব, তখনও ইংলণ্ড ভয়ের স্বপ্ন দেখিবে। ফলতঃ যত দিন জগতে আভিজাত্য ও সাধারণ্যে পার্থক্য কিংবা রাজায় প্রজায় বিদ্বেষ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন আমি রাজার চক্ষে 'ভয়ানাম্ ভয়ং ভীষণম্ ভীষণানাম্' রূপেই প্রতীয়মান হইব। আমি রক্ত-পিপাসু নহি। ইউরোপের সংহার সমরে দশ লক্ষ লোকের প্রাণ গিয়াছে সত্য, কিন্তু আমি কাহারও প্রাণ বিনাশ করি নাই। সকলেই স্ব স্ব মাতৃভূমির জন্য, স্ব স্ব নীতির জন্য, যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছে। আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করুন, এই হস্ত কখনই নররক্তে কলুষিত হয় নাই, বরং দুর্ব্বলের রক্ষার্থেই প্রসারিত হইয়াছিল। আহত সৈনিককে আমি পিতার ন্যায় কোলে করি-

য়াছি, পতিত শত্রুকে আমি স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়াছি, মুমূর্ষুর বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভাসাইয়াছি। কোনও যুদ্ধই আমার দোষে হয় নাই। ফলতঃ আত্মরক্ষার জন্য আমাকে সকল যুদ্ধেই লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। আমি যদি একদিন কাল অস্ত্র ত্যাগ করিতাম, ইউরোপের শক্তিবৃন্দ ফ্রান্সের তিন কোটী লোককে শীতরক্তে নির্ব্বাহ করিয়া ফেলিতেন। তথাপি যদি আমাকে উল্লিখিত লোক-সংক্ষয়ের জবাবদিহি করিতে হয়, আমি একাকী করিব না, ডিউক অব ওয়েলিংটন, জেনারেল ব্লুকার, মার্শাল কুতুসফ্, আর্ক-ডিউক চার্লস প্রভৃতি সকলেই করিবেন। যমের ধর্ম্মাধিকরণে আমার বিচার হইবে, যদি সুবিচার হয়, যদি এই দুর্জ্জয় লোকটাকে দেখিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় যমেরও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় না ঘটে।

স্তনন্ধয় বীর।

১৮২১ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাটের অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িল। তিনি বন্ধুদিগকে কহিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর, আপনারা আমার দেহের ব্যবচ্ছেদ করাইবেন। ডক্‌টর আর্ণট ব্যতীত অপর কোন ইংরাজ যেন আমার শব স্পর্শ না করেন। আপনারা আমার হৃৎপিণ্ড উগ্রবীর্য্য সুরার মধ্যে রাখিয়া প্রিয়তমা মেরিয়া লুইশার হস্তে অর্পণ করিবেন, এবং বলিবেন, আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি। সকলে রোম নগরে গিয়া আমার শোকাতুরা জননীর সান্ত্বনা করিবেন, এবং আত্মীয় বর্গের নিকট আমার মৃত্যু-কাহিনী কহিবেন।

২৯শে এপ্রিল সম্রাটের উদরে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হইল। কোনও ঔষধিতে তাহার উপশম হইল না। সম্রাট্ অদূরবর্ত্তী নির্ঝরের সুশীতল বারি পানে কথঞ্চিৎ আরাম বোধ করিয়া কহিলেন, 'যদি জীবিত থাকি, এই ঝরনার উপরে একটা মণুমেণ্ট নির্ম্মাণ করিব, আর যদি মরিয়া যাই, এই নির্ঝরের পার্শ্বে সমাহিত হইব। বন্ধুগণ, শ্রবণ করুন, আপনারা প্রথমতঃ আমার দেহ ফরাসী দিগের মধ্যে সীন-তীরে সমাহিত করিবার প্রস্তাব করিবেন। অভাবে আমার মাতৃভূমি অজক্ষ্য-নগরে, তদভাবে আমাকে ঐ নির্ঝর পার্শ্বেই প্রোথিত করিবেন।

৫ঠা মে সন্ধ্যা-সময়ে গগনে প্রলয়-মেঘমালা সজ্জিত হইল। নেপোলিয়নও ক্রমশঃ অবসাদ গর্ভে ডুবিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝটিকা ও অবিশ্রান্ত বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল। সেণ্ট হেলেনা তিমির বসন পরিধান করিল। সেই ভীষণ দুর্যোগে ম্যাডাম বারট্রাণ্ড বালক বালিকা দিগকে লইয়া সম্রাট্কে শেষ দেখা দেখিতে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে তদীয় শিশু পুত্র নেপোলিয়ন বারট্রাণ্ড সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল 'মা তুমি কোথায় যাইতেছ?'

মাতা কহিলেন, 'আমরা নেপোকে দেখিতে যাইতেছি।'

সেই পঞ্চম বর্ষীয় শিশু সম্রাট্কে বড় ভাল বাসিত, সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত, তাঁহার সহিত চা ও বিস্কুট প্রভৃতি খাইত, এবং তাঁহাকে নেপো বলিয়া ডাকিত। সে কহিল, 'মা আমিও নেপোকে দেখিতে যাইব।'

মা কহিলেন, 'আজি ত তিনি কিছু খাইবেন না, তুমি যাইয়া কি করিবে? তিনি আজ স্বর্গে যাইবেন।'

'মা আমিও স্বর্গে যাইব।'

'আজি তিনি মরিবেন।'

'মা আমিও মরিব।'

মাতা কহিলেন, 'অমন কথা বলিতে নাই।'

'কেন বলিতে নাই, নেপো খাইলে আমি খাই, নেপো যাইলে আমি যাই, নেপো মরিলে আমি মরিব না কেন?'

ম্যাডাম বারট্রাণ্ড শিশুটীকেও কোলে করিয়া লইলেন। সেই সময়ে সম্রাটের জ্ঞান ছিল না। তিনি মধ্যে মধ্যে নাতি-পরিস্ফুট স্বরে, ফ্রান্স—সেনা—সেনানায়ক—যোসেফাইন প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন। তাঁহার শ্বাসকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছিল। গৃহমধ্যে ফরাসী ভদ্র লোকেরা নীরবে চারিদিকে দণ্ডায়মান ছিলেন। একজন পুরোহিত সম্রাটের শিয়রে দাঁড়াইয়া অন্তিমকালীন প্রার্থনাদি পাঠ করিতেছিলেন। বালক বালিকাগণ চারি দিক হইতে দৌড়িয়া আসিয়া মুমূর্ষু সম্রাটের বাহুযুগল চুম্বন ও অশ্রুজলে প্লাবিত করিতেছিল। এমন সময়ে নেপোলিয়ন বারট্রাণ্ড বিস্মিতভাবে একবার সম্রাটের মুখে আর একবার জননীর মুখে চাহিতে চাহিতে ক্রোড় হইতে নামিল। নামিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল,—সেই বিপন্ন শৈশব সহচরের সম্মুখে দৃঢ় ও সংযতভাবে দাঁড়াইল,—যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে কামানের গোলা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সৈনিকেরা যেমন অন্তরাল হইয়া দাঁড়াইত সেইরূপে দাঁড়াইল,—ওয়াটার্লুতে একদিকে অনুসরণকারী ডিউক অব ওয়েলিংটন, অন্যদিকে নেপোলিয়ন, এই উভয়ের মধ্যে ওল্ড গার্ডের সেনাপতি ক্যাম্ব্রোন যেমন দাঁড়াইয়াছিলেন, আজি সেণ্ট হেলেনায় একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে নেপোলিয়ন, মধ্যস্থলে

শিশু বারট্রাণ্ড সেইরূপে বক্ষঃস্থল ঈষৎ স্ফীত করিয়া দাঁড়াইল। বর্ব্বর সেণ্ট হেলেনা আজি ভাগ্যক্রমে জগতে দ্বিতীয় ওয়াটালু'র দৃশ্য দেখাইতে বসিল। শিশু বারট্রাণ্ড হৃদয়ঙ্গম নেপোব, মৃত্যু কালীন হাবভাবাদির অনুকরণ করিতে করিতে, যেমন সম্রাটের প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল, অমনি ছিন্নমূল গুল্মের ন্যায় ধরাশায়িত হইল।

এই সময়ে সকলেই সম্রাট্‌কে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। সকলের চক্ষুই তদীয় মুখমণ্ডলে নিহিত ছিল। সকলের কর্ণই তাঁহার কম্পমান অধর যুগলের শেষ আভাস ধরিতে ব্যগ্র হইয়াছিল। শিশু বারট্রাণ্ড কি ভাবে ধরাশায়িত হইল, তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি ছিল না। যদি থাকিত, যদি সেই শোকাকুল জনমণ্ডলী একবার সেই স্তনন্ধয় বীরের প্রতি চাহিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইতেন, জগতে এক চামচি চা ও একখানি বিস্কুটের ঋণ কি প্রকারে পরিশোধ করিতে হয়; দেখিতে পাইতেন, বন্ধুর জন্য বন্ধুর কি প্রকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হয়; দেখিতে পাইতেন, জগতে প্রতিভাশালী ব্যক্তির কতদূর অনুগমন করিতে হয়; দেখিতে পাইতেন, সর্ব্বজনানুমোদিত রাজার জন্য প্রজার কি ভাবে প্রাণ দান করিতে হয়; এবং অবশেষে সকলে দেখিতে পাইতেন, প্রবল ব্রিটেনের অত্যাচরিত অবহেলিত অনশন-ক্লিষ্ট ও অকালে মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে দেখিয়া সাধুজনের হৃদয় কি ভাবে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

বারট্রাণ্ড স্ত্রী-পুরুষ শিরে করাঘাত করিতে করিতে শিশুকে কোলে লইলেন, মুহুর্মুহু তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন; পরে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে, তাহাকে সম্রাটের কোলে দিয়া

কহিলেন, 'নেপোলিয়ন, আজি ফরাসী জাতির শেষ প্রীতি-উপহার গ্রহণ কর'

এই দিবস নিশীথকালে কর্ণেল জিরার্ড লঙউডে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্থানুসারে তাঁহার কেবল কষ্টই সার হইল।

অনন্তর উপযুক্ত সময়ে সর হড্‌সনের সমক্ষে নেপোলিয়নের শবব্যবচ্ছেদ হইল। সেই সময়ে সেণ্ট হেলেনাবাসী সকলেই অশ্রুপাত করিয়াছিল। কৃষকেরা ক্ষেত্রে লাঙ্গল ফেলিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে সেই মহাত্মাকে দেখিতে আসিল, যাঁহার পদস্পর্শে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র ও নগণ্য দ্বীপও জগতের ইতিবৃত্তে অত্যুজ্জ্বল স্থান অধিকার করিতে যাইতেছিল। পাষাণ সর হড্‌সন সেই সময়ে বলিয়া ছিলেন, 'ইংলণ্ডের এত বড় শত্রু আর কেহই ছিল না, এবং আমারও শত্রু বটে, কিন্তু আমি ক্ষমা করিতেছি।'

জীবিত অপেক্ষা মৃতের প্রতি ইংলণ্ডের সমধিক দয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। নেপোলিয়নের সমাধি-যাত্রায় দয়ার সাগর সর হড্‌সন লো সদলবলে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রিটিস রণতরী ও দুর্গ হইতেও অনবরত শোকসূচক তোপধ্বনি হইয়াছিল।

সম্রাট্‌কে সমাধিস্থ করিয়া ফরাসী ভদ্রলোকগণ সকলেই ইউরোপ প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। একমাত্র হোবার্ট তাঁহার সমাধি ছাড়িয়া নড়ে নাই। একাকী হেবার্ট সেই নিবিড় অরণ্যে একাদিক্রমে উনিশ বৎসর কাল নেপোলিয়নের সমাধি সম্মুখে করিয়া বসিয়া ছিল। ধন্য হেবার্ট, জগতে কেহই তোমার ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় দিতে পারে নাই।

সম্প্রদান

যে সময়ে বিদ্যুৎ ঝলসে, লোকের ধাঁধা লাগিয়া যায়। বিদ্যুৎ অন্তর্হিত হইলে সকলেই প্রকৃত ঔজ্জ্বল্যের অনুভব করিতে পারে। নেপোলিয়নের লোকন্তর গমনেও যেন সেইরূপ হইল। সকলেই বুঝিতে পারিল বিধাতার সৃষ্টিতে এত বড় লোক আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। প্রতিভাশালী লোকের প্রকৃত জীবন আরব্ধ হয় তাহার মৃত্যুর দিন হইতে।

বোনাপার্টিষ্ট দিগের ত কথাই নাই, রয়ালিষ্টগণের অন্তঃকরণও এত দিনে শিথিল হইল। মেরিয়সের মাতামহ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 'ভাই আর কত দিন রাগ করিয়া থাকিবে? এখন বাটীতে আইস, বিষয় সম্পত্তি দেখ, আমি আর কত দিনই বাঁচিব।'

মেরিয়স বলিলেন, 'দাদা মহাশয়, আপনি আমার স্বর্গত পিতার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করাতেই, আমি গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।'

মাতামহ বলিলেন, 'না না বিদ্বেষ কি? সে কিছুই না, সে কিছুই না। তোমার পিতা ভাল লোকই ছিল। বোনাপার্টিষ্টগণই বা মন্দলোক কিসে? তুমি কবে গৃহে আসিবে বল।'

মাতামহের মুখে পিতার সুখ্যাতিবাদ শুনিয়া মেরিয়স আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন 'দাদা মহাশয়! উদ্বেগ ত্যাগ করুন, আপনার মেরিয়স গৃহে আসিল।'

ফ্রান্সময় রয়ালিষ্টগণের এই ভাব দেখিয়া অষ্টাদশ লুই প্রমাদ গণিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট হইল। তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া সম্ভাবিত রাষ্ট্র-বিপ্লব নিবারণার্থে বিস্তৃত বোর্ব্বন বংশ তন্ন তন্ন করিয়া প্রবীণ-বয়স্ক লুই ফিলিপি ইগালাইট্‌কে ভাবী রাজা নির্ব্বাচিত করিলেন।

রাজা লুই ফিলিপি ইগালাইট্ সত্যনিষ্ঠ, অমায়িক, সমুদার-প্রকৃতি বিদ্বান্ ও নিরহঙ্কার পুরুষ ছিলেন। ইনি সকলের সঙ্গে মিশিতেন, পদব্রজে বাহির হইতেন, এবং একাকী ছাতা বগলে করিয়া পল্লীতে পল্লীতে বেড়াইতেন।

ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে কি হয়, আমি অষ্টাদশ লুই যতদিন জীবিত আছি, ততদিন কাহাকেও মাথা তুলিতে দিব না, সংপ্রতি যাহারা নেপোলিয়নের জন্য প্রকাশ্য ভাবে শোক প্রকাশ করিল, তাহাদিগকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিব।' বলা বাহুল্য শোক-প্রকাশ সমিতির নেতা পিতৃ-ভক্ত যুবকগণ ক্রমশঃ পারীর উনপঞ্চাশৎ কারা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ফাদার মেডেলাইন পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে, মেরিয়স্‌কে অঙ্গীকৃত পুরস্কার দিতে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া সাতিশয় চিন্তিত হইলেন, কত লোককে কত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই মেরিয়সের সন্ধান বলিতে পারিল না। ফাদার অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি ভগ্ন হৃদয়ে কুসীকে লইয়া দেশান্তরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে থেনাডিয়ার তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, কেননা তিনিও ঠিক ঐ সময়ে ঐ প্রদেশে মেরিয়সের চেষ্টা করিতেছিলেন। থেনাডিয়ার অবিলম্বে জেভেয়ারকে সংবাদ দিলেন।

মেডেলাইন পারী ছাড়িয়া এক মাইল পথ যাইতে না যাইতেই, ইনস্পেকটর জেভেয়ার আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে ধৃত ও সংযত দেখিয়া কুসী অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল। মেডেলাইন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'হতভাগিনি কাঁদিতেছ কেন? মা'এর ন্যায় ভাগ্যবতী হইয়া জন্মিয়াছ, চলিয়া যাও, সংসারে যে দিকে দুই চোক্ যায়, চলিয়া যাও।'

কুসী জেভেয়ারের পায়ে পড়িয়া কহিল, 'মনসিয়র ইনস্পেকটর দয়া করিয়া আমাকেও কারাগারে যাইতে দিন।' জেভেয়ার কি ভাবিয়া সে দয়া করিলেন।

ঈশ্বরের নীতি কি বিচিত্র! কারাগারে যে গৃহে মেডেলাইন ও কুসীর স্থান হইল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহেই ব্যারন মেরিয়স্ কারারুদ্ধ ছিলেন। মধ্যে একটা জানালা ছিল। রাত্রিযোগে মেডেলাইন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, 'পিতৃ-ভক্ত যুবক! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমাকে পিতৃ-ভক্তির পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলাম, সে সময় পূর্ণ হইয়াছে, আমিও তোমার পুরস্কার লইয়া আসিয়াছি।'

মেরিয়স্ সবিস্ময়ে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়, আপনার ন্যায় স্থির-প্রতিজ্ঞ লোক আমি কখনও দেখি নাই। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হউক। আপনি আমার জন্য যে কোনও পুরস্কার আনিয়া থাকেন, আমাকে অর্পণ করুন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

এই কথা শুনিয়া ফাদার মেডেলাইন প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে কুসীকে লইয়া মেরিয়সের সম্মুখে ধরিলেন, এবং কহিলেন, 'বৎস! এই তোমার পুরস্কার, দয়া করিয়া গ্রহণ কর, আমার ছুটী

হউক।' এই বলিয়া মেডেলাইন দর দর ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মেরিয়স্ ঈষৎ ব্রীড়িত ভাবে সম্মতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, 'মহাশয়, উদ্বেগ ত্যাগ করুন, আমি আহ্লাদ সহকারে আপনার দত্ত এই পুরস্কার পিতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করিতেছি।'

যে ভাল বাসে সে মৃত্যুঞ্জয়।

জগতে যে বাঁচিতে চায়, তাহার মরিতে শিখা কর্ত্তব্য। যে মরিতে চায়, তাহার ভালবাসিতে শিখা কর্ত্তব্য। যে ভালবাসিতে না জানে, সে মরিতে জানে না। যে মরিতে না জানে, জীবন তাহার দুর্ব্বহ ভার, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, ঘোর যন্ত্রণাময়, যে ভালবাসে সে মৃত্যুঞ্জয়।

অষ্টাদশ লুই স্বর্গারোহণ করিলে রাজা লুই ফিলিপি ইগালাইট্ ফ্রান্সে আর একবার কারা-দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। মেরিয়স হেনরিয়েটা-কুসীকে লইয়া মাতামহ ভবনে আসিলেন। মাতামহ পূর্ব্বেই হেনরিয়েটার কথা শুনিয়াছিলেন। এখন শকট হইতে অবতরণ মাত্রেই তাহার অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, 'ভাই মেরিয়স্, বধূটী বোধ হয় আমার জন্যই আনিয়াছ।'

হেনরিয়েটা বৃদ্ধকে অভিবাদন করিয়া ব্রীড়াবনত বদনে তদীয় দক্ষিণ কর চুম্বন করিল। মাতৃষসাও সাদরে ভাবি-ব্যারনেসের কর চুম্বন করিয়া গৃহে লইলেন।

এদিকে মণ্ট ফার্ম্মিলে, পেণ্টিকষ্ট ব্যারনের কারা-মোচন সংবাদ শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল। এইবার ব্যারন মণ্ট ফার্ম্মিলে আসিবেন। তিনি যাইবার সময় 'আবার আসিব' বলিয়া গিয়াছিলেন। এইবার আসিলে আমি তাঁহার কাছে মনের কথা বলিব। তিনি যদি স্বামী হন, যদি ঈশ্বর সেইরূপই লিখিয়া থাকেন, তাঁহার কাছে আবার লজ্জা কি? আমি এই সেফালিকা তলে তাঁহাকে মালা পরাইতে পরাইতে একেবারে হৃদয়েশ্বর বলিয়াই সম্ভাষণ করিব। তাহাতে যদি তিনি ধৃষ্টতা মনে করেন, না হয় তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্ষমা চাহিব, তিনি কি ক্ষমা করিবেন না? তিনি কি বুঝিবেন না যে, তাঁহারই মুনি-জনোচিত মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে দুর্ব্বল বালিকা ধৈর্য্য রাখিতে পারে নাই, আত্মহারা হইয়াছে? পরে যখন জানিব তিনি নিশ্চয়ই আমার স্বামী হইবেন, তখন আবার এক দিন ইহার প্রতিশোধ লইব। তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিব না, তিনি সাধিলেও কথা কহিব না। সেই দিন তাঁহাকে দেখাইব রমণী দুর্ব্বল নহে, রমণী কেমন কঠিন।'

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, তথাপি ব্যারনের আগমন হইল না। লুসী ক্রমশঃ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিল দেখিয়া, থেনাডিয়ার তাহাকে লইয়া পারী উত্তীর্ণ হইলেন। সেই স্থানে তাঁহারা মেরিয়স্ ও কুসীর আসন্ন পরিণয় সম্বন্ধে সমস্ত অবগত হইয়াও হতাশ হইলেন না, বরং থেনাডিয়ার ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়া মেরিয়সের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, পেণ্টিকষ্টকেও সঙ্গে করিয়া লইলেন।

একটি সুরম্য গৃহে মেরিয়স্ উপবিষ্ট ছিলেন, কুসী নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময়ে 'ব্যারন-সন্ততে, এ আপনার কি

প্রকার ব্যবহার?' এইরূপ বলিতে বলিতে থেনার্ডিয়ার প্রবেশ করিলেন।

মেরিয়স্ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তিনি পেণ্টিকষ্টকেও পরম সমাদরে উপবেশন করাইলেন।

থেনার্ডিয়ার কুসীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'ঐ বালিকাটীর সহিত আপনার আসন্ন পরিণয়ের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আপনি পেণ্টিকষ্টের পাণিগ্রহণ করুন আর না করুন, সে আপনার ইচ্ছা, কিন্তু এই অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকার পাণিগ্রহণ করিবেন কি প্রকারে? এ পর্য্যন্ত ইহার পিতার নাম কেহই জানে না,—উহারা বলে কর্ণেল জোসেফ্ হেবার্ট, কিন্তু কোন ধর্ম্মমন্দিরে মেরি ও হেবার্টের পরিণয় হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। উহার মাতা বেশ্যাবৃত্তি করিত। লি-নগরে জিন নামক কোনও ফেরারী আসামী তাহার উপপতি ছিল। একথা আপনি তত্রত্য পুলিস সেরেস্তা তদন্ত করিলে জানিতে পারিবেন। আমি আপনার পিতৃবন্ধু এবং সর্ব্বথা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। যদ্যপি আমার পরামর্শ শুনেন, কদাচ এই নীচসম্ভবা লুটেরাকে গ্রহণ করিয়া চিরনির্ম্মল পণ্টমার্সি কুল কলঙ্কিত করিবেন না।'

মেরিয়স্ অধোবদনে রহিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না। থেনার্ডিয়ার পুনরায় বলিতে লাগিলেন।

'আর যদি দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেই বিবেচনা করেন, তাহা হইলেও কি ঐ বালিকাটী পেণ্টিকষ্টকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে? আপনি ত উভয়কেই দেখিতেছেন, সত্য করিয়া

বলুন দেখি, কে অধিক সুন্দরী? আপনি ত উভয়ের সঙ্গেই আলাপ করিয়াছেন, কাহার বাক্যে ন্যায় ও ধর্ম্মজ্যোতিঃ অধিক প্রতিফলিত, ভক্তি প্রকটিত, প্রীতি বিকসিত, এবং প্রেম উচ্ছ্বসিত? কে অধিক প্রতিভাশালিনী? কে সত্যবাদিনী? কে মিষ্টভাষিণী? কেই বা পরার্থে স্বার্থত্যাগিনী? সমাসতঃ কে অধিক হৃদয়ানন্দ-দায়িনী তাহাও কি আপনি লক্ষ্য করেন নাই?'

মেরিয়স্ প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে কহিলেন, 'মহাশয়, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আপনার পেণ্টিকষ্ট সর্ব্বথা অনবদ্যাঙ্গী। তাহার মানসিক সদ্বৃত্তি সমূহও সবিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। সে বিষয়ে হেনরিয়েটার সহিত কেন, ফ্রান্সে বোধ হয় কোনও বালিকার সঙ্গেই তাহার তুলনা হয় না। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি. স্নেহের পেণ্টিকষ্ট অচিরে আত্মানুরূপ বরলাভ করিবে।'

থেনার্ডিয়ার কহিলেন, 'তবে আপনি কোন অপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন?'

ব্যারন বলিলেন, 'তাহা আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। সমস্তই ঈশ্বরেচ্ছা ব্যাপার।'

থেনার্ডিয়ার কহিলেন, 'ব্যারন সন্ততে, আপনার কথার কোনও অর্থ নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা পরিত্যাগ করিয়া আপনি যখন ইতর জনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, তখন আমি নিশ্চয়ই বুঝিলাম, আমাকে নিগৃহীত করাই আপনার উদ্দেশ্য। এরূপ জানিলে আমি কখনই আপনার সংসর্গে আসিতাম না। যে ব্যক্তি আজীবন আমার বাটীতে দাসীবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিল, সেই কিনা ব্যারনেস্ হইবার যোগ্য হইল, আর আমার এই রাজভোগে প্রতিপালিতা বালিকাটী একেবারে নগণ্য

হইয়া গেল। আপনার বিবেচনা নাই, আপনি বড় বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার আচরণ সর্ব্বথা প্রাকৃত জনের ন্যায়। আপনার নিকট ভদ্রলোকের মান নাই, পিতৃবন্ধুর সম্মান নাই, রূপগুণেরও আদর নাই।'

থেনার্ডিয়ার এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে লুসী পেণ্টকষ্ট সহসা 'পিতঃ ক্ষান্ত হউন' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে এতক্ষণ নীরবে অধোবদনে বসিয়াছিল, তাহাকে সহসা দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলের দৃষ্টিই সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। লুসী বলিতে লাগিলঃ—

'পিতঃ ক্ষান্ত হউন। সমুদার-প্রকৃতি ব্যারনকে আর ভর্ৎসনা করিবেন না। ইহার কোনও দোষ নাই। ইনি আমাকে বাক্যদানও করেন নাই। পক্ষান্তরে ইনি প্রিয় ভগিনী হেনরিয়েটাকে ব্যারনেস্ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উদারতার পরাকাষ্ঠা ই দেখাইয়াছেন। আপনার ভাগ্য মন্দ হইলে, পর-নিন্দায় ফল কি? বিশেষতঃ সাধুজনের নিন্দায় কেবল প্রত্যবায়ই ঘটিয়া থাকে। আমার সর্ব্বনাশ হয় তাহাতে আমি কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু জগতে সত্যের অপলাপ না হয় এই আমার ইচ্ছা। আমরা স্বর্গতা মেরিকে নিন্দা করিতে পারি না,—মেরি কখনই অসতী ছিলেন না। তিনি যদি অসতী হইতেন, তাহা হইলে উদরান্নের জন্য তাঁহাকে কখনই কেশ ও দন্ত বিক্রয় করিতে হইত না। পরোপকার-নিরত ফাদার মেডেক্সাইনও আমার কোনও অনিষ্ট করেন নাই। তিনি ত যথা-সময়ে ও যথাস্থানে ব্যারনের সাক্ষাৎ না পাইয়া কুসীকে লইয়া দেশান্তরেই চলিয়া যাইতেছিলেন। আমরাই ত তাঁহাকে পুলিস ধরাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আমরাই ত তাঁহাকে দিয়া কারা-ভবনে

য়্যারনের হস্তে কুসীর সম্প্রদান করাইয়াছি। ভগবানের নীতি এইরূপই বিচিত্র। যাহার অনিষ্ট করিতে যাও, তাহার ইষ্ট হয়, অনিষ্ট হয় নিজের। আর এই অনিষ্ট আমাদিগের এক দিনেও সংঘটিত হয় নাই। কুসীর ও আমার বয়স যখন ছয় সাত বৎসর, যখন বিধবা মেরী কুসীকে আমাদের বাটীতে রাখিয়া যান, সেই সময় হইতে এই অনিষ্টের সঞ্চার হইয়াছিল। সেই সময় হইতে মেরীর প্রেরিত অর্থ আমরা আত্মসাৎ করিয়াছি। কুসীকে দাসী বৃত্তি করিয়া খাইতে হইয়াছে। যদি তাহাকে উদরান্নের জন্য সমাইএর যাবতীয় নিকৃষ্ট কর্ম্মই করিতে হইল, তবে তাহার দুঃখিনী জননী প্রাণান্ত করিয়া তাহার জন্য প্রতিমাসে টাকা পাঠাইতেন কেন? আমার খেলেনা ও বিলাসের জন্য! এত স্বার্থপরতা ধর্ম্মে সহিবে কেন? আমার স্মরণ হইতেছে অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তিনী মেরী যখন মস্তকের কেশ পাশ বিক্রয় করিয়া সন্তানের জন্য শীতবস্ত্র পাঠাইয়াছিলেন, তখন তাহাও আপনারা তাহাকে ব্যবহার করিতে দেন নাই, আমাকে দিয়াছিলেন। আপনারা স্বার্থের জন্য নীতির অবমাননা করিয়াছিলেন। আপনারা অবশ্যই জানিতেন না নীতি কখনও পদদলিত হইবার পাত্রী নহে, নীতির প্রতিহিংসা বড় গুরুতর। আপনারা যে নীতির অবমাননা করিয়া দুঃখিনী কুসীর শীতবস্ত্র খানি কাড়িয়া আমার গাত্রে ঝুলাইয়াছিলেন, দেখুন আজি দশ বৎসর পরে সেই নীতি, প্রতিহিংসা-পরায়ণা সেই নীতি, আমার অঙ্ক হইতে হৃদয়-সর্ব্বস্ব ধন মেরিয়সকে কাড়িয়া লইয়া কুসীর অঞ্চলে বাঁধিয়া দিতেছে!'

এই বলিতে বলিতে পেণ্টকষ্ট বাষ্পাকুল-লোচনে কুসীর হাত ধরিয়া কহিল, 'ভাই হেনরিয়েটা, এই পতিধন তোমারই,

তুমি ইহার জন্য অনেক তপস্যা করিয়াছ। তোমার তপঃ পূর্ণ হইলে আমার জননী তোমাকে নিশীথান্ধকারে জল আনিতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই তোমার জীবনের এক শুভ দিন গিয়াছে। সেই দিনেই তুমি পরহিত-ব্রত মহাত্মা মেডেলাইনের দেখা পাইয়াছিলে। আবার যে দিন আমার পিতা তোমাদিগকে ধরিয়া জেলে দিয়াছিলেন, সেই তোমার জীবনের দ্বিতীয় শুভ-দিন। তুমি ব্যারনেস্ হইয়া, অভাবনীয় সম্পদে সংস্থিতা হইয়া ঐ দুইটী দিনের কথা ভুলিও না, মনে রাখিও, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাতা পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিও, ভাবিও তাঁহারাই তোমাকে এই সৌভাগ্য সোপানে উঠাইয়াছেন।'

কুসীকে এইরূপ বলিয়া পেণ্টিকষ্ট ব্যারনের সম্মুখে গমন করিল, এবং প্রীতি-প্রফুল্লমুখে কহিল, 'মনসিয়র ব্যারন, এখন যাই, আর বিলম্ব করিয়া প্রয়োজন নাই। আপনার কাছে আদর নাই। আপনি রূপেরও নহেন, গুণেরও নহেন, আপনি তপস্যার, আমি তপস্যা করি নাই, এখন যাই, আমার বলিবার কিছুই নাই। তথাপি একটী কথা আছে, যদি ধৃষ্টতা মনে না করেন, তবে বলিতে চাই।'

ব্যারন কহিলেন, 'সুন্দরি, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় সচ্ছন্দে বল, আমি আহ্লাদ সহকারেই শুনিব।'

পেণ্টিকষ্ট কহিল, 'আপনি মণ্টফার্ম্মিল হইতে আসিবার সময় আমাকে বলিয়াছিলেন 'সুন্দরি! তুমি দুঃখিত হইও না, আমি আবার আসিব।' আপনি সে কথা রাখিলেন না কেন? দিনের পর দিন গেল, তথাপি আপনি মণ্টফার্ম্মিলকে আর একবার চরিতার্থ করিলেন না কেন? আপনি মণ্ট ফার্ম্মিলে গমন

করিলে, আমি কি আপনাকে ধরিয়া রাখিতাম? না পুরুষেরা যে স্থানে কাম-ব্যবহার করিতে না পারিবেন, সে স্থানে মুখের কথাটা রাখারও প্রয়োজন বোধ করেন না? আমি কি আপনাকে মায়া-জালে ঘেরিয়া ফেলিতাম? ফেলিলেও সে জাল কি আপনি ছিন্ন করিতে পারিতেন না? করিবর হ্রদে নামিলে, পদ্মলতিকা তাহার চরণ বেষ্টন করিয়া ধরে সত্য, কিন্তু সে কি সেই পদ্মলতা ছিন্ন করিয়া স্থলে উঠিয়া থাকে না? একতঃ আপনি বিদ্বান্, তাহাতে আবার তপস্বী জিত-মন্মথ ও সহিষ্ণু, আপনি কি নির্লিপ্ত ভাবে হতভাগিনীর সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়া আসিতে পারিতেন না। অবশ্যই পারিতেন, সে শক্তি আপনাতে অভাব হইত না, সে বিশ্বাসও আপনার ছিল। তথাপি আপনি যান নাই, আপনার নব অনুরাগে আঘাত লাগিবে বলিয়া, কুসীর নির্ম্মল প্রেমে পাছে লুসী-কলঙ্ক স্পর্শ করে এই বলিয়া। তাহা হইলে জানিলাম জগতে স্বার্থ ভিন্ন আর কথা নাই, জানিলাম ভবাদৃশ মহাত্মগণও পরার্থে স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন না। অথবা সমস্তই আমার সাধনার ফল। জগতে সাধনা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমি সাধনা করি নাই, আমার এ জগতে থাকিয়া কাজ নাই। আমি যাই, যে স্থানে তপস্বী অতপস্বী, সাধক অসাধক সকলেই সমান ভাবে আশ্রয় পায়, সেই করুণাময় ঈশ্বরের দ্বারে যাই, তিনিই আমার তাপিত প্রাণে শান্তি দান করিবেন।' এই বলিতে বলিতে লুসী পৈণ্টিকষ্ট মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

অনন্তর অনেক কষ্টে লুসীর মূর্চ্ছাপনোদন হইলে, থেনাডিয়ার তাহাকে লইয়া মণ্টফার্ম্মিলে গমন করিলেন। তথায় লুসী ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণ-ত্যাগ করিলে, ফাদার মেডেলাইন, লুসীর সমাধি নির্ম্মাণার্থে

থেনাডিয়ারের হস্তে এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক অর্পণ করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য থেনাডিয়ার তাহার অধিকাংশই আত্মসাৎ করেন। ফাদার মেডেলাইন অবশিষ্ট সম্পত্তি কুসীকে অর্পণ করিয়া তিন চারি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। কর্ণেল জিরার্ড ফরাসী ভদ্রলোক দিগের সহিত ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করেন; ক্যাপটেন ফর্ণুর কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

১৮৪০ খৃঃ অব্দে যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নেপোলিয়নের সমাধি সেণ্টহেলনা হইতে ফ্রান্সে আনিতে অনুমতি দেন, তখন হেবার্টও সেই সঙ্গে গৃহ প্রত্যাগমন করিয়াছিল।